বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা ও পরীক্ষা পদ্ধতির ইতিহাস

ড. মোহাম্মদ হাননান

উৎসর্গ

ড. এ টি এম শরীফ উল্লাহ
প্রফেসর মুহাম্মদ শফিউল আলম
যাঁরা এই বইটি সুন্দর করতে সহায়তা করেছেন

www.pathagar.com

লেখকের উল্লেখযোগ্য বই

বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস (দশখণ্ড)
বাঙালি মুসলমানের নাম ও পদবী
বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস
কারা বাঙালি কেন বাঙালি
বাঙালির ইতিহাস
বাংলাদেশের সামরিক ইতিহাস
বাংলা সাহিত্যে মতাদর্শগত বিরোধ ও শ্রেণীদ্বন্দ্ব
বাংলাদেশে ফতোয়ার ইতিহাস
হাজার বছরের বাংলাদেশ : ইতিহাসের এলবাম
বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচারের ইতিহাস
বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস
একুশে ফেব্রুয়ারি : জাতীয় থেকে আন্তর্জাতিক
ঘটনাপঞ্জি (আটখণ্ড)
মর্ত্যের অমর্ত্য সেন (সম্পাদিত)
ঢাকায় অমর্ত্য সেন (সম্পাদিত)
কমিউনিস্টদের ইশতেহার ও ফতোয়া (সম্পাদিত)
বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার ইতিহাস
Liberation Struggle of Bangladesh
Political History of Bangladesh

www.pathagar.com

বাংলাদেশের
শিক্ষা ব্যবস্থা ও পরীক্ষা পদ্ধতির
ইতিহাস

ড. মোহাম্মদ হাননান

অন্যপ্রকাশ

www.pathagar.com

প্রথম প্রকাশ | একুশে বইমেলা ২০০০

© | লেখক

প্রচ্ছদ | মাসুম রহমান

কম্পিউটার গ্রাফিক্স | লিটিল এম

প্রকাশক | মাজহারুল ইসলাম
অন্যপ্রকাশ
৩৮/২-ক, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ৯৬৬৪২৬০, ৯৬৬৪৬৮০
ফ্যাক্স ৮৮০-২-৯৬৬৪৬৮১

কম্পিউটার কম্পোজ | পজিট্রন কম্পিউটার্স
৬৯/এফ গ্রীনরোড, পান্থপথ, ঢাকা

মুদ্রণ | কালারলাইন প্রিন্টার্স
৬৯/এফ গ্রীনরোড, পান্থপথ, ঢাকা

মূল্য | ৩০০ টাকা

Bangladesher Shikhkha Babostya O Parikhkha Paddotyr Itihash (History of Education Management and Examination System in Bangladesh) | By Mohammed Hannan Ph.D.
Published by Mazharul Islam, Anyaprokash
Cover Design : Masum Rahman
Price : Tk 300 only
ISBN : 984-8160-129-1

www.pathagar.com

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায় : শিক্ষা ব্যবস্থা
বাংলার প্রাচীন লোকশিক্ষার সিলেবাস ৯
উনিশ শতকের পাঠশালা-পাঠক্রম ৯
বাঙালির শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে নানা রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা ১৩
কলিকাতায় আলিয়া মাদ্রাসা, কাশীতে সংস্কৃত কলেজ ১৪
প্রাচীনপন্থী ও আধুনিকপন্থীদের দ্বন্দ্ব ১৪
মেকলের শিক্ষানীতির গূঢ়ার্থ ১৪
বৃটিশ আমলের মুসলমানদের শিক্ষা ভাবনা ১৫
বিদ্যাসাগরের শিক্ষা পরিকল্পনা ১৬
চৌকিদারী ব্যবস্থায় পাঠশালা ১৭
বৃটিশ যুগে শিক্ষা তথ্য ও ব্যয় চিত্র ১৭
বৃটিশ যুগের মুসলমান ছাত্রদের পরীক্ষা চিত্র ১৮
হান্টার কমিশন বনাম পাঠশালার নিউক্লিয়াস তত্ত্ব ১৯
আধুনিক শিক্ষা থেকে দূরে থাকে বাংলার মুসলমান ২০
শিক্ষা খাতে অর্থ বরাদ্দ ২২
পাকিস্তান যুগে বাঙালির শিক্ষার প্রতি অবহেলা ২৩
পঞ্চাশ দশক : এশিয়ার শিক্ষায় ঝরে-পড়া চিত্র ২৪
শিক্ষানীতি প্রণয়নের মৌলিক সমস্যা ২৬
১৯৫৯ সালের শরীফ কমিশনের প্রতিবেদন ২৮
হামুদুর রহমান শিক্ষা কমিশনের প্রতিবেদন ৩১
নূর খান শিক্ষা কমিশনের প্রতিবেদন ৩২
কুদরাত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশনের প্রতিবেদন ৩৩
শিক্ষার মাধ্যম ও শিক্ষায় বিদেশী ভাষার স্থান ৩৩
শিক্ষানীতি প্রসঙ্গে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের অভিমত ৩৫
ছাত্র ইউনিয়নের শিক্ষা কমিশনের প্রতিবেদন ৩৬
ছাত্রলীগ-ছাত্র ইউনিয়নের যৌথ শিক্ষা কমিশন ৩৭
ছাত্রলীগ [মুনীর-হাসিব]-এর শিক্ষানীতি বিষয়ক মতামত ৩৮
ছাত্রলীগ [কাদের চুন্নু]-এর শিক্ষা বিষয়ক অভিমত ৩৯
ছাত্রলীগ [আখতার-বাবুল]-এর শিক্ষামত ৩৯
ছাত্রলীগ [প্রধান]-এর শিক্ষানীতি বিষয়ক মতামত ৪০
বিপ্লবী ছাত্র মৈত্রীর শিক্ষানীতি ৪০
রাজা যায় রাজা আসে : শিক্ষা কমিশন বারে বারে ৪০
বেনামে শরীফ কমিশন ও হামুদুর রহমান কমিশন বাস্তবায়িত ৪১

পরের পৃষ্ঠায় দেখুন

www.pathagar.com

সূচিপত্র

দ্বিতীয় অধ্যায় : পরীক্ষা পদ্ধতি

পরীক্ষা পদ্ধতির প্রাচীন রূপ ৪৫
বৃটিশ আমলের পরীক্ষা পদ্ধতি ৪৬
পাকিস্তান আমলের পরীক্ষা পদ্ধতিতে সংস্কার ৪৭
শরীফ কমিশন প্রতিবেদনে পরীক্ষা ও মূল্য নিরূপণ ৪৭
১৯৬০ সালের সিলেবাস সংস্কার কমিটির সুপারিশ ৫৪
হামুদুর রহমান কমিশনে পরীক্ষা নীতিমালা ৫৪
নূর খান কমিশনের পরীক্ষা সংস্কার ৬৪
১৯৭০ সালের জাতীয় পরীক্ষা সংস্কার কমিটির অভিমত ৬৫
বাংলাদেশ আমলের পরীক্ষা পদ্ধতিতে নতুন উপাদান ৬৬
কুদরাত-এ-খুদা কমিশনের পরীক্ষা ও মূল্যায়ন পদ্ধতি ৬৬
১৯৭৮ সালের শিক্ষাক্রম প্রণয়ন কমিটির পরীক্ষা বিষয়ে অভিমত ৮৩
১৯৭৯ সালের অন্তর্বর্তীকালীন শিক্ষানীতির পরীক্ষা ও মূল্যায়ন পদ্ধতি ৮৩
পরীক্ষা সংক্রান্ত ১৯৮০ সালের ৪২ নম্বর আইন ৮৯
১৯৮২ সালের টাস্কফোর্সের প্রতিবেদনে পরীক্ষার পন্থা যাচাই ৯৪
মফিজউদ্দিন শিক্ষা কমিশনের পরীক্ষা ও মূল্যায়ন ৯৫
১৯৮৫ সালের পরীক্ষা সংস্কার কমিটির প্রতিবেদন ১১৯
১৯৮৮ সালের মন্ত্রিপরিষদের সভায় পরীক্ষা সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত ১৩১
১৯৯২ সালের পাবলিক পরীক্ষা আইন ১৩১
১৯৯৭ সালের টাস্কফোর্স প্রতিবেদনে পরীক্ষা বিষয়ক মন্তব্য ১৩৪
১৯৯৭ সালের শিক্ষানীতি কমিটির সুপারিশে পরীক্ষা সংক্রান্ত অভিমত ১৩৭
উন্নত দেশসমূহে পরীক্ষার ব্যবস্থাপনা ও মূল্যায়ন পদ্ধতি ১৪২
সার্ক দেশসমূহের পরীক্ষা ব্যবস্থাপনা ও মূল্যায়ন পদ্ধতি ১৪৫
পরীক্ষা পরিচালনা সংক্রান্ত প্রবিধান ১৪৯
মাধ্যমিক স্কুল সনদ পরীক্ষা সংক্রান্ত নীতিমালা ১৬৯
১৯৯৯ সালের উচ্চমাধ্যমিক সনদপত্র পরীক্ষা নীতিমালা ২০১
পরীক্ষায় দুর্নীতি রোধে ১৯৯৮ সালের ২৩ দফা ২৩০
পরীক্ষা সংক্রান্ত পাঁচটি উপানুষ্ঠানিক পত্র ২৩৪
বাংলাদেশে পাবলিক পরীক্ষায় দুর্নীতি ২৫০
বাংলাদেশের শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান ২৬৮

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রথম অধ্যায় : শিক্ষা ব্যবস্থা

www.pathagar.com

www.pathagar.com

বাংলার প্রাচীন লোকশিক্ষার সিলেবাস

বাংলার শিক্ষার ইতিহাসের আদিযুগে উচ্চশিক্ষায় না হলেও প্রাথমিক শিক্ষার ইতিহাসে সৎ প্রচেষ্টা লক্ষ করা যায়। প্রাচীনকালে বৌদ্ধ বিহারকে কেন্দ্র করে জ্ঞান অন্বেষণের যে বিশাল আয়োজন পরিলক্ষিত হয় তা উক্ত শিক্ষা পর্যায় পর্যন্ত থাকলেও এর ভিত্তি ছিল সুশৃঙ্খল প্রাথমিক শিক্ষা। মধ্যযুগে মোগল আমলে পাঠশালা কেন্দ্রিক প্রাথমিক শিক্ষা ছিল অত্যন্ত বৈজ্ঞানিক এবং মনন চর্চায় অত্যন্ত শক্তিশালী পদ্ধতি। কুঁড়েঘর কিংবা খড় ছাওয়া মাটির ঘরে অথবা গাছের ছায়ায় মাটির তলায় বসিয়ে গ্রামে গ্রামে দরিদ্র জনগণের সন্তানদের যে শিক্ষাদান করা হতো তা ছিল বাস্তবভিত্তিক লোকশিক্ষা।

মধ্যযুগের এই প্রাথমিক শিক্ষার ধরনটি ছিল নিম্নরূপ :

পাঠশালা শিক্ষা + লোকশিক্ষা = সাধারণ শিক্ষা

এর পাঠ্যসূচি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত ছিল :

১. বর্ণমালা পরিচয়, ২. উচ্চারণ ভেদ জ্ঞান, ৩. অংক শিক্ষা, ৪. এবং মধ্যযুগের কাব্যপাঠ্য, যাত্রা, কথকতা, পদাবলী কীর্তন, রামায়ণ, মহাভারত, পাঁচালী ইত্যাদি সুর করে পাঠদান ইত্যাদি।

বস্তুত সমগ্র গ্রাম বাংলায় এই ধাঁচের পাঠশালার অভাব ছিল না। প্রাথমিক শিক্ষা ছিল তখন প্রাত্যহিক জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে। ১৮০৩ সালে একজন ইংরেজ লেখক ওয়ার্ড সাহেব তাঁর এক গ্রন্থে লিখেছেন :

> বাংলার প্রায় সব গ্রামেই লেখা-পড়া এবং অংক শেখানোর জন্যে পাঠশালা ছিল।[১]

এই উদ্ধৃতির সাক্ষ্যে প্রতীয়মান হয়, পাঠশালাভিত্তিক লোকজ শিক্ষা একটা সময় পর্যন্ত গ্রাম বাংলায় সর্বজনীন এবং জনপ্রিয় শিক্ষা পদ্ধতি ছিল।

উনিশ শতকের পাঠশালা-পাঠক্রম

উনিশ শতকের শুরুতে এই প্রাথমিক শিক্ষা একটা প্রায় আন্দোলনেরই সূত্রপাত করে। এর মূল হোতা ছিলেন বাংলার শিক্ষা আন্দোলনের প্রাণপুরুষ উইলিয়াম কেরী। ১৮০০ থেকে ১৮১৭ সালের মধ্যে মাত্র সতের বছরে এবং তাঁর বন্ধুদের প্রচেষ্টায় একমাত্র শ্রীরামপুর মিশনের চারপাশেই জেগে উঠেছিল পঁয়তাল্লিশটি

---

১ Ward, Views of the Hindus, vol.I. p160, সুখময় সেনগুপ্ত, বঙ্গদেশে ইংরেজি শিক্ষা : বাঙালির শিক্ষাচিন্তা (পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক : কলিকাতা, ১৯৮৫) গ্রন্থে উদ্ধৃত

www.pathagar.com

পাঠশালা এবং প্রায় দু'হাজারের মতো ছাত্র এই সময় পাঠশালায় পড়তে যেত।[১] একই সাথে পাদ্রী রবার্ট, যিনি তাঁর উদ্ভাবিত নিজস্ব পদ্ধতির প্রাথমিক শিক্ষা চালু করেন, যাতে অপেক্ষাকৃত নিম্নমানের ছাত্ররাই অগ্রাধিকার পেত, তাঁর মৃত্যুর পর ১৮১৮ সালে দেখা গেল এই ধরনের পাঠশালার সংখ্যা ৩৬ এবং হিন্দু-মুসলমান মিলিয়ে এর ছাত্র সংখ্যা প্রায় তিন হাজার।[২] তবে আধুনিক অর্থে আমরা যে প্রাথমিক শিক্ষা বুঝি তার প্রবর্তন হয় আরো একটু ধীরে, যখন সমগ্র বাংলায় ইংরেজি শিক্ষা ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে অনেকটা চাপিয়ে দেয়ার প্রচেষ্টা চলছিল, সেই সময়ে পাল্টা বাংলা পাঠশালার একটা আন্দোলনের প্রচেষ্টাও শুরু হয়ে যায়।

১৮৪০ সালের ১৮ জানুয়ারি বাংলা পাঠশালার কাজ শুরু হয় অনেকটা বিপ্লবী সংগঠনের মনোভাব নিয়েই। আর্থিক উন্নতি ও সামাজিক মর্যাদা সেই সময় এই উভয় প্রাপ্তিযোগ নিশ্চিত ছিল একমাত্র ইংরেজি শিক্ষার মাধ্যমেই। কিন্তু প্রসন্নকুমার ঠাকুর, দ্বারকানাথ ঠাকুর, ডেভিড হেয়ার, রামকমল সেন প্রমুখ পণ করলেন বাংলার শিশু-কিশোরদের জন্যে একটি আদর্শ পাঠশালা তাঁরা স্থাপন করবেনই, যেখানে মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান করা হবে। উপরিউক্ত প্রাণপুরুষদের নিয়ে গঠিত উপপরিষদ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্যে নিম্নোক্ত পাঠক্রম নির্বাচন করে :

১. প্রথম শ্রেণী :

ক. অক্ষর পরিচিতি, খ. বানান শেখা, গ. ইতিহাস জানা, ঘ. ব্যাকরণ জ্ঞান, ঙ. গণিতের প্রাথমিক সূত্র চ. গোলাধ্যায়ের মূল প্রকরণ, ছ. ভারতের সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

২. দ্বিতীয় শ্রেণী :

ক. ব্যাকরণ জ্ঞান, খ. অংক, গ. ক্ষেত্র পরিমাপক বিদ্যা, ঘ. গোলাধ্যায়, ঙ. জ্যোতির্বিদ্যা চ. শুদ্ধরূপে ভাষা কথনের বিধিমালা, ছ. ইংলন্ড ও ভারতের ইতিহাস, জ. পত্র লিখন রীতি।

৩. তৃতীয় শ্রেণী :

ক. শুদ্ধরূপে ভাষা কথনের নিয়ম, খ. জমিদারী বাণিজ্য সম্পর্কিত ব্যবহার, গ. প্রাচীন ও আধুনিক ইতিহাস, ঘ. জ্যোতির্বিদ্যা, ঙ. বীজগণিত, চ. রাজনীতি বিজ্ঞান, ছ. নীতিবিদ্যা, জ. ক্ষেত্র পরিমাপক বিদ্যায় সরকারি আইন ও আদালতের রীতি ব্যবহারে হিন্দু ও মুসলমানী ব্যবস্থা।[৩]

উদ্যোক্তাদের এই প্রাথমিক প্রস্তুতির আদর্শ প্রাথমিক বাংলা বিদ্যালয়কে পরে

---

১ The life and times of Carriy, Marshman and Ward by J C Marshman, vol.2, 1841

২ যোগেশ চন্দ্র পানাল, বাংলায় জনশিক্ষা, পৃষ্ঠা ৯

৩ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : সংবাদপত্রে সেকালের কথা (বঙ্গদেশে ইংরেজ শিক্ষা গ্রহণ উদ্ধৃত) পৃষ্ঠা ৩৩

www.pathagar.com

সংস্কৃত কলেজের অন্তর্ভুক্ত করে দেয়া হয় এবং ঈশ্বরচন্দ্র শর্মা (বিদ্যাসাগর) কাউন্সিল অব এডুকেশনের পক্ষে এই বাংলা পাঠশালার পরিচালনার দায়িত্ব লাভ করেন। এই সময়ে একজন ইংরেজ রচিত একটি গ্রন্থ থেকে এই তথ্য পাওয়া যাচ্ছে যে, এই পাঠশালায় প্রায় এক সাথে ২০০ জন ছাত্র বাংলা মাধ্যমে লেখাপড়া শিখেছে। তাদের বেতন দিতে হতো মাসে আট আনা।[১]

১৮৪৪ সালের ১০ অক্টোবর বঙ্গ বিদ্যালয়ের এই লেখাপড়া পদ্ধতি ব্রিটিশ সরকার দ্বারা স্বীকৃতি লাভ করে। এই সময়ে বড়লাট হার্ডিঞ্জ সাহেব সরকারের নিম্নপদগুলোতে বাংলা শেখাদের নিয়োগের আদেশ জারী করেছিলেন। হার্ডিঞ্জ সাহেব সমগ্র বাংলায় (বঙ্গদেশ, বিহার ও উড়িষ্যা) ১০১টি আদর্শ বাংলা পাঠশালা স্থাপনেরও ব্যবস্থা করেন। ১০১টি বিদ্যালয়ের জন্যে ১০১ জন শিক্ষকও নিয়োগ করা হয়।[২]

বাঙালির শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে নানা রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা

তবু বাংলার প্রাথমিক অবস্থার এই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংকট যে যায় নি তার প্রমাণ মেলে ১৮৫৮ সালের জুন মাসে প্রকাশিত ক্যালকাটা রিভিউ থেকে। সেখানে বাংলার তৎকালীন প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে বলা হচ্ছে :

> *In Bengal with its thirty seven millions, the Government bestows Rs 8,000 annually on vernacular education! One third the salary of a collector of rerenue! As much is expended on 200 prisoners in Jail!*[৩]

সেদিনের বাংলায় সরকার তিন কোটি সত্তর লাখ লোকের শিক্ষার জন্যে বছর ব্যয় করতেন মাত্র এই আট হাজার টাকা। এটা ছিল সেই দিনের একজন কালেক্টরের বার্ষিক বেতনের এক-তৃতীয়াংশ অথবা জেলখানায় দু'শ কয়েদীর এক বছরের খরচ এর দ্বারা মেটানো সম্ভব ছিল।

তবে ব্রিটিশ আমলে বাঙালির শিক্ষা ব্যবস্থার বিষয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলে। নানারকম মত ও পথ এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শুধু প্রক্রিয়াধীনই থাকে। এই প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবেই ব্রিটিশ আমলে এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে ১৮৮২ সালে হান্টার কমিশন গঠিত হয়েছিল। ১৯৩৪ সালে গঠিত হয়েছিল সাপ্রু কমিটি, ১৯৪৪ সালের সার্জেন্ট কমিটিও শিক্ষানীতি প্রণয়ন করেছিল। এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় মেকলে প্রবর্তিত Filteration Theory-র কথা তো অত্যন্ত সুবিদিতই আছে। তবে এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার একটা নীতিমালা প্রণয়নের উদ্দেশে এছাড়াও

---

১ Vernacular Education for Bengal, Calcutta Review 1854, No XL III, p291-340

২ সুখময় সেনগুপ্ত, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৩৫-৩৬

৩ Calcutta Review, June 1854

www.pathagar.com

বহু শিক্ষা সম্মেলন, শিক্ষা বিষয়ক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং প্রস্তাবাকারে নানামত ও পথ গৃহীতও হয়েছে।

কলিকাতায় আলিয়া মাদ্রাসা, কাশীতে সংস্কৃত কলেজ

তবে এর অনেক আগেই এ দেশবাসীর জন্যে একটা শিক্ষানীতি উপহার দেয়ার তরে সর্বপ্রথম ১৮২৩ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে গঠিত হয় জনশিক্ষা পরিষদ (পাবলিক ইনস্ট্রাকশন কমিটি)। পরিষদ এদেশের ছাত্রদের দেশীয় বিষয় ও পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের সুপারিশ করেন। ফলে কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী তৎকালে প্রচলিত মধ্যযুগীয় শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করতে নতুন নতুন টোল ও মক্তব প্রতিষ্ঠার জন্য সরকারি সাহায্য দেয়া হতে থাকে। এদেশের মোল্লা এবং পুরোহিতরা এই উদ্যোগে সমর্থন জানান এবং ইংরেজদের পরিকল্পনা বাস্তবায়নে এগিয়ে আসেন।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়, ব্রিটিশ ভারতে ১৭৮১ সালে ওয়ারেন হেস্টিংস কর্তৃক কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা এবং এর দশ বছর পর ১৭৯১ সালে জোনাথান ডানকান কর্তৃক কাশীতে সংস্কৃত কলেজ স্থাপনের মধ্য দিয়ে ভারতবাসীর জন্যে ইংরেজ সরকারের শিক্ষানীতির মূল উদ্দেশ্য উদ্‌ঘাটিত হয়। দ্রুত জেগে ওঠা ভারতীয় ছাত্র সমাজকে ধর্মান্ধতায় সুপ্ত রাখা এবং পাশ্চাত্যের আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা একে পরিচিত না করাই ছিল তাদের মৌল উদ্দেশ্য।

প্রাচীনপন্থী ও আধুনিকপন্থীদের দ্বন্দ্ব

কিন্তু এদেশের 'জাতীয় শিক্ষানীতি'র প্রশ্নে সর্বপ্রথম এগিয়ে আসেন রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রমুখ সমাজহিতৈষী গোষ্ঠী। রামমোহন রায় এক প্রতিবাদ-পত্রে তৎকালীন লর্ডকে এদেশের ছাত্রদের জন্য বৈজ্ঞানিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রণয়নের উদ্দেশে গণিত, রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, জীববিদ্যা প্রভৃতি বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করার দাবি জানান।[১] কিন্তু জনশিক্ষা পরিষদ তাঁর এ প্রস্তাব বাতিল করে দেন এবং এরই মধ্য দিয়ে এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার ভবিষ্যৎ স্বরূপ ও দিকনির্দেশনার প্রশ্নে প্রাচীনপন্থী ও আধুনিকপন্থীর আগমন ঘটায়।

মেকলের শিক্ষানীতির গূঢ়ার্থ

তবে এই সময় সমাজের উচ্চবিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে ইংরেজি ভাষা শেখার একটা হিড়িক পড়ে গিয়েছিল। আর এই সুযোগে মেকলে প্রবর্তন করেছিলেন এক জঘন্য ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা। তাঁর প্রবর্তিত ব্যবস্থার নাম *Filteration Theory*-এর এমনিতে

---

১ শিক্ষা ও পরিকল্পনা, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন, ১৯৮১, পৃষ্ঠা ৮৭-৮৮

www.pathagar.com

সহজ অর্থ হলো, সমাজের উচ্চস্তরের লোকেরা ইংরেজির মাধ্যমে লব্ধ জ্ঞান তাদের মাতৃভাষার মারফত সাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দেবে।

কিন্তু এর গূঢ়ার্থ ছিল ভিন্ন। মেকলে সেদিন বলেছিলেন :

> *We must at present do our best to form a class who may be interpreters between us and the millions whom we govern— a class of persons Indian in blood and colour but English in tastes in opinions in morals and intellect.*[১]

অর্থাৎ এর মূল কথা ছিল :

> ইংরেজি শিক্ষার দ্বারা এমন এক শ্রেণীর লোক সৃষ্টি করতে হবে, যারা রক্তে ও বর্ণে হবে ভারতীয়, কিন্তু রুচিতে, মতবাদে, নীতিতে এবং হাব-ভাবে হবে সম্পূর্ণ ইংরেজ।

বলা বাহুল্য, মেকলের এই আশা আশঙ্কাজনকভাবে পূর্ণ হয়েছিল। ব্রিটিশ প্রবর্তিত এই শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে এ দেশের এক শ্রেণীর বিদ্বজ্জন এখন পর্যন্ত বশংবদ ব্রিটিশ মানসিকতায় এদেশবাসীর ওপরে ছড়ি ঘোরাচ্ছেন। এদেশের একদল শিক্ষিত লোক রক্ত ও বর্ণে বাঙালি হয়েও রুচিতে ও নীতিতে ইংরেজ হয়ে আছেন।

১৮৫৩ সালে কাশীর সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ব্যালেন্টাইন কলকাতা কলেজ পরিদর্শনের পর তৎকালীন বাংলাদেশ সরকারের কাছে এক রিপোর্টে উল্লেখ করেছিলেন, এ দেশবাসীকে যদি ইংরেজি পড়াতেই হয়, তবে সাংখ্য ও বেদান্তের দর্শনের সঙ্গে বার্কলের *Inquiry*-কেও পড়ানো উচিত। শিক্ষাবিদ বিদ্যাসাগর এই দুই দর্শন পড়ানোরই বিরোধিতা করে বলেছিলেন, এ দেশের ছাত্ররা এতে সুফলের চেয়ে কুফলই বেশি ভোগ করবে।

বৃটিশ আমলের মুসলমানদের শিক্ষা ভাবনা

পাশাপাশি পশ্চাৎপদ ভারতীয় মুসলমান ছাত্রদের জন্যে এদেশের মুসলিম জননায়করা ঠিক এই সময়ে পরিকল্পিতভাবে কি চিন্তা করেছিলেন তা বিশেষ জানা যায় না। তবে বাঙলার মুসলমান ছাত্র সমাজ শিক্ষা-দীক্ষায় নানা কারণেই পিছিয়ে পড়েছিল। এর অন্যতম কারণ ছিল :

> *It is mainly in Bengal that Muslims had some reason for complaining of being backward and underprivilized, for this was the province where they were hardest hit by British rule.*[২]

---

১ Sateyendranath Roy, Selectories from Educational Research, আবু জাফর : '*আর বক্তৃতা নয়*', ভিন্নমত, ফেব্রুয়ারি ১৯৮৭ প্রবন্ধে উদ্ধৃত

২ Aparna Basu, The growth of Education and Political Develoment in Asia (1918-20), Delhi, Oxford University Press, 1974, p150

www.pathagar.com

এর অর্থ এই যে, এটা বিশেষ করে বঙ্গদেশে, যেখানে মুসলমানদের নিজেদের পশ্চাৎপদ এবং বঞ্চিতদের দলভুক্ত বলে দাবি করার মধ্যে যুক্তি ছিল, কারণ এই প্রদেশটি হচ্ছে সে অঞ্চল যা বৃটিশ শাসনে সর্বাপেক্ষা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

আর এছাড়া এ কথা তো সর্বজনবিদিতই ছিল যে :

> *Muslims held aloof from the new system of education because it was opposed to their tradition, unsuited to their requirements and hateful to their religion; that they kept away from English schools because of the want of Muslim teachers, the absence of any provision for teaching the Muslim languages and absence of religious education in these schools.*[১]

অর্থাৎ, মুসলমানরা নতুন ধারার শিক্ষা পদ্ধতি থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে রেখেছিল। এর পেছনে যে কারণগুলো ছিল তা হচ্ছে, এ পদ্ধতির শিক্ষা ছিল তাদের ঐতিহ্যের বিরোধী, চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতিহীন এবং ধর্মচেতনার সঙ্গে দ্বন্দ্বপূর্ণ। ইংরেজি বিদ্যালয়গুলি থেকে যে তারা নিজেদের দূরে রাখল, তার পেছনে আরো কারণের মধ্যে ছিল, পর্যাপ্ত মুসলিম শিক্ষকের অভাব, আরবি ভাষা শেখার কোনো রীতি না থাকা এবং এসব বিদ্যালয়ে ধর্মীয় শিক্ষাদানের বিধানের অনুপস্থিতিও এর অন্যতম কারণ ছিল।

বিদ্যাসাগরের শিক্ষা পরিকল্পনা

১৮৫৪ সালে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের 'বাংলায় শিক্ষা পরিকল্পনা' অনুযায়ী বাংলার ছোটলাট হ্যালিডে সাহেব প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়নের জন্যে কতকগুলি উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন তাতে কতগুলি মডেল স্কুল স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল। এছাড়া প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়নের জন্যে জমির উপর শিক্ষাকর ধার্য করার একটি প্রস্তাবও এই সময় সরকারের বিবেচনায় রাখা হয়। কিন্তু বাংলায় তখন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত থাকার কারণে এই প্রস্তাবের বাস্তবায়ন সম্ভব হয়ে ওঠে নি।

এরপর 'সার্কেল স্কুল সিস্টেম' যাতে কাছাকাছি কতকগুলি পাঠশালার জন্যে একজন প্রধান গুরু নিয়োগের ব্যবস্থা ছিল। পরে 'নর্মাল স্কুল সিস্টেম' যাতে একজন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গুরু নিয়োগ পেতেন-এই ব্যবস্থা প্রাথমিক শিক্ষায় চালু করা হয়। এর কিছুদিন পরই ব্রিটিশ সরকার 'পেমেন্ট বাই রেজাল্টস সিস্টেম' যাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফলের ভিত্তিতে অনুদানের ব্যবস্থা ছিল তাও পরীক্ষা-নিরীক্ষার এই পর্বে চালু করা হয়।

---

১ Hunter, Indian Musalman, pp 177, 181-82

www.pathagar.com

চৌকিদারী ব্যবস্থায় পাঠশালা

বাংলার একজন বিশিষ্ট সমাজহিতৈষী ভূদেব মুখোপাধ্যায় ১৮৮২ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি ছোটলাট ইডেন সাহেবকে এক পত্রে বাংলার প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়নের জন্যে এক দীর্ঘ প্রস্তাবনা জানিয়ে চিঠি লেখেন। তাতে ১৮৭০ সালের চৌকিদারী আইনের সাদৃশ্যে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় পাসের জন্যে প্রাথমিক শিক্ষা আইনের একটি খসড়া উপস্থাপন করার কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছিল :

> গ্রামের প্রত্যেক চৌকিদার এলাকায় একটি করিয়া পাঠশালা স্থাপন করিতে হবে। গ্রামে চৌকিদারের যেরূপভাবে নিয়োগ ও বেতন প্রাপ্তি হয়, সেইভাবে উক্ত পাঠশালার মহাশয়ের নিয়োগ এবং বেতন প্রাপ্তি চৌকিদারী পঞ্চায়েতের হাত দিয়া হইবে। এই আইন প্রবর্তন হইলে ইহার কর্মক্ষেত্র চৌকিকারী আইনের সহিত জেলা হইতে জেলান্তরে প্রসার হইতে থাকিবে এবং অবশেষে সমগ্র প্রদেশে বিস্তৃত হইবে।[১]

বৃটিশ যুগে শিক্ষা তথ্য ও ব্যয় চিত্র

বৃটিশ যুগে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বেসরকারি উদ্যোগে ব্যয়ের পরিমাণ এই প্রসঙ্গে উদ্ধৃতিযোগ্য :

১৯০১-০২	১৯০৬-০৭	১৯১১-১২
টা ৬০৭,৪০০	টা ৮,৯৫০,০০০	টা ১১,৭৯১,০০০

এছাড়া, ১৮৯৬-৯৭ সালে প্রাথমিক বিদ্যালয় বার্ষিক গড় ব্যয় ছিল ১০১ টাকা, ১৯০১-০২ সালে ১১৪ টাকা, ১৯০৬-০৭ সালে ১৩৩ টাকা এবং ১৯১২ সালে ছিল ১৬২ টাকা। আর ছাত্রপ্রতি বার্ষিক গড় ব্যয় ছিল ১৯০২ সালে ৩.৭ টাকা, ১৯০৭ সালে ৩.৯ টাকা এবং ১৯১২ সালে ছিল ৪.২ টাকা।[২]

এ প্রসঙ্গে ১৮৯৬ সাল থেকে ১৯১২ সাল পর্যন্ত বঙ্গদেশে বিদ্যালয়-মহাবিদ্যালয়ের সংখ্যা ও তার ছাত্রসংখ্যার একটি ছক দেখানো যায়, যাতে কৌতূহলী পাঠক তৎকালের ছাত্র সংখ্যা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যার একটি হিসাব[৩] এর প্রেক্ষিতে করে নিতে পারেন :

---

১ মুকুন্দ মুখোপাধ্যায় : ভূদেব চরিত্র, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৭৯-৮১

২ Aparna Basu, পূর্বোক্ত, p62

৩ ঐ পৃষ্ঠা ১০৫

www.pathagar.com

প্রতিষ্ঠান	১৮৯৬-৯৭	১৯০১-০২	১৯০৬-০৭	১৯১১-১২	১৯১৬-১৭	১৯২১-২২
উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়	১,৩৩৫	১,৪৮১	১,০৪৮	১,১৯৮	২,৩১৭	
ছাত্র	১,৫২,২৯৮	১,৯১,৬৪৮	১,২৫,৯২৫	১,৭২,৫৭৭	৩,৮২,৪২০	
ইংরেজি মানবিক কলেজ	৩৮	৪৪	৩৪	৩২	৩৩	৩৬
ছাত্র	৬,৩৮৪	৮,১৫০	৫,১৯০	৯,৭১৬	১৮,৪৭৮	১৬,৯৪২

১৮৯৬-৯৭ সালে বঙ্গদেশে স্নাতক মানবিক শাখায় ছাত্র ছিল ১,২৫৪, ১৯১৬-১৭ সালে এই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ৪,৪৬৮। স্নাতক বিজ্ঞান শাখায় ১৮৯৬-৯৭ সালে ছাত্র ছিল ১২ জন, ১৯১৬-১৭ সালে এই সংখ্যা বেড়ে হয় ৪৩৯ জন। বিজ্ঞানের তুলনায় এই সময় আইন পড়ার দিকে ছাত্রদের বিশেষ ঝোঁক দেখা যায়। ১৮৯৬-৯৭ সালে আইনের ছাত্র ছিল ৪২২ জন, ১৯১৬-১৭ সালে এই সংখ্যা দাঁড়ায় ১,২২৮ জনে।[১]

পূর্ব বাংলা ও আসামে এই সময়ে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে মুসলমান ছাত্রদের সংখ্যা ছিল নিম্নরূপ[২] :

	মহাবিদ্যালয়		উচ্চ বিদ্যালয়		প্রাথমিক বিদ্যালয়	
বছর	১৯০৬-০৭	১৯১১-১২	১৯০৬-০৭	১৯১১-১২	১৯০৬-০৭	১৯১১-১২
ছাত্র	৭১	৩৬০	২২,৯৭৮	৫৯,৪৮০	৩,১৭,৬৯৯	৪,৫১,১৫৭

বৃটিশ যুগের মুসলমান ছাত্রদের পরীক্ষা চিত্র

এই সূত্রের প্রতিবেদন থেকেই জানা যায়, ১৯০৬-০৭ সালে স্নাতক শ্রেণীতে মুসলমান ছাত্ররা পরীক্ষা দিয়ে পাস করেছিল মাত্র ১ জন। ১৯১১-১২ সালে পাসের সংখ্যা দাঁড়ায় ১৫ জনে। উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে ১৯০৬-০৭ সালে পাস করে মাত্র ১২ জন, আর ১৯১১-১২ সালে এই সংখ্যা দাঁড়ায় ৭৩ জনে। সমগ্র পূর্ব বাংলা ও আসামে ১৯০৬-০৭ সালে মেট্রিক পরীক্ষায় মুসলমান ছাত্র পাস করেছিল ৯৫ জন, ১৯১১-১২ সালে এই সংখ্যা ২৯৬ জনে গিয়ে পৌঁছে। সমগ্র ভারতের মুসলমান জনসংখ্যার শতকরা ৫২.৭ ভাগ ছিল বঙ্গদেশের মুসলমান। কিন্তু মহাবিদ্যালয়ে এই জনসংখ্যার মাত্র ৮.৫ ভাগ স্থান পেত অথবা যেতে পারত। মাধ্যমিক স্তরে এই হার ছিল শতকরা ২২.১ ভাগ। স্বাভাবিকভাবেই বোঝা যায়, উচ্চ শিক্ষা ক্ষেত্রে বঙ্গের মুসলমান ছাত্রদের অবস্থা ছিল একেবারেই করুণ।[৩]

---

১ Aparna Basu, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১০৬

২ Report on the progress of Education in East Bengal and Assam 1907-8 to 1911-12, vol. 11, p-81

৩ 5th quin, Review of Education in India, 1892-1917, vol. 11, p-193

www.pathagar.com

হান্টার কমিশন বনাম পাঠশালার নিউক্লিয়াস তত্ত্ব

বিভিন্ন রকম ব্যবস্থা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে তৎকালীন বাংলার প্রাথমিক শিক্ষা বিকাশের এই প্রচেষ্টার প্রেক্ষাপটে ১৮৮২ সালের ৩ ফেব্রুয়ারি বৃটিশ সরকার ভারতবর্ষের গোটা শিক্ষা ব্যবস্থার জন্যে হান্টার কমিশন গঠন করেন। হান্টার কমিশনের অন্যতম কাজ ছিল প্রাথমিক শিক্ষার বিকাশের জন্যে সুপারিশমালা তৈরি করা। হান্টার কমিশনের সামনে যেসব শিক্ষাব্রতী তাঁদের মতামত দিতে আসেন তাঁদের প্রায় সবাই প্রাথমিক শিক্ষাকে সরাসরি সরকারের হাতে ন্যস্ত করার বিপক্ষে মত পোষণ করে আসেন। সরকারি নিয়ন্ত্রণে থাকলে মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা আকাঙ্ক্ষা ব্যাহত হতে পারে সম্ভবত এইরকম একটি ভীতি থেকেই বাংলার তৎকালীন উদ্যোক্তারা তা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার দৃঢ়তা ব্যক্ত করেন। হান্টার কমিশনের সামনে বাংলার এই শিক্ষাব্রতীদের সুপারিশসমূহ সূত্রায়ন করা যেতে পারে। তাঁরা পরামর্শ দেন :

১. আর্থিক অবস্থা এবং সামাজিক নির্বিচারে দেশের সকল শ্রেণীর শিশুর জন্যে প্রাথমিক শিক্ষাকে সুলভ করতে হবে (অর্থাৎ সার্বজনীন করতে হবে)।

২. সমাজের যেসব শ্রেণী তাদের সন্তানদের উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা করতে পারে না তাদের সন্তানদের শিক্ষার প্রয়োজন অগ্রাধিকার ভিত্তিতে এই প্রাথমিক শিক্ষা থেকে করতে হবে।

৩. প্রাইমারি স্কুল নয়, দেশীয় পাঠশালা গড়ে তুলতে হবে এবং সরকারের কর্তৃত্ব নয়, সরকারকে সহযোগিতা করতে হবে।

৪. দেশীয় পাঠশালাগুলি হবে 'নিউক্লিয়াস' বা কেন্দ্রবিন্দু আর এর পরিচালনার ভার থাকবে গ্রামপ্রধানদের কাছে।

হান্টার কমিশনের কাছে বাংলার শিক্ষাবিদদের এই দাবি থেকে একটা বিষয় বোঝা যায়, তাঁরা ছিলেন সর্বজনীন শিক্ষা প্রয়াসী এবং পাঠশালার শিক্ষাটি যেন গ্রাম জীবনের জন্যে সহায়ক হয়, তার প্রত্যাশিত ফলে তাঁরা বারবার স্বাধীনভাবে সরকারি হস্তক্ষেপমুক্ত প্রাথমিক শিক্ষার প্রকল্প চাচ্ছিলেন। তাঁরা যা চাচ্ছিলেন তার সারমর্ম হচ্ছে, প্রাথমিক শিক্ষা হবে 'জনশিক্ষা।' পরে হান্টার কমিশন ১৮৮৩-৮৪ সালের আইন সভার জনহিতকর আইনের বলে সরকারি আওতা থেকে প্রাথমিক শিক্ষাকে মুক্ত করে স্থানীয় সংস্থার হাতে তুলে দেয় এবং এই সাথে স্কুল বোর্ড গঠিত হয় যা প্রাথমিক শিক্ষার সর্বময় কর্তৃত্বে প্রতিষ্ঠিত থাকে। কিন্তু এতোসব উদ্যোগ সত্ত্বেও প্রাথমিক শিক্ষার হতাশাব্যঞ্জক ফলই আসতে থাকলো। ব্রিটিশ সরকার প্রবর্তিত শিক্ষানীতিগত মাধ্যমিক ও অন্যান্য উচ্চ শিক্ষায় যতোখানি ফললাভ হয়, তার থেকে দিন দিন পিছিয়েই পড়তে থাকে প্রাথমিক শিক্ষার দেশীয় পাঠশালা।

www.pathagar.com

১৯০৪ সালে ১১ মার্চ সরকারের শিক্ষা বিষয়ক এক প্রতিবেদনে বলা হয় :

> *4 Village out of 5 are without schools; 3 boys out of 4 grow up without education and only 1 girl in 40 attends any kind of school.* [১]

তৎকালীন সময়ে একথা একান্ত সত্য হয়ে উঠেছিল যে, দেশের যে-কোনো পাঁচটি গ্রামের মধ্যে চারটিতেই কোনো বিদ্যালয় নেই, আর যে-কোনো চারটি ছেলের মধ্যে তিনটিই কোনো রকম লেখাপড়া না শিখে বড় হয় এবং চল্লিশটি শিশু বালিকার মধ্যে মাত্র একজন স্কুলে যায়। সন্দেহ নেই অত্যন্ত নিদারুণ চেহারা এটি (এই নিদারুণ এখন নিদারুণতর হয়েছে মাত্র), কিন্তু এর মূল কারণের জন্যে তৎকালীন সরকারসমূহের শিক্ষানীতির ভ্রান্ত পন্থাই প্রধানভাবে দায়ী। তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার উচ্চ শিক্ষার জন্যে যতোটা আগ্রহী ছিল, প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপারে তার কিয়দংশও পরিলক্ষিত হয় নি। প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক করার জনপ্রিয় দাবিকে সবসময় সরকারসমূহ এড়িয়েও গিয়েছে নয় শুধু, বাংলা না ইংরেজি, ইংরেজি না বাংলা, ফারসি সাথে থাকবে না সংস্কৃত সাথে থাকবে, নাকি থাকবে আরবি, এই অনাহূত বিতর্কে পড়ে দেশীয় পাঠশালাগুলি ধ্বংসপ্রায় অবস্থায় পতিত হয়। দুঃজনক হলেও সত্যি যে, এদেশের শিক্ষা ভাবনা দীর্ঘ তিনশত বছর পরেও এই বিতর্ক থেকে মুক্ত হতে পারে নি।

জাতীয় শিক্ষাবিদদের পরিকল্পিত দেশীয় পাঠশালার শিক্ষা পরিকল্পনা ছিল সামগ্রিক শিক্ষা প্রক্রিয়ারই একটি অংশ বিশেষ। এতে গ্রামের শিশু কিশোরদের নিরক্ষরতার দূরই মূল কথা ছিল না, গ্রামীণ শিশুর চরিত্র গঠন ও ব্যক্তিত্ব বিকাশের ভিত্তিভূমি হিসেবে দেশীয় পাঠশালাগুলি ব্যবহৃত হবে। এখানে প্রাথমিক শিক্ষা বিকশিত হবে যার ফলবৃদ্ধি ঘটবে গ্রামজীবনকে পুরোপুরি ভালবেসে।

আধুনিক শিক্ষা থেকে দূরে থাকে বাংলার মুসলমান

কিন্তু ইংরেজ সরকার বাঙালির স্বাদেশিক ও স্বাজাত্যবোধ চেতনাকে মেনে নেবে কেন ? পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে ব্রিটিশ ভারতে যখন ১৭৮১ সালে ওয়ারেন হেস্টিংস কর্তৃক কোলকাতা আলিয়া মাদ্রাসা এবং এর ঠিক দশ বছর পর ১৭৯১ সালে জোনাথন ডানকান কর্তৃক কাশীতে সংস্কৃত কলেজ খুব উৎসাহের সঙ্গে স্থাপিত হলো, তখনই ভারতবাসীর জন্যে ইংরেজ সরকারের শিক্ষানীতির প্রকৃত উদ্দেশ্য ধরা পড়েছিল। স্বাধীনতার চেতনায় জেগে ওঠা ভারতের ছাত্র সমাজকে ধর্মান্ধতায় সুপ্ত রাখা ও পাশ্চাত্যের আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে একে পরিচিত না করা এবং স্বদেশ চিন্তার ঝোঁকে উদ্বুদ্ধ না করাই ছিল তাদের মূল উদ্দেশ্য। বলা বাহুল্য, মাত্র তিনশত বছরে ইংরেজদের বাঙালি জাতি বিধ্বংসী পরিকল্পনার

---

১ NK Sinha, History of Bengal (1757-1905), P. 445

www.pathagar.com

শতকরা একশত ভাগই সফল হয়েছে। প্রতি বছরে বাংলায় এখন লাখ লাখ ছাত্র সাধারণ শিক্ষা ও মাদ্রাসা শিক্ষায় পাশ করে বের হচ্ছে যারা সমাজের উৎপাদনশীল কোনো কাজে লাগছে না। একবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য অনেক দূর এগিয়ে গেলেও বাঙালিরা তাদের থেকে শুধু পেছনে পড়ে থাকবে না, এতোটা পেছনে পড়ে থাকবে যে, দৃষ্টিগোচরও হবে না। আর ইংরেজরা এটাই চেয়েছিল। আমরাও তা বাস্তবায়ন করে চলেছি।

এভাবে তৎকালে বাংলার মুসলমানরা নতুন ধারার শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতি সাধারণভাবে নিজেদের দূরেই সরিয়ে রেখেছিল। হান্টার সাহেব তাঁর প্রতিবেদনে (১৮৮২ সালে) লেখাপড়ায় মুসলমানদের পিছিয়ে থাকার কারণ অনুসন্ধান করে লিখেছিলেন, মুসলমানের আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতি গ্রহণের প্রধান বাধাসমূহ ছিল :

১. নিজেদের জাতিগত অহঙ্কার,

২. অতীত বীরত্বের স্মৃতি অহমিকা,

৩. ধর্মভীরুতা,

৪. নির্ভেজাল ইসলামি তথা ধর্মীয় শিক্ষার প্রতি অতি অনুরাগ।

> *'The most powerful deterrents of Muslim education were pride of race, a memory of bygone superiority, religious fears and a not unnatural attachment to the learning of Islam.'* [১]

বস্তুত বাংলার হিন্দু সম্প্রদায়ের বালিকা-শিশুদের নিয়ে সমাজে যেমন দ্বিধা-দ্বন্দ্ব চলছিল, বাংলার খোদ মুসলমান বালক শিশুদের নিয়েই লেখাপড়া বিষয়ে এই দ্বন্দ্ব-সংশয় চলছিল— স্কুলে যাবে কি যাবে না। হিন্দু সম্প্রদায়ের বালক শিশুদের নিয়ে এই দ্বিধা একেবারেই ছিল না, তাদের ক্ষেত্রে শুধু দেশীয় পাঠশালা বনাম ইংরেজের 'প্রাইমারি স্কুল' সংঘাতটিই ছিল মুখ্য। হান্টার ভারতের মুসলমানদের নিয়ে রচিত তাঁর গ্রন্থে ইংরেজদের উদ্যোগের সাথে মুসলমানদের তাল না দেয়ার আরো কারণ উদ্‌ঘাটন করে লিখেছেন :

১. এ ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত মুসলিম শিক্ষকের অভাব ছিল।

২. মুসলমানি ভাষা শেখার কোনো ব্যবস্থা ছিল না।

৩. এবং ধর্মীয় শিক্ষাদানের বিধানের অনুপস্থিতিও মুখ্য কারণ হিসেবে পরিগণিত হয়েছিল।[২]

তবে বাংলার মুসলমানদের এক্ষেত্রে সর্বনাশ করেছিল একদল প্রতিক্রিয়াশীল চিন্তা-ভাবনার মুসলমান শিক্ষাবিদ। নবাব আবদুল লতিফের মতো 'মুসলিম চিন্তানায়ক' হান্টার কমিশনে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে উচ্চ শ্রেণী ও নিম্নশ্রেণীর মুসলমান হিসেবে শিক্ষার হেরফের করেছিলেন। উচ্চ শ্রেণীর মুসলমানদের জন্যে ইংরেজি ও উর্দু

---

১ Report of the Indian Education Commission, 1883-84, vol. I, p 483

২ Hunter : Indian Musalman. cp 199,181-82

www.pathagar.com

ভাষায় শিক্ষাদানের সুপারিশ তিনি করলেও বাংলার মুসলমানদের তিনি নিম্নশ্রেণী উল্লেখ করে বলেছিলেন, নিম্নশ্রেণীর মুসলমান, যারা জাতিগতভাবে হিন্দুদের থেকে পৃথক নয়, তাদের জন্যে প্রাথমিক পর্যায়ে বাংলায় শিক্ষা দেয়া যেতে পারে।[১]

শিক্ষা খাতে অর্থ বরাদ্দ

তবে সব মিলিয়ে বাংলায় হিন্দু বা মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ে প্রাথমিক শিক্ষার হার কমতে শুরু করে প্রধানত অর্থনৈতিক কারণেই। দরিদ্রতর গ্রামের মানুষের কাছে শিক্ষা গ্রহণ অথবা সন্তানদের পাঠশালায় পাঠানো ছিল একটা বিলাসিতার মতো। বাঙালির শিক্ষা জীবনে এই অবস্থা যে ফিরেছিল এমন নয়। ১৯৪৭ সালে উপমহাদেশের 'পাকিস্তান' ভাগে যোগ দেয়ার পরও বাঙালিরা এই অবস্থা থেকে মুক্তি পায় নি। শিক্ষার জন্যে সঠিক অর্থ বরাদ্দ করার দাবি নিয়ে বাঙালি এই আমলে সংগ্রাম করার সুযোগও পায় নি। কারণ খুব চতুরভাবে পাকিস্তানিরা বাঙালিদের 'বাংলা না উর্দু', 'আরবি না বাংলা' বিতর্কেই সারাক্ষণ মজিয়ে রাখে। শিক্ষার জন্যে সংগ্রাম করার ফুরসতই তারা রাখে নি। পঞ্চাশের দশক ও ষাটের দশক জুড়ে পাকিস্তান আমলে এই ঘটনারই পুনরাবৃত্তি ঘটে। আর এটাই ছিল পাকিস্তানে ব্যাপক ও বিপুল সংখ্যক বাঙালি ছাত্রদের বিদ্যালয় পরিত্যাগের আর্থ-সামাজিক কারণ, বিশেষ করে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে বাঙালির শিক্ষা-ক্ষেত্র চরম অবহেলার শিকার হয়ে পড়ে। এ অঞ্চলের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্যে অর্থ বরাদ্দ কমে যায়। নতুন কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়া অসম্ভব হয়ে পড়ে। নিচের পরিসংখ্যানটি থেকে দেখা যাবে ১৮৮৬ সালের তুলনায় ১৯৬৫ সালে এসে ছাত্র-প্রতি ব্যয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৮০ বছরে বেড়েছে মাত্র ১২ টাকা। দ্রব্যমূল্য ও মুদ্রাস্ফীতির হিসেবে ব্রিটিশ যুগের তুলনায় পাকিস্তান আমলে এসে শিক্ষা খাতে ব্যয় প্রকৃতপক্ষে তুলনামূলকভাবে কমে আসে[২] :

বছর	বঙ্গদেশের প্রাথমিক বিদ্যালয় (বালক) ব্যয় (জনপ্রতি)	পূর্ব পাকিস্তানে (ছাত্র-ছাত্রী মিলিত) প্রাথমিক বিদ্যালয় ব্যয়
১৮৮৬-৮৭	টাকা ২.২	
১৮৯৬-৯৭	টাকা ২.৩	
১৯০৬-০৭	টাকা ২.৯	
১৯১৬-১৭	টাকা ৩.৯	
১৯২৬-২৭	টাকা ৪.০	
১৯৩৬-৩৭	টাকা ৩.৫	
১৯৫৭-৫৮		টাকা ৯.৮
১৯৫৯-৬০		টাকা ১১.৬
১৯৬৪-৬৫		টাকা ১৪.৬

১ শিক্ষা ও পরিকল্পনা, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৯২-৯৩

২ Papers and proceedings of the symposia, East Pakistan Education Week, 1966-67, p 59

www.pathagar.com

পাকিস্তান যুগে বাঙালির শিক্ষার প্রতি অবহেলা

ভারত বিভাগের পর এভাবে ১৯৪৭ সাল থেকে পাকিস্তানের পূর্ব অংশে বাঙালিদের শিক্ষা ব্যবস্থায় এক চরম নৈরাজ্য নেমে আসে। শোষণ ও বৈষম্যমূলক নীতি পাকিস্তানের অন্যান্য বিষয়ের মতো শিক্ষা ব্যবস্থায়ও এসে পড়ে। ফলে দেখা যায়, ১৯৪৭ সালের পর থেকে পূর্ব পাকিস্তানে অত্যন্ত আশঙ্কাজনক হারে শিক্ষার হার দ্রুত কমে যেতে থাকে, খুব বেশি পরিমাণে ছাত্ররা বিদ্যালয় পরিত্যাগ করা শুরু করে এবং সর্বোপরি বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও এ সময় লুপ্ত হয়ে যায়। পাশাপাশি দেখা যায় পশ্চিম পাকিস্তানে এই চিত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন গতিতে এগুচ্ছে। পশ্চিমে শিক্ষার হার যেমন বাড়ছিল তেমনি বাড়ছিল পূর্বাঞ্চলের তুলনায় অনেক কম। শিক্ষাখাতে সরকারি ব্যয়ও ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় পূর্ব পাকিস্তানে অনেক কম। অথচ সংখ্যার দিক দিয়ে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান ছিল পশ্চিমাঞ্চলের তুলনায় অনেক বেশি।

পাকিস্তানের সরকারি পরিসংখ্যান ব্যুরো, শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও অন্যান্য সরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রতিবেদন অনুযায়ী দেখা যায়, অর্থনৈতিক বৈষম্যের মতোই পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষা ব্যবস্থা তৎকালীন পাকিস্তানের পাঞ্জাবি শাসনকর্তাদের কাছে কতো বেশি অবহেলার বিষয় ছিল।

১৯৪৭-৪৮ সালে পূর্ব পাকিস্তানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ২৯,৬৩৩টি। মাত্র পাঁচ বছর পরেই ১৯৫৪-৫৫ সালে দেখা গেলো তার সংখ্যা নেমে এসেছে ২৬,০০০-এ।[১] মাত্র কয়েক বছরের ব্যবধানেই সাড়ে তিন হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়কে উঠিয়ে দিয়ে কয়েক লাখ ছাত্র-ছাত্রীকে শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত করা হয়। ষাটের দশকে এসে এই হার একটু বৃদ্ধি পায় বটে, কিন্তু তা ছিল প্রয়োজনের তুলনায় খুবই সামান্য এবং পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় একেবারেই কম।

পূর্ব পাকিস্তানে ছাব্বিশ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল ১৯৫০ সালে, বার বছর পর তা মাত্র এক হাজারেরও কম সংখ্যা বাড়ে। আর পশ্চিম পাকিস্তানে ১৯৫০ সালে এগার হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় বার বছরে আটাশ হাজারেরও বেশি হয়ে যায়। মাধ্যমিক বিদ্যালয় বার বছরে পূর্ব পাকিস্তানে কমে যায় আড়াই শতের মতো আর পশ্চিম পাকিস্তানে বেড়ে যায় দেড় হাজারেরও বেশি।

এই বৈষম্যের পরিকল্পনা একেবারে উপরতলা থেকেই করা হতো। যে হামুদুর রহমান পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র ও শিক্ষক সমাজের কাছে এতো ঘৃণিত তাঁর প্রতিবেদনেও এই বৈষম্যের চিত্র তুলে ধরতে তিনি বাধ্য হয়েছিলেন। কীভাবে রাতারাতি এতো বড় বৈষম্য উভয় প্রদেশে ঘটে গেল তার বিবরণ দিতে গিয়ে

১ Education for All, East Pakistan Education Week, 1966-67, p 54

www.pathagar.com

তিনি লিখেছেন :

> ১৯৬০ সালে পূর্ব পাকিস্তানে যখন ২৬,৩০০ প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল তখন পশ্চিমে ছিল ১৮,০০০। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৬০-৬৫ লেখক) প্রস্তাব করা হয়েছিল পশ্চিম পাকিস্তানে ১৫,২০০ নতুন। প্রাথমিক বিদ্যালয় গঠন করা হবে এবং পূর্ব পাকিস্তানে ১৩,৩০০ প্রাথমিকের গুণগত মান উন্নত করা হবে যাতে উভয় প্রদেশের এই বয়সের স্কুলগামী শিশুদের সংখ্যা মোটামুটি শতকরা ৬৩%-এ দাঁড়ায়।[১]

পাকিস্তানের জন্মের পর থেকে শিক্ষা ক্ষেত্রে এই অবহেলা ও বঞ্চনার কারণে প্রথম শ্রেণী থেকে উচ্চ শিক্ষা ক্ষেত্র পর্যন্ত এক বিরাট সংখ্যক ছাত্র লেখাপড়া থেকে বঞ্চিত হয়ে বিদ্যালয় পরিত্যাগে বাধ্য হয়। আর খুব স্বাভাবিক কারণেই বিদ্যালয় পরিত্যাগের শতকরা হার ছিল পূর্ব পাকিস্তানে অসামান্যভাবে বেশি। অপচয়ের চিত্র পাকিস্তানের দুই প্রদেশের মধ্যে তুলনামূলকভাবে করলে বিষয়টি পুরোপুরি অনুধাবিত হবে।

পাকিস্তানে দুই প্রদেশের মধ্যে তুলনামূলক বিদ্যালয় পরিত্যাগের শতকরা হার[২] :

পর্ব	সমগ্র পাকিস্তান	পূর্ব পাকিস্তান	পশ্চিম পাকিস্তান
১৯৫৮-১৯৬২	৭৪.২	৮১.৮	৫৭.৬
১৯৬০-১৯৬৪	৭২.৮	৮৭.৮	৫৬.২

পঞ্চাশ দশক : এশিয়ার শিক্ষায় ঝরে-পড়া চিত্র

এই সময়ে এশিয়ার বেশ কয়েকটি দেশের প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্র হ্রাসের চিত্র[৩] ছিল নিম্নরূপ, তবে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয়ভাবে যে শতকরা হার দেখানো হয়েছে তার সিংহভাগ মূলত বাঙালি ছাত্রদের বিদ্যালয় পরিত্যাগের চিত্র :

দেশ	পর্ব	শতকরা হার
শ্রীলঙ্কা	১৯৫৯	৩৪
কোরিয়া	১৯৬০	১৬
তাইওয়ান	১৯৫৯	৮
ভারত	১৯৫৬-৫৭	৬৫
মালয়েশিয়া	১৯৬১	১৬
পাকিস্তান	১৯৫৮	৭৩

১ Report of the Commission on the students problem and welfare, ministry of Education, Pakistan, 1966, P13

২ Education in progress, East Pakistan Education Week, 1958

৩ Proceedings of the symposia, East Pakistan Education Week, 1968, p 99

www.pathagar.com

এভাবে বছরের পর বছর বাঙালির শিক্ষা ভাবনা ও ব্যবস্থাপনার দিকটি অবহেলিত হয়েই পড়ে থাকে। গণতান্ত্রিক অথবা সামরিক সরকারের হাতে পড়ে বাঙালির শিক্ষা-ভাবনা ও ব্যবস্থাপনার দিকনির্দেশনার জন্যে বিভিন্ন নামে কখনো কমিশন, কখনো কমিটি গঠিত হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল ১৯৫২ সালের পূর্ববঙ্গ শিক্ষা কমিটি এবং ১৯৫৭ সালের আওয়ামী লীগ ক্ষমতাসীন থাকাকালীন গঠিত (মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খান কর্তৃক) পূর্ব পাকিস্তান শিক্ষা কমিশন। তবে পাকিস্তানের সামরিক শাসক একমাত্র আইয়ুব খানের আমলেই শিক্ষানীতির জন্যে গঠিত হয়েছিল তিন তিনটি কমিশন। ১৯৫৯ সালে শরীফ কমিশন, ১৯৬৪ সালে হামুদুর রহমান কমিশন, ১৯৬৯ সালে নূর খান শিক্ষা কমিশন (আইয়ুবের বিদায়ের কালে এই কমিশনটি গঠিত হয়েছিল)।

সুদীর্ঘ মুক্তি সংগ্রামের পর ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ স্বাধীন হলে এই প্রথম বাঙালির শিক্ষা-ভাবনা ও ব্যবস্থাপনার যথাযথ বৈজ্ঞানিক প্রয়োগের সুযোগ স্থাপিত হয়। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রথম অবস্থাতেই সুযোগটি ব্যবহারে ব্রতী হন। ফলে ১৯৭২ সালেই (১৮ মে তারিখে) গঠিত হয় কুদরাত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন। জিয়াউর রহমানের সামরিক শাসনকালে শিক্ষামন্ত্রী কাজী জাফরের উদ্যোগেও ১৯৭৯ সালে একটি শিক্ষানীতি প্রণীত হয়েছিল। এরপর এরশাদ আমলে ১৯৮৩ সালে আবদুল মজিদ খানের শিক্ষা কমিশন প্রতিবেদন নিয়ে দেশে ১৯৬২ সালের থেকেও বড় রক্তপাত ঘটে। তারপর শিক্ষাবিদ মফিজ চৌধুরীর নেতৃত্বে ১৯৮৮ সালে আরও একটি শিক্ষা কমিশন দেশের শিক্ষানীতি প্রণয়নের চেষ্টা করে।

তবে ১৯৭২ সালের ১৮ মে ড. কুদরাত-ই-খুদার নেতৃত্বে স্বাধীন দেশের বাঙালি সমাজের শিক্ষা ভাবনা ও ব্যবস্থাপনার প্রতিফলন যে ঘটেছিল তার আভাস পাওয়া যায় শিক্ষা কমিশনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে। দেশের প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এই বছরই ২৪ সেপ্টেম্বর কমিশনের পূর্ণাঙ্গ বৈঠক উদ্বোধন করতে গিয়ে বলেন, 'নয়া শিক্ষা ব্যবস্থায় জনগণের আশা মেটাতে হবে'।[১] অর্থাৎ বাঙালি জনগণের শিক্ষা ভাবনার আশা-আকাঙ্ক্ষাই প্রধান করে তুলতে বঙ্গবন্ধু নির্দেশনা দান করেছিলেন।

দু'বছর ধরে বাঙালি জীবনের সর্বস্তরে আলাপ-আলোচনা করে ৩০ মে ১৯৭৪ তারিখে ৩৬টি অধ্যায়ে বিভক্ত ৪৩০ পৃষ্ঠার একটি প্রতিবেদন কমিশন আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করেছিলেন। কমিশনের গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ ছিল শিক্ষাখাতে ব্যয় বরাদ্দ বিষয়ে। কমিশন মন্তব্য করেছিল :

> আমাদের সম্পদ সীমিত বলে শিক্ষার জন্যে প্রয়োজনীয় অর্থ ব্যয় করা যাবে না এ যুক্তি সকল অর্থনৈতিক পরিকল্পনার বিরোধী।[২]

---

১ দৈনিক বাংলা, ১৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৭২

২ কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন প্রতিবেদন, অধ্যায় : ৩৫, দেখুন শিক্ষার জন্য অর্থ সংস্থান পরিচ্ছেদ

www.pathagar.com

এই মন্তব্য শেষে কমিশন প্রস্তাব করে :

> আমাদের সুপারিশ এই যে, আমাদের শিক্ষা খাতে ব্যয় অবিলম্বে মোট জাতীয় আয়ের ৫%-এ উন্নীত করা দরকার এবং এই ব্যয়ের পরিমাণ কত অল্প সময়ে সম্ভব ৭% করা জাতীয় লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করা উচিত।[১]

বলা চলে তৎকালীন দুনিয়ার উন্নয়নশীল সকল দেশের শিক্ষাচিন্তার তুলনায় বাঙালির এই শিক্ষাভাবনা ছিল বিপ্লবাত্মক। কারণ ১৯৬২ সালে জাপানের রাজধানী টোকিওতে শিক্ষামন্ত্রীদের যে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল, সেখানে উন্নয়নশীল দেশের জন্যে মোট জাতীয় আয়ের ৪ থেকে ৫% শিক্ষা খাতে ব্যয় আদর্শরূপে বিবেচনা করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। বস্তুত কুদরত-ই-খুদা কমিশন শিক্ষাভাবনা ও ব্যবস্থাপনার নীতিমালায় 'টোকিও-ঘোষণা' থেকেও অনেক এগিয়ে ছিলেন। তাঁরা বলেছিলেন, বাঙালির জাতীয় আয়ের ৫% ভাগ শিক্ষাখাতে ব্যয় হবে এবং অবিলম্বে তা ৭% ভাগে উন্নীত করতে হবে।

বাঙালি জীবনের ট্রাজেডি এই যে, এই শিক্ষা ভাবনার নীতিমালার বাস্তবায়নের সুযোগ হয় নি। বাঙালি যাতে সুশিক্ষায় শিক্ষিত না হতে পারে এবং নিরক্ষরমুক্ত বাঙালি সমাজ যাতে প্রতিষ্ঠিত হতে না পারে, তার জন্যে এই শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের পূর্বেই সরকারপ্রধানকে হত্যা করা হয়। পরবর্তীকালের সামরিক শাসকরা এই Radical শিক্ষাভাবনা বাস্তবায়নে এগিয়ে তো আসেনই নি, বরং শিক্ষানীতি প্রণয়নের নামে বিভিন্ন কমিটি-কমিশন করে বছরের পর বছর সময় ক্ষেপণ করেছেন।

১৯৯৬ সালের ২৩ জুন প্রতিষ্ঠিত হয় আবার বঙ্গবন্ধুর আদর্শের সরকার। নতুন সরকার এসে কালক্ষেপণ না করে গঠন করে একটি শিক্ষা কমিটি। এই কমিটি 'কুদরাত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশনের প্রতিবদনকে গভীর ও নিবিড়ভাবে পর্যালোচনা করে এই প্রতিবেদনের বিভিন্ন প্রস্তাবসমূহকে যুগোপযোগী করার উদ্দেশ্যে'[২] একটি সুপারিশমালা তৈরি করবে বলে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছিল। এই কমিটি ১৯৯৭ সালে তাদের প্রতিবেদন পেশ করে। প্রফেসর শামসুল হকের নেতৃত্বাধীন এই কমিটি একুশ শতকের মোকাবেলায় কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ করে।

শিক্ষানীতি প্রণয়নের মৌলিক সমস্যা

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা বিষয়ক একটি প্রবন্ধে একটি গল্প রয়েছে। গল্পটি হলো :

> একজন দরিদ্র সমস্ত শীতকালে অল্প ভিক্ষা সঞ্চয় করিয়া যখন শীতবস্ত্র কিনিতে সক্ষম হইত তখন গ্রীষ্ম আসিয়া পড়িত, আবার

---

১ ড. খুদা কমিশন প্রতিবেদন, পূর্বোক্ত অধ্যায় দ্রষ্টব্য

২ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অফিস আদেশ, প্রশা : ১/ বিবিধ-৫/৯৩/১৫৫-শিক্ষা, তারিখ, ১৪ জানুয়ারি ১৯৯৭

www.pathagar.com

> সমস্ত গ্রীষ্মকাল চেষ্টা করিয়া যখন লঘুবস্ত্র লাভ করিত তখন অগ্রহায়ণ মাসের মাঝামাঝি, দেবতা যখন তাহার দৈন্য দেখিয়া দয়ার্দ্র হইয়া বর দিতে চাহিলেন তখন সে কহিল, আমি আর কিছু চাহি না, আমার এই হেরফের ঘুচাইয়া দাও। আমি যে সমস্ত জীবন ধরিয়া গ্রীষ্মের সময় শীতবস্ত্র এবং শীতের সময় গ্রীষ্মবস্ত্র লাভ করি এইটে যদি একটু সংশোধন করিয়া দাও তাহা হইলে আমার জীবন সার্থক হয়।[১]

এরপর রবীন্দ্রনাথ বলছেন,

> আমাদের পানিও আছে পিয়াসও আছে, দেখিয়া পৃথিবীর লোক হাসিতেছে এবং আমাদের চক্ষে অশ্রু আসিতেছে, কেবল আমরা পান করিতে পারিতেছি না।[২]

একশত বছর আগে লেখা রবীন্দ্রনাথের এই প্রবন্ধের কার্যকারিতা আজো সমান অর্থে বিদ্যমান। বাংলাদেশের জাতীয় শিক্ষা জীবনের জন্য এ এক দুর্ভাগ্য। আমাদের নানারকম শিক্ষা কমিশন ছিল, ছিল তাদের প্রণীত জাতীয় শিক্ষানীতি। তার সবগুলোই যে গণবিরোধী ছিল এমন নয় অথবা কমিশনের প্রতিবেদনে জনকল্যাণমূলক সুপারিশ ছিল না এমনও নয়। বরং অনেক কমিশনের প্রতিবেদনে এদেশের শিক্ষাব্যবস্থার মূল রোগকে চিহ্নিত করার প্রচেষ্টা ছিল এবং তার প্রতিষেধক হিসেবে পুরোপুরি সর্বজনীন না হোক, অনেক ক্ষেত্রেই মহৎ পরামর্শ ও গুরুত্বপূর্ণ সমাধানের পথকে ইঙ্গিত করতে সক্ষম হয়েছিল।

কিন্তু সে-সব কমিশনের প্রতিবেদনের প্রস্তাব কার্যকরী করার কোনো আন্তরিকতা যেহেতু কমিশন গঠনকারী কোনো সরকারেরই ছিল না সেহেতু একের পর এক শুধু এক কমিশন বাতিল করে কিংবা এড়িয়ে গিয়ে নিত্য-নিত্য নতুন কমিশন গঠন করেছে এবং জাতীয় শিক্ষা জীবনকে ও চেতনাকে পদদলিত করা হয়েছে। লক্ষ করলে দেখা যাবে, এক আইয়ুব খানের আমলেই তিন তিনটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা কমিশন গঠন করা হয়েছিল। বাংলাদেশেও নতুন শিক্ষা কমিশনের প্রতিবেদন থাকা সত্ত্বেও জিয়াউর রহমান মন্ত্রিসভার এক সময়ে শিক্ষামন্ত্রী কাজী জাফর আহমদ নতুন সেমিনার, বক্তৃতামালার ঘটা করে সময় কাটিয়েছেন। বলা বাহুল্য, এসব ঘটা আমাদের দেশে নতুন নয়, তা শিক্ষা সমস্যার সমাধানের আন্তরিকতা থেকে নয়, বরং সমাধানকে আরো বিলম্বিত করার অপচেষ্টা থেকেই জাত। এখানে স্মর্তব্য যে, আমাদের দেশে কোনো ঘটনা দুর্ঘটনা অথবা সমস্যার সৃষ্টি হলে সরকার থেকে গণদাবিকে চাপা দেয়ার জন্যে সব সময়ই অত্যন্ত দ্রুত তদন্ত কমিশন গঠন করা হয়ে থাকে আর তদন্ত কমিশনের প্রতিবেদন কোনো দিনই সূর্যের মুখ দেখে না।

---

১ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শিক্ষার হেরফের, শিক্ষা, রবীন্দ্র রচনাবলী (১২ খণ্ড), পুনর্মুদ্রণ, পৌষ ১৩৫৮, বিশ্ব ভারতী, কলিকাতা, রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধটি লিখেছিলেন ১৮৯২ সালে

২ শিক্ষার হেরফের, প্রাগুক্ত

www.pathagar.com

আমাদের দেশের শিক্ষা কমিশন গঠনের ইতিহাস ও ধারাবাহিকতা এর সঙ্গেই সম্পর্কিত (ব্যতিক্রমও আছে)।

অবিভক্ত ব্রিটিশ-ভারত আমল থেকে পাকিস্তান হয়ে বাংলাদেশের এই সময়কাল পর্যন্ত কয়েক শত শিক্ষা কমিশন অথবা শিক্ষা বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবাবলী এদেশে রয়েছে। কিন্তু কোনো কমিশন কিংবা প্রস্তাবনাই এদেশের ঔপনিবেশক আমলের শোষণমূলক, কেরানি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে নিবেদিত এই শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন দূরে থাক, কোনো রকম গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার আনতেও সক্ষম হয় নি।

কেন সক্ষম হয় নি তার একটি জবাব রবীন্দ্রনাথই প্রায় একশত বছর পূর্বে দিয়ে গিয়েছিলেন। বাঙালির শিক্ষাচিন্তায় ও শিক্ষা প্রদানে ইংরেজ বিশেষজ্ঞের সমালোচনা করে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন :

> পেডলারের মতো লোক আমাদের দেশের অধ্যাপক, শিক্ষা বিভাগের অধ্যক্ষ— তিনি আমাদিগকে কী দিতে পারেন, আমরাই বা তাহার কাছ হইতে কী লইতে পারি। হৃদয়ে-হৃদয়ে যেখানে স্পর্শ নাই, যেখানে সুস্পষ্ট বিরোধ ও বিচ্ছেদ আছে।...সে সম্বন্ধ হইতে শুধু নিষ্ফলতা নয়। কুফলতা প্রত্যাশা করা যায়।[১]

এদেশের ছাত্রসমাজ বরাবরই শিক্ষানীতি প্রণয়নের নামে কমিশন-কমিশন খেলার বিরুদ্ধে তাদের বিপ্লবী আন্দোলনের ধারা অব্যাহত রেখেছে কিন্তু স্বাধীনতার তিন দশকেও তাদের প্রত্যাশা পূর্ণ হয় নি। ছাত্ররা চেয়েছিল একটি গণমুখী শিক্ষাব্যবস্থা। তার জন্য তারা প্রকাশ্যে রাজপথে গুলি খেয়েছে, রক্ত দিয়েছে, ছাত্র আন্দালনের নামে রাজনীতি করছে এমন বদনামের সঙ্গে জড়িত হয়েছে। তবু তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়িত হয় নি। বারবার এ সম্পর্কে গণদাবি উঠলে একের পর এক কমিশন গঠন করা হয়েছে কিন্তু কমিশননের প্রতিবেদন প্রকাশ হওয়ার পর তা বাস্তবায়নে হাত লাগানো হয় নি।

আমরা কয়েকটি শিক্ষা কমিশনের প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে দেখতে পারি এর মধ্যে কী ছিল ? কী ধরনের সুপারিশমালা দিয়ে তারা আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে সাজাতে চেয়েছিলেন ? তা কতোখানি গণমুখী, কতোখানি প্রতিক্রিয়াশীল ?

১৯৫৯ সালের শরীফ কমিশনের প্রতিবেদন

১৯৫৮ সালের ৩০ ডিসেম্বর পাকিস্তান সরকার কর্তৃক একটি জাতীয় শিক্ষা কমিশন গঠন করা হয়। তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খান ১৯৫৯ সালের ৫ জানুয়ারি উক্ত কমিশন উদ্বোধন করেন। পশ্চিম পাকিস্তানের শিক্ষা বিভাগের সচিব জনাব এস.এম. শরীফকে চেয়ারম্যান করে উক্ত কমিশন গঠিত হয়েছিল। এতে

১ 'য়ুনিভার্সিটি বিল', 'আত্মশক্তি', রবীন্দ্র রচনাবলী, তৃতীয় এবং চতুর্থ সংস্করণ, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫১, বিশ্বভারতী, কলিকাতা, পৃষ্ঠা ৫৯৭

www.pathagar.com

পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আরো ৬ জন সদস্য এবং পূর্ব পাকিস্তান থেকে ৪ জন সদস্য নিয়োগ করা হয়। পূর্ব পাকিস্তান থেকে যাঁরা ছিলেন :

১. ড. মোমতাজুদ্দিন আহমদ, উপাচার্য, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

২. আবদুল হক, প্রেসিডেন্ট, ঢাকা মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড

৩. অধ্যাপক আতোয়ার হোসেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

৪. ড. এ. রশীদ, অধ্যক্ষ, ঢাকা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ।[১]

১৯৫৯ সালের ২৬ আগস্ট অন্তর্বর্তীকালীন রিপোর্ট হিসেবে এই কমিশনের সুপারিশসমূহ প্রেসিডেন্টের কাছে দাখিল করা হয় এবং গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয়ে প্রকাশিত হয় ১৯৬২ সালে।

শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে শরীফ কমিশন সুপারিশ করেন যে,

> আমাদের জাতীয় জীবনে ইংরেজির বিরাট প্রয়োজনীয়তা আছে এবং সেই জন্যে ষষ্ঠ শ্রেণী হইতে ডিগ্রিস্তর পর্যন্ত ইংরেজিকে বাধ্যতামূলক পড়া হিসেবে শিক্ষা দিতে হইবে।[২]

এবং

> উর্দুকে মুষ্টিমেয় লোকের পরিবর্তে জনগণের ভাষায় পরিণত করিতে হইবে।

অন্যত্র,

> উর্দু ও বাংলা ভাষার সম্পর্ককে আরও ঘনিষ্ঠতর করার প্রয়োজনীয়তার প্রতি সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিতে হইবে।[৩]

শরীফ কমিশন পাকিস্তানের একটি অভিন্ন বর্ণমালার জন্যও সুপারিশ করে। স্মর্তব্য যে, এর মাত্র পাঁচ বছর আগে তৎকালীন পূর্ব বাংলায় সংঘটিত হয় ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলন। জাতীয় ভাষা ও জাতীয়তার প্রশ্নে পূর্ব বাঙলা তখন সরগরম। শরীফ কমিশন অত্যন্ত সুকৌশলে বিতর্ক টেনে বলে যে,

> পাকিস্তানের জাতীয় ভাষার জন্য যদি একটি সাধারণ বর্ণমালা প্রবর্তন করিতেই হয় তাহা হইলে পবিত্র কোরান যাহাতে লেখা এবং যাহা সকল মুসলমানই পাঠ করে সেই আরবি (নাস্‌খ) দাবি কিছুতেই উপেক্ষা করা যায় না।[৪]

লক্ষযোগ্য যে, তৎকালে বাঙলার উপর উর্দু চাপিয়ে দিতে ব্যর্থ হয়ে পাকিস্তানি প্রতিক্রিয়াশীলরা সুকৌশলে ধর্মীয় আবেগকে হাতিয়ার করে আরবিকে বাংলার

---

১ জাতীয় শিক্ষা কমিশন প্রতিবেদন (শরীফ কমিশন প্রতিবেদন), পাকিস্তান সরকার, প্রকাশকাল ১৯৬২

২ শরীফ কমিশন প্রতিবেদন, পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ৩৪৯

৩ ঐ, পৃষ্ঠা ৫১৯

৪ ঐ, পৃষ্ঠা ৩৭০

www.pathagar.com

বিকল্প হিসেবে সামনে নিয়ে আসে। কিন্তু শরীফ কমিশন শেষ পর্যন্ত এই বিতর্কের অবসানকল্পে সিদ্ধান্ত টানেন অন্যরকম, যা আমাদের মাতৃভাষার বিরুদ্ধে আরেকটি ষড়যন্ত্র হিসেবে আবিষ্কৃত হয় :

> আমরা মনে করি যে, একদিকে উর্দু ও বাংলা বর্ণমালা সংস্কার ও উন্নয়ন করা উচিত এবং অপরদিকে রোমান বর্ণমালার এমন একটি আকারের উদ্ভব ও মান নির্ধারণ করা উচিত যাহা পাকিস্তানি ভাষাসমূহকে অক্ষরান্তর করার উপযোগী হইবে।[১]

কমিশন আরো সুপারিশ করে যে,

> বিকল্পভাবে সরকারের পক্ষে তিনটি ভাষাবিদ কমিটি নিয়োগ করা উচিত যাহাদের একটি নির্দিষ্ট মানে উন্নয়নকৃত মুদ্রণযোগ্য একটি উর্দু বর্ণমালা নির্ধারণ করিবে, দ্বিতীয়টি বাঙলা বর্ণমালা সংস্কার করিবে এবং তৃতীয়টি উর্দু ও বাংলার জন্য একটি রোমান বর্ণমালা গঠন ও মান নির্ধারণ করিবে।[২]

শিক্ষা উন্নয়নের জন্য অর্থ-সংস্থান

শরীফ কমিশনের সুপারিশমালার এই অংশটি হচ্ছে সবচে' উল্লেখযোগ্য অংশ। এখানে শিক্ষাকে একটি বিনিয়োগ তথা লাভ-লোকসানের ব্যবসা হিসেবে দেখানো হয়। বর্তমানের অনেক ছাত্র নেতা ও রাজনীতিবিদদের ধারণা এই ধারাগুলি হামুদুর রহমান কমিশনে ছিল। আসলে তা নয়। শরীফ কমিশনই সর্বপ্রথম স্পষ্টভাবে ঘোষণা করে 'শিক্ষা সস্তায় পাওয়া সম্ভব নয়।' (৩৯৬ পৃঃ)

তাঁরা অত্যন্ত খেদের সঙ্গে আবিষ্কার করেন,

> সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত অর্থনীতিবিদগণের রীতি ছিল শিক্ষাকে সম্পদ সৃষ্টির অন্যতম উপায় হিসেবে না দেখিয়ে একটি ব্যয়বহুল সমাজ সেবামূলক কাজ হিসেবে দেখা।[৩]

সুতরাং তারা সিদ্ধান্ত নিলেন শিক্ষা হচ্ছে এক ধরনের মূলধন বিনিয়োগ, অর্থনীতির সঙ্গে যার প্রত্যক্ষ সম্পর্ক রয়েছে।

> শিল্পে মূলধন বিনিয়োগকে (investment) আমরা যে নজরে দেখি অনেকটা সেই নজরে শিক্ষাবাবত অর্থ ব্যয়কে দেখার যৌক্তিকতা প্রতীয়মান হয়।[৪]

শরীফ কমিশনের প্রতিবেদনে 'অবৈতনিক শিক্ষার ধারণাকে অবাস্তব কল্পনা' বলে পরিহাস করা হয় এবং সর্বজনীন শিক্ষার গণদাবিকে নির্বিচারে ব্যঙ্গ করে

---

১ শরীফ কমিশন প্রতিবেদন, পৃষ্ঠা ৩৭৩
২ ঐ, পৃষ্ঠা ৩৭৩
৩ ঐ, পৃষ্ঠা ৩৯৫
৪ ঐ, পৃষ্ঠা ৩৯৫

www.pathagar.com

বলা হয় :

> শিক্ষার জন্য জনসাধারণের নিকট হইতে খুব সামান্যই অর্থ সাহায্য পাওয়া গিয়াছে এবং আরও স্কুলের জন্য জনসাধারণ যতোটা দাবি জানাইয়া থাকে উহার অনুপাতে ব্যয় বহনের অভিপ্রায় তাহাদের কখনই দেখা যায় নাই। অবৈতনিক প্রাথমিক স্কুল ও নামমাত্র বেতনের মাধ্যমিক স্কুল স্থাপনের জন্য সরকারের উপর নির্ভর করাই জনসাধারণের রীতি। তাহাদিগকে উপলব্ধি করিতে হইবে যে অবৈতনিক শিক্ষার ধারণা বস্তুত অবাস্তব কল্পনা মাত্র।[১]

এই শরীফ কমিশনের আরেকটি উল্লেখযোগ্য সুপারিশ ছিল ডিগ্রি কোর্সকে তিন বছর মেয়াদি করা। তারা প্রস্তাব করেন :

> বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষার মান উন্নত করিবার উদ্দেশে আমরা অতীব জোরের সহিত সুপারিশ করিতেছি যে, স্নাতক (Graduate) ডিগ্রি কোর্সকে সম্প্রসারণ করিয়া তিন বৎসর মেয়াদী করা উচিত হইবে।[২]

স্মর্তব্য, ১৯৬২ সালে ছাত্র গণআন্দোলন প্রথমত গড়ে উঠেছিল এই কমিশনের সুপারিশমালার বিরুদ্ধেই। ১৯৫৯ সালে গঠিত এই কমিশনের প্রতিবেদন ১৯৬২ সালে প্রকাশিত হলে দেখা যায় তাতে আইয়ুবী শিক্ষা সঙ্কোচন নীতি ও শুধুমাত্র ধনীদের জন্য শিক্ষা— এই নীতি সরাসরিভাবে প্রকাশিত হয়েছে। এর ফলে ছাত্র সমাজের মধ্যে সামরিক আইন নিয়েও কথা ওঠে এবং ধীরে ধীরে এক শক্তিশালী প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলা হয় প্রধানত দু'টি ছাত্র সংগঠনের নেতৃত্বে— ছাত্র ইউনিয়ন ও ছাত্রলীগের মাধ্যমে।

হামুদুর রহমান শিক্ষা কমিশনের প্রতিবেদন

সারাদেশে প্রবল ছাত্র বিক্ষোভের মুখে ১৯৬৪ সালে ১৫ ডিসেম্বর তৎকালীন প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান নতুন আর একটি কমিশন গঠন করেন এবং তার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়

> *The High power commision would be appointed to investigate into the problemes of the students*[৩]

---

১ শরীফ কমিশন প্রতিবেদন, পৃষ্ঠা ৩৯৮

২ ঐ, পৃষ্ঠা ২৪

৩ Report of the commission on students problems and welfare, 1966 (Hamoodur Rahman's commission), পৃষ্ঠা ৬

www.pathagar.com

বিচারপতি হামুদুর রহমান এর চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। কমিশনের অপরাপর সদস্য ছিলেন :

২. বিচারপতি এস.এ. মাহমুদ, হাইকোর্ট, পশ্চিম পাকিস্তান।

৩. কাজী আনোয়ারুল হক, চেয়ারম্যান, কেন্দ্রীয় পাবলিক সার্ভিস কমিশন।

৪. নাসির আহমেদ, চেয়ারম্যান পশ্চিম পাকিস্তান, পাবলিক সার্ভিস কমিশন।[১]

কমিশনের প্রতিবেদন মুদ্রিত হয়ে প্রকাশিত হয় ১৯৬৬ সালে। মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত ছাত্রদের দাবি মোতাবেক অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা সম্বন্ধে কমিশন বলে,

> *We appreciate their desire for the attainment of a high level of universal education but we regret that we are unable to hold that this demand in either realistic or economically sound.*[২]

শুধু তাই নয়, ১৯৬২ সালের ঐতিহাসিক শিক্ষা আন্দোলন সম্পর্কে কমিশনের প্রতিবেদনে শুধুমাত্র তিন বছর ডিগ্রি কোর্স বাতিলের আন্দোলন বলে চিহ্নিত করার চেষ্টা করা হয়। ছাত্র সংগঠনগুলি সম্পর্কে কমিশন বিরূপ মন্তব্য করে বলেন, এদের নিজস্ব কোনো ঘোষণা নেই, রাজনৈতিক দলগুলোর কল-কাঠিতে এরা নড়ে। কমিশন ছাত্রদের অনেক সমস্যা ও দাবির যৌক্তিকতা পান নি বলে মন্তব্য করেন।

নূর খান শিক্ষা কমিশনের প্রতিবেদন

এই কমিশন গঠিত হয় ১৯৬৯ সালের ৬ জুলাই। তৎকালীন বিমান বাহিনীর প্রধান এয়ার মার্শাল নূর খান তার প্রধান নিযুক্ত হন। এর সদস্য আর কেউ ছিলেন কিনা তা প্রতিবেদনের মুদ্রিত গ্রন্থ থেকে জানা যায় না। সমসাময়িক অন্যান্য কমিশনের সঙ্গে এই কমিশনের প্রতিবেদনের এমন কিছু বিশেষত্ব নেই। তবে প্রতিবেদনে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে :

> The aims of the new policies should be :
>
> (a) To impart a common set of cultural values based on precepts of Islam.[৩]

এবং এর উপর ভিত্তি করেই কমিশন তাদের সকল সুপারিশগুলি লিপিবদ্ধ করেছেন।

---

১ Report of the commission on students problems and welfare. 1966 (Hamoodur Rahman's commission). PI

২ ঐ, পৃষ্ঠা ৩৩

৩ Proposals for a New Educational Policy (এয়ার মার্শাল নূর খান কমিশন প্রতিবেদন), ইসলামাবাদ, জুলাই ১৯৬৯, পৃষ্ঠা ২৭

www.pathagar.com

কুদরাত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশনের প্রতিবেদন

১৯৭২ সালের ২৬ জুলাই গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত দেশটির শত বছরের ঔপনিবেশিক শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করার উদ্দেশ্যে একটি নতুন শিক্ষা কমিশন গঠনের সিদ্ধান্ত নেন। এ বছরই ২৪ সেপ্টেম্বর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কমিশনের উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনী ভাষণে তিনি কমিশনের সদস্যগণকে —

> বাংলাদেশের জনগণের বাঞ্ছিত সমাজতান্ত্রিক সমাজ সৃষ্টির জন্য পুনর্গঠিত নতুন শিক্ষা ব্যবস্থা সম্বন্ধে স্বাধীনভাবে তাঁদের সুচিন্তিত পরামর্শ দানের আহ্বান জানান।[১]

কমিশনের সুপারিশসমূহ ১৯৭৩ সালের ৮ জুন অন্তর্বর্তীকালীন প্রতিবেদন হিসেবে প্রধানমন্ত্রীর নিকট পেশ করা হয় এবং ১৯৭৪-এর মে মাসে তা মুদ্রিত গ্রন্থ হিসেবে প্রকাশিত হয়।

কমিশন শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন যে,

> দীর্ঘদিনের শোষণ জর্জরিত সমাজ দ্রুত সামাজিক রূপান্তর ও অগ্রগতির জন্য শিক্ষাকে বিশেষ হাতিয়াররূপে প্রয়োগ করতে হবে।[২]

অন্যত্র,

> নতুন সমাজতান্ত্রিক সমাজে স্বাধীন চিন্তা, সৃজনশীলতা, সংগঠনের ক্ষমতা ও নেতৃত্বের গুণাবলী বিকাশের ওপর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে।[৩]

শিক্ষার মাধ্যম ও শিক্ষায় বিদেশী ভাষার স্থান

ইতোপূর্বে অন্যান্য শিক্ষা কমিশনের প্রতিবেদনে আমরা দেখেছি বিজাতীয় ইংরেজি অথবা উর্দু, এমন কি কোথাও কোথাও আরবিকে বাংলা ভাষার সমান কিংবা কোনো কোনো ক্ষেত্রে বেশি মর্যাদা দানের সুপারিশ করা হয়েছে। কিন্তু কুদরাত-ই-খুদা কমিশনই সর্বপ্রথম ঘোষণা করে :

> আমাদের মতে প্রাক-প্রাথমিক পর্যায় হতে শুরু করে প্রাথমিক পর্যায়ের পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত মাতৃভাষা বাংলা ব্যতীত অন্য কোনো ভাষা শিক্ষার প্রয়োজন নাই।... তবে ঐতিহাসিক কারণে বাংলা

---

১ বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন প্রতিবেদন (ড. কুদরাত-এ খুদা কমিশন), ঢাকা, ৩০ মে, ১৯৭৪, ভূমিকায় উদ্ধৃত

২ কুদরাত-এ-খুদা কমিশন প্রতিবেদন, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২

৩ ঐ, পৃষ্ঠা ৩

www.pathagar.com

> দেশের বাস্তব পরিবেশ যা— তাতে ইংরেজিই দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে বর্তমানে অব্যাহত থাকবে।[১]

অন্যত্র,

> বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে বাধ্যতামূলকভাবে কোনো একটি বিদেশী ভাষা শিক্ষার ওপর জোর দেয়া নিষ্প্রয়োজন। এ পর্যায়েও শিক্ষার মাধ্যম হবে বাংলা যার অর্থ অবশ্যই এ নয় যে ছাত্র ও শিক্ষক বাংলা বই ছাড়া আর কিছু পড়বে না।[২]

কমিশন প্রাথমিক শিক্ষাকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত উন্নীত করে ১৯৮৩ সালের মধ্যে তা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করার জন্যে সুপারিশ করে। অন্যদিকে নবম থেকে একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা করার প্রস্তাব করা হয়।

যদিও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরটি তুলে দেয়ার প্রস্তাব কমিশন তুলে ধরেন, তথাপি তার দুটি বছরের একটি মাধ্যমিক স্তরের সঙ্গে, অন্যটি স্নাতক শ্রেণীর সঙ্গে জুড়ে দেয়ার সুপারিশ করেন। এক্ষেত্রে তাঁরা ইতোপূর্বেকার শরীফ কমিশন ও হামুদুর রহমান কমিশনের মতোই যুক্তি তুলে ধরেন যে,

> ... ডিগ্রি কোর্সের মেয়াদ তিন বছরের চেয়ে কম হওয়া সমীচীন নয়।[৩]

সুপারিশ অনুসারে স্কুল শিক্ষার মেয়াদ দাঁড়ায় এগার বছরের।

বিস্তারিত ব্যাখ্যা করে কমিশন আরো সুপারিশ করে, ডিগ্রি কোর্স তিন বছর, অনার্স কোর্স চার বছরের এবং মাস্টার ডিগ্রি হবে দু'বছরের। বস্তুত শরীফ কমিশন ও হামুদুর রহমান কমিশনের এই বিষয়ক ধারাটির সঙ্গে খুদা কমিশনের এই বক্তব্যটির পার্থক্য খুব সামান্যই।

শিক্ষার জন্য অর্থ সংস্থান

আসলে খুদা কমিশনে অনেক ভালো ভালো প্রগতিশীল কথা ও কর্মসূচির জরুরি পদক্ষেপের সুপারিশ আছে বটে, কিন্তু সমস্যা সমাধানের মূল জায়গায় এসে তাঁরাও শেষ পর্যন্ত হোঁচট খেয়েছেন। মাধ্যমিক ও কলেজ শিক্ষার অর্থ সংস্থান সম্পর্কে কমিশন সুপারিশ করেছে যে,

> এর ব্যয়ের শতকরা ৫০ ভাগ ছাত্রবেতন হতে আদায় করা হোক এবং অন্যান্য উৎস থেকে যা পাওয়া যাবে তাসহ সরকার বাকি ৫০ ভাগ বহন করুক।[৪]

---

১ কুদরাত-এ-খুদা কমিশন প্রতিবেদন, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৪
২ ঐ, পৃষ্ঠা ১৪
৩ ঐ, পৃষ্ঠা ৪০
৪ ঐ, পৃষ্ঠা ২৮৭

www.pathagar.com

এ ক্ষেত্রে মাতা-পিতা ও অভিভাবকদের আরো ত্যাগ স্বীকারের আহ্বান তাঁরা জানিয়েছেন। ইতোপূর্বের শরীফ ও হামুদুর রহমান কমিশনের প্রতিবেদনে এই একই অভিব্যক্তি ব্যক্ত করা হয়েছিল। শুধু তাই নয়, খুদা কমিশন আরো একটু এগিয়ে আশা পোষণ করেছে যে,

> বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার ক্ষেত্রেও আশা করা যায় যে ছাত্র বেতন বর্ধিত করা হবে এবং জনসাধারণকে সে অনুপাতে ত্যাগ স্বীকার করতে হবে।[১]

জাতীয় খাতের কত ভাগ শিক্ষা খাতে ?

খুদা-কমিশন মোট জাতীয় আয়ের ৫% ভাগ এবং কালক্রমে ৭% ভাগ শিক্ষাখাতে ব্যয় করার পক্ষপাতী। লক্ষ করলে আমরা দেখবো, ১৯৫৯ সালের শরীফ কমিশনেও মাত্র ৭% ভাগই ব্যয়ের জন্য সুপারিশ করা হয়েছিল। বছর পার হয়েছে ২২টি কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গি থেকেছে ২২ বছর আগেরই।

সামগ্রিক-পাঠে খুদা-কমিশন সম্পর্কে বলতে গেলে তা নিয়ে যেমন আশাবাদের অনেক কিছু আছে, আবার খুব বাড়াবাড়িরও কিছু নেই। কারণ খুদা-কমিশন মূলত আমাদের দেশের দীর্ঘদিনের ঔপনিবেশিক ধাঁচের শিক্ষা ব্যবস্থার একটা সংস্কার মানসে তৈরি— তা শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন চায় নি।

শিক্ষানীতি প্রসঙ্গে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের অভিমত

বাংলাদেশের ছাত্র সংগঠনগুলির জন্য এই বিষয়টি অত্যন্ত নাজুক। অধিকাংশ ছাত্র সংগঠনের কোনো ঘোষণাপত্রই নেই। আবার ঘোষণাপত্র থাকলেও বেশির ভাগ ছাত্র সংগঠনের জাতীয় শিক্ষানীতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট কোনো ধারণাই নেই। এটাই দেশের ছাত্র-রাজনীতির প্রকৃত চিত্র।

পৃথকভাবে 'শিক্ষানীতি প্রসঙ্গে' পুস্তিকা বের করেছিল একমাত্র বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন (৮ এপ্রিল, ১৯৭২-এ প্রকাশিত)। এছাড়া বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন ও বাংলাদেশ ছাত্রলীগের যৌথ কমিশনের একটি প্রতিবেদন বের হয় ১৯৭৩ সালে— 'শিক্ষানীতি প্রসঙ্গে ছাত্র সমাজের অভিমত'— এই নামে। বস্তুত শুধু শিক্ষানীতি নিয়ে আর কোনো সংগঠনের কোনো পুস্তিকা নেই। তবে বিভিন্ন সংগঠনের ঘোষণাপত্র অথবা বিভিন্ন সংকলনে প্রকাশিত এ সম্পর্কিত নানা আলোচনা পাওয়া যায় যা থেকে একটি জাতীয় শিক্ষানীতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট কোনো ধারণা পাওয়া যায় না— সেখানে নানা সমস্যার আলোকে আছে কিছু দফাওয়ারী দাবিনামা অথবা রয়েছে কিছু স্লোগান। বেশির ভাগ সংগঠন তাদের ঘোষণাপত্রের অধিকাংশ পাতা ব্যয় করেছে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণে। তবে ছাত্রলীগ (জাসদ)

১ ড. খুদা কমিশন প্রতিবেদন, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২৮৭

www.pathagar.com

'১৭ দফা কর্মসূচি' নামে শিক্ষা সমস্যা ও আন্দোলন সম্পর্কে একটি ভিন্ন পুস্তিকা বের করেছিল ১৯৮১-৮২ সালে।

ছাত্র ইউনিয়নের শিক্ষা কমিশনের প্রতিবেদন

এই কমিশন বাংলাদেশের স্বাধীনতার মাত্র তিন মাস পরেই গঠিত হয়। এটিই স্বাধীন বাংলাদেশে শিক্ষানীতি বিষয়ে ছাত্রদের দ্বারা গঠিত প্রথম কমিশন বা প্রচেষ্টা। এই কমিশন সর্বাগ্রেই সরকারের কাছে দাবি তোলে যে,

> অবিলম্বে একটি জাতীয় শিক্ষা কমিশন গঠন করা হউক এবং ঐ কমিশনে শিক্ষাবিদ, শিক্ষক প্রভৃতিদের সাহিত ছাত্র সমাজের প্রতিনিধিও গ্রহণ করা হউক।[১]

শিক্ষাব্যবস্থার কাঠামো আলোচনা করতে গিয়ে তাঁরা বাধ্যতামূলক সাধারণ শিক্ষার পরে শিক্ষাকে ছয় ভাগে ভাগ করেছিল :

(১) সাধারণ শিক্ষা (২) কৃষি শিক্ষা (৩) শ্রম শিক্ষা (৪) কারিগরি শিক্ষা (৫) চিকিৎসা শিক্ষা (৬) চারু-কারু প্রভৃতি অন্যান্য শিক্ষা।

এই কমিশনই দাবি তোলে যে,

> পুরাতন শিক্ষানীতিতে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষার যে স্তর ছিল তাহা তুলিয়া দিতে হইবে। কেননা ইহা সময় ও অর্থের অপচয় ব্যতীত আর কিছু নয়।[২]

কমিশন মন্তব্য করে যে—

> দশম শ্রেণীর পর সরাসরি স্নাতক শ্রেণীর ছাত্র হওয়া চলবে এবং তিন বছর মেয়াদি ডিগ্রি কোর্স চালু করতে হবে।

শিক্ষাব্যয় সম্পর্কে সেখানে নতুন ধরনের প্রস্তাব করা হয়। বলা হয় :

> শিক্ষাকে সামাজিক পুঁজি হিসেবে গণ্য করিতে হইবে এবং জাতীয় বাজেটে কৃষি ও শিল্পখাতে যে পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করা হইবে একই রূপ গুরুত্ব দিতে হইবে শিক্ষার জন্য।[৩]

নতুনত্বের অন্য আরেকটি দিক হচ্ছে :

> গরিব ও স্বল্প উপার্জনক্ষম অভিভাবকদের উপর যাহাতে সন্তানাদির শিক্ষার ব্যয়ভার কম পড়ে সেদিকে লক্ষ রাখিয়া সন্তান সংখ্যা এবং উপার্জনের অনুপাতে শিক্ষাব্যয় নির্ধারিত করিতে হইবে।[৪]

---

১ ভূমিকা, শিক্ষানীতি প্রসঙ্গ, বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন, ১৯৭২
২ শিক্ষানীতি প্রসঙ্গ, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৭
৩ ঐ, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৪
৪ ঐ, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৪

www.pathagar.com

ছাত্রলীগ-ছাত্র ইউনিয়নের যৌথ শিক্ষা কমিশন

বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন ও বাংলাদেশ ছাত্রলীগের যৌথ উদ্যোগে গঠিত শিক্ষা কমিশনের প্রতিবেদনের নাম ছিল— 'শিক্ষানীতি প্রসঙ্গে ছাত্র সমাজের অভিমত'। উক্ত কমিশনের যারা সদস্য ছিলেন, ছাত্র ইউনিয়ন থেকে ১. নূহ-উল আলম লেনিন ২. অজয় দাসগুপ্ত ৩. আনোয়ারুল হক। এবং ছাত্রলীগ থেকে ছিলেন ১. আতিকুল ইসলাম আলমগীর ২. রবিউল আলম চৌধুরী ৩. নিমচন্দ্র ভৌমিক। কমিশন গঠিত হয় ১৯৭৩ সালে।

এই কমিশনে বৈশিষ্ট্যটি ছিল তাতে দেশের ভবিষ্যতের একটি গণমুখী শিক্ষানীতি সম্পর্কে মোটামুটি স্বচ্ছ ধারণা দেয়া হয়েছিল। কমিশন এমন অনেক নতুন নতুন বিষয়ের প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরেছিল যা ইতোপূর্বেকার কোনো প্রতিবেদনে পাওয়া যায় নি। তবে তা মূলত ১৯৭২ সালে গঠিত ছাত্র ইউনিয়নের শিক্ষা কমিশনের প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করে রচিত এবং ছাত্র ইউনিয়নের শিক্ষানীতিতে যা সূত্রাকারে বলা হয়েছে, যৌথ কমিশনের প্রতিবেদনে মূলত তা বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

যৌথ কমিশনের মতে শিক্ষানীতির মূল লক্ষ্য হবে—

> কোটি কোটি মানুষকে শিক্ষার ন্যূনতম মানে পৌঁছে দেয়া... স্বল্প লোককে উচ্চতম মানে উন্নীত করার দিকেই কেবল ঝোঁক থাকলে চলবে না। মূল দৃষ্টি দিতে হবে সকলের জন্য শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করার দিকে।[১]

কমিশনের পুরো প্রতিবেদনের সারমর্মে মনে হয়েছে কতো অল্প সময়ে বেশি পরিমাণ লোককে শিক্ষিত করে তোলা যায় এমন একটি মানসিকতা তাদের মধ্যে কাজ করেছে। তাঁরা নিজেরাও উল্লেখ করেছেন :

> বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার চূড়ান্ত কাঠামো এখনই হয়ে যাচ্ছে না বরং এখনকার জরুরি অবস্থার মোকাবেলায় শিক্ষানীতি প্রণীত হচ্ছে।[২]

উচ্চমাধ্যমিক স্তরটি তুলে দেয়া সম্পর্কে ইতোপূর্বেকার বিতর্ক সম্বন্ধে যৌথ কমিশন বলেন :

> আমাদের প্রধান প্রচেষ্টা সাধারণ মানে দেশের অধিকাংশ মানুষকে শিক্ষিত করে কোনো না কোনো কাজের উপযোগী করে তোলা। এদের উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষার কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই।
>
> ... বর্তমানের প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করে নতুন

---

১ শিক্ষানীতি প্রসঙ্গে ছাত্র সমাজের অভিমত, বাংলাদেশ ছাত্রলীগ ও বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন-এর যৌথ প্রতিবেদন, ঢাকা, ১৯৭৩, পৃষ্ঠা ৭

২ ঐ, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৮

www.pathagar.com

> ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে প্রথম শ্রেণী থেকেই ছাত্রছাত্রীরা উপযুক্ত শিক্ষা পেয়ে আসবে। এ অবস্থায় বর্তমানের মাধ্যমিক স্তরের ছাত্রছাত্রীরা অনেক বেশি জ্ঞানের অধিকারী হবে। সরাসরি স্নাতক শ্রেণীতে ভর্তি হবার ক্ষেত্র কোনো অসুবিধেই শিক্ষার্থীরা বোধ করবে না।[১]

বাণিজ্য ও প্রশাসন শিক্ষা সম্পর্কে বলা হয় :

> সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উৎপাদন ব্যবস্থা প্রশাসনিক কাঠামো ইত্যাদিকে আদর্শ রেখে যে বাণিজ্য শিক্ষা দেয়া হয় তার অবসান ঘটাতে হবে।[২]

অন্যদিকে

১. বর্তমানের পলিটেকনিক ও প্রকৌশলী শিক্ষাকে একত্রীকরণ করার প্রস্তাব করা হয়।

২. ক্ষুদ্র জাতিসত্তাসমূহের মধ্যে শিক্ষার দ্রুত বিকাশের জন্য বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণ করার কথা যৌথ কমিশন সুপারিশ করেন।

৩. পরীক্ষার ফল প্রকাশে বর্তমানে প্রচলিত বিভাগ প্রথা তুলে দেয়ার কথা কমিশন বলে।

৪. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছুটি সম্পর্কে বলা হয় একবার ফসল বোনার সময় আর একবার ফসল কাটার সময় দীর্ঘ ছুটি থাকবে।

৫. শিক্ষা ব্যয় সম্পর্কে কমিশন বলে, যার মাসিক আয় বেশি সে তুলনামূলকভাবে সন্তানের লেখাপড়ার জন্য বেশি খরচ বহন করবেন।

৬. সর্বশেষে বলা হয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ব্যক্তির হাতে নয়, স্থানীয় সামাজিক পরিচালনার হাতে ছেড়ে দিতে হবে। ক্রমে শিক্ষা ব্যবস্থা রাষ্ট্রায়ত্ত করতে হবে।

খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল ছাত্রলীগ-ছাত্র ইউনিয়নের যৌথ উদ্যোগে রচিত এই শিক্ষানীতিমালার প্রস্তাব ও সুপারিশসমূহ।

ছাত্রলীগ [মুনীর-হাসিব]-এর শিক্ষানীতি বিষয়ক মতামত

জাসদ সমর্থক এই ছাত্র সংগঠনের আলাদা শিক্ষানীতি বিষয়ক কোনো পুস্তিকা নেই। ১৯৮১-৮২ সালের দিকে প্রকাশিত ঘোষণাপত্রে 'আমরা কী ধরনের শিক্ষা চাই'—এ সম্পর্কিত একটি অধ্যায় ছিল। কিন্তু একটি পরিকল্পিত ভবিষ্যৎ শিক্ষা কর্মসূচির সামগ্রিক পরিচয় সেখানে পাওয়া যায় না। সেখানে আছে দফাওয়ারী শিক্ষাবিষয়ক কিছু দাবিনামা। যেমন এক জায়গায় 'উৎপাদনমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করতে হবে'[৩] দাবিটি

---

১ শিক্ষানীতি প্রসঙ্গে ছাত্র সমাজের অভিমত, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৪

২ ঐ পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৬

৩ প্রস্তাবিত খসড়া ঘোষণাপত্র, বাংলাদেশ ছাত্রলীগ [জাসদপন্থী মনির-হাসিব গ্রুপ], ঢাকা, ১৯৮০

www.pathagar.com

আছে। কিন্তু উৎপাদনমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা বলতে কী বোঝানো হবে সেই ব্যাখ্যা ছিল না। জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলও উৎপাদনমুখী শিক্ষা ব্যবস্থার কথা ১৯৭৯-১৯৮২ সাল পর্যন্ত প্রচার করেছে। কিন্তু ছাত্রদলের সাথে নিশ্চয়ই ছাত্র লীগের দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য রয়েছে। ব্যাখ্যাটি তাই ছিল অপরিহার্য।

তবে সংগঠনের ১৭ দফা শিক্ষা কর্মসূচি নামে ১৯৮১ সালে একটি পুস্তিকা বের হয়েছিল। তার দশ পৃষ্ঠার ৬ পৃষ্ঠাই ব্যয় হয়েছিল বিভিন্ন রাজনৈতিক ও ছাত্র আন্দোলনের পর্যালোচনায়। তবু সেখানে নতুন কিছু প্রস্তাব পাওয়া যায় :

> ৮ম শ্রেণী উত্তীর্ণ হবার পর সাধারণ সনদ লাভ করার পরবর্তী পর্যায়ে বর্তমানে চালু থাকা ৯ম ও ১০ শ্রেণী অধ্যয়ন করার বিধান তুলে দিতে হবে।[১]

অন্যত্র,

> শিক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্যে অন্যান্য প্রয়োজনীয় খরচ নির্বাহ করার জন্য ব্যাংক, বীমা বা ছাত্রঋণ প্রকল্প কর্তৃক সুদবিহীন বা নাম মাত্র সুদে অর্থ সরবরাহ করা হবে যা ছাত্ররা তাদের চাকরিকালীন সময়ে পরিশোধ করবেন।[২]

ছাত্রলীগ (কাদের চুন্নু)-এর শিক্ষা বিষয়ক অভিমত

আওয়ামী লীগ সমর্থক এই ছাত্র সংগঠনের শিক্ষানীতি সম্পর্কে প্রধান কথা ছিল তারা কুদরাত-ই-খুদা কমিশনের প্রতিবেদনের পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন চায়। ছাত্র ইউনিয়ন ও ছাত্রলীগের যৌথ উদ্যোগে রচিত শিক্ষানীতিরও উত্তরাধিকার তারা দাবি করতে পারে যদিও ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়নের যৌথ কমিশনের শিক্ষানীতির সঙ্গে কুদরাত-ই-খুদা কমিশনের অনেক বিরোধ ছিল, তথাপি খুদা কমিশনের সর্বজনীনতাকেই এই ছাত্র সংগঠন তাদের শিক্ষানীতি বিষয়ক নিজস্ব অভিমতকে সম্প্রচারিত করেছে।

ছাত্রলীগ (আখতার-বাবুল)-এর শিক্ষামত

বাসদ সমর্থিত এই ছাত্র সংগঠনের কোনো ঘোষণাপত্র ১৯৮১-৮২ সালে প্রকাশিত ছিল না। সুতরাং শিক্ষানীতি বিষয়ে তাঁদের দলীয় কর্মসূচি কী তা বলা ছিল খুব মুস্কিল। তবে বিভিন্ন সংকলনে দলের কেন্দ্রীয় নেতাদের প্রবন্ধে দেখা যায় তারা মৌল নীতিসমূহে কিন্ডার গার্টেন, ক্যাডেট কলেজ ধাঁচের শিক্ষা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে জোরালো মত রেখেছেন। অন্যদিকে কাঠামোগত ক্ষেত্রে বর্তমানে প্রচলিত

---

১ বাংলাদেশ ছাত্রলীগ (জাসদপন্থী মুনীর-হাসিব গ্রুপ)-এর ১৭ দফা কর্মসূচি, প্রচারপত্র, ১৯৮০, পৃষ্ঠা ৬

২ ১৭ দফা কর্মসূচি প্রচারপত্র, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৭

www.pathagar.com

মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক এই দুই স্তর বাতিল করে তিন বছর মেয়াদি একটি কোর্স প্রণয়নের তারা পক্ষপাতী।[১]

ছাত্রলীগ (প্রধান)-এর শিক্ষানীতি বিষয়ক মতামত

এই সংগঠনেরও কোনো ঘোষণাপত্র পাওয়া যায় না। তবে ১৯৭৮ সালে অনুষ্ঠিত তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী কাজী জাফর আহমদ আয়োজিত শিক্ষানীতি বিষয়ক সেমিনারে এই সংগঠনের প্রতিনিধি একটি গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ করেছিলেন যা উল্লেখযোগ্য। উক্ত সেমিনারে এই সংগঠনের প্রতিনিধি তার বক্তৃতায় মাদ্রাসা শিক্ষা তুলে দেয়ার সুপারিশ করেন। কারণ হিসেবে তিনি বলেন, ১৯৭১ সালে এই মাদ্রাসাগুলি থেকেই আল-বদর বাহিনী গঠিত হয়েছিল এবং আমাদের দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তানদের হত্যা ও মা-বোনদের সতীত্ব নষ্ট করেছিল।[২]

বিপ্লবী ছাত্র মৈত্রীর শিক্ষানীতি

১৯৮১-৮২ সাল পর্যন্ত এই সংগঠনটিরও কোনো ঘোষণাপত্র ছিল না। তবে চারটি চীনপন্থী ছাত্র গ্রুপের কেউ কেউ যখন পঞ্চম গ্রুপটির জন্মদানে 'জাতীয় ছাত্র মহাসম্মেলন' করেন তখন একটি ঘোষণাপত্র ছাড়া হয়। সেখানে—

> শিক্ষাকে ব্যাপকভাবে ঘরে ঘরে পৌঁছে দেয়ার জন্যে 'মুক্তদ্বার শিক্ষা' ব্যবস্থা চালু করার কথা বলা হয়েছিল।[৩]

রাজা যায় রাজা আসে : শিক্ষা কমিশন বারে বারে

এভাবে দিনের পর দিন রাজা এসেছে রাজা গিয়েছে। কমিশনের পর কমিশন বসেছে। অনেক সেমিনার সিম্পোজিয়ামে অনেক হাজার প্রস্তাব পাশ হয়েছে। ছাত্ররা অনেক ঘোষণা ইশতেহার ছেড়েছে, বিক্ষোভে ফেটে পড়েছে, রক্ত দিয়েছে—একটি শিক্ষানীতি ও তার আশু বাস্তবায়নের জন্যে। ছাত্ররা শিক্ষানীতি নিয়ে এতো বিতর্ক-খেলা দেখতে চায় নি। মিথ্যে কমিশন বসিয়ে জনমত যাচাইয়ের নামে অথবা তথাকথিত উদারতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনের খেলায় ছাত্ররা রাজি ছিল না।

ঔপনিবেশিক শিক্ষা পদ্ধতির আমূল পরিবর্তনের ব্যাপারে সকল ছাত্র সংগঠনই ছিল একমত। রবীন্দ্রনাথ তার শিক্ষা বিষয়ক প্রবন্ধগুলিতে আমাদের জাতীয় শিক্ষা

---

১ রক্তে জেগে ওঠে, বাংলাদেশ ছাত্রলীগ (বাসদপন্থী আখতারুজ্জামান-জিয়াউদ্দীন বাবলু গ্রুপ)-এর স্বাধীনতা দিবস প্রকাশনা, ১৯৮০

২ ছাত্রদের সাথে শিক্ষামন্ত্রী কাজী জাফরের মত বিনিময় সভায় বাংলাদেশ ছাত্রলীগ (শফিউল আলম প্রধান গ্রুপ)-এর অভিমত

৩ চীনপন্থী ছাত্র সংগঠনগুলির জাতীয় মহাসম্মেলন উপলক্ষে প্রকাশিত ঘোষণাপত্র ও কর্মসূচি, ঢাকা ১৯৮২, পৃষ্ঠা ৮

www.pathagar.com

ব্যবস্থার চারটি মূলত্রুটি চিহ্নিত করেছিলেন— ১. শিক্ষাটা বিলেতি, ২. তার বাহন ইংরেজি, ৩. শিক্ষাপদ্ধতি যান্ত্রিক, ৪. শিক্ষা সরকারের উদ্দেশ্যে নিয়োজিত।[১]

আজকের শিক্ষাব্যবস্থায় এগুলি আরো মারাত্মক হয়ে দেখা দিয়েছে। কিন্তু সমাধানের কোনো উদ্যোগ নেই দীর্ঘদিন থেকে। একেকবার একেক জন রাষ্ট্রকর্তা আগমন করেন। ছাত্রদের উদ্দেশে ছুঁড়ে দেন একটি কমিশন। সেমিনার সিম্পোজিয়াম হয়, মতামত গ্রহণ বর্জন চলে দিনের পর দিন। টাকা ক্ষয় হয়। ইতিমধ্যে এসে যায় আরো একটি নতুন সরকার। পুরনো কমিশন বাতিল হয়ে যায়। আবার আরেকটি নতুন কমিশন গঠন করা হয়।

বেনামে শরীফ কমিশন ও হামুদুর রহমান কমিশন বাস্তবায়িত

ডিগ্রি কোর্স তিনবছর করায় এবং শিক্ষাকে এক ধরনের বিনিয়োগ বলায় ১৯৬২ সালে ছাত্ররা বিক্ষোভ করে— ১৭ সেপ্টেম্বর ধর্মঘটের ডাক দেয়। বাবুল, ওয়াজিউল্লাহ প্রমুখরা রক্ত দেয়। মনে হয়েছিল রক্ত দেয়াটা বুঝি তাদের সার্থক হয়েছে। (কারণ পাকিস্তান সরকার ১৯৬২ সালে ডিগ্রি কোর্স তিন বছর করা থেকে বিরত থাকে)। কিন্তু ঘটনা শেষ পর্যন্ত দাঁড়ায় অন্য। লিখিত বিষয় থেকে যায় অলিখিত। শিক্ষাবিষয়ক অপনীতি বাস্তবায়ন শুরু হয় অন্যভাবে। একটি বাস্তব দৃষ্টান্ত তুলে দেখানো যেতে পারে।

১৯৭৫ সালে বাংলাদেশে যারা স্নাতক শ্রেণীতে ভর্তি হয়েছিল তারা চূড়ান্ত পরীক্ষা দেয় ১৯৭৭ সালে। স্নাতকোত্তর ১ম পর্বে তারা ভর্তি হয় ১৯৭৮-এ এবং স্নাতকোত্তর শেষ পর্ব (এম.এ.) পরীক্ষা দেয় ১৯৮১ সালে। অর্থাৎ স্নাতক থেকে স্নাতকোত্তর পর্ব পার হতে যাদের সময় লাগার কথা মাত্র চার বছর, সেখানে সময় লাগছে সাত বছর।

এই হিসাব শুধু স্নাতক (পাশ) শ্রেণীর ক্ষেত্রেই নয়, সম্মান শ্রেণীর বেলায়ও প্রযোজ্য। ১৯৭৫ সালে যারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্মান শ্রেণীতে ভর্তি হয়েছিল, সম্মান চূড়ান্ত পরীক্ষা তাদের অনুষ্ঠিত হয় ১৯৭৭-এর জায়গায় ১৯৭৯ তে (মোট তিন বছরের জায়গায় পাঁচ বছরে)। এরপর সেই ছাত্ররা স্নাতকোত্তর শেষ পর্ব পরীক্ষা দেয় ১৯৮১-তে (অর্থাৎ অনার্সসহ এম.এ. যেখানে চার বছর লাগার কথা সেখান সাত বছর লেগেছিল। এই ধারা অব্যাহত রয়েছে। ছাত্ররা ডিগ্রিতে তিন বছর পড়তে চায় নি, কিন্তু এখন তার চেয়ে বেশি বছর শুধু সেশন জটের কারণেই পড়ছে।

অন্যদিকে শিক্ষা উপকরণ, বেতন ইত্যাদিসহ শিক্ষাব্যবস্থায় একটা নৈরাজ্যকর অবস্থা এমন পরিকল্পিতভাবে সাজানো হয়েছে যে, মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত, কৃষক ও

---

১ রবীন্দ্রনাথ শিক্ষার হেরফের, শিক্ষা সংস্কার, শিক্ষা সমস্যা, শিক্ষার বাহন প্রভৃতি শিক্ষা বিষয়ক প্রবন্ধগুলিতে এসব মন্তব্য বারে বারে করেছেন। আগ্রহী পাঠক দেখুন, রবীন্দ্র রচনাবলী (বিশ্বভারতী প্রকাশিত দ্বাদশ খণ্ড)

www.pathagar.com

শ্রমিকের সন্তানের জন্য লেখাপড়ার দ্বার অতি নিম্নেই শেষ হয়ে যাচ্ছে। এদের অল্প সংখ্যক যারা উচ্চশিক্ষার দ্বারে পৌঁছচ্ছেন তা বিদ্যাদেবীর অপার বরে নয়, (লজিং, টিউশনি ইত্যাদি) পশুর মতো জীবন নির্বাহ করে। স্বাধীন দেশে এতোদিনে সত্যি সত্যিই শিক্ষা একটি বিনিয়োগ হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে— গরিবের জন্য উচ্চশিক্ষার দ্বার যথাযথভাবে বন্ধ হয়েছে।

দেশে সরকারি উদ্যোগে শিক্ষা কমিশন গঠনের রীতিটাই হচ্ছে একটা পরিকল্পিত শঠতা। শিক্ষা সম্পর্কে জনগণকে আরো অশিক্ষিত রাখাই এই সব প্রচেষ্টার মূল লক্ষ্য। প্রকৃতপক্ষে জনগণের চাহিদা এতো প্রাথমিক ও সামান্য যে তার জন্য বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করে সময় নিয়ে বছরের পর বছর ধরে বিশেষ প্রতিবেদনের প্রয়োজন হয় না।

বাংলাদেশে সর্বাগ্রে প্রয়োজন শিক্ষার— শিক্ষা কমিশন নয়। দেশের মানুষ নিরক্ষর, তাদের বর্ণজ্ঞান দেয়া হোক, যাদের কাণ্ড নেই, তাদের কাণ্ডজ্ঞান দেয়া হোক।

'আমরা গণমুখী শিক্ষা চাই না, চাই গণশিক্ষা'।[১] 'গণমুখী' শব্দটি টাউট ছাত্রনেতাদের হাতে পড়ে তার গণচরিত্র হারিয়েছে। জনগণের দাবি তাই গণশিক্ষা। সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা। বয়স্ক শিক্ষা চায় জনগণ, চায় নিরক্ষরতা দূরীকরণ। প্রয়োজন দেশের উপযোগী শিক্ষা। একুশ শতকের যোগ্য নাগরিক হওয়ার শিক্ষা।

১৯১৭ সালের বিপ্লব-পূর্ব সোভিয়েত রাশিয়াতে ১৯০৪ সালে সাক্ষর জ্ঞানসম্পন্ন মানুষের হার ছিল মাত্র ২৭ শতাংশ। সে দেশের তৎকালীন একটি শিক্ষা বুলেটিনে ভবিষ্যতবাণী করা হয়েছিল, রাশিয়ার শুধুমাত্র ইউরোপিয়ান ভূখণ্ড থেকে নিরক্ষরতা দূর করার জন্য সময় লাগবে ১২০ বছর, সাইবেরিয়া এবং ককেশাস অঞ্চলের জন্য দরকার হবে ৪৩০ বছর এবং মধ্যএশিয়ার সময় লাগবে ৪৬০০ বছর।

কিন্তু ১৯১৭ সালে সোভিয়েত রাশিয়ায় লেনিনের নেতৃত্বে সংঘটিত হয় দুনিয়ার তাৎপর্যতম বিপ্লব। আরো অনেক কাজের মতো কয়েক বছরেই দেশ থেকে সম্পূর্ণরূপে দূর হয়েছিল নিরক্ষরতা। ১৯৯০ সাল পর্যন্ত সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক উভয় প্রকার শিক্ষাই ছিল সর্বজনীন। দূর হয়ে গিয়েছিল সকল নিরক্ষরতা। কেমন করে তা সম্ভব হয়েছিল ?

> প্রকৃতপক্ষে 'বিপ্লব' একটি আশ্চর্য সৃজনশীল শক্তিধর প্রক্রিয়া যা শুধু বদলে দেয় না, আমূল বদলে দেয়।[২]

---

১ মনসুর মুসা, '*হতভাগ্য শিক্ষা সমস্যা ও ধূর্ত শিক্ষা কমিশন*', ১৯৭৬ সালে প্রকাশিত প্রতিরোধের একুশ শিরোনামের স্মরণিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ

২ এম এম আকাশ, '*একটি গণমুখী বৈজ্ঞানিক শিক্ষা ব্যবস্থা*', ১৯৮০ সালের শিক্ষা দিবসে বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের মুখপাত্র 'জয়ধ্বনি'তে প্রকাশিত প্রবন্ধ

গ্রন্থের '*শিক্ষানীতি প্রণয়নের মৌলিক সমস্যা*', অংশটি ১৯৮১ সালে রচিত এবং তা 'ভিন্নমত' গবেষণা সাময়িকীর দ্বিতীয় সংখ্যায় (জুন, ১৯৮১ সালে) প্রকাশিত হয়েছিল। সামান্য কিছু পরিবর্তন ও পরিমার্জন করে গ্রন্থে অধ্যায়টি যুক্ত করা হয়েছে

www.pathagar.com

দ্বিতীয় অধ্যায় : পরীক্ষা পদ্ধতি

www.pathagar.com

www.pathagar.com

পরীক্ষা পদ্ধতির প্রাচীন রূপ

প্রাচীনকাল থেকেই বাংলায় পরীক্ষা পদ্ধতি ছিল এমনটা অনুমান করা চলে। কারণ পাঠশালা ছিল, এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়ও ছিল। বৌদ্ধ বিহারগুলির প্রাচীন অবকাঠামোগত বিশ্লেষণে নৃতাত্ত্বিকরাই তা-ই মনে করেন। খুবই উন্নতমানের লেখাপড়া ছিল সেসব প্রতিষ্ঠানে। সুতরাং কোনো-না-কোনো পরিমাপ পদ্ধতি ব্যবহার করেই ছাত্রদের অর্জিত জ্ঞানের একটা মূল্যায়ন করা হতো।

ভাবা খুব অসঙ্গত নয় যে, প্রাচীন পরিমাপ পদ্ধতির নানারূপ বিকাশই আজ পর্যন্ত প্রচলিত রয়েছে বাংলাদেশের পরীক্ষামূলসমূহের কর্মসূচিতে। পরীক্ষাসমূহের মৌল চরিত্র হচ্ছে প্রধানত তিনটি :

১. লিখিত

২. মৌখিক

৩. ব্যবহারিক।

লিখিত পরীক্ষায় আবার তিনরকম পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়ে থাকে :

১. রচনামূলক প্রশ্নপত্র,

২. সংক্ষিপ্ত প্রশ্নপত্র ও

৩. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নপত্র পদ্ধতি।

বাংলা পরীক্ষা পদ্ধতির হয়তো সবগুলোই সুদূর প্রাচীনকাল থেকেই চলে এসেছে। তবে ভাবা সঙ্গত যে, বাঙালি ছাত্রদের মাঝে মুখস্থ বিদ্যার যে রীতি প্রচলিত রয়েছে, তা অতি প্রাচীনকালের একটি সহজ প্রক্রিয়া। হয়তো প্রাচীনকালে পাঠশালাগুলিতে লেখাপড়া আদায় করতে এবং মূল্যায়ন পর্যালোচনায় শিক্ষকগণ ছাত্রদের কাছ থেকে রচনাধর্মী বিশ্লেষণাত্মক প্রশ্নেরও মুখস্থ আদায় করে নিতেন।

প্রাচীন ও মধ্যযুগের সময়গুলোতে হয়তো বিশ্বব্যাপী এই পরীক্ষা প্রক্রিয়াই অব্যাহত ছিল। ৬৫০ খ্রিষ্টাব্দের পর আরব দেশে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর অনুসারীরা সুবৃহৎ গ্রন্থ কোরআন মুখস্থ করার উদাহরণে এই প্রক্রিয়ার আভাস মেলে। একজন ছাত্র তার দীর্ঘ মুখস্থ করার শক্তির জোরে পুরো একখানি বিশাল গ্রন্থ যে মুখস্থ করে ফেলতে পারতো এই ঘটনা হচ্ছে তার প্রমাণ। আরব জাহানে এই মুখস্থ প্রক্রিয়ায় যে ছাত্র উত্তীর্ণ হতে পারতো তাকে হাফেজ ডিগ্রি দেয়া হতো। বাংলাদেশেও বর্তমান সময় পর্যন্ত মুসলমান ধর্মীয় শিক্ষার্থীদের মধ্যে হাফেজী পরীক্ষা প্রচলিত রয়েছে।

প্রাচীন বাংলা পাঁচালী, গীতি ও নানারকম কাব্যগ্রন্থ গায়েনরা অনায়াসে লাগাতার মুখস্থ বলে যেতে পারতো। প্রাচীন ও মধ্যযুগের পাঠশালার সিলেবাসে এসব গ্রন্থ

www.pathagar.com

পাঠ্যও ছিল। সুতরাং অনুমান করা সঙ্গত যে, প্রাচীন পরীক্ষা পদ্ধতির একটি বিশেষ দিক ছিল মুখস্থ পরীক্ষা।

বৃটিশ আমলের পরীক্ষা পদ্ধতি

বাংলাদেশের স্কুলগুলির একটা সৌভাগ্য এই যে, ব্রিটিশ আমলে আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার শুরু হওয়ার সাথে সাথে তা লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়। লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম অনুসারেই তৎকালীন বাংলাদেশের হাইস্কুলের চূড়ান্ত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হতো। তখন এ পরীক্ষার নাম ছিল প্রবেশিকা পরীক্ষা।

১৮৫৭ সালের পর লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্ব দেয়া হয় কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে। এমনকি তৎকালে যেসব হাইস্কুল বাংলার গ্রামে-গঞ্জে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তার স্বীকৃতিও কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দেয়া হতো। হাইস্কুলের পাঠ শেষে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে বাংলার স্কুলের ছাত্ররা কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েরই সনদপত্র লাভ করতো।

এমনকি সেই প্রথম অবস্থাতেই ব্রিটিশ সরকার স্কুলগুলির প্রতি অনুদানের শর্ত হিসেবে ছাত্রদের পরীক্ষার হার ও মানকে গুরুত্বপূর্ণ করে তোলে। ১৮৮২ সালে ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে সুপারিশ প্রণয়নে যে শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়েছিল তাদের প্রতিবেদনেও এ সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছিল।

তবে বাংলাদেশে পরীক্ষা পদ্ধতিকে প্রথম আইনগত প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয় ব্রিটিশ শাসকরাই। নানা রকম পরীক্ষা পদ্ধতি ও সংস্কার প্রবর্তন করেছিল ব্রিটিশরা। তার নানা রকম শ্রেণী ভাগও ছিল। প্রথমে তাদের প্রয়োজন হয়েছিল একদল কেরানির। এই কেরানি সৃষ্টির লক্ষ্যে তারা ১৯৩৩ সালে প্রথম ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড স্থাপন করে।[১]

এই শিক্ষাবোর্ডের অধীনে ছাত্রদের জন্যে প্রথম যেসব বিষয়ের পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয় তার মধ্যে লক্ষণীয়ভাবে বিজ্ঞানের কোনো বিষয় ছিল না। বোঝাই যায়, বাঙালি ছাত্রদের থেকে তারা বড় কিছু আশা করছে না। শুধুমাত্র ইংরেজি পরীক্ষার জন্যে উচ্চমাধ্যমিক শ্রেণীতে লিখিত পরীক্ষার পাশাপাশি মৌখিক পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছিল।[২] কারণ ইংরেজদের কাজের সুবিধার জন্যে একদল ইংরেজি জানা বাঙালি কেরানির খুব প্রয়োজন ছিল।

মাধ্যমিক পরীক্ষার নাম দেয়া হয়েছিল 'হাইস্কুল পরীক্ষা'। পরীক্ষার বিষয়গুলো ছিল নিম্নরূপ :

১. বাংলা

---

১ দেখুন Board of Intermediate and Secondary Education, Dhaka, 1933, Regulation chapter-14

২ আগ্রহী পাঠকের জন্যে বিস্তারিত, Syllabus for Intermidiate Examination 1933, Board of Intermidiate and Secondary Education, Dhaka

www.pathagar.com

২. ইংরেজি (দুটি পত্র) [পরীক্ষা হবে লিখিত ও মৌখিক]
৩. গণিত
৪. ইতিহাস
৫. ভূগোল
৬. একটি অতিরিক্ত বিষয়।

এছাড়া,

১. প্রতিটি পত্রের জন্যে নম্বর ১০০
২. পরীক্ষার সময় ৩ ঘণ্টা।[১]

পাকিস্তান আমলের পরীক্ষা পদ্ধতিতে সংস্কার

১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর পাকিস্তানের নতুন আদর্শের রাষ্ট্রে ব্রিটিশ পদ্ধতির শিক্ষা ব্যবস্থার প্রায় সবটাই অব্যাহত থাকে। শুধু ১৯৫০ সালে এক আদেশ বলে বাংলার একটি মাত্র পত্রের বদলে দুই পত্রের পরীক্ষা চালু করা হয়। তবে এই প্রথম পূর্ববঙ্গ মুসলিম লীগ সরকার ধর্মীয় বিষয় পাঠক্রমে বাধ্যতামূলক করে এবং এ বিষয়ে ১০০ নম্বরের পরীক্ষা পদ্ধতি চালু করে।[২]

১৯৫৯ সালে গঠিত পাকিস্তানের জাতীয় শিক্ষা কমিশন (শরীফ কমিশন) দেশের পাবলিক পরীক্ষার আমূল সংস্কারে কতগুলো সুপারিশমালা লিপিবদ্ধ করেছিল। এতে পাবলিক পরীক্ষার জন্যে ৭৫ নম্বর এবং নিজ বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ কর্তৃক ২৫ নম্বর সংরক্ষিত রাখার কথা বলা হয়।[৩] খুবই আধুনিক ছিল এই প্রস্তাব।

শরীফ কমিশন প্রতিবেদনে পরীক্ষা ও মূল্য নিরূপণ

নিচে ১৯৫৯ সালে গঠিত জাতীয় শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টের পরীক্ষা বিষয়ক সুপারিশমালার বিভিন্ন দিক হুবহু উদ্ধৃত করা হলো :

> **পরীক্ষা ও মূল্য নিরূপণ**
>
> ৫৭। ছাত্রদের উন্নতির মান বা মূল্য নিরূপণ যে-কোনো শিক্ষা পদ্ধতির একটি অবিচ্ছিন্ন অংশ। কিন্তু ইহাকে পুরোপুরি কার্যকরী করিতে হইলে ছাত্রদের কেবলমাত্র বুদ্ধিমত্তার ব্যাপারে দৃষ্টি দিলেই চলিবে না, তাহাদের নৈতিক, সামাজিক ও দৈহিক বিকাশ বা

---

১ Syllabus for Intermediate Examination, 1933, প্রাগুক্ত

২ পূর্ববঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা-এর পরিপত্র নং ৮৫৮, তারিখ : ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৫০

৩ জাতীয় শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট (এসএম শরীফ কমিশন প্রতিবেদন), ১৯৫৯। কমিশনের প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় ১৯৬২ সালে। এর বিরুদ্ধে ছাত্ররা আন্দোলন গড়ে তোলায় শেষ পর্যন্ত এই কমিশনের প্রতিবেদন কার্যকরী করা স্থগিত রাখা হয়েছিলো

www.pathagar.com

মানোন্নয়নের প্রতিও দৃষ্টি দিতে হইবে। প্রত্যেক স্কুলে এই সকল দিকে ছাত্রদের ব্যক্তিত্বের উন্নতির একটি নিয়মিত রেকর্ড রক্ষা এবং উক্ত রেকর্ড ছাত্রদের অভিভাবক ও পরবর্তী পর্যায়ে ছাত্রগণ যে স্কুলে (বা কলেজে) যোগদান করিবে, উহার নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

৫৮। ছাত্রদের মান বা মূল্য নিরূপণের বর্তমান পদ্ধতি বুদ্ধিমত্তার উৎকর্ষের মধ্যে সীমাবদ্ধ এবং স্কুলসমূহ কর্তৃক প্রত্যেক শিক্ষাকালের শেষে অনুষ্ঠিত লিখিত পরীক্ষার ভিত্তিতে উহা পরিচালিত হইতেছে। ইহাকে আনুষ্ঠানিকতা ছাড়া অধিক কিছুই বলা চলে না এবং ছাত্র অথবা শিক্ষকদের কেহই ইহাকে বিশেষ গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করে না। স্কুলের মারফতে যে প্রমোশন দেয়া হয়, উহাকে সমগ্র বৎসরের কাজের ব্যবহারিক ও ব্যাপক জরিপের ভিত্তিতে পারিচালিত করার কোনোরূপ প্রচেষ্টা নাই।

৫৯। অপর পক্ষে, দশম শ্রেণী ও দ্বাদশ শ্রেণীর পর যে সাধারণ পরীক্ষা গৃহীত হয়, উহাতে অতিমাত্রায় গুরুত্ব দেয়া হয় এবং শিক্ষক ও স্কুল কর্তৃপক্ষের যাবতীয় দৃষ্টি উক্ত পরীক্ষাসমূহে নিপতিত হইয়া থাকে। এই ব্যবস্থার ত্রুটি-বিচ্যুতিসমূহ মারাত্মক; যেমন— সম্পূর্ণরূপে লিখিত পরীক্ষার ব্যবস্থা হেতু কেবলমাত্র স্মৃতিশক্তির মাধ্যমেই ছাত্রগণ সাফল্য অর্জন করিয়া থাকে এবং প্রকৃত প্রস্তাবে ছাত্রদের বুদ্ধিমত্তা পরীক্ষার কোনো চেষ্টাই করা হয় না এবং সেই সঙ্গে পরীক্ষার জন্য নির্দিষ্ট পাঠ্য বিষয়াদিসহ দুই বৎসরব্যাপী কোর্সে যাহা কিছু শিক্ষাদান করা হইয়া থাকে উহার কোনোরূপ মূল্য দেয়া হয় না। ইহাতে 'পরীক্ষার দিন' ঘনাইয়া না আসার আগ পর্যন্ত পড়াশুনা করিবার সকল আগ্রহ বিনষ্ট হইয়া থাকে। কারণ, দীর্ঘ সময়ব্যাপী অব্যাহত প্রচেষ্টা চালাইয়া যাওয়ার ব্যাপারে উৎসাহদানের ক্ষেত্রে ইহা একটি অত্যন্ত দূরবর্তী উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যস্থল। মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগে অত্যন্ত তাড়াহুড়া করিয়া সব কিছু করা হইয়া থাকে। ইহার ফলে স্কুলের নিয়ম ও শৃঙ্খলা এবং ছাত্রদের চরিত্র গঠনের ব্যাপারটিকে ক্ষুণ্ন করা হয়।

৬০। এরূপ সুপারিশ করা হইয়াছে যে, সাধারণ পরীক্ষা-গ্রহণ ব্যবস্থাকে বাতিল করিয়া উহার স্থলে ঘনঘন বিরতির পর স্কুলসমূহ কর্তৃক পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হউক। এক্ষেত্রে স্কুলসমূহকে নিজ নিজ সার্টিফিকেট প্রদানের ক্ষমতাও অর্জন করিতে হইবে। যে-সকল বিষয় ছাত্রদের জ্ঞান-আহরণ ক্ষমতার আওতায় অবস্থিত এবং যাহার পর্যায়ক্রমিক উৎকর্ষ ছাত্রদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ও আত্মনির্ভরতার সৃষ্টি করিয়া থাকে, ঐ সকল স্বল্প-মেয়াদি বিষয়ে জ্ঞান সঞ্চারের ক্ষেত্রে সাময়িক-পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থাটি নিঃসন্দেহে

www.pathagar.com

অত্যন্ত কার্যকরী। এই ব্যবস্থায় ছাত্রগণ পড়াশুনার ব্যাপারে সমস্ত বৎসর ধরিয়া ব্যস্ত থাকিবে এবং উহার ফলে তাহাদিগের একটি স্থানীয় অভ্যাস এবং চরিত্রও গড়িয়া উঠিবে।

৬১। কার্যকরী হইলেও উপরোক্ত ব্যবস্থাসমূহ সাধারণ পরীক্ষার বিকল্প বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। কারণ, ছাত্রগণ সংশ্লিষ্ট বিষয় বা বিষয়সমূহ কতোদূর অনুধাবন করিয়াছে তাহা, এবং তাহাদের মানসিক তৎপরতার একটি উচ্চ মান পরীক্ষার ক্ষেত্রে সাধারণ পরীক্ষা গ্রহণ একান্ত অপরিহার্য। ইহা বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রদের মেধা যাচাই করার জন্য একটি পরিমাপ দণ্ড বিশেষ এবং ইহাতে পরীক্ষার্থী ও সংশ্লিষ্ট স্কুলগুলোর মধ্যে একটি প্রতিযোগিতার ভাব গড়িয়া উঠে।

৬২। কাজেই, আমরা সাধারণ পরীক্ষা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা বাতিলের পরিবর্তে বরং উহার সহিত সারা বৎসরব্যাপী স্কুলে যাহা শিক্ষাদান করা যায়, উহার মূল্যায়নের সুপারিশ করিতেছি। এ ব্যাপারে সাধারণ পরীক্ষায় চূড়ান্ত ফলাফল নিরূপণ এবং শিক্ষকগণ কর্তৃক পরিচালিত সাময়িক পরীক্ষায় ছাত্রগণ কর্তৃক প্রদর্শিত সাফল্যের প্রতি উপযুক্ত গুরুত্ব আরোপ করিতে হইবে। যুক্তি হিসেবে বলা হইয়াছে যে, এই ধরনের মূল্যায়ন কার্যের উদ্দেশ্য সংশ্লিষ্ট শিক্ষক তথা পরীক্ষকগণের দ্বারা নিশ্চিতভাবে বিনষ্ট হইবে। কারণ, তাঁহারা সাময়িক পরীক্ষায় নিজ নিজ ছাত্রদের তৎপরতাকে অন্যায় বা অতিরিক্ত গুরুত্ব প্রদান করিবেন। আমরা এই মতকে সমর্থন করি না। কারণ, কোনো ব্যক্তির সততায় বিশ্বাস স্থাপন করা সাধারণত উক্ত ব্যক্তিকে বিশ্বাস অর্জনে উৎসাহিত করিয়া থাকে; এবং এ সম্পর্কে আমরা স্থির বিশ্বাস পোষণ করি যে, শিক্ষকগণ তাঁহাদের এই দায়িত্বের প্রতি প্রতারণা করিবেন না। উপরোক্ত অবস্থা সৃষ্টির সম্ভাবনা রোধের রক্ষাকবচ হিসেবে আমরা শিক্ষকগণকে সাময়িক পরীক্ষার ফল নোটিশ বোর্ডে সাধারণ্যে রেকর্ড করার এবং ছাত্রদের প্রোগ্রেস রিপোর্টে লিপিবদ্ধ করার সুপারিশ করিতেছি। আমাদের মতে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা ইহাই যথেষ্ট। কারণ, ক্লাসের ছাত্রগণ যে ছাত্রকে দুর্বল বলিয়া জানে, তাহাকে বেশি নম্বর দেয়া হইলে কোনো শিক্ষকই ক্লাসের মোকাবিলা করিতে সক্ষম হইবে না।

৬৩। আমাদের বিবেচনায় সকল স্কুলে এক পক্ষকাল অন্তর অন্তর পরীক্ষার ব্যবস্থা এবং সাধারণ পরীক্ষাসমূহে ফল নিরূপণের উদ্দেশ্যে পাক্ষিক পরীক্ষায় ছাত্রগণ যাহাতে ভালো ফল দর্শাইতে পারে তজ্জন্য উপযুক্ত পরিমাণে গুরুত্ব আরোপ করিতে হইবে। এই গুরুত্বদান সম্পর্কে বিভিন্ন মতামত প্রকাশ করা হইয়াছে এবং সর্বোচ্চ পরিমাণের পর্যায়ে শতকরা ৭৫ ভাগের সুপারিশ করা

www.pathagar.com

হইয়াছে। আমরা এই পরিমাণকে অধিক বলিয়া মনে করি; এবং শুরুতে শতকরা ২৫ ভাগ ও অবশিষ্ট ৭৫ ভাগ চূড়ান্ত পরীক্ষার জন্য বরাদ্দ করিতে আমরা সুপারিশ করিতেছি।

৬৪। শিক্ষকগণ কর্তৃক ছাত্রদের মান নিরূপণকে যতোদূর সম্ভব ব্যাপকতর করার উদ্দেশ্যে আমরা শতকরা ২৫ ভাগ ছাত্রদের সমগ্র স্কুল রেকর্ডের জন্য নিয়োজিত করার এবং পাক্ষিক পরীক্ষার ফল, চাল-চলন ও সাধারণ আচরণ সম্পর্কে শিক্ষকের মতামত উহার অন্তর্ভুক্ত করার সুপারিশ করিতেছি। ছাত্রদের চাল-চলন ও সাধারণ আচরণের জন্যে যে নম্বর দেয়া হইবে উহার সহিত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, নিয়মানুবর্তিতা, সত্যবাদিতা, সাধুতা ইত্যাদির সম্পর্ক থাকিবে।

৬৫। ঈপ্সিত উদ্দেশ্য কতোদূর পরিপূরিত হয় এবং শিক্ষকগণের উপর যে বিশ্বাস ন্যস্ত করা হইয়াছে, উহার মর্যাদা তাহারা কতোটুকু রক্ষা করিলেন, তাহা লক্ষ করিবার জন্য প্রস্তাবিত পদ্ধতির ফলাফলের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে। অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে যাহাতে গুরুত্বদানের ভারসাম্য রক্ষিত হয় তজ্জন্য গোটা পদ্ধতিটাকে অব্যাহত পর্যবেক্ষণাধীন রাখিবার উদ্দেশ্যে শিক্ষা বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ এবং বিশেষ করিয়া শিক্ষা দপ্তরকে একটি বোর্ড গঠন করিতে হইবে।

৬৬। ইহা ছাড়া শিক্ষাদান ও পরীক্ষাসমূহের মধ্যে আরও একটি অধিকতর বাস্তব সম্পর্ক অবশ্যই স্থাপন করিতে হইবে। পরীক্ষাসমূহ শিক্ষা হইতে উদ্ভূত এবং উহার একটি স্বাভাবিক চূড়ান্ত অবস্থা মাত্র। কিন্তু বর্তমান পরীক্ষাসমূহ শিক্ষাকে সম্পূর্ণরূপে ম্লান করিয়া দিয়াছে। পরীক্ষার্থীদের যে পাঠ্য-বিষয়ের ভিত্তিতে শিক্ষাদান করা হয়, তাহা যথাযথভাবে বিবেচনা করা হইল কিনা, ছাত্রদের স্মৃতিশক্তি, বোধগম্যের ক্ষমতা এবং তাহাদের সাফল্য ও ব্যর্থতার পিছনে কী কী কারণ রহিয়াছে, উহা কতোদূর পরীক্ষা করা হইল তাহা যাচাই করিয়া দেখিবার জন্য অনুষ্ঠিত পরীক্ষাসমূহের সূক্ষ্ম পর্যালোচনা করা উচিত।

৬৭। আমাদের মতে মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডসমূহের নিজ নিজ পরীক্ষার মান নির্ণয়ের ব্যবস্থা করা এবং তদুদ্দেশ্যে স্বীয় অফিসগুলোতে স্থায়ী শাখা গঠন করা দরকার।

অ-ছাত্রদের পরীক্ষা

৬৮। বহু সংখ্যক পরীক্ষার্থী, কোনো কোনো ক্ষেত্রে শতকরা ৩০ ভাগ পর্যন্ত পরীক্ষা প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হিসেবে প্রবেশিকা ও ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করিয়া থাকে। ইহাদের অধিকাংশই কোনো অনুমোদিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা লাভ করে

www.pathagar.com

না। ইহা বর্তমানে সম্পূর্ণ স্বীকৃত ব্যাপার যে, ক্রমবর্ধমান সংখ্যায় এই সকল পরীক্ষার্থীর আবির্ভাবের ফলেই পরীক্ষার মানে অধোগতি দেখা দিয়াছে। সুষ্ঠু শিক্ষা পদ্ধতির জন্য প্রাইভেট পরীক্ষার্থীর ব্যবস্থা ভাল নহে; কিন্তু বাধ্যতামূলক বাস্তব বিবেচনায়— যেমন, যে-সকল পরীক্ষার্থীকে জীবিকা অর্জন করিতেই হইবে, এমন ক্ষেত্রে যাহারা কোনো স্কুলে ভর্তি হইয়া নিয়মিতভাবে শিক্ষা গ্রহণে অসমর্থ, তাহাদিগকে প্রবেশিকা ও ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুবিধা হইতে বঞ্চিত করা আমরা বাঞ্ছনীয় বা যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে করি না। কারণ, শিক্ষা পদ্ধতিতে উপরোক্ত দুইটি পরীক্ষার স্তর বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

৬৯। আমরা যে-সকল সংস্কার সাধনের সুপারিশ করিয়াছি, উহাতে টিউটোরিয়াল এবং পরামর্শদানের মাধ্যমে ছাত্র ও শিক্ষকের মধ্যে ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্থাপনের প্রয়োজনের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। বিশেষভাবে আমরা প্রস্তাব করিয়াছি যে, ছাত্রদের মান নিরুপণের সাময়িক ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং স্কুল কর্তৃপক্ষ ছাত্রের যে-মান নির্ণয় করেন তজ্জন্য সাধারণ পরীক্ষার শতকরা ২৫ ভাগ নম্বর বরাদ্দ করিতে হইবে। স্পষ্টতই, যে-সকল পরীক্ষার্থী স্কুলে আনুষ্ঠানিকভাবে শিক্ষা লাভ করে নাই তাহারা স্কুল হইতে আগত পরীক্ষার্থীদের সহিত একই গ্রুপ বা শ্রেণীভুক্ত হইতে পারে না। এমতাবস্থায় তাহাদের জন্য পৃথক ধরনের পরীক্ষার ব্যবস্থা করা আবশ্যক। আমরা প্রস্তাব করিতেছি যে, এই শ্রেণীর পরীক্ষার্থীদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় এবং মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ডসমূহ কর্তৃক 'বহিরাগতদের পরীক্ষা'র (External Examinations) ব্যবস্থা করা দরকার। লেবোরেটেরিতে বা গবেষণাগারে ক্রমাগতভাবে শিক্ষাদানের প্রয়োজন করে না, কেবলমাত্র এই ধরনের শিক্ষা-বিষয়সমূহেই উপরোক্ত পরীক্ষা পরিচালিত হইতে হইবে; পদার্থবিজ্ঞান, রসায়নশাস্ত্র, প্রাণিবিদ্যা প্রভৃতি বিজ্ঞান বিষয়ে এই পরীক্ষার ব্যবস্থা করা সমীচীন হইবে না।

৭০। আমরা ইহাও সুপারিশ করিয়াছি যে, যখন কোনো ছাত্র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে ব্যর্থ হয়, তখন তাহাকে পুনরায় কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হইবার পরামর্শ না দিয়া, আমাদের শিক্ষায়তনগুলির নির্দিষ্ট পরিমাণ আসন যাহাতে ব্যর্থকাম ছাত্রদের দ্বারা ভর্তি না হইয়া পড়ে তজ্জন্য উক্ত ধরনের ছাত্রদের প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হিসেবে পুনর্বার পরীক্ষায় অংশগ্রহণের উপদেশ দান করা উচিত। যেসকল ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষকদের ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধানে নিয়মিত শিক্ষা লাভ করে, কেবলমাত্র তাহারাই নিয়মিত ছাত্রদের জন্য গৃহীত স্বাভাবিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করিবে। অন্যান্যরা

www.pathagar.com

অবশ্যই বহিরাগতদের জন্য আয়োজিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করিবে।

৭১। বিশ্ববিদ্যালয় এবং মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ডসমূহকে বহিরাগতদের পরীক্ষার পাঠ্য তালিকা প্রণয়নের সময় বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে যেন উহাতে শিক্ষাগত মান যুক্তিযুক্তভাবে রক্ষিত হয়। এই রিপোর্টে যেমনটি সুপারিশ করা হইয়াছে, উক্ত পাঠ্য-তালিকার সাধারণ ধরন উহার অনুরূপ হইবে।

ক্লাসিক্যাল ও পাকিস্তানি ভাষাসমূহের পরীক্ষা

৭২। প্রবেশিকা ও ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা ছাড়াও পশ্চিম পাকিস্তানে প্রাচীন এবং পাকিস্তানি ভাষাসমূহে পৃথক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এই সকল পরীক্ষাকে আদিব, আলীম, ফাজেল, পারদর্শিতা, উচ্চ পারদর্শিতা, অনার্স ইত্যাদি বিভিন্ন রকমের নামকরণ করা হইয়াছে। ভাষা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর কিছু সংখ্যক লোক প্রবেশিকা ও ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করিয়া থাকে। বর্তমান ব্যবস্থায় তাহাদিগকে সংশ্লিষ্ট সার্টিফিকেটের জন্য যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবার উদ্দেশ্যে কেবলমাত্র সমমানের ইংরেজি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হয়।

৭৩। প্রাচীন ও পাকিস্তানি ভাষাসমূহে পরীক্ষা অনুষ্ঠানের প্রধান উদ্দেশ্য হইতেছে একটি বিশেষ ভাষায় এবং উহার সহিত সংশ্লিষ্ট ঐতিহাসিক ও ক্লাসিক্যাল বিষয়ে পারদর্শিতা লাভ করা। প্রকৃত প্রস্তাবে এই সকল পরীক্ষায় যাহারা উত্তীর্ণ হন, তাঁহাদের মধ্যে বেশ উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ব্যক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ ডিগ্রির জন্য যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হন এবং সরকারি চাকরিতে যোগদান করিয়া থাকেন।

৭৪। বর্তমান নিয়মানুসারে পরীক্ষার্থীগণকে একটি উচ্চতর পরীক্ষায় অংশগ্রহণের যোগ্যতা অর্জনের জন্য কোনো নিম্ন পর্যায়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার প্রয়োজন হয় না। সামান্য দুই একটি ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ভিন্ন তাহারা কোনো বিদ্যালয়-পাঠের অভিজ্ঞতাও অর্জন করে না। কেবলমাত্র লাহোরস্থ ওরিয়েন্টাল কলেজে সামান্য সংখ্যক ছাত্রের জন্য নিয়মিত শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। পরীক্ষার্থীদের বেশির ভাগই পাঠ্যবিষয়সমূহ ব্যক্তিগতভাবে অধ্যয়ন করিয়া থাকে এবং যে অবস্থা ও পরিবেশে তাহারা অধ্যয়ন করে তাহার কোনো নির্দিষ্ট মান নাই। ইহা ছাড়া এই অধ্যয়নের জন্য তাহারা যে সময় ব্যয় করে তাহাও যথেষ্ট নহে।

www.pathagar.com

৭৫। দুই দফা সংস্কার সাধন আমাদের নিকট প্রয়োজন বলিয়া বোধ হইতেছে। প্রথমটি হইতেছে, এই সমস্ত পরীক্ষার সিলেবাসসমূহ বর্তমান প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে, বিশেষ করিয়া বিভিন্ন কোর্সের বিবেচনায় সংশোধিত হওয়া দরকার। দ্বিতীয়টি হইতেছে, একটি শ্রেণী-বিভাগ পদ্ধতি প্রবর্তন বা গ্রহণ করা এবং পরীক্ষার্থী নিম্ন পর্যায়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে তবেই মাত্র তাহাকে উচ্চতর পরীক্ষায় অংশগ্রহণের অনুমতি দান করা। পূর্ব পাকিস্তানের মাদ্রাসা বোর্ড পরীক্ষার ক্ষেত্রে এই শ্রেণী বিভাগের নীতি পালন করা হইয়া থাকে এবং কোনো পরীক্ষার্থীকে তখনই উচ্চতর পরীক্ষায় অংশগ্রহণের অনুমতি দেয়া হয়, যখন সে নিম্ন পর্যায়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। ইহাতে দীর্ঘ সময়ব্যাপী অধ্যয়নের মাধ্যমে শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য বিচার-বুদ্ধির পরিপক্কতা এবং অব্যাহত প্রচেষ্টার ফল হইতে উদ্ভূত ট্রেনিং হিসেবে চরিত্রের পরিপূর্ণতা সাধিত হইয়া থাকে। কাজেই, আমরা মনে করি যে, পশ্চিম পাকিস্তানে ভাষা পরীক্ষার ক্ষেত্রেও এই একই পদ্ধতির অনুসরণ করা দরকার।[১]

পাকিস্তানের পটভূমিতে শরীফ কমিশনের এই প্রতিবদনের পরীক্ষা সংস্কারের নানা দিক রয়েছে। এর অনেক মৌলিকত্ব রয়েছে সুপারিশ প্রণয়নের ক্ষেত্রে, আবার এই প্রথম একটি বিস্তারিত ভাষ্য দিতে পেরেছে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে পরীক্ষা সংক্রান্ত ধারণায়ও। পরীক্ষায় ছাত্রদের স্মৃতিশক্তির বাইরেও বুদ্ধিমত্তাকে পরখ করার অভিমত দিয়েছিল শরীফ কমিশন। ১৫ দিন অন্তর অন্তর স্কুলে পরীক্ষা গ্রহণের সুপারিশটি ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই কমিশনেই একমাত্র প্রাইভেট পরীক্ষার্থীদের জন্যে আলাদা গুরুত্ব দিতে দেখা গিয়েছে। পাকিস্তানে নানারকম ভাষা সমস্যা ছিল। ক্ষুদ্র জাতীয়দের ভাষা ও আঞ্চলিক ভাষা সম্পর্কেও তাদের সতর্ক অভিমত গুরুত্ব বহন করে।

বলাই বাহুল্য, পাকিস্তানের ছাত্র সমাজ, বিশেষ করে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র সমাজ এই রিপোর্ট পড়ে দেখার আগ্রহ দেখায় নি। পাকিস্তানে তখন প্রয়োজন ছিল সামরিক শাসনবিরোধী আন্দোলন জোরদার করা, রাজনীতিকরা একাজে ছাত্রদের ভালোভাবেই মদত দেয় এবং যেখানে শরীফ কমিশন ডিগ্রি পরীক্ষার সময়সীমা দুই বছর থেকে তিন বছর বেঁধে দিয়েছিল, সেটাতেই কাজে লাগায় আইয়ুব বিরোধী সিভিল সমাজ। ফলে শরীফ কমিশনের রিপোর্টে ভালো ভালো সুপারিশ থাকা সত্ত্বেও, এমনকি পরীক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক ধারণা দেয়ার পরও তা সিভিল সমাজে গুরুত্ব পায় নি।

---

১ জাতীয় শিক্ষা কমিশন প্রতিবেদন (এস এম শরীফ কমিশন), ১৯৫৯

www.pathagar.com

১৯৬০ সালের সিলেবাস সংস্কার কমিটির সুপারিশ

১৯৬০ সালে পূর্ব পাকিস্তানের স্কুলগুলোর সিলেবাস সংস্কারে যে কমিটি গঠিত হয়েছিল তার প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল মানবিক অথবা বিজ্ঞান বিভাগের জন্যে নির্ধারিত ১০টি পত্রের মধ্যে ৮টি পত্রেই যদি ছাত্ররা পাস করতে পারে, তাহলে তাকে মাধ্যমিক স্কুল সনদ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বলে ধরে নেয়া হবে।[১]

কমিটির এই সুপারিশ ছিল আধুনিক, কমিটি মনে করেছিল ১০টির মধ্যে ৮টি পত্রে পাস করলেই ধরে নেয়া সঙ্গত হবে ছাত্ররা একটা পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষালাভ করেছে।

হামুদুর রহমান কমিশনে পরীক্ষা নীতিমালা

১৯৬৪ সালে বিচারপতি হামুদুর রহমানকে প্রধান করে ১৯৬২ সালের ছাত্র বিক্ষোভের কারণ অনুসন্ধান করতে একটি কমিশন গঠিত হয়েছিল। সে অর্থে হামুদুর রহমান কোনো শিক্ষা কমিশন ছিল না। তথাপি বিষয়টি যখন ছিল ছাত্র বিক্ষোভ, ফলে ছাত্ররা কী কী বিষয় নিয়ে ক্ষুব্ধ ছিল তার ওপর নানা অনুসন্ধান চালানো হয় এবং প্রাসঙ্গিক মনে করেই হামুদুর রহমান কমিশন শিক্ষা ব্যবস্থাপনা ও পরীক্ষার নীতিমালার ক্ষেত্রে কতোগুলো মন্তব্য করে।

হামুদুর রহমান কমিশন পরীক্ষা পদ্ধতি, পরীক্ষায় দুর্নীতি, ফলাফলের বিভাগের নম্বর, পরীক্ষার তারিখ এবং একটি জাতীয় বাছাই পরীক্ষারও সুপারিশ করেছিল। কমিশন মনে করেছিল, পাকিস্তানের বিভিন্ন প্রদেশের বোর্ড ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার ভিন্ন ভিন্ন মাত্রার কারণে মেধার জাতীয় মানদণ্ডের মধ্যে বৈষম্য ও ভিন্নতা ফুটে উঠছে, ফলে তারা সুপারিশ করেছিল কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রাদেশিক সরকারের যৌথ উদ্যোগে মেট্রিক ও স্নাতক পরীক্ষায় একটি Natioanal test যেন অনুষ্ঠিত হয়।

হামুদুর রহমান কমিশন পরীক্ষার একটি সুনির্দিষ্ট তারিখ ঘোষণার পক্ষে ছিল। প্রতি বছর ঐ একটি মাত্র তারিখেই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে এবং জাতীয় দুর্যোগ বা অন্য কোনো জরুরি অবস্থা ছাড়া কখনোই পরীক্ষার এই তারিখ পরিবর্তিত হবে না।

হামুদুর রহমান কমিশন পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে ৩৩%-কে পাস, ৪০%-কে তৃতীয় বিভাগ, ৫০% দ্বিতীয় বিভাগ এবং ৬০% প্রথম বিভাগ হিসাবে চিহ্নিত করার পক্ষে ছিল। তারা Comparmental পরীক্ষা চালু করার জন্যেও সুপারিশ করে।

যে কেন্দ্রে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে সে কেন্দ্রে ছাত্রদের নিজস্ব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরা যাতে পরীক্ষা গ্রহণকারী হিসেবে না থাকেন তার উপর হামুদুর রহমান কমিশন খুব জোর দেয়। কোনো শিক্ষককে পরীক্ষায় দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত দেখা গেলে তাকে

১ Report of the curriculum committe for Secondary Education, 1960

www.pathagar.com

চাকুরি থেকে বের করে দেওয়ার কঠিন সিদ্ধান্তের জন্যেই কমিশন সুপারিশ করে। এমনকি পরীক্ষার টেবুলেটর বা পরীক্ষার কন্ট্রোলারের অফিসের কেউও যদি এরকম অন্যায় কাজের সঙ্গে জড়িত থাকে তাহলে তাদেরও একই শাস্তি দানের কথা কমিশন উল্লেখ করে।

হামুদুর রহমান কমিশনের পরীক্ষার নীতিমালার বিস্তারিত রয়েছে নিচের অংশে :

> There is an unusual degree of unanimity as to the serious limitations of our examination system. Teachers, students and the general public are all alike of the view that it neither provides an accurate test of the scholastic attainment of the sudent nor it is designed to assess his intellectual development. The questions are of such a type as can be easily anticipated and the evaluation may well depend on the idiosyncracies of the examiner. Apart from this, the use of unfair means has become of widespread that the trustworthiness of examination results has become even more questionable.
>
> The inordinate emphasis placed on a final public examination also gives rise to other undesirable tendencies. Students tend to shun sustained work spread over the whole course. The only preparation that is put in is the last-minute cramming done during the few weeks immediately preceding the examination with the help of note books, guide-books, keys and guess question papers. Mal-practices are also resorted to to make up for lack of continuous work.
>
> The Commission on National Education was also of the view that the present system of examination was little more than a mere formality which made no attempt at an objective or comprehensive assessment of the work of the student in his class room. It, therefore, suggested that the system should be re-organised and the award of certificates should be based to the extent of 75% of the total marks on the result of public examinations and to the extent of 25% marks upon the student's record of his class work, and the results of periodic tests. Even this system has, from what we have been uniformly told, completely failed to achieve its purpose. Evidence shows that this power thas been widely abused both by teachers as well as educational institutions. Some institutions as a matter of general policy, we have been told, grant 23 or 24

www.pathagar.com

marks out of a total of 25 to every student regardless of his performance in the class or the periodic test. Few institutions maintain any record of class-work at all. It is only the students of reputable institutions who suffer under this sytem, as such institutions bestows upon them no special favour. If this power had been fairly exercised, it would have largely restord the respect and dignity that the teacher unhappliy no longer enjoys. Its general abuse has resulted in making the position worse. It has led to unworthy students securing good marks at public exammations and unconscientious teachers claiming a record of unachieved performance for themselves. It is not surprising, therefore, that honest students and teachers alike should be unanimous in demanding that internal evaluation should either be abolished altogether or that at any rate it should not count towards the result of any public examination.

Some students would, of course, like that no examinations be held at all but the more serious type of students favour the American system under which the academy year is divided into semesters and credits are granted for the work done in each semester so that the ultimate evaluation of the sudent's attainment can be graded upon the aggregate of the credits. All, however, agree that an examination should be a test of intelligence and not of the cramming capacity of the student. A fairly large section of teachers also appears to be in favour of the semester and credit system. Some have also suggested the introduction of poriodic 'quiz' tests.

METHOD OF EXAMINATION

There must, of course, be some method of evaluating the attainments of student at various levels, but the question is as to what form it should take. This must necessarily differ at every stage. Up to class VII of the secondary stage it must be by some system of internal evaluation, for there is no public examination up to this stage. In making this evaluation, however, we feel that the excessive weightage given to th outcome of the final examination should be discontinued. We have known schools at which in pre-Independence days weekly examinations were held at which students had to answer one paper in a subject in

www.pathagar.com

such a manner that all the subjects were covered in the course of a term and there were some subjects in which even two papers had to be answered. The final evaluation was made at the end of the year on the aggregate of the marks obtained in these weekly examinations. In addition to this some schools had a weekly report system in which marks allotted to the sudent for home work, conduct, application, attendance and punctuality were recorded. The student had to get the report signed by his parent and produce it for inspection by the class teacher. There was a prize for obtaining the highest aggregate of the marks. We do not see why this high standard of efficiency should not be aimed at now. We would recommend that up to class VII in place of an annual examination there should be a monthly examination and promotion to the next higher class should depend upon the aggregate of the marks obtained in the monthly examinations. The results of the monthly examinations should be incorporated in a report which should also allot marks for home work, conduct in class and other relevant matters. This report should be sent to the parent for his perusal and return after signature.

For the higher stages we have carefully considered the suggestion for the adoption of the American examining system. But since its success depends mainly on an honset and objective evalution by the teacher of the subject and involves a radical change-over to a method not fully understood by the teachers themselves, we hesitate to recommend its adoption. We seriously apprehend that it will meet the same fate as the system of internal evaluation. We, therefore, feel that in spite of its drawbacks we should continue with the sysmtem of public examinations but with the following modifications :

(1) The sessional or internal evaluation marks should not be taken into account in a public examination. The system should, however, be continued for determining whether a student should or should not be permitted to take a public examination. We are hoping that in this way the evil of the system will be eradicated and the teacher will gradually become accustomed to make a just and objective evaluation.

www.pathagar.com

(2) The manner of setting question should be changed. Every question paper should be divide into two parts each of an equal value. The first part will be of the style now set but the second part will contain questions designed specially to test the intelligence of the student. The boards and universities should forthwith make appropriate arrangements for a systematic study by a competent body of the manner in which the questions for the second part should be framed at the various levels.

(3) Teachers of a subject in a particular class should not be paper setters in that subject. Thus teachers of intermediate colleges should not set papers for the intermediate examination but may set papers for the matriculation and class VIII scholarship examinations. In the same way teachers of the pass degree classes should set papers for the intermediate and lower examinations but not the pass degree examinations. The papers for this level should be set by university teachers.

(4) At the university level teachers of a subject in a university should not set papers in that subject for examinations of that university. The paper setters should be drawn from different universities and as far as practicable some should also be from the other wing, at least at the post graduate level.

(5) Up to the intermediate level school teachers should also be considered to be qualified to act as examiners.

(6) No examiner should up to the pass degree level get more than 250 scripts to examine or be an examiner in more than two subjects or two examinations or be an examiner of the same subject at the same examination for more than three consecutive years.

(7) In no event should a teacher be appointed an examiner of the scripts of his own school or college.

(8) At the post-graduate level there should be a uniform system of examination in all universities in both wings. This should be a double examiner system— internal and external. In the event of a difference between the markings of the internal and external examiner being 10 per cent or more the paper should be referred to a third examiner and the aggregate of the three awards should determine the result, otherwise the result of the

www.pathagar.com

candidate should be determined by taking the mean of the two examiners' markings.

(9) From the intermediate level upwards there should be a compulsory public examination at the end of each academic year and unless a student passes that examination he should not be promoted to the next higher class.

Experience has shown that wherever there is an option to take an annual examination, it is availed of by a majority of the candidates.

(10) At the honours and post graduate level there should also be a a rna roce examination conduted jointly by an internal and one or more external examiner.

Such a seheme will, we hope, remove the present deficiencies in our system without involving any very drastic change and reduce the possiblities of subjective factors coming into undue play in the process of evaluation.

UNFAIR MEANS

As for the adoption of unfair means at examinations we think that vigorous steps should be taken to prevent this Examination centres up to the pass degree should be so arranged that students of an institution should not have their seats at the same institution nor should their own teachers or the teachers of their institution invigilators or supervisors at such centres where they have their examination seats. Cases of unfair means should be punished with severity if any teacher is found to be assisting in, or conniving at, the adoption of unfair means, he should be proceeded against for removal from service and declared unqualified to act as a teacher in any institution. Similar action should be taken in the case of tabulators or the other members of the staff in the offices of the controllers of examination.We also suggest that tabulation work should not be entrusted to clerks, but as far as possible, teachers from schools and intermediate colleges should be utilised for this work.

MARKINGS FOR DIVISIONS

A great deal of discontent has also been created amongst students by the diffierent standards for determining

www.pathagar.com

divisions at various examinations held by the boards and the universities. We suggest that there should be uniformity in such matters in both wings. Students of the West wing have demanded that 45% marks should be considered sufficient to qualify one for a second division.

It appears to us that it really does not matter as to what percentage of marks is prescribed for a particular division. Awarding a class or division is in the discretion of the examiner and he can easily adjust the markings according to the prescribed ratio. Nevertheless for the sake of uniformity we would suggest that the boards and the general universities should award divisions on the basis of the following percentage of marks.

(I) 33-13% in each paper and 40% in the aggregate for a third division.

(ii) 50% for a second division.

(iii) 60% for a first division.

In some quarters it has been urged that the third division should be abolished. We are unable to agree that any advantage will accrue from this. If this division is abolished there is a real danger of such students as would have been placed in it being inclued in the category which is declared to have just passed the examination on the border-line. This likely indulgence will bring down standards still further.

COMPARTMENTAL AND SUPPLEMENTARY EXAMINATIONS

We now come to the question as to whether the system of compartmental and supplementary examination should be retained. This is a recent innovation. In our own days if one failed in a single paper he failed and had to take the examination all over again. However, since the system is in vogue we would suggest again that there should be a uniformity of practice in all boards and universities and not too much liberalism which often amounts to misplaced benevolence. We think that a supplementary examination should be available only for those who fail in one subject i.e. only those who are placed in compartment should be allowed to appear at the supplementary examination. Those who fail in more than

www.pathagar.com

one subject should appear at the next regular annual examination either as internal or external candidates. The authorities may, however, hold special examinations to meet extraordinary situations such as may be created by a change in the course or the adoption of a new examination scheme. These special examinations will only be for those who are unable to appear at the examination in accordance with the new course or under the new scheme.

Our attention also been drawn to the practice prevailing in some universities of charging the same fee for the supplementary examination as is charged for the regular examination, regardless of the number of papers or subjects in which the candidate has to appear. We think that such a practice is unfair, for if examination fees are charged to meet the cost of conducting the examination, them it logically follows that if a student has to reappear in only one paper his fee should be proportionately reduced, and we recommend accordingly.

There is a demand from a section of the students from West Pakistan that the facility of supplementary examinations should also be extended to M.A. and M.SC. students. This section has also demanded that those who fail in the M.A. or M.Sc. previous examination should be allowed to join the final year class and to clear both examinations togegher. We are definitely not in favour of either of these suggestions. It is difficult to appreciate how there can be a supplementary examination at the M.A. level, for the M.A. course is undertaken in a single subject although for the convenience of examination the subject is distributed over several papers. The evaluation at an M.A. examination has to be made after taking the results of all the papers into consideration. The M.A. previous examination is moreover an examination held for those who go on to the post-graduate course from the pass degree level. For such students the subjects are more or less the same as those taught in the final year of the honours. It is necessary. therefore, that there should be some evaluation of their attainments at that level or else they will bring down the general level of the higher class. Apart from this since the M.A. previous examination,

www.pathagar.com

where it is held, is a public examination conducted by the university, there can be no question of a person who has failed in it being allowed to go on the next higher course.

Some West Pakistan students have also demanded a reduction in examination fees. We are satisfied that the examination fees now being charged are reasonable and there can be no question of any further reduction. We, therefore, do not consider this demand legitimate.

DATES OF EXAMINATIONS

There is one other matter relating to examinations which requires our consideration. Quite often a student agitation is started for enforcing a demand for shifting the examination dates. This is, of course, a tactic adopted by the indifferent students to push the evil day ahead in the false hope that during the time so gained they will be able to make up for the time they have thrown away. This is a wholly misconceived notion. If the student has not worked throughout the year or the two years that he has spent over a course, it is hardly likely that he will be able to go over it in a few weeks. On the other hand, the shifting of the examination dates completely upsets the time schedule of the educational institution. If examinations are shifted the results must inevitably be announced later and subsequent admission will also be delayed. This shortens the duration of the following session and courses are ether inadequately handled or left unfinished. If the examination is held in the full couse a further agitation starts, students walk out of examination halls and there is a hue and cry. If the examination is confined only to the portion taught, the result is that with the rest of the course the student for ever remains unfamiliar. In these circumstances, we recommend that all boards and universities should fix by regulations or statutes the dates of their rspective examinations and announce them soon after the commencement of the new academic year. If one looks up the calendar of any foreign university he will find that the dates of their examinations are as a rule specified therein and remain unchanged year after year. We strongly recommend the adoption of the same practice in our own country and firm adherence to the dates fixed.

www.pathagar.com

In the case of natural calamities and other extraordinary circumstances of a similar nature special examinations may, however, be held only for those who are prevented from taking the regular examinations, by reason of the calamity and or the extraordinary circumstance. Apart from this, there should be no change in the dates fixed for examination.

NATIONAL TESTS

Before parting with this subject of examinations we feel that we must also point out that with so many boards and universities now functioning in our country there is a serious danger of wide variations of standards. Indeed, variations have already become manifest. Standards are not the same everywhere. We have earlier suggested that the chancellor's committee will advise the universities to maintain uniform standards. The several boards in a province have, we are informed, a system of a joint meeting for prescribing courses and laying down standards. But the fact that in spite of this variations exist shows that some other method is needed to ascertain if standards are being maintained. Necessary surveys will have to be made for this and data collected to watch developments. But we would like to suggest a practical method of finding out whether in fact such standards are being maintained. We would suggest that the governments of the two provinces and the central government should jointly collaborate in devising a scheme for holding natioanal tests, as is done in Japan at the matriculation and the pass dogree levels. These tests will be purely tests of the intelligence of the candidate. The questions will be of the standard he is expected to have attained up to that stage but will not be based upon any prescribed syllabus or textbook. To encourage students to appear in these tests we further suggest that some Presidential cash prizes and sholarships should be awarded upon the results of these tests. The award should be handsome enough to offer an incentive to the candidate and should confer a real distinction upon the recipient. This system will not only enable us to assess the level of the standard of education in the country at two important stages but also provide us with a method of discovering promising talent.

www.pathagar.com

> These national tests should be held simultaneously in both wings every third or fourth year.[১]

নূর খান কমিশনের পরীক্ষা সংস্কার

১৯৬৯ সালের জুলাই মাসে পাকিস্তানের নতুন সামরিক সরকারের এয়ার মার্শাল নূর খান একটি নতুন শিক্ষানীতি প্রস্তাবনা জারী করেছিলেন। এই প্রস্তাবনায় মাত্র তিনটি স্তবকে তাদের পরীক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কে পর্যবেক্ষণকে সীমাবদ্ধ রাখে। কমিশন পরীক্ষার ফলাফলে বিভাগ ও শ্রেণী উঠিয়ে দেয়ার জোর সুপারিশ উত্থাপন করেছিল। কমিশন বলে

> Divisions and classes should be abolished(.)... this will wipe out many corrupt practices.[২]

কমিশনের এই মন্তব্য ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পাকিস্তান আমল থেকে বাংলাদেশের বিভিন্ন সময় পর্যন্ত এই দাবি জোরেসোরে বিভিন্ন সুপারিশে এসেছে কিন্তু পরীক্ষার ফলাফলে 'গ্রেডিং সিস্টেম' চালু করা যায় নি নানা অজুহাতে।

নিচে নূর খান কমিশনের পরীক্ষা সংক্রান্ত সুপারিশ উদ্ধৃত হলো,

> Examinations- (a) The stages at which public examinations should be held are the VIIIth Class, the Xth Class, the XIIth Class and the Degree Class. The present system should be suplemented by objective tests, personality evaluation and progress reports from the institution where the student has carried on studies.
>
> (b) Divisions and classes should be abolished. The certificates, diplomas and degrees may either show the marks and grades obtained in each subject or a separate endorsement obtained by the student concerned. This will wipe out many corrupt practices.
>
> (c) Those who fail in the terminal examination should be allowed only one more chance as a regular student. Thereafter the student may be allowed to appear as a external student. If the makes three attempts he should be passed and marks obtained, shown on the certificate, diploma or degree.[৩]

---

১ Report of the commission on students problem and welfare, 1966 (Hamoodur Rahman's commission, p102-107

২ Proposals For a New Education Policy, July 1969, Islamabad, p 44

৩ ঐ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা 44-45

www.pathagar.com

১৯৭০ সালের জাতীয় পরীক্ষা সংস্কার কমিটির অভিমত

পাকিস্তানের ইতিহাসের শেষ পর্যায়ে ১৯৭০ সালে রাজধানী ইসলামাবাদ থেকে তৎকালীন কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয় পরীক্ষাব্যবস্থার সংস্কারের জন্য জাতীয় পরীক্ষা সংস্কার কমিটি গঠন করেছিলেন। এই কমিটি তাদের রিপোর্টে বিভিন্ন রকম পরীক্ষা পদ্ধতির কথা তুলে ধরে। তাঁরা রিপোর্টে বলেন :

> একটা উত্তম পরীক্ষা বা অভীক্ষা শিক্ষার্থীকে উন্নততর প্রণালীতে অধ্যয়নের অভ্যাস গড়ে তুলতে এবং অধিকতর উদ্যমে পড়াশুনা করতে উৎসাহিত করে এবং এ ব্যাপারে তাকে প্রেরণা যোগায়।
>
> এমন একটা ভালো পরীক্ষা বা অভীক্ষা ছাত্র-ছাত্রীদের সরলতা এবং দুর্বলতার উৎস উদ্‌ঘাটনের সহায়ক হয় এবং তার ফলে প্রতিটি শিক্ষার্থীর অনুকূলে ব্যক্তি কেন্দ্রিক শিক্ষাদান করতে পারা যায়।

কমিটির রিপোর্টে আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় পরীক্ষা এবং মূল্যায়নের ভূমিকার ওপর বিস্তারিত আলোচনা করে বলা হয় :

> উন্নত শিক্ষা ব্যবস্থায় আজকাল এমন পরীক্ষা ও মূল্যায়ন পদ্ধতি উদ্ভাবন করা হচ্ছে, যাতে করে শিক্ষক নিজেই শিক্ষার ফলাফল মূল্যায়নের সুযোগ পাচ্ছেন এবং এরই ফলে স্কুলের শিক্ষাদান ও পরীক্ষা কার্যক্রমকে ক্রমান্বয়ে পরস্পরের নিকটতর করা সম্ভব হচ্ছে। বিশেষ কোর্সে শিক্ষার্থীর কৃতিত্ব ও পারদর্শিতা পরিমাপ তো করা হচ্ছেই, অধিকন্তু প্রতিটি শিক্ষার্থীর সার্বিক ব্যক্তিগত বিকাশ ও উন্নতির ধারা পরিমাপের ওপর ক্রমেই বর্ধিত পরিমাণে নজর দেয়া হচ্ছে। আর এ প্রয়োজনে অধিক হারে প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রীর ব্যক্তিগত তথ্য সংগ্রহ করে ক্রমপুঞ্জির রেকর্ড রাখার ব্যবস্থা হচ্ছে এবং যে-কোনো প্রান্তিক মূল্যায়নের প্রয়োজনে কিংবা ব্যক্তিগত সমস্যাদির সমাধানে সহায়তা করার জন্য এ রেকর্ড ব্যবহার করা হচ্ছে।
>
> বিভিন্ন কাজের জন্য বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা বা অভীক্ষা প্রয়োজন। অনুরূপভাবে পরীক্ষাটি রচনাধর্মী, মৌখিক, ব্যবহারিক, বা নৈর্ব্যক্তিক ইত্যাদি যাই হোক না কেন, কেবলমাত্র একই ধরনের পরীক্ষা বা অভীক্ষা প্রয়োগ করে শিক্ষণের ফলাফল পরিমাপ করা, বিভিন্ন পেশা বা ক্রিয়াকর্মের জন্য প্রার্থী বাছাই করা, ব্যক্তির ভবিষ্যৎ সফলতা সম্পর্কে পূর্বাভাস প্রদান এবং শিক্ষার প্রতি ঝোঁক বাড়াতে শিক্ষার্থীকে সহায়তা করা একেবারেই সম্ভব নয়। এ কাজের জন্য প্রয়োজন বিভিন্ন ধরনের অভীক্ষাগুচ্ছ যার সাহায্যে শিক্ষার্থীর দক্ষতা, কৃতিত্ব, প্রবণতা, ব্যক্তিত্ব ইত্যাদি এবং তৎসহ সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ সফলতার ক্ষেত্র চিহ্নিত করে নক্‌সা (প্রোফাইল) প্রণয়ন করা যাবে।[১]

---

১ জাতীয় পরীক্ষা সংস্কার কমিটির প্রতিবেদন, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ইসলামাবাদ, ১৯৭০

www.pathagar.com

বাংলাদেশ আমলের পরীক্ষা পদ্ধতিতে নতুন উপাদান

বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরে ১৯৭২ সালে বিজ্ঞানী ড. কুদরাত-এ— খুদার নেতৃত্বে যে শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়েছিল তাতে যুগান্তরী বিভিন্ন কার্যক্রমের সুপারিশ আনা হয়েছিল। কমিশনের প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল,

> আমাদের পরীক্ষা ব্যবস্থার একটি প্রধান ত্রুটি এই যে, এতে বহিঃপরীক্ষার উপর অতিমাত্রায় গুরুত্ব দেওয়া হয়।[১]

কমিশন আরো মন্তব্য করে যে,

> পরীক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য হবে শিক্ষার্থীর মনে আত্মপ্রত্যয়, আত্মমূল্যায়ন, উৎসাহ ও তৃপ্তি সৃষ্টি করা এবং মেধাবী শিক্ষার্থীর বিশেষ মেধা ও দুর্বল শিক্ষার্থীর দুর্বলতা আবিষ্কার করে সময়োচিত উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাতে প্রথমোক্তদের মেধা আরো বিকশিত এবং শেষোক্তদের দুর্বলতা অপসৃত হয়।[২]

পরীক্ষা পদ্ধতির সংস্কার সাধনে কমিশন সুপারিশ করে :

> পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণী শেষে বার্ষিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রণয়ন জেলাভিত্তিক হতে হবে। তবে পরীক্ষা হবে স্কুলভিত্তিক।[৩]

কমিশনের সুপারিশে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রত্যেক বিষয়ে ১০% নম্বর মৌখিক পরীক্ষার জন্য সংরক্ষিত থাকবে। ডিগ্রি পর্যায়েও অন্তঃপরীক্ষা বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে।[৪]

কুদরাত-এ-খুদা কমিশনের পরীক্ষা ও মূল্যায়ন পদ্ধতি

১৯৭২ সালে গঠিত কুদরাত-এ-খুদা কমিশনের পরীক্ষা ও মূল্যায়ন পদ্ধতি নিচে বিস্তারিত উদ্ধৃত হলো :

> **পরীক্ষার উদ্দেশ্য**
>
> শিক্ষার্থীর শিক্ষাগত উন্নতির মান বা মূল্য নিরূপণ যে-কোনো শিক্ষা ব্যবস্থার একটি অবিচ্ছিন্ন অংশ। শিক্ষার বিভিন্ন স্তরের জন্য পূর্ব নির্ধারিত উদ্দেশ্যাবলীর সঙ্গে ঐ সমস্ত স্তরে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীর পাঠব্যবস্থা এবং তার ফলাফল কতটা সামঞ্জস্যপূর্ণ হচ্ছে উন্নত মানের পরীক্ষা ব্যবস্থা ও পদ্ধতির মাধ্যমে তা

---

১ বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট (কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন প্রতিবেদন) মে ১৯৭৪, পৃষ্ঠা ১৭৩

২ বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৬৭

৩ ঐ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৭৪

৪ ঐ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৭৪

www.pathagar.com

বহুলাংশে নিরূপণ করা সম্ভব।

পরীক্ষার উদ্দেশ্য বহুবিধ। উদ্দেশ্যের তারতম্য অনুযায়ী পরীক্ষা গ্রহণ পদ্ধতি, পরীক্ষার গঠন প্রণালী এবং পরিচালন ব্যবস্থার তারতম্য হয়। আনুষ্ঠানিক শিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পরীক্ষাসমূহের প্রধান উদ্দেশ্যগুলিকে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে, যেমন :

ক. একটি স্তরের শিক্ষা থেকে শিক্ষার্থী যে পরিমাণে জ্ঞানলাভ বা সফলতা অর্জন করলো তা নিরূপণ ও তার মূল্যায়ন।

খ. উচ্চতর স্তরে শিক্ষার্থীর সফল অধ্যয়নের অনুকূলে কতটা প্রবণতা, আগ্রহ, সহজাতবুদ্ধি ও শক্তি আছে তা নির্ধারণ।

গ. শিক্ষাদানের মান নির্ধারণ ও সে অনুযায়ী শিক্ষা ব্যবস্থার বিচার বিশ্লেষণ।

ঘ. শিক্ষাসূচি ও শিক্ষাদান প্রক্রিয়ার মানোন্নয়নে প্রেরণা ও উৎসাহ দান।

ঙ. শিক্ষার্থীর মানসিক বিকাশের গতিধারা কী, তার দুর্বলতা ও সবলতা কোথায় এবং কোন ব্যবস্থায় তার সুপ্ত শক্তিসমূহের প্রকৃত বিকাশ হবে তা নির্ধারণ।

চ. কোনো সামাজিক কাজ ও পেশায় শিক্ষার্থীর কতটা যোগ্যতা আছে এবং কোন কাজে বা পেশায় কোন ব্যক্তিকে নিয়োজিত করলে সমাজের ও ব্যক্তির সার্বিক উপকার হবে তা নির্ধারণ।

সুষ্ঠু পরীক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন করতে হলে পরীক্ষা পরিচালনা সংস্থাকে আগের থেকেই কোন উদ্দেশ্যে পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছে সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। তারপর পরীক্ষা পদ্ধতি, পরীক্ষার গঠন এবং পরীক্ষার পরিচালন ব্যবস্থাপনা এমন হতে হবে যাতে উক্ত পরীক্ষার নির্ভরযোগ্যতা আদর্শ স্থানীয় হয়। সর্বোপরি পরীক্ষার দোষ-গুণ বিশ্লেষণ ও প্রয়োগ যোগ্যতা বিচার করতে হবে। পরীক্ষার সফল প্রয়োগের জন্য কী প্রশাসনিক কাঠামো প্রয়োজন, কত সময় ও অর্থ ব্যয় হবে, কী কী বিধি-নিষেধ থাকতে হবে, কোন অবস্থায় কাহাকে তা গ্রহণ করতে দেওয়া হবে ইত্যাদি খুঁটিনাটি বিষয় বিবেচনা করে পরীক্ষার পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।

www.pathagar.com

অবস্থা ও উদ্দেশ্যের বিভিন্নতার জন্য পরীক্ষা পদ্ধতি ও প্রশ্নপত্রের গঠন বিভিন্ন ধরনের হতে পারে, যথা :

ক. অন্তঃপরীক্ষা ও বহিঃপরীক্ষা

খ. লিখিত, মৌখিক ও ব্যবহারিক পরীক্ষা

গ. রচনামূলক ও অবজেকটিভ পরীক্ষা

ঘ. ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত পরীক্ষা

ঙ. কার্যনির্ভর ও বাক্যনির্ভর পরীক্ষা

চ. সফলতা, প্রবণতা, বুদ্ধি, আগ্রহ ও ব্যক্তিত্ব পরিমাপের পরীক্ষা এবং

ছ. উপরে উল্লিখিত কয়েকটি পদ্ধতির সমবায়ে গঠিত পদ্ধতির পরীক্ষা।

আবার পরিবেশের তারতম্য সাধন করে প্রয়োজন অনুযায়ী প্রতিটি পদ্ধতির ব্যবহারেও বিভিন্নতা প্রদান করা যেতে পারে। পরীক্ষা পরিচালন সংস্থা সঠিক গবেষণার মাধ্যমে স্থির করতে পারেন কোন পদ্ধতি গ্রহণ করলে পরীক্ষাটি বেশি উদ্দেশ্যনিষ্ঠ, নির্ভরযোগ্য এবং ব্যবহারযোগ্য হবে।

আমাদের দেশে প্রচলিত পরীক্ষাসমূহ উদ্দেশ্য সাধনে ব্যর্থ হচ্ছে বলে কেউ কেউ মনে করেন যে, এ ব্যবস্থা তুলে দেওয়া যুক্তিসঙ্গত হবে। যাঁরা এ মনোভাব ব্যক্ত করছেন তাঁরা সম্ভবত পরীক্ষা ও পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থাপনাকে পৃথকভাবে বিবেচনা করছেন না। একটির জন্য অন্যটিকে কিংবা দুইয়ের যৌথ ত্রুটির জন্য যে-কোনো একটিকে তাঁরা দায়ী করছেন। সমাজতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় যদি সামাজিক ন্যায় নীতি দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করতে হয় তা হলে শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে সুষ্ঠু পরীক্ষা ব্যবস্থার বিধান থাকতেই হবে।

আমাদের পরীক্ষা ব্যবস্থার একটি প্রধান ত্রুটি এই যে, এতে লিখিত, রচনামূলক, বাক্যনির্ভর বহিঃপরীক্ষার উপর অতি মাত্রায় গুরুত্ব দেওয়া হয়। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা ক্রমাগত বহিঃপরীক্ষা কেন্দ্রিক হওয়ার দরুন বর্তমানে এক চরম সংকটের সম্মুখীন। যদিও আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় অন্তঃপরীক্ষারও প্রচলন আছে এবং শিক্ষার্থীদের নিজেদের শিক্ষকদের উপরই এইরূপ পরীক্ষা পরিচালনের দায়িত্ব অর্পিত আছে তবুও সে সকল পরীক্ষার ফলের উপর প্রয়োজনীয় গুরুত্ব দেওয়া হয় না। ফলে শিক্ষার উদ্দেশ্য ও পরীক্ষার উদ্দেশ্যের মধ্যে অসামঞ্জস্য দেখা দিচ্ছে এবং নানাবিধ অন্যায় আচরণ শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে

www.pathagar.com

যুক্ত হচ্ছে। তদুপরি একই পরীক্ষাকে বহুমুখী উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয় বলে এই ব্যবস্থার মাধ্যমে মেধাবী, প্রতিভাবান ও সৃজনশীল ব্যক্তিত্বের অধিকারীকে চিহ্নিত করা কঠিন হয়ে পড়ে। প্রতিটি বহিঃপরীক্ষায় পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং শিক্ষা-সম্প্রসারণ নীতির প্রয়োগে এই সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাবে। তখন প্রচলিত ব্যবস্থাপনা আরও কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হবে। অনতিবিলম্বে বহিঃপরীক্ষা সর্বস্ব আমাদের এই শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার না হলে জাতীয় উন্নতির সকল প্রচেষ্টা ব্যাহত হবে।

আমাদের বিদ্যালয়গুলিতে অনুষ্ঠিত শিক্ষার্থীদের ফেলের সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। অনুত্তীর্ণ ছাত্রের সংখ্যা বৃদ্ধি শিক্ষাদান পদ্ধতির অবনতিই প্রমাণ করে। এ অবস্থা অত্যন্ত দুঃখজনক। শিক্ষকগণ যদি নিজেদের কাজে কর্মে একাগ্র হন, তবে খুব স্বাভাবিকভাবেই এ অবস্থার অবসান হবে। শিক্ষকেরা ক্লাসরুমে বা তার বাইরে, বিভিন্ন সাময়িক পরীক্ষার ফলাফল দেখে প্রতিটি শিক্ষার্থীর উপর সজাগ দৃষ্টি রাখবেন। যে শিক্ষার্থী তার পাঠ্য বিষয়ের কোনো অংশ সঠিক বুঝতে না পারে, শিক্ষক বিশেষ যত্ন সহকারে তা তাকে বোঝাবার চেষ্টা করবেন। কোনো শিক্ষার্থীর পাঠ গ্রহণে অক্ষমতা প্রকাশ পেলেই সস্নেহ দৃষ্টি দিয়ে শিক্ষক তা দূর করতে সচেষ্ট হবেন। শিক্ষকের এই মুখ্য ভূমিকা আমাদের বিদ্যালয়গুলির সকল রকম মানোন্নয়নে যথেষ্ট সহায়ক হবে। কালক্রমে দেখা যাবে যে বিদ্যালয়গুলিতে ফেল বা অনুত্তীর্ণ ছাত্রের কথা সম্পূর্ণ অবান্তর হয়ে যাচ্ছে।

সম্প্রতিকালে পরীক্ষায় ব্যাপক আকারে দুর্নীতি দেখা দিয়েছে। শিক্ষার কোন কোন স্তরে এই সঙ্কট অত্যন্ত প্রকট। এই দুর্নীতি পরীক্ষাসমূহকে প্রহসনে পরিণত করছে। সবচেয়ে পীড়াদায়ক বিষয়টি হলো, শিক্ষার মহৎ উদ্দেশ্যাবলী সম্পূর্ণরূপে বিপর্যস্ত হতে চলেছে। এতে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও আমাদের শিক্ষার মান ও মর্যাদা ক্ষুণ্ন হচ্ছে। অবনতির এই চরম অবস্থা থেকে আমাদের অবশ্যই মুক্তি লাভ করতে হবে।

অন্তঃপরীক্ষা

সচরাচর আমাদের দেশের বিদ্যালয়গুলিতে এবং উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে আন্তঃপরীক্ষার যে ব্যবস্থা হয়ে থাকে তাতে শ্রেণীকক্ষে বা শিক্ষায়তনে শিক্ষক পরিচিত পরিবেশে শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা গ্রহণ করেন। বছরের বিভিন্ন সময়ে পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের অধীত বিষয়াদিতে কতটা

www.pathagar.com

পারদর্শিতা লাভ হয়েছে শিক্ষক তা যাচাই করেন। শিক্ষক নিজেই প্রশ্নপত্র প্রণয়নকারী, পরীক্ষা গ্রহণকারী এবং তিনি নিজেই পরীক্ষকের দায়িত্ব পালন করেন। শিক্ষার প্রতিটি স্তরের পরবর্তী উচ্চতর শ্রেণীর প্রমোশনের জন্য সাধারণতঃ এরূপ পরীক্ষা আমাদের দেশে প্রচলিত। এই প্রচলিত পরীক্ষাগুলি স্বভাবতই পাঠ্য বিষয়ভিত্তিক। ব্যক্তিত্বের সঙ্গে পরিবেশের অন্যবিধ ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার ফলাফল পরিমাপের সুযোগ এ ক্ষেত্রে অতি অল্প। শিক্ষার্থীদের চারিত্রিক গুণাবলী ও ব্যক্তিত্বের বিকাশভঙ্গি পরিমাপের জন্য একই অবস্থায় শ্রেণীকক্ষে আরও বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা প্রয়োগ করে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের মানসিক ও চারিত্রিক বিকাশের গতিধারা বিশ্লেষণ করতে পারেন এবং শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ শিক্ষা ও কর্মধারা নির্ধারণে পরামর্শদাতার ভূমিকাও পালন করতে পারেন। এ ভূমিকায় শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের নিজস্ব ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশের প্রেরণা দান করার সুযোগ পাবেন। ফলে যে পরিবেশের সৃষ্টি হবে তা শিক্ষাদান ও শিক্ষা গ্রহণের মানকে দিন দিন উন্নত করবে এবং শিক্ষক শিক্ষার্থীদের প্রকৃত বন্ধুর মর্যাদা লাভ করবেন এবং সমাজ ও জাতির প্রভূত উপকার সাধন করবেন।

শিক্ষায়তনের পরিচিত ও স্বাভাবিক পরিবেশ শিক্ষার্থীদের মনে কৃত্রিমতা ও ভীতি সঞ্চার করে না বলে এরূপ পরিবেশে প্রদত্ত অন্তঃপরীক্ষা প্রভূত পরিমাণে নির্ভরযোগ্য হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাছাড়া শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন দিকের সঙ্গে যথেষ্ট ও ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত বলে তাদের অবস্থা, জ্ঞান, মানসিক উন্নতি ইত্যাদির মান যাচাইয়ে এরূপ অন্তঃপরীক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষক তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার যথোপযুক্ত প্রয়োগের সুযোগ পান। এতে পরীক্ষার নির্ভরযোগ্যতা ও উদ্দেশ্যনিষ্ঠতা বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পায়।

অন্তঃপরীক্ষার সঠিক প্রয়োগকল্পে কয়েকটি বিষয়ে অবশ্য সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়। আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত মূল্যায়ন পদ্ধতি সম্পর্কে শিক্ষকের গভীর ও নির্ভুল ব্যবহারিক ও তাত্ত্বিক জ্ঞান অবশ্যই থাকতে হবে। এ বিষয়ে তার প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে। যে সমস্ত বিশেষ পরীক্ষা, যেমন বুদ্ধির পরীক্ষা, ব্যক্তিত্বের পরীক্ষা, প্রবণতার পরীক্ষা ইত্যাদি শিক্ষক স্বয়ং প্রণয়ন করতে অথবা প্রয়োগ করতে সম্পূর্ণ সক্ষম নন সেরূপ পরীক্ষার জন্য তিনি অবশ্যই উপযুক্ত বিশেষজ্ঞের সাহায্য নেবেন। সর্বোপরি অন্তঃপরীক্ষার ফল যাতে শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ শিক্ষা বা জীবনের কর্মধারা নির্বাচনে ব্যবহৃত হয়, সেজন্য

www.pathagar.com

শিক্ষার্থীকে প্রদত্ত তার নিজস্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সার্টিফিকেট কিংবা শিক্ষার্থীর অন্যান্য প্রয়োজনীয় রিপোর্টে এ ফলের সঠিক প্রতিফলন নিশ্চিত করতে হবে। শিক্ষার প্রতিটি স্তরের বা কোর্সের শেষে শিক্ষার্থীকে তার নিজস্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক যে সার্টিফিকেট দেওয়া হবে তাতে উক্ত স্তরের শেষ বর্ষের বা কোর্সের অন্তঃপরীক্ষার তথ্যসার মূল্যায়িত মানরূপে লিপিবদ্ধ করা প্রয়োজন। অর্থাৎ শিক্ষার্থীকে তার নিজস্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত সার্টিফিকেটে শিক্ষাসূচির অন্তর্ভুক্ত বিষয়াদির উপর গৃহীত নিয়মিত অন্তঃপরীক্ষার মূল্যায়িত তথ্যসার প্রদর্শিত হবে।

বহিঃপরীক্ষা

পরীক্ষার উদ্দেশ্য সম্পর্কে পূর্বে যা বলা হয়েছে তা আরও গভীরভাবে পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে মূলত দু'টি প্রধান লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা করা হয়। প্রথমত, প্রত্যেক শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত ও বর্তমান অবস্থা অনুধাবন করে তাকে সঠিক শিক্ষা পরিকল্পনা গ্রহণে কিংবা সুষ্ঠু জীবন পরিচালনায় সহায়তা করার জন্য পরীক্ষা করা হয়। দ্বিতীয়ত, জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে কিংবা ব্যক্তিত্বের বিকাশ ভঙ্গিতে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর তুলনামূলক মানবিচারের জন্য পরীক্ষা করা হয়। এ ব্যবস্থার মাধ্যমে সামাজিক ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা হয়। যে ক্ষেত্রে আনুষ্ঠানিক শিক্ষায় নিয়োজিত শিক্ষার্থীর সংখ্যার বিপুলতা, সামাজিক জীবনে জটিলতা এবং জ্ঞানের প্রসারতা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে সে ক্ষেত্রে সুষ্ঠু আনুষ্ঠানিক বহিঃপরীক্ষা ছাড়া অন্য কোনো ব্যবস্থার মাধ্যমে শিক্ষা ক্ষেত্রে সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। তাই আনুষ্ঠানিক বহিঃপরীক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। শিক্ষক স্বীয় প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীকে সঠিক যাচাই করতে পারলেও অন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনুরূপ শিক্ষার্থীর সঙ্গে তুলনার জন্য যদি এই পরীক্ষার ফল ব্যবহৃত হয় তাহলে তাঁর যাচাই তুলনামূলকভাবে সঠিক নাও হতে পারে এবং জ্ঞান বা অজ্ঞাতসারে তিনি কখনও কখনও পক্ষপাতিত্ব করতে পারেন। শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও শিক্ষায়তনের সংখ্যা যতই বেশি হবে ততই যাচাইয়ের মানে বিভিন্নতা দেখা দেবে এবং জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে পক্ষপাতিত্বেরও পরিমাণ ও সম্ভাবনা বাড়বে। তা ছাড়া একই স্তরে বা কোর্সে শিক্ষারত সারা দেশের বা অঞ্চলের একই ধরনের সকল শিক্ষার্থীর শিক্ষার মান জ্ঞানের মাত্রা সম্পর্কে অবহিত হওয়ার জন্য এবং এরূপ প্রত্যেক শিক্ষার্থীর পারস্পরিক অবস্থা নির্ধারণের জন্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। দেশব্যাপী বা অঞ্চলভিত্তিক পরীক্ষাসমূহ নেওয়ার দায়িত্ব শিক্ষায়তন বহির্ভূত সংস্থার উপর ন্যস্ত হয়। আমাদের দেশে

www.pathagar.com

প্রধানত শিক্ষা পরিদপ্তর, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডগুলি এবং বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ এ দায়িত্ব পালন করে থাকে।

সুতরাং বলা যায় যে শিক্ষার মাধ্যমে ব্যক্তির সুষ্ঠু জীবন নির্দেশনার জন্য এবং সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য আনুষ্ঠানিক শিক্ষার মান যাচাইয়ে অন্তঃপরীক্ষা ও বহিঃপরীক্ষা ব্যবস্থার সুষম বিধান থাকতে হবে।

অন্তঃপরীক্ষা ও বহিঃপরীক্ষার সমন্বয় সাধন

অন্তঃপরীক্ষার গুণাগুণ সম্বন্ধে পূর্ণাস্থার অভাববশতঃ আমাদের দেশে শিক্ষার কোন কোন স্তরে এমন পরীক্ষা ব্যবস্থার প্রচলন হয়েছে যে সেখানে পরীক্ষার্থীর আপন শিক্ষকের প্রত্যক্ষ কোনো ভূমিকা নাই। কেবলমাত্র বিষয়ভিত্তিক বহিঃপরীক্ষার মাধ্যমেই শিক্ষার্থী আজীবন চিহ্নিত থেকে যায়। পরীক্ষক, পরীক্ষা পরিচালনা সংস্থা, সময়, পরিবেশ, পরীক্ষাকেন্দ্র অসদুপায় অবলম্বনের সুযোগ ইত্যাদির বিভিন্নতার দরুন বহিঃপরীক্ষার নির্ভরযোগ্যতা ও উদ্দেশ্যনিষ্ঠা বহুলাংশে হ্রাস পায় এবং উল্লিখিত উপকরণগুলির সংখ্যা বা পরিমাণ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পরীক্ষার নির্ভরযোগ্যতা ও উদ্দেশ্যনিষ্ঠা হ্রাস পাওয়ার সম্ভাবনাও বৃদ্ধি পায়। বহিঃপরীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে অন্তঃপরীক্ষাকেও মর্যাদা ও গুরুত্ব দিলে এবং উভয় পরীক্ষা ব্যবস্থার ত্রুটি দূর করা হলে অর্থাৎ এদের নির্ভরযোগ্যতা, উদ্দেশ্যনিষ্ঠতা ও ব্যবহারযোগ্যতা বৃদ্ধি করা হলে শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল সংস্কার সাধিত হবে বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

এটা অনস্বীকার্য যে কেবলমাত্র অন্তঃপরীক্ষা বা বহিঃপরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর সকল গুণ সঠিকভাবে নির্ধারণ করা কঠিন। এ দু'টির সমন্বিত ব্যবহারের ফলে শিক্ষা ব্যবস্থার ও মানের উন্নতি হবে বলে আমরা বিশ্বাস করি। তাই অনতিবিলম্বে এই দু'টির সমন্বিত ব্যবহার প্রচলিত হওয়া উচিত। অন্তঃপরীক্ষার ত্রুটি-বিচ্যুতি বিদূরিত করার পন্থা নির্ধারণের জন্য উপযুক্ত গবেষণা সংস্থাকে দায়িত্ব দিতে হবে। এই গবেষণা সংস্থা ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন দিক পরিমাপের জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাপ পদ্ধতি উদ্ভাবন করবেন এবং শিক্ষকদের প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও পরীক্ষা প্রদানের ব্যাপারে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও করবেন। এই উভয় পদ্ধতির সমন্বিত ব্যবহারের সময় লক্ষ রাখতে হবে যে প্রয়োজন অনুযায়ী পূর্বে উল্লিখিত অন্যান্য পরীক্ষা পদ্ধতিরও যেন সমন্বয় সাধন করা হয়। মানুষের ব্যক্তিত্ব ও জ্ঞান পরিমাপ করা খুবই দুরূহ। কোনো বিশেষ ধরনের পরীক্ষার মাধ্যমে এর সঠিক

www.pathagar.com

পরিমাণ নির্ণয় করা প্রায় অসম্ভব। এজন্য প্রয়োজনের বিভিন্নতা অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা প্রবর্তনের চেষ্টা করতে হবে।

শিক্ষার মান যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত এবং আমাদের দেশে প্রচলিত প্রায় সকল পরীক্ষাই প্রধানত লিখিত পরীক্ষা। বিজ্ঞান ও ব্যবহারিক বিষয়াদিতে জ্ঞান পরীক্ষার জন্য কিছু পরিমাণে ব্যবহারিক পরীক্ষা নেওয়া হয়ে থাকে। স্তর বিশেষেও বিশেষ প্রয়োজনে কোনো কোনো সময় সীমিত মৌখিক পরীক্ষাও নেওয়া হয়। বিষয় জ্ঞান যাচাইয়ের জন্য লিখিত পরীক্ষার খুবই প্রয়োজন রয়েছে। তবে আমাদের দেশে প্রচলিত রচনামূলক পরীক্ষাসমূহ প্রধানত স্মৃতিশক্তির প্রখরতারই পরিমাপ করে। স্মৃতিশক্তি মানসিক বিকাশের অনুকূল ক্ষমতা দান করলেও তার পরিমাপ দ্বারা মানসিক বিকাশের মাত্রা নির্ধারণ করা যায় না। এই কারণেই পরীক্ষার গঠনেও প্রয়োজন অনুযায়ী বৈচিত্র্য দান করা উচিত। রচনামূলক ও লিখিত পরীক্ষা ছাড়াও মৌখিক, ব্যবহারিক, অবজেকটিভ ইত্যাদি বিভিন্ন পদ্ধতির চালু করা জন্য ব্যাপক প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

উপরোক্ত সমস্যাবলী এবং সম্ভাব্য ব্যবস্থার কথা বিবেচনা করে পরীক্ষা ও মূল্যায়ন পদ্ধতি সম্পর্কে আমরা নিচে কয়েকটি সুপারিশ করছি।

প্রাথমিক স্তরে পরীক্ষা

বাংলাদেশের সর্বত্র শিক্ষক, শিক্ষাবিদ, অভিভাবক এবং জনসাধারণের সঙ্গে আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে বর্তমান প্রাইমারি শিক্ষা স্তরের শেষ বর্ষের অর্থাৎ পঞ্চম শ্রেণীর শেষে এবং নিম্নমাধ্যমিক শ্রেণীর শেষ বর্ষের অর্থাৎ অষ্টম শ্রেণীর শেষে সকল শিক্ষার্থীর জন্য কোনো সাধারণ বা বহিঃপরীক্ষার ব্যবস্থা না থাকাতে আজকাল প্রাইমারি বিদ্যালয়গুলিতে এবং নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নিম্নমাধ্যমিক শ্রেণীসমূহে লেখাপড়া হচ্ছে না। বছরের পর বছর এক শ্রেণী থেকে তার উপরের শ্রেণীতে প্রমোশন হচ্ছে অথচ শিক্ষকের শিক্ষাদান ও শিক্ষার্থীর গ্রহণের সীমা পরিমাপ ও মূল্যায়নের সুষ্ঠু ব্যবস্থা নেই বললেই চলে। তদুপরি পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণীর শেষে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার ব্যবস্থা না থাকাতে স্কুলসমূহের মধ্যে সুষ্ঠু শিক্ষাদানের ব্যাপারে প্রতিযোগিতা এবং শিক্ষার মানের উন্নতির জন্য কোনো প্রচেষ্টাও নেই বলা যায়। ফলে এসব স্তরে শিক্ষার মানের ক্রমান্বয়ে অবনতি ঘটছে এবং এই নিচু মানের শিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা পরবর্তী উচ্চ স্তরের শিক্ষায়

www.pathagar.com

লাভবান হতে পারছে না। এতে সর্বস্তরে শিক্ষার মানের অধোগতি হচ্ছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষক, অভিভাবক এবং শিক্ষাবিদদের সুপারিশ হলো যে পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণীর শেষে এসব স্তরের সকল শিক্ষার্থীর জন্য বহিঃপরীক্ষা বাধ্যতামূলক করা হোক যাতে শিক্ষকবৃন্দ ও শিক্ষার্থীরা সদা সজাগ থাকে এবং সুষ্ঠু শিক্ষাদান ও শিক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা চালু হয়।

আমরা শিক্ষক, অভিভাবক এবং শিক্ষাবিদদের উপরোক্ত সুপারিশ বিশেষভাবে বিবেচনা ও পরীক্ষা করেছি। সবদিকে লক্ষ রেখে আমাদের সুপারিশ হলো যে, প্রথমত প্রথম শ্রেণী হতে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন, বিদ্যালয়ে তার বছরব্যাপী লেখাপড়া, শ্রেণীকক্ষে কর্মদক্ষতা এবং আচার-আচরণের উপর নির্ভর করবে। এ পর্যায়ে শিক্ষকগণ স্বল্প সময়ের ব্যবধানে ক্লাস পরীক্ষার ব্যবস্থা করবেন। বছরের শেষে বাৎসরিক পরীক্ষা ছাড়াও প্রতি বছরে অন্ততঃ তিনটি পরীক্ষা নেওয়ার ব্যবস্থা করা উচিত হবে। তা ছাড়াও সময়ে সময়ে শিক্ষার্থীর বুদ্ধি, প্রবণতা এবং অন্যান্য চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য পরিমাপের জন্য পরীক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। মূল্যায়নের বিভিন্ন ফল সঞ্চয় রেকর্ডে লিপিবদ্ধ করতে হবে। এসব পরীক্ষার উদ্দেশ্য হবে শিক্ষার্থীর মনে আত্মপ্রত্যয়, আত্মমূল্যায়ন, উৎসাহ ও তৃপ্তি সৃষ্টি করা এবং মেধাবী শিক্ষার্থীর বিশেষ মেধা ও দুর্বল শিক্ষার্থীর দুর্বলতা আবিষ্কার করে সময়োচিত উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাতে প্রথমোক্তদের মেধা আরও বিকশিত এবং শেষোক্তদের দুর্বলতা অপসৃত হয়। দ্বিতীয়ত, পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণীর শেষে প্রচলিত বৃত্তি পরীক্ষা চালু রাখা আমরা সমীচীন মনে করি।

তবে অন্ততঃ শতকরা দশ ভাগ শিক্ষার্থী যাতে প্রত্যেক স্কুল থেকে এই পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে তার ব্যবস্থা করতে হবে। উপরোক্ত দুটি শ্রেণীর শেষে সকল ছাত্রের জন্য বার্ষিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রণয়ন জেলাভিত্তিক হবে, তবে পরীক্ষা হবে স্কুলভিত্তিক অর্থাৎ নির্দিষ্ট স্কুলের পরীক্ষার্থীরা তাদের নিজস্ব স্কুলেই পরীক্ষা দেবে এবং ঐ স্কুলের শিক্ষকেরাই পরীক্ষার মূল্যায়ন করবেন। এই পরীক্ষার মূল্যায়নের জন্য একটি কমিটি থাকবে। এই কমিটি গঠিত হবে ঐ স্কুলের শিক্ষক, পার্শ্ববর্তী স্কুলের শিক্ষক এবং স্থানীয় শিক্ষাবিদদের সমন্বয়ে। এই কমিটির কাজ হবে পরীক্ষার্থীদের মৌখিক পরীক্ষা নেয়া এবং সামগ্রিকভাবে শিক্ষক কর্তৃক পরীক্ষাপত্র মূল্যায়নের মান ঠিক আছে কি না তা দেখা। অষ্টম শ্রেণীর শেষে অনুষ্ঠিত এই পরীক্ষায় সার্টিফিকেট দেয়া হবে এবং ঐ স্কুলই এই সার্টিফিকেট দেবে। পরীক্ষা ডিসেম্বরের

www.pathagar.com

মধ্যে শেষ হওয়া উচিত যাতে পরীক্ষার্থীরা আগামী বছরের জানুয়ারি মাসে পরবর্তী উচ্চ শ্রেণীতে সময়মতো ভর্তি হতে পারে।

মাধ্যমিক স্তরে পরীক্ষা

আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার্থীর শিক্ষাগত মান বা মূল্য নিরূপণের বর্তমান পদ্ধতি ধীশক্তির উৎকর্ষের মধ্যে সীমাবদ্ধ এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক প্রত্যেক শিক্ষাবর্ষের শেষে অনুষ্ঠিত লিখিত পরীক্ষার ভিত্তিতে তা পরিচালিত হচ্ছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে যে প্রমোশন দেয়া হয় তাকে সারা বছরের ব্যবহারিক ও ব্যাপক জরিপের ভিত্তিতে পরিচালিত করার কোনোরূপ প্রচেষ্টা নাই। অপর পক্ষে দশম ও দ্বাদশ শ্রেণীর পর সাধারণ বা বহিঃপরীক্ষার উপর অতি মাত্রায় গুরুত্ব দেয়া হয় বলে শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষের যাবতীয় দৃষ্টি উক্ত পরীক্ষাসমূহের প্রতি নিবদ্ধ থাকে। এই ব্যবস্থার ত্রুটি বিচ্যুতিগুলি মারাত্মক, যেমন সম্পূর্ণরূপে লিখিত পরীক্ষার ব্যবস্থা হেতু স্মৃতিশক্তির মাধ্যমেই শিক্ষার্থীরা সাফল্য অর্জন করে থাকে। শিক্ষার্থীদের বুদ্ধিমত্তার পরীক্ষার বিশেষ কোনো চেষ্টা করা হয় না এবং সে সঙ্গে পাঠ্য বিষয়াদিসহ দুই বছরব্যাপী কোর্সে যে কিছু শিক্ষাদান করা হয়ে থাকে তার কোনোরূপ মূল্যও দেয়া হয় না। এতে পরীক্ষার দিন ঘনিয়ে না আসার পূর্ব পর্যন্ত পড়াশুনা করার বিশেষ কোনো আগ্রহ এবং চেষ্টা থাকে না। কারণ, দীর্ঘ সময়ব্যাপী অব্যাহত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবার ব্যাপারে উৎসাহদানের ক্ষেত্রে এ একটি অত্যন্ত দূরবর্তী লক্ষ্যস্থল। মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগে অত্যন্ত তাড়াহুড়া করে সব কিছু করা হয়ে থাকে। এর ফলে বিদ্যালয়ের নিয়ম ও শৃঙ্খলা এবং শিক্ষার্থীদের চরিত্র গঠনের ব্যাপারটিকে ক্ষুণ্ন করা হয়।

কারো কারো মতে মাধ্যমিক স্তরে সাধারণ বা বহিঃপরীক্ষা গ্রহণ ব্যবস্থাকে বাতিল করে তার স্থলে ঘনঘন বিরতির পর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক অন্তঃপরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা প্রবর্তন করা উচিত। এক্ষেত্রে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহকে নিজ নিজ সার্টিফিকেট প্রদানের ক্ষমতাও দিতে হবে। যে সকল বিষয় শিক্ষার্থীদের জ্ঞান আহরণ ক্ষমতার আওতায় অবস্থিত এবং যার পর্যায়ক্রমিক উৎকর্ষ শিক্ষার্থীদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ও আত্মনির্ভরশীলতা সৃষ্টি করে থাকে ঐ সকল বিষয়ে জ্ঞান সঞ্চারের ক্ষেত্রে সাময়িক পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থাদি নিঃসন্দেহে অত্যন্ত কার্যকরী। এই ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীরা পড়াশুনার ব্যাপারে সারা বছর ধরে ব্যস্ত থাকবে এবং এর ফলে তাদের একটি স্থায়ী অভ্যাস এবং চরিত্রও

www.pathagar.com

গড়ে উঠবে।

উপরোক্ত ব্যবস্থা কার্যকরী হলেও তা সাধারণ বা বহিঃপরীক্ষার বিকল্পরূপে গৃহীত হতে পারে না। কারণ, শিক্ষার্থীরা-সংশ্লিষ্ট বিষয় বা বিষয়সমূহ কতোদূর অনুধাবন করেছে তা এবং তাদের মানসিক তৎপরতার উচ্চমান নিরূপণের ক্ষেত্রে সাধারণ বা বহিঃপরীক্ষা গ্রহণ একান্ত অপরিহার্য। এরূপ পরীক্ষা বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের মেধা যাচাই করার জন্য একটি পরিমাপ দণ্ডবিশেষ এবং এতে পরীক্ষার্থী ও সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে প্রতিযোগিতার ভাব গড়ে ওঠে। কাজেই মাধ্যমিক স্তরে আমরা অন্তঃপরীক্ষার সঙ্গে সাধারণ বহিঃপরীক্ষা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা চালু রাখার পক্ষপাতী।

সারা বছর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে যে শিক্ষাদান করা হয় তার মূল্যায়নের সুপারিশও আমরা করছি, অর্থাৎ শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমিক স্তরেও প্রাথমিক স্তরের ন্যায় অন্তঃপরীক্ষার উপর গুরুত্ব প্রদান করতে হবে। বাড়ির কাজ, টিউটোরিয়াল, শ্রেণীকক্ষে সাময়িক পরীক্ষা, প্রাকটিক্যাল ও প্রয়োগমূলক ইত্যাদি কাজ ছাড়াও এই স্তরে প্রতি বছর অন্ততঃ চারটি অন্তঃপরীক্ষা গ্রহণ করতে হবে। কেউ কেউ মনে করেন যে, অন্তঃপরীক্ষার মাধ্যমে মূল্যায়ন কার্যের উদ্দেশ্য সংশ্লিষ্ট শিক্ষকবৃন্দ তথা পরীক্ষকগণের দ্বারা প্রায় নিশ্চিতভাবে বিনষ্ট হবে। কারণ, তারা সাময়িক অর্থাৎ অন্তঃপরীক্ষায় নিজ নিজ ছাত্রদের তৎপরতাকে অন্যায় বা অতিরিক্ত গুরুত্ব প্রদান করবেন। কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি যে শিক্ষকগণ তাদের এই দায়িত্বের অবমাননা করবেন না। কোনো ব্যক্তির সততায় বিশ্বাস স্থাপন করা সাধারণতঃ উক্ত ব্যক্তিকে বিশ্বাস অর্জনে উৎসাহিত করে থাকে। উপরোক্ত অবস্থা সৃষ্টির সম্ভাবনা রোধের রক্ষাকবচ হিসেবে আমরা শিক্ষকগণকে সাময়িক বা অন্তঃপরীক্ষার ফল নোটিশ বোর্ডে প্রকাশ করার এবং শিক্ষার্থীদের প্রোগ্রেস রিপোর্ট লিপিবদ্ধ করার সুপারিশ করছি। আমাদের মতে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা হিসেবে এ কাজ করবে। কারণ ক্লাসের ছাত্রগণ যে ছাত্রকে দুর্বল বলে জানে তাকে বেশি নম্বর দিয়ে কোনো শিক্ষকই ক্লাসের মোকাবেলা করতে সক্ষম হবেন না। কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকগণ যদি তাদের নিজেদের ছাত্রদের তৎপরতাকে অন্যায় বা অতিরিক্ত গুরুত্ব প্রদান করেন এবং তাদের মূল্যায়ন সাধারণ বা বহিঃপরীক্ষার মূল্যায়নের সঙ্গে পুনঃপুনঃ সামঞ্জস্যহীন হয় তা হলে তাদের মূল্যায়নের উপর সংশ্লিষ্ট কারো আস্থা থাকতে পারে না। এমন কি তাতে সর্বসাধারণেরও আস্থা থাকবে না। ফলে এ জাতীয়

www.pathagar.com

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দুর্নাম হবে। তাই নিজেদের সুনাম ও অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য সে জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহকে বাধ্য হয়ে তাদের শিক্ষার্থীগণকে অন্তঃপরীক্ষায় উপযুক্তভাবে মূল্যায়ন করতে হবে।

এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষা

আমাদের বিবেচনায় দশম শ্রেণীর শেষে বর্তমানে প্রচলিত মাধ্যমিক সার্টিফিকেট (এসএসসি) পরীক্ষা এবং দ্বাদশ শ্রেণীর শেষে উচ্চ-মাধ্যমিক (এইচএসসি) পরীক্ষা সংস্কার সাপেক্ষে চালু থাকবে। এ সব পরীক্ষায় মৌখিক পরীক্ষারও ব্যবস্থা থাকবে এবং সেজন্য প্রতি বিষয়ের পূর্ণ নম্বরের শতকরা দশ ভাগ সংরক্ষিত হবে। এ মৌখিক পরীক্ষা শিক্ষার্থীদের নিজ নিজ স্কুলের শিক্ষক এবং শিক্ষাবোর্ড কর্তৃক অন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে নিয়োজিত শিক্ষকবৃন্দের সমন্বিত কমিটি কর্তৃক পরিচালিত হবে। পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি এক বছর আগে দিতে হবে। এসব পরীক্ষার্থীকে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড অর্থাৎ সাধারণ বা বহিঃপরীক্ষা পরিচালনা সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত সার্টিফিকেটে সাধারণ বা বহিঃপরীক্ষায় প্রত্যেক বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বরও এই সার্টিফিকেটে সন্নিবেশিত হবে। সাধারণ বা বহিঃপরীক্ষার নম্বর এবং অন্তঃপরীক্ষা নম্বরের মধ্যে ব্যাপক বৈষম্য দেখা দিলে সংশ্লিষ্ট শিক্ষাবোর্ড অথবা সাধারণ বা বহিঃপরীক্ষা পরিচালনা সংস্থাকে যথাসময়ে কারণ অনুসন্ধান করে দেখার ব্যবস্থা রাখতে হবে। শিক্ষাবোর্ড অথবা সাধারণ বা বহিঃপরীক্ষা পরিচালনা সংস্থা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে পরীক্ষায় ভর্তির জন্য কাগজপত্রাদি পাঠাবার সময় সার্টিফিকেটের ফরমও পাঠাবেন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ সার্টিফিকেটের ফরমের নির্দিষ্ট জায়গায় শিক্ষার্থীদের অন্তঃপরীক্ষার ফল সন্নিবেশিত করবেন এবং পরীক্ষায় ভর্তির জন্য অন্যান্য কাগজপত্রের সঙ্গে শিক্ষাবোর্ডে পাঠাবেন। শিক্ষাবোর্ড অথবা সাধারণ বা বহিঃপরীক্ষা পরিচালনা সংস্থাসমূহকে পরীক্ষার্থীদের ভর্তির জন্য কাগজপত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ থেকে গ্রহণ করার সময় নিশ্চিত হতে হবে যে, প্রত্যেক পরীক্ষার্থীর অন্তঃপরীক্ষার ফলের সার্টিফিকেট প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের সঙ্গে পাওয়া গেছে। শিক্ষাবোর্ড অথবা সাধারণ বা বহিঃপরীক্ষা পরিচালনা সংস্থা উক্ত সার্টিফিকেটের নির্দিষ্ট জায়গায় বহিঃপরীক্ষার ফল অর্থাৎ প্রত্যেক বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বর সন্নিবেশিত করবেন এবং মন্তব্যের ঘরে যে সকল পরীক্ষার্থী পাস করে যাবে তাদের ক্ষেত্রে 'উত্তীর্ণ' এবং যারা পাস করতে পারবে না তাদের ক্ষেত্রে 'অনুত্তীর্ণ' লিখা থাকবে। শতকরা চল্লিশ নম্বরের কম পেলে পরীক্ষার্থী অনুত্তীর্ণ বলে পরিগণিত হবে।

www.pathagar.com

উচ্চশিক্ষা স্তরে পরীক্ষা

উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বর্তমানে বহিঃপরীক্ষার উপর অত্যধিক গুরুত্ব দেয়া হয়। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের পরীক্ষা গ্রহণ কার্য শিক্ষাকর্ম ও গবেষণা কর্মকে বিপজ্জনকভাবে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। এ ছাড়া অনার্স ডিগ্রি এবং পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিগ্রির জন্য সামান্য গুরুত্ব ছাড়া উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বর্তমান অন্তঃপরীক্ষার কোনো মূল্য নাই, একমাত্র সাধারণ পরীক্ষা নিয়েই শিক্ষার্থীরা ব্যস্ত থাকে। সুতরাং শিক্ষকদের অধ্যাপনা ভাষণে যোগদানের জন্য অথবা ব্যক্তিগতভাবে বা টিউটোরিয়াল ক্লাসে শিক্ষকদের নির্দেশনা লাভের জন্য শিক্ষার্থীদের মনে কোনো আগু তাগিদ থাকে না। অধিকাংশ শিক্ষার্থীদের নিকট জ্ঞান আহরণ অপেক্ষা পরীক্ষা অধিকতর গুরত্বপূর্ণ হয়ে পড়েছে এবং তার ফলে নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা ও প্রয়োগের অভ্যাস তাদের মধ্যে গড়ে ওঠে না। বিষয়ের উপর অধিকার অর্জন, তার মৌলিক নীতি সম্পর্কে জ্ঞানলাভ এবং প্রকৃত পরিস্থিতিতে সেই জ্ঞান প্রয়োগে শিক্ষালাভ কষ্টসাধ্য হলেও তৃপ্তিদায়ক হয়। এই লক্ষ্য অর্জনের উপর জোর না দিয়ে বিষয় সংক্রান্ত কতগুলি তথ্য সাফল্যের সঙ্গে অধিগত করে রাখার উপর জোর দেয়া হচ্ছে।

কারো কারো মতে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রেও সাধারণ পরীক্ষা পুরোপুরিভাবে রহিত করে তার স্থলে সম্পূর্ণভাবে অন্তঃপরীক্ষা প্রবর্তন করা হোক। এই অভিমতের অনুকূলে যুক্তি প্রদর্শন করা হয়েছে যে শিক্ষক তার ছাত্রকে সর্বাধিক জানেন। অপর দিকে অনেকে বলেন যে অন্তঃপরীক্ষায় যে ফল লাভ করা যায় তা নির্ভরযোগ্য নয়, কারণ স্বরূপ বলা হয়েছে যে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের তাদের অনুমোদিত কলেজগুলির অভ্যন্তরীণ মূল্যায়নে সমতা আনার ব্যাপারে কোনো হাত নাই। এমন কি শিক্ষাদানকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেও পক্ষপাতিত্ব ও অনুগ্রহ প্রদর্শনের বিপদ থাকতে পারে বলে অনেকে মত প্রকাশ করেন।

কমিশন উপরোক্ত অভিমতগুলো সতর্কতার সঙ্গে বিবেচনা করেছেন। সাধারণ পরীক্ষা প্রথায় একটি সুবিধা রয়েছে। এ পরিচিত ও গৃহীত প্রথা। সতর্কতার সঙ্গে পরিচালনা করলে সাধারণ পরীক্ষা শিক্ষকের আনুকূল্য, অনুগ্রহ প্রদর্শন, অলসতা অথবা অযোগ্যতা রোধ করে থাকে। সাধারণ পরীক্ষার পরীক্ষকগণ যোগ্যতাসম্পন্ন হলে এই প্রথা শিক্ষককে সাহসিকতায় উদ্বুদ্ধ করে থাকে। পক্ষান্তরে, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই যে বর্তমান প্রথা নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করার জন্য

www.pathagar.com

সঠিক মনোভাব সৃষ্টির সহায়ক নয়।

অভ্যন্তরীণ মূল্যায়নের বিপদ সম্পর্কে আমরা পুরোপুরিভাবে অবহিত রয়েছি। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমাদের এই ধারণা সৃষ্টি হয়েছে যে যদি নিয়মিত অভ্যন্তরীণ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়, উত্তর পত্রসমূহ ছাত্রদের হাতে ফেরত দেয়া হয়, তা হলে এ ধরনের বিপদ কমে যাবে। এই প্রথা শিক্ষকদের মধ্যে যে কোনো প্রকার অনুগ্রহ প্রদর্শনের মনোভাবের বিরুদ্ধে রক্ষাকবচস্বরূপ হবে এবং তাদের বিচার বোধের উপর শিক্ষকসুলভ দৃষ্টিভঙ্গি ব্যতীত অন্য সকল দৃষ্টিভঙ্গির প্রভাবের সম্ভাবনা হ্রাস করবে। এভাবে আমরা অবশ্যই আমাদের শিক্ষকদের উপর আস্থা স্থাপন করতে শুরু করব। তা না করলে শেষে তাদের মধ্যে প্রয়োজনীয় নীতিবোধ সৃষ্টি হবে না। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ ও তাদের অনুমোদিত কলেজগুলো নিজেদের শিক্ষকদের মধ্যে সততার অভ্যাস বৃদ্ধি করতে সক্ষম না হলে তাদের অস্তিত্বের স্বপক্ষে যৌক্তিকতা প্রদর্শনে ব্যর্থ হবে বলে আমাদের আশঙ্কা রয়েছে। সুতরাং আমাদের সুপারিশ এই যে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রেও সাধারণ পরীক্ষার পরিপূরক হিসেবে নিয়মিত অন্তঃপরীক্ষার ব্যবস্থা থাকা উচিত হবে।

পাস ডিগ্রি স্তরে পরীক্ষা

মাধ্যমিক স্তরের ন্যায় পাস ডিগ্রি পর্যায়েও অন্তঃপরীক্ষাকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে, অর্থাৎ সারা বছর কলেজসমূহে যে শিক্ষাদান করা হয় তার মূল্যায়ন কলেজসমূহে করা অত্যাবশ্যক বলে আমরা মনে করি। নিয়মিত টিউটোরিয়াল, বাড়ির কাজ, শ্রেণীকক্ষে সাময়িক পরীক্ষা, প্রাকটিক্যাল ও প্রয়োগমূলক ইত্যাদি কাজ ছাড়া এ উদ্দেশ্যে প্রতি বছর চারটি অন্তঃপরীক্ষা গ্রহণ করা উচিত হবে। শিক্ষকবৃন্দকে এ ক্ষেত্রে অন্তঃপরীক্ষার ফল নোটিশ বোর্ডে প্রকাশ করার সুপারিশও আমরা করছি। পাস ডিগ্রি কোর্স সমাপনের পরে অন্তঃপরীক্ষার ফলের ভিত্তিতে যে সকল প্রার্থীর সাফল্যের কারণসংগত সম্ভাবনা রয়েছে বলে বিবেচিত হবে, কলেজসমূহ সেই সকল প্রার্থীকে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক গৃহীতব্য সাধারণ পরীক্ষার জন্য প্রেরণ করবে বলে আশা করা যায়। পাস ডিগ্রি পরীক্ষায় মৌখিক পরীক্ষারও ব্যবস্থা থাকবে এবং সেজন্য প্রতি বিষয়ের পূর্ণ নম্বরের শতকরা দশ ভাগ সংরক্ষিত হবে। এ মৌখিক পরীক্ষা শিক্ষার্থীদের নিজ নিজ কলেজের শিক্ষক এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক অন্য কলেজ হতে নিয়োজিত শিক্ষকবৃন্দের সমন্বিত কমিটি কর্তৃক পরিচালিত হবে। পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি এক বছর আগে দেয়া বাঞ্ছনীয়। এ সব

www.pathagar.com

পরীক্ষার্থীকে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রদত্ত ডিপ্লোমাতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক গৃহীত সাধারণ বহিঃপরীক্ষায় প্রত্যেক বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বর প্রদর্শিত হবে। কলেজের অন্তঃপরীক্ষায় প্রত্যেক বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বরও এই ডিপ্লোমাতে থাকবে। বিশ্ববিদ্যালয় কলেজগুলিতে পরীক্ষায় ভর্তির জন্য কাগজপত্রাদি পাঠাবার সময় ডিপ্লোমার ফরমও পাঠাবেন। কলেজগুলি ডিপ্লোমার নির্দিষ্ট জায়গায় পরীক্ষার্থীদের অন্তঃপরীক্ষার ফল সন্নিবেশিত করবে এবং পরীক্ষায় ভর্তির জন্য অন্যান্য কাগজপত্রের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠাবে। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে পরীক্ষার্থীদের ভর্তির জন্য কাগজপত্র কলেজগুলি থেকে গ্রহণ করার সময় নিশ্চিত হতে হবে যে প্রত্যেক পরীক্ষার্থীর অন্তঃপরীক্ষার ফলের ডিপ্লোমা প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ে পাওয়া গেছে। সাধারণ পরীক্ষার নম্বর এবং অন্তঃপরীক্ষার নম্বরের মধ্যে ব্যাপক বৈষম্য দেখা দিলে সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়কে যথাসময়ে কারণ অনুসন্ধান করে দেখার ব্যবস্থা রাখতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় উক্ত ডিপ্লোমার নির্দিষ্ট জায়গায় বহিঃপরীক্ষার ফল অর্থাৎ পরীক্ষার্থী কোনো বিষয়ে কত নম্বর পেল তাও লিপিবদ্ধ করবেন। মন্তব্যের স্থলে যে সকল পরীক্ষার্থী পাস করে যাবে তাদের ক্ষেত্রে 'উত্তীর্ণ' এবং যারা পাস করতে পারবে না তাদের বেলায় 'অনুত্তীর্ণ' লিখা থাকবে। যে পরীক্ষার্থী শতকরা ৬০ বা তার বেশি নম্বর পাবে তাকে ডিস্টিংকশন দেবেন। শতকরা চল্লিশ নম্বরের কম পেলে পরীক্ষার্থী 'অনুত্তীর্ণ' বলে পরিগণিত হবে। দেশের সর্বত্র শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে তাদের মতেও উপরোক্ত ব্যবস্থা বর্তমান পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য উপযুক্ত পন্থা হবে।

অনার্স ডিগ্রি ও মাস্টার ডিগ্রি স্তরে পরীক্ষা

অনার্স ডিগ্রি এবং মাস্টার ডিগ্রি পরীক্ষার ফলাফল অন্তঃপরীক্ষা ও বহিঃপরীক্ষার সম্মিলিত ফলাফলের উপর নির্ভরশীল হবে। শিক্ষকগণ শ্রেণীকক্ষে টিউটোরিয়াল ক্লাস, প্রয়োগিক এবং গবেষণামূলক কাজ ইত্যাদির জন্য নম্বর প্রদান করা ছাড়াও তিনটি আনুষ্ঠানিক অন্তঃপরীক্ষা গ্রহণ করে নম্বর প্রদান করবেন। আমাদের প্রস্তাব এই যে মানবিক, বাণিজ্যিক এবং সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়সমূহের প্রত্যেক পেপারে শতকরা ২৫ নম্বর শিক্ষকের এই অভ্যন্তরীণ মূল্যায়নের জন্য সংরক্ষিত হবে। আর বিজ্ঞান বিষয়সমূহের প্রত্যেক পেপারে শতকরা ১৫ নম্বর প্রাকটিক্যাল কাজের জন্য সংরক্ষিত করা হবে। অনার্স ডিগ্রি এবং মাস্টার ডিগ্রির প্রার্থীগণকে একটি মৌখিক পরীক্ষায়

www.pathagar.com

অবতীর্ণ হতে হবে এবং তার জন্য পূর্ণ নম্বরের শতকরা ১০ নম্বর বরাদ্দ রাখতে হবে। চূড়ান্ত মান নিরূপণের ব্যাপারে মৌখিক পরীক্ষার ফল যথেষ্ট গুরুত্ব বহন করবে। মানবিক, বাণিজ্যিক ও সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়সমূহের প্রত্যেক পেপারে অবশিষ্ট শতকরা ৬৫ নম্বর এবং বিজ্ঞান বিষয়সমূহের প্রত্যেক পেপারে বাকি শতকরা ৫০ নম্বরের উপর বহিঃপরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। অনার্স ডিগ্রি এবং মাস্টার ডিগ্রি প্রার্থীগণকে উপরোক্ত অভ্যন্তরীণ এবং বহিঃ উভয় পরীক্ষায় পাস করতে হবে। পরীক্ষায় প্রার্থীর স্থান ও বিভাগ তার অভ্যন্তরীণ, মৌখিক এবং বহিঃপরীক্ষার ফলের সমষ্টি নিয়ে নির্ণয় করতে হবে। অনার্স ডিগ্রি এবং মাস্টার ডিগ্রির জন্য যে ডিপ্লোমা প্রদান করা হবে তাতে বহিঃপরীক্ষার ফল, মৌখিক পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর এবং পৃথকভাবে অভ্যন্তরীণ মূল্যায়ন প্রদর্শন করতে হবে। উল্লিখিত পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হওয়ার নম্বর হবে শতকরা ৬০ বা তার বেশি, দ্বিতীয় শ্রেণীর নম্বর শতকরা ৫০ থেকে ৫৯ এবং শতকরা ৪০ থেকে ৪৯ নম্বর প্রাপ্ত পরীক্ষার্থীদের শুধুমাত্র পাস বলে পরিগণিত হবে। শতকরা ৪০ এর নিচে যারা নম্বর পাবে তারা অনুত্তীর্ণ পরিগণিত হবে।

পরীক্ষা পদ্ধতির উন্নয়ন

এখানে পরীক্ষার পদ্ধতি উদ্ভাবনের সমস্যা রয়েছে। পরীক্ষার জন্য কেবলমাত্র পাঠ্যপুস্তক, নোট এবং ভাষণ উপাদান মুখস্থ করাই প্রয়োজন নয়। উপরন্তু পরীক্ষা প্রকৃত শিক্ষাদান ও জ্ঞান অর্জনের ব্যাপারে উৎসাহ সৃষ্টি করবে। একজন শিক্ষার্থী তার পঠিত বিষয়ে অধিকার লাভ করেছে কিনা এবং সাফল্যজনকভাবে লব্ধ জ্ঞান প্রয়োগ করতে সমর্থ কিনা, পরীক্ষার মাধ্যমে তাই নির্ণয় করতে হবে। এর জন্য শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী উভয় পক্ষের নতুন দৃষ্টিভঙ্গি গঠন করা প্রয়োজন। নতুন ধরনের পরীক্ষা পদ্ধতি প্রয়োগের সম্ভাবনা অনুসন্ধান এবং পরীক্ষার্থীদের উপযোগী প্রামাণ্য পরীক্ষা পদ্ধতি উদ্ভাবন শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট এবং শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজসমূহের অন্যতম কর্তব্য হবে। এই ব্যাপারে শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট এবং শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজসমূহকে ছাত্র নির্বাচনে পরীক্ষার প্রয়োজনীয়তা, ছাত্রপরিচালনা ইত্যাদি সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে। তাছাড়া পরীক্ষা সংগঠন ও পরিচালনা সম্পর্কে উপদেশ দানের জন্য প্রতি শিক্ষাবোর্ড এবং প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি করে বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করা আবশ্যক হবে। তদুপরি আন্তঃশিক্ষাবোর্ড এবং আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় বোর্ড

www.pathagar.com

কর্তৃক পরীক্ষা সংস্কার কাউন্সিল গঠন করার প্রয়োজন রয়েছে বলেও আমরা মনে করি।

উচ্চশিক্ষার জন্য ভর্তির পরীক্ষা

উচ্চশিক্ষার ভর্তির জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ নিজ নিজ প্রয়োজন অনুযায়ী ভর্তি পরীক্ষা গ্রহণ করবে। ভর্তির ব্যাপারে পূর্ববর্তী সার্টিফিকেট, ডিপ্লোমা ও ভর্তি-পরীক্ষার ফল বিবেচনা করতে হবে। ভর্তি-পরীক্ষা শিক্ষার্থীর প্রবণতা, আগ্রহ, বুদ্ধি, বিষয় সংশ্লিষ্ট জ্ঞান ও ব্যক্তিত্বের বিশেষ দিকের উপর ভিত্তি করে প্রণয়ন ও পরিচালনা করতে হবে।

চাকরির জন্য পরীক্ষা

চাকরি, বৃত্তি বা পেশায় নিযুক্তির জন্য কর্ম সংস্থাসমূহ সার্টিফিকেট ও ডিপ্লোমাতে বর্ণিত বিষয়াদি বিবেচনা করবেন এবং সেই সঙ্গে অবশ্যই কর্মপ্রবণতার উপর ভিত্তি করে রচিত প্রতিযোগিতামূলক পৃথক পরীক্ষা গ্রহণ করবেন।

উপসংহার

ঈপ্সিত উদ্দেশ্য কতদূর পরিপূরিত হয় এবং শিক্ষকগণের উপর যে বিশ্বাস ন্যস্ত করা হয়েছে, তার মর্যাদা তারা কতোটুকু রক্ষা করলেন তা লক্ষ করার জন্য প্রস্তাবিত পদ্ধতির ফলাফলের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে যাতে গুরুত্ব দানের ভারসাম্য রক্ষিত হয় তজ্জন গোটা পদ্ধতিটিকে অব্যাহত পর্যবেক্ষণাধীন রাখতে হবে। উপরে প্রস্তাবিত সকল শিক্ষাবোর্ড এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ কমিটিসমূহ উপরোক্ত দায়িত্ব বহন করবেন।

এ ছাড়া শিক্ষাদান ও পরীক্ষাসমূহের মধ্যে আরও একটি অধিকতর বাস্তব সম্পর্ক অবশ্যই স্থাপন করতে হবে। পরীক্ষাসমূহ শিক্ষাদান থেকে উদ্ভূত এবং তার একটি স্বাভাবিক চূড়ান্ত অবস্থা মাত্র। পরীক্ষার্থীদের যে পাঠ্য বিষয়ের ভিত্তিতে শিক্ষাদান করা হয় তা যথাযথভাবে বিবেচনা করা হলো কিনা, শিক্ষার্থীদের স্মৃতিশক্তি, বোধগম্যের ক্ষমতা এবং তাদের সাফল্য ও ব্যর্থতার পেছনে কী কী কারণ রয়েছে, সে সকল বিষয়ে কতদূর পরীক্ষা করা হয় তা যাচাই করে দেখার জন্য অনুষ্ঠিত পরীক্ষাসমূহের সুষ্ঠু আলোচনা করা উচিত। আমাদের মতে সকল শিক্ষাবোর্ডে ও বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজ নিজ পরীক্ষার মান উন্নয়নের ব্যবস্থা করা উচিত।[১]

---

১ বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট (কুদরাত-এ- খুদা কমিশন) ১৯৭৪, পৃষ্ঠা ১৬৩-১৭২

www.pathagar.com

১৯৭৮ সালের শিক্ষাক্রম প্রণয়ন কমিটির পরীক্ষা বিষয়ে অভিমত

বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্য প্রণয়ন কমিটি ১৯৭৮ সালে তাদের প্রতিবেদনে মাধ্যমিক পরীক্ষা ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা উন্নয়ন ও সংস্কারের উপর গুরুত্ব দিয়ে কতকগুলো সুপারিশ পেশ করেছিল। ছাত্রদের মেধা যাচাই ও মূল্যায়নে তাদের সুপারিশগুলি ছিল গুরুত্বপূর্ণ :

১. শিক্ষার্থীর অর্জিত জ্ঞান ও জ্ঞানের উপলব্ধির মূল্যায়ন।

২. যথোপযুক্ত অভিজ্ঞতা, যথাযথ জ্ঞান ও বিশুদ্ধ ধারণা লাভের ক্ষেত্রে যে ত্রুটি রয়েছে তার কারণ নির্ণয় করা ও সংশোধনমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা।

৩. শিক্ষার্থীর ভাবাবেগ, প্রবণতা, বুদ্ধিমত্তা, ব্যক্তিত্ব ইত্যাদির মূল্যায়ন।

৪. শিক্ষার্থীর মনোভাব বা দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের মূল্যায়ন।

৫. শিক্ষার্থীর কর্মকুশলতা ও প্রায়োগিক দক্ষতার মূল্যায়ন।

৬. সমগ্র দেশের বা একটি অঞ্চলের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহের শিক্ষার্থীদের কৃতিত্বের মানের সঙ্গে তুলনামূলকভাবে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এবং একজন শিক্ষার্থীর মান যাচাই করা।

৭. অভ্যন্তরীণ মূল্যায়ন পদ্ধতির উন্নয়ন সাধন করা।

৮. শিক্ষকগণের দায়িত্ব কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন হতে সহায়তা করা এবং প্রয়োজনবোধে শিক্ষাদানপদ্ধতির পরিবর্তন ও পুনর্বিন্যাস করা।

৯. শিক্ষার্থীর কৃতিত্বের মান নির্ধারণের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মানও নির্ধারণ করা এবং দুর্বল শিক্ষার্থী ও দুর্বল প্রতিষ্ঠানগুলোকে উন্নত করার প্রচেষ্টা চালানো।

১০. শিক্ষা ও মূল্যায়ন পদ্ধতির প্রতি জনগণের আগ্রহ ও আস্থা সৃষ্টি করা।[১]

১৯৭৯ সালের অন্তর্বর্তীকালীন শিক্ষানীতির পরীক্ষা ও মূল্যায়ন পদ্ধতি

বাংলাদেশের সামরিক শাসক জেনারেল জিয়াউর রহমান ও জেনারেল এরশাদের আমলে তিনটি শিক্ষা কমিশন বা শিক্ষানীতিমালা প্রণয়ন কমিটি

---

১ মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা সংস্কার ও উন্নয়ন সম্পর্কে বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন কমিটির প্রতিবেদনে উল্লিখিত অভিমত, ১৯৭৮

www.pathagar.com

গঠন করা হয়। এর মধ্যে জেনারেল জিয়াউর রহমানের সামরিক সরকারে যোগদানকারী শিক্ষামন্ত্রী কাজী জাফর আহমদের উদ্যোগে গঠিত শিক্ষা কমিশন ১৯৭৯ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি তাদের প্রতিবেদন প্রদান করেন। ১৯৭৮ সালের ৫ আগস্ট শিক্ষামন্ত্রী কাজী জাফর আহমদকেই সভাপতি করে শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি গঠিত হয়েছিল। ১৯৭৮ সালের ১৬ আগস্ট জেনারেল জিয়াউর রহমান কমিটির কার্যক্রম উদ্বোধন করেন। এই প্রতিবেদনে অনেক কিছুই ইতঃপূর্বেকার কুদরাত-এ-খুদার শিক্ষা কমিশনের সুপারিশমালারই পুনরাবৃত্তি করা হয়। যেখানে কমিশন মনে করেছে তাদের কিছু স্বকীয়তা থাকা দরকার সেখানে এমন ধাঁচের কথা অনেক সময়ই বলা হয়েছে,

> ... পরীক্ষা পদ্ধতির ... উদ্দেশ্যগুলির নিম্নরূপ হবে ...
>
> ... (ছ) পরীক্ষার ফলাফলের সার্টিফিকেট প্রদান করা।[১]

বলাই বাহুল্য, পরীক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য অবশ্যই সনদপত্র প্রদান করা, কিন্তু শিক্ষা ও পরীক্ষানীতি সংস্কারে কমিশন গঠন করে এমন বাক্যের পুনরাবৃত্তি অনাকাঙ্ক্ষিত। এই শিক্ষা কমিশন, বলা চলে, কুদরাত-এ-খুদা কমিশনের পরীক্ষা সংস্কার নীতিমালার অনেক কিছুই গ্রহণ করে।

যেমন,

১. বছরে বার্ষিক পরীক্ষাসহ তিনটি পরীক্ষার ব্যবস্থা করা

২. স্কুলের কমপক্ষে ১০% শিক্ষার্থীকে বৃত্তি পরীক্ষায় অংশ নিতে হবে

৩. বহিঃপরীক্ষা ও অভ্যন্তরীণ[২] পরীক্ষাকে সমন্বিত প্রয়োগ করতে হবে।[৩] ইত্যাদি।

তবে ১৯৭৯ সালের শিক্ষা কমিশনে নতুন কিছু বিষয় উল্লিখিত হয়েছে। যেমন,

১. একটি কেন্দ্রীয় কমিটি সকল প্রশ্নমালার বই সরবরাহ করবে

২. পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার এক মাসের মধ্যে পরীক্ষার ফল প্রকাশ করতে হবে

৩. বাংলা ও অংকসহ যে-কোনো পাঁচটি বিষয়ে যোগ্যতাসূচক নম্বর লাভ করতে হবে

---

১ অন্তর্বর্তীকালীন শিক্ষানীতি, জাতীয় শিক্ষা উপদেষ্টা পরিষদের সুপারিশ, ৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৯, পৃষ্ঠা ৪১

২ কুদরাত-এ- খুদা কমিশনের প্রতিবেদনে এই অভ্যন্তরীণ পরীক্ষাকে 'অন্তঃপরীক্ষা' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে শুধু শব্দগত পার্থক্য রয়েছে

৩ অন্তর্বর্তীকালীন শিক্ষানীতি, পূর্বোক্ত, ১৯৭৯, পৃষ্ঠা ৪১-৪৪

www.pathagar.com

৪. ডিভিশনের স্থলে পরীক্ষার ফলাফল শতাংশ মানে প্রকাশ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।[১] ইত্যাদি।

নিচে ১৯৭৯ সালের শিক্ষা কমিশন প্রতিবেদনের 'পরীক্ষা ও মূল্যায়ন' শীর্ষক অধ্যায় উদ্ধৃত হলো :

পরীক্ষা ও মূল্যায়ন

১. শিক্ষা লাভের ফলশ্রুতিস্বরূপ শিক্ষার্থীর সার্বিক অগ্রগতির বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে একটি স্পষ্ট ধারণা লাভই পরীক্ষা পদ্ধতির উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যগুলো নিম্নরূপ হবে :

(ক) শিক্ষার্থীর অর্জিত জ্ঞান ও জ্ঞানের উপলব্ধি মূল্যায়ন।

(খ) যথোপযুক্ত অভিজ্ঞতা, যথাযথ জ্ঞান ও বিশুদ্ধ ধারণা লাভের ক্ষেত্রে যে ত্রুটি রয়েছে তার কারণ নির্ণয় করা এবং সংশোধনমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা।

(গ) শিক্ষার্থীর ভাবাবেগ, প্রবণতা, বুদ্ধিমত্তা, ব্যক্তিত্ব, কর্মকুশলতা, প্রয়োগিক দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের মূল্যায়ন।

(ঘ) সমগ্র দেশের বা একটি অঞ্চলের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের কৃতিত্বের মানের সঙ্গে তুলনামূলকভাবে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এবং শিক্ষার্থীর মান যাচাই করা।

(ঙ) স্কুলের শিক্ষকগণের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন হতে সহায়তা করা এবং প্রয়োজনবোধে শিক্ষাদান পদ্ধতির পরিবর্তন ও পুনর্বিন্যাস করা।

(চ) শিক্ষার্থীর কৃতিত্বের মান নির্ধারণের সঙ্গে সঙ্গে স্কুলের স্কুলের মানও নির্ধারণ করা এবং দুর্বল শিক্ষার্থী ও নিম্নমানের স্কুলগুলোকে উন্নত করার প্রচেষ্টা চালানো।

(ছ) পরীক্ষার ফলাফলের সার্টিফিকেট প্রদান করা।

২. পরীক্ষা পদ্ধতির মাধ্যমে যাতে প্রতিটি শিক্ষার্থীর সার্বিক গুণাবলীর ক্রমবিকাশ মূল্যায়িত হয় এবং উক্ত তথ্য ব্যবহার করে শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে তার ব্যক্তিত্বের সার্থক ও সুষ্ঠু বিকাশ ঘটে সেজন্য পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান করতে হবে এবং সে বিষয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সুষ্ঠু ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৩. পরীক্ষা ও মূল্যায়ন পদ্ধতির উৎকর্ষ বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার সহায়তায় পরীক্ষা নিরীক্ষা ও গবেষণা

---

১ অন্তর্বর্তীকালীন শিক্ষানীতি, প্রাগুক্ত, ৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৯, পৃষ্ঠা ৪৩-৪৪

www.pathagar.com

চালাতে হবে এবং প্রয়োজনবোধে নতুন গবেষণা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে হবে।

৪. শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে ক্রমশ বহির্পরীক্ষার ক্ষেত্রে গুরুত্ব কমিয়ে আনতে হবে এবং বহির্পরীক্ষা ও অভ্যন্তরীণ পরীক্ষা সমন্বিত প্রয়োগের মাধ্যমে মূল্যায়ন পদ্ধতিকে শিক্ষার উৎকর্ষ বৃদ্ধির সহায়ক করে তুলতে হবে। বহির্পরীক্ষায় অশগ্রহণের যোগ্যতা অর্জন করতে হলে শিক্ষার্থী অবশ্যই বাধ্যতামূলক বিষয়ে অভ্যন্তরীণ পরীক্ষায় পাশ করবে। মৌখিক পরীক্ষা ব্যবহারিক পরীক্ষা, শিক্ষার্থীর আচার-আচরণ, কর্ম অভিজ্ঞতা, সেবামূলক কাজের দক্ষতা, অভ্যন্তরীণ পরীক্ষায় উল্লেখযোগ্য অংশ হবে।

৫. বহির্পরীক্ষা গ্রহণের জন্য প্রশ্নমালা প্রণয়নের মান অবশ্যই উন্নত হতে হবে। এজন্য শিক্ষাক্রম উন্নয়ন কার্যক্রমের অংশ হিসেবে একটি কেন্দ্রীয় শিক্ষাক্রম মূল্যায়ন শাখা স্থাপন করতে হবে। এ শাখা অন্যান্য একাডেমিক প্রতিষ্ঠান, যথা : শিক্ষা ও গবেষণা ইন্সটিটিউট, বাংলাদেশ শিক্ষা সম্প্রসারণ ও গবেষণা ইন্সটিটিউট, মৌলিক শিক্ষা একাডেমী, শিক্ষক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় উন্নতমানের প্রশ্নমালা তৈরি ও প্রকাশনার ব্যবস্থা করবে। উক্ত শাখা কর্তৃক পরীক্ষিত ও প্রকাশিত প্রশ্নমালা উন্নত নমুনা হিসেবে কাজ করবে। বহির্পরীক্ষায় কোনো অবস্থাতেই অপরীক্ষিত প্রশ্নমালা ব্যবহার করা চলবে না। উল্লিখিত ব্যবস্থা দেশের বিভিন্ন শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় আদর্শ মানের প্রশ্নমালা উদ্ভাবনের জন্য পরীক্ষা নিরীক্ষা করবে এবং এগুলো প্রকাশ করে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বিতরণ করার কিংবা ব্যবহার করার দায়িত্ব পালন করবে। প্রত্যেক শ্রেণীর প্রতিটি পাঠ্য বিষয়ের জন্য সম্ভাব্য প্রশ্নমালার বই শিক্ষকদের মধ্যে বিতরণ করতে হবে।

৬. বহির্পরীক্ষার প্রশ্নমালা এরূপভাবে প্রণীত হবে যেন মূল্যায়নের জন্য অযথা বেশি সময় নষ্ট না হয়। এ কারণে বস্তু-নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নমালার সাহায্যে মূল্যায়ন করার উপর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে।

৭. শিক্ষার প্রত্যেক স্তরের (প্রাথমিক, নিম্ন-মাধ্যমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ-মাধ্যমিক) শেষে একটি সমাপনী বা প্রান্তিক পরীক্ষা গ্রহণ করতে হবে এবং বিভিন্ন স্তরের সার্বিক পরীক্ষা ও মূল্যায়ন পদ্ধতি নিম্নরূপ হবে :

(ক) প্রাথমিক স্তর : প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত

www.pathagar.com

শিক্ষার্থীর মূল্যায়নে শিক্ষক বিদ্যালয় তার বছরব্যাপী লেখাপড়া শ্রেণী কক্ষে কর্মদক্ষতা, আচার-আচরণ, দৈহিক ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলী এবং ব্যক্তিত্বের অন্যান্য গুণের উপর ভিত্তি করে ক্রমপুঞ্জিত (Cumulative) পরিচয় বিবরণী পত্র সংরক্ষণ করবেন। এই ক্রমপুঞ্জিত পরিচয়পত্রের একটি নমুনা দেয়া থাকবে। প্রাথমিক স্তরে শিক্ষকগণ স্বল্প সময়ের ব্যবধানে শ্রেণী কক্ষে পরীক্ষার ব্যবস্থা করবেন। তবে বছরে বার্ষিক পরীক্ষাসহ মোট তিনটি পরীক্ষার ব্যবস্থা অবশ্যই করতে হবে। পঞ্চম শ্রেণীর শেষে প্রত্যেক স্কুলে অন্ততপক্ষে ১০% শিক্ষার্থী বাধ্যতামূলকভাবে বৃত্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবে। যে সব স্কুলে পঞ্চম শ্রেণীর শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১০ জনের কম সে-সব স্কুলে কমপক্ষে একজনকে বৃত্তি পরীক্ষার জন্য পাঠাবে। জেলা শিক্ষা কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণাধীনে প্রত্যেক ইউনিয়ন শিক্ষা কমিটি বিশেষ নির্বাচিত হাই স্কুলের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা গ্রহণ করবেন। বর্তমানে প্রচলিত বৃত্তি পরীক্ষা প্রস্তাবিত জেলা শিক্ষা কর্তৃপক্ষ সরাসরি পরিচালনা করবেন। অভ্যন্তরীণ ও বহির্পরীক্ষার ফলাফল রেকর্ড কার্ডে পাশাপাশি দেখাতে হবে। অভ্যন্তরীণ পরীক্ষার মান বহির্পরীক্ষার শেষ হওয়ার পূর্বেই যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে পৌঁছাতে হবে। প্রাথমিক স্তরের প্রান্তিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র জেলা শিক্ষা কর্তৃপক্ষ সরবরাহ ও প্রণয়ন করবেন।

(খ) **নিম্ন-মাধ্যমিক স্তর** : (১) ত্রৈমাসিক ও ষান্মাসিক পরীক্ষার মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের মূল্যায়ন বিভিন্ন স্কুল কর্তৃপক্ষ নিজেরাই করবে। প্রশ্নপত্র প্রয়োজন অনুসারে সংক্ষিপ্ত রচনাধর্মী ও নৈর্ব্যক্তিক হবে। পরবর্তী শ্রেণীতে প্রমোশনের জন্য প্রতিটি বিষয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের পাশ করতে হবে। যদি কোনো ছাত্রছাত্রী বার্ষিক পরীক্ষায় খারাপ করে বা পরীক্ষা দিতে না পারে তাহলে তার প্রমোশন ক্রমপুঞ্জিত রেকর্ডের ভিত্তিতে পুনঃপরীক্ষা না করেও দেয়া যেতে পারে।

(২) ছাত্রছাত্রীদের প্রবণতা, মূল্যবোধ, সৃজনশীলতা, ব্যক্তিত্ব, খেলাধূলা ইত্যাদি বিষয়ে যথাযথ মূল্যায়ন করে এসব প্রত্যেক স্কুলে রক্ষিত ছাত্রছাত্রীদের ব্যক্তিগত ক্রমপুঞ্জিত রেকর্ডে সন্নিবেশিত করা প্রয়োজন।

www.pathagar.com

(৩) কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে যে সকল প্রশ্নমালার বই সরবরাহ করা হবে তার নমুনার ভিত্তিতে প্রত্যেক স্কুল বাৎসরিক পরীক্ষার জন্য প্রশ্নমালা তৈরি করবে। প্রত্যেক স্কুল পরীক্ষা পরিচালনার জন্য প্রধান শিক্ষকের নেতৃত্বে গঠিত কমিটি স্কুলের পরীক্ষার সর্বপ্রকার নিয়ম শৃঙ্খলা বজায় রাখার দায়িত্বে থাকবেন। এই কমিটি জেলা শিক্ষা কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে প্রশ্নপত্র এনে জেলা কমিটি কর্তৃক পূর্ব নির্ধারিত সময়ে পরীক্ষা নেয়ার বন্দোবস্ত করবেন।

(৪) অষ্টম শ্রেণীর শেষে বাধ্যতামূলকভাবে প্রত্যেক স্কুলের অন্ততপক্ষে শতকরা বিশজন শিক্ষার্থীর জন্য বৃত্তি পরীক্ষা উন্নতমানের প্রশ্নমালার সাহায্যে গৃহীত হবে। যে সকল শিক্ষার্থী বৃত্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করার জন্য নির্বাচিত হবে তাদের মৌখিক ও ব্যবহারিক পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা থাকতে হবে। মৌখিক ও ব্যবহারিক পরীক্ষার জন্যও পরীক্ষিত প্রশ্নমালা ব্যবহার করতে হবে এবং নির্দিষ্ট নম্বর প্রদানের পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে।

(গ) **মাধ্যমিক স্তর :** (১) এই স্তরেও প্রাথমিক স্তরের ন্যায় শিক্ষার্থীর ক্রমপুঞ্জিত পরিচয়পত্র সংরক্ষণ করতে হবে। এখানেও বার্ষিক পরীক্ষাসহ মোট তিনটি পরীক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

(২) শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন পরীক্ষায় অংশগ্রহণ ও ফলাফলের রেকর্ড থাকবে।

(৩) আদর্শ মানের প্রশ্নমালা বিভিন্ন স্কুলে পাঠাতে হবে এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো এ সকল প্রশ্নমালার ভিত্তিতে শিক্ষার্থীদের পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত করবে। এ সকল প্রশ্নমালার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষকগণও অনুরূপ প্রশ্নমালা তৈরি করে শ্রেণীতে প্রয়োগ করবেন।

(৪) মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের অভ্যন্তরীণ মূল্যায়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে।

(৫) উন্নত প্রশ্নমালার সাহায্যে এ স্তরের যথাযথ নিয়মে পরীক্ষা গৃহীত হবে, তবে ফল প্রকাশের ক্ষেত্রে গতানুগতিক পদ্ধতি পরিবর্তন করতে হবে। পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার এক মাসের মধ্যে পরীক্ষার ফল প্রকাশ করতে হবে।

www.pathagar.com

(৬) প্রধানত নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নমালার মাধ্যমে পরীক্ষা ও মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিচালিত হবে। তবে বিষয়ের চাহিদা অনুযায়ী রচনামূলক ছোটবড় প্রশ্ন করা যাবে।

(৭) এ ধরনের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের সকল বিষয়েই বহির্পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে, তবে কমপক্ষে বাংলা ও অঙ্কসহ মোট যে কোনো পাঁচটি বিষয়ে যোগ্যতাসূচক নম্বর লাভ করতে হবে।

(৮) বাংলা ও গণিতসহ যে-কোনো পাঁচটি বিষয়ের সর্বোচ্চ নম্বর যোগ করে বৃত্তি প্রদানের জন্য শিক্ষার্থী নির্বাচন করা যাবে।

(ঘ) **উচ্চ-মাধ্যমিক স্তর** : (১) দশম শ্রেণীর ন্যায় দ্বাদশ শ্রেণীর শেষেও বহির্পরীক্ষা গৃহীত হবে এবং সে অনুযায়ী ফল প্রকাশ করা হবে।

(২) বিষয় ও প্রকৃতির উপর নির্ভর করে এই স্তরের নৈর্ব্যক্তিক বা রচনামূলক প্রশ্নমালা প্রণীত হবে।

(৩) উচ্চ শিক্ষায় ভর্তি অথবা চাকরির জন্য প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান নিজ নিজ প্রয়োজন ও মান নির্ধারণ করবে এবং সে অনুযায়ী শিক্ষার্থী ও প্রার্থী বাছাই করবে।

(৪) বহির্পরীক্ষায় ফল প্রকাশের সার্টিফিকেটে অভ্যন্তরীণ এবং বহিঃপরীক্ষার নম্বরসমূহের উল্লেখ থাকবে এবং কৃতকার্যতা ডিভিশন দিয়ে চিহ্নিত করা হবে। ভবিষ্যতে ডিভিশনের স্থলে পরীক্ষার ফলাফল শতাংশ মানে প্রকাশ করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

(ঙ) **উচ্চ শিক্ষা** : উচ্চ শিক্ষায় মূল্যায়ন কোর্স সিস্টেমে করতে হবে।[১]

পরীক্ষা সংক্রান্ত ১৯৮০ সালের ৪২ নম্বর আইন

সত্তর দশকের মাঝামাঝি থেকে আশির দশক পুরোটাই বাংলাদেশে সামরিক শাসকদের দ্বারা পরিচালিত হয়। সামরিক শাসকদের বিরুদ্ধে ছাত্র বিক্ষোভ ছিল অনিবার্য ঘটনা। পাকিস্তান আমল থেকে বাংলাদেশের নব্বই দশকের শুরু

১ অন্তর্বর্তীকালীন শিক্ষানীতি : জাতীয় শিক্ষা উপদেষ্টা পরিষদের সুপারিশ, ৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৯, পৃষ্ঠা ৪১-৪৪

www.pathagar.com

পর্যন্ত ছাত্ররা বরাবরই ছিলো সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলনে আপোসহীন শক্তি। ফলে সামরিক শাসকরা ছাত্রদের নৈতিক চরিত্র অধঃপতনের জন্যে নানা রকম ষড়যন্ত্র শুরু করে। এর মধ্যে অন্যতম ছিলো পরীক্ষা হলে ছাত্রদের অসদুপায় অবলম্বনে অবাধ সুযোগ প্রদান। পরীক্ষার হলে দুর্নীতিবাজ ছাত্রদের ছাড় দেওয়ার প্রচেষ্টা থেকেও শাসক মহল অপেক্ষাকৃত নমনীয় মনোভাব প্রদর্শন শুরু করে।

ফলে সারা দেশে আশির দশকের শুরুতে দেখা যায় পরীক্ষায় দুর্নীতি অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে গেছে। এর মধ্যে ভুয়া পরীক্ষার্থীর প্রকোপ, প্রশ্নপত্র ফাঁস, টেবুলেশন শীটে নম্বর জালিয়াতি, ভুয়া নম্বরপত্র, সনদপত্র ছাপানো ইত্যাদি ঘটনা দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে। এই প্রেক্ষাপটে সরকার ১৯৮০ সালে পাবলিক পরীক্ষা সংক্রান্ত নতুন আইন প্রণয়ন করে জাতীয় সংসদ থেকে পাশ করে নেয়। এতে পরীক্ষার্থীসহ বোর্ড-বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বিনা পরোয়ানায় গ্রেফতার থেকে কারাদণ্ডের ব্যবস্থা রাখা হয়।

নিম্নে এই আইনের বিস্তারিত উল্লিখিত দিকগুলো হলো :

> পাবলিক পরীক্ষা সংক্রান্ত অপরাধের জন্য শাস্তির বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়, সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হলো :
>
> **১। সংক্ষিপ্ত শিরোনামা**
>
> এই আইন পাবলিক পরীক্ষাসমূহ (অপরাধ) আইন, ১৯৮০ নামে অভিহিত হইবে।
>
> **২। সংজ্ঞা**
>
> বিষয় যা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোনো কিছু না থাকিলে, এই আইনে—
>
> (ক) 'বোর্ড' অর্থ যে-কোনো ধরনের শিক্ষার সংগঠন, নিয়ন্ত্রণ, তদারক, নিয়মন বা উন্নয়নের জন্য আপাতত বলবৎ কোনো আইনের ধারা বা আইনের অধীনে প্রতিষ্ঠিত বা গঠিত বোর্ড, সংস্থা, কর্তৃপক্ষ বা প্রতিষ্ঠান, তাহা যে নামেই অভিহিত হোক না কেন;
>
> (খ) 'পরীক্ষার হল' অর্থ এমন একটি স্থান বা প্রাঙ্গণ যেখানে পাবলিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়;
>
> (গ) 'পরীক্ষার্থী' অর্থ কোনো ব্যক্তি যাহার নামে বিশ্ববিদ্যালয় বা বোর্ড কোনো পাবলিক পরীক্ষায় প্রবেশের জন্য লিখিত অধিকার, তা যে নামেই অভিহিত হউক না কেন, প্রদান করিয়াছেন;

www.pathagar.com

(ঘ) 'পাবলিক পরীক্ষা' অর্থ কোনো বিশ্ববিদ্যালয় বা বোর্ড কর্তৃক অনুষ্ঠিত, পরিচালিত, নিয়ন্ত্রিত কিংবা সংগঠিত হয় বা হইতে পারে এইরূপ কোনো পরীক্ষা;

(ঙ) 'বিশ্ববিদ্যালয়' অর্থ আপাততঃ বলবৎ কোনো আইন দ্বারা বা আইনের অধীনে স্থাপিত কোনো বিশ্ববিদ্যালয়।

৩। **পাবলিক পরীক্ষায় ভুয়া পরিচয় দান**

(ক) যিনি পরীক্ষার্থী না হওয়া সত্ত্বেও নিজেকে পরীক্ষার্থী হিসেবে জাহির করিয়া বা পরীক্ষার্থী বলিয়া ভান করিয়া কোনো পাবলিক পরীক্ষার সময় পরীক্ষার হলে প্রবেশ করেন; অথবা

(খ) যিনি অন্য কোনো ব্যক্তির নামে বা কোন কল্পিত নামে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন, তিনি দুই বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড কিংবা অর্থ দণ্ড অথবা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

৪। **পাবলিক পরীক্ষা শুরু হইবার পূর্বে পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের প্রকাশনা বা বিতরণ**

যিনি কোনো পাবলিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হইবার পূর্বে

(ক) এইরূপ পরীক্ষার জন্য প্রণীত কোনো প্রশ্ন সংবলিত কোনো কাগজ, অথবা

(খ) এইরূপ পরীক্ষার জন্য প্রণীত হইয়াছে বলিয়া মিথ্যা ধারণাদায়ক কোনো প্রশ্ন সংবলিত কোনো কাগজ, কিংবা এরূপ পরীক্ষার জন্য প্রণীত প্রশ্নের সহিত হুবহু মিল রহিয়াছে বলিয়া বিবেচিত হইবার অভিপ্রায়ে লিখিত কোনো প্রশ্ন সংবলিত কোনো কাগজ; যে-কোনো উপায়ে ফাঁস, প্রকাশ বা বিতরণ করেন, তিনি চার বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড কিংবা অর্থ দণ্ড অথবা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

৫। **নম্বর ইত্যাদি বদল অথবা গ্রুপ পরিবর্তন**

যিনি আইনানুগ কর্তৃত্ব ছাড়া যে কোনো প্রকারে কোনো পাবলিক পরীক্ষা সংক্রান্ত কোনো নম্বর, মার্কশীট, টেবুলেশন শীট, সার্টিফিকেট, ডিপ্লোমা অথবা ডিগ্রির বদল অথবা গ্রুপ পরিবর্তন করেন, তিনি চার বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড কিংবা অর্থদণ্ড অথবা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

www.pathagar.com

৬। **ভুয়া মার্কশীট, সার্টিফিকেট, ডিপ্লোমা অথবা ডিগ্রি ইত্যাদি তৈয়ারীকরণ**

যিনি কোনো পাবলিক পরীক্ষা সংক্রান্ত মার্কশীট, সার্টিফিকেট, ডিপ্লোমা অথবা ডিগ্রি যাহা তিনি মিথ্যা বলিয়া জানেন অথবা উহা জারি করার কর্তৃত্বসম্পন্ন কোনো বিশ্ববিদ্যালয় বা বোর্ড কর্তৃক জারিকৃত হয় নাই বলিয়া তিনি জ্ঞাত আছেন, তৈয়ারি করেন, ছাপান, বিতরণ করেন অথবা ব্যবহার করেন অথবা আইনসম্মত অযুহাত ছাড়াই নিজের দখলে রাখেন তিনি চার বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড কিংবা অর্থ দণ্ড অথবা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

৭। **মার্কশীট, সার্টিফিকেট, ডিপ্লোমা অথবা ডিগ্রির অপূরণকৃত ফরম দখলে রাখা**

যিনি আইনসম্মত অযুহাত ছাড়াই কোন পাবলিক পরীক্ষা সংক্রান্ত মার্কশীট, সার্টিফিকেট, ডিপ্লোমা অথবা ডিগ্রির অপূরণকৃত ফরম কোনো বিশ্ববিদ্যালয় বা বোর্ড কর্তৃক বিশ্ববিদ্যালয় বা বোর্ডের কর্তৃত্বাধীনে তাহাকে প্রদান বা অর্পণ করা হয় নাই, নিজের দখলে রাখেন, তিনি দুই বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড কিংবা অর্থদণ্ড অথবা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

৮। **উত্তরপত্র প্রতিস্থাপন উহাতে সংযোজন**

যিনি কোনো পাবলিক পরীক্ষা সংক্রান্ত কোনো উত্তরপত্র অথবা উহার অংশ বিশেষের পরিবর্তে অন্য কোনো একটি উত্তরপত্র বা উহার অংশ বিশেষ প্রতিস্থাপন করেন অথবা পরীক্ষা চলাকালীন সময়ে পরীক্ষার হলে পরীক্ষার্থী কর্তৃক লিখিত হয় নাই এরূপ উত্তর সংবলিত অতিরিক্ত পৃষ্ঠা কোনো উত্তর পত্রের সহিত সংযোজিত করেন, তিনি দুই বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড কিংবা অর্থ দণ্ড অথবা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

৯। **পরীক্ষার্থীদেরকে সহায়তা করা**

যিনি কোনো পরীক্ষার্থীকে—

ক) কোনো লিখিত উত্তর অথবা কোনো বই বা লিখিত কাগজ অথবা উহার কোনো পৃষ্ঠা কিংবা উহা হইতে কোনো উদ্ধৃতি পরীক্ষার হলে সরবরাহ করিয়া, অথবা

খ) মৌখিকভাবে বা কোনো যান্ত্রিক উপায়ে কোনো প্রশ্নের উত্তর লিখিবার জন্য বলিয়া দিয়া সহায়তা করেন,

www.pathagar.com

তিনি দুই বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড কিংবা অর্থ দণ্ড অথবা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

১০। অননুমোদিত ব্যক্তি কর্তৃক পাবলিক পরীক্ষা পরিচালনা অথবা পরীক্ষার উত্তরপত্র পরীক্ষা করা

যিনি কোনো বিশ্ববিদ্যালয় বা বোর্ড কর্তৃক নিযুক্তি বা ক্ষমতা প্রদত্ত না হওয়া সত্ত্বেও কোনো পরীক্ষা হলে কোনো পাবলিক পরীক্ষা পরিচালনা করেন অথবা কোনো পাবলিক পরীক্ষা সংক্রান্ত কোনো উত্তরপত্র পরীক্ষা করেন, অথবা যিনি অন্য ব্যক্তির পরিচয়ে কিংবা কল্পিত নামে পরীক্ষার হলে পাবলিক পরীক্ষা পরিচালনা করেন, অথবা পাবলিক পরীক্ষার উত্তরপত্র পরীক্ষা করেন, তিনি দুই বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড কিংবা অর্থদণ্ড অথবা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

১১। পাবলিক পরীক্ষায় বাধাদান

যিনি কোনো প্রকারের ইচ্ছাকৃতভাবে

ক) কোনো ব্যক্তিকে কোনো পাবলিক পরীক্ষা সংক্রান্ত তাহার দায়িত্ব পালনে বাধা প্রদান করেন, অথবা

খ) পাবলিক পরীক্ষা অনুষ্ঠানে বাধাদান করেন অথবা

গ) কোনো পরীক্ষার হলে গোলযোগ সৃষ্টি করেন, তিনি এক বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড কিংবা অর্থদণ্ড অথবা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

১২। বিশ্ববিদ্যালয় বা বোর্ডের অফিসার কিংবা কর্মচারীগণকৃত অপরাধ

যিনি বিশ্ববিদ্যালয় বা বোর্ডের কোনো অফিসার কিংবা কর্মচারী হইয়াও অথবা পাবলিক পরীক্ষা সংক্রান্ত কোনো কর্তব্য ও দায়িত্বপ্রাপ্ত হইয়াও এই আইনের অধীনে কোনো অপরাধ করেন, তিনি পাঁচ বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড কিংবা অর্থদণ্ড অথবা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

১৩। এ আইনের অধীনে অপরাধকরণে সহায়তা ও প্রচেষ্টা

যিনি এই আইনের কোনো অপরাধকরণে সহায়তা করেন কিংবা প্রচেষ্টা চালান তিনি এ অপরাধের জন্য ব্যবস্থিত দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

১৪। পদ্ধতি

১৮৯৮ সনের ফৌজদারি কার্যবিধি (১৮৯৮ সনের ৫নং আইন)-এ যাহা বলা হইয়াছে তাহা সত্ত্বেও—

www.pathagar.com

ক) এই আইনের অধীনে অপরাধ বিনা পরোয়ানা গ্রেফতারযোগ্য অপরাধ হইবে :

খ) কোনো মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট বা প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট-এর আদালত ব্যতীত অন্য কোনো আদালত এ আইনের অধীন কোনো অপরাধের কোনো বিচার করিবেন না।

গ) কোনো আদালত এই আইনের অধীন কোনো অপরাধের বিচারকালে উক্ত বিধিতে সমন মামলার সংক্ষিপ্ত বিচারের জন্য বিধৃত পদ্ধতি অনুসারে অপরাধটি সংক্ষিপ্তভাবে বিচার করিবেন।

ঘ) কোনো আদালত, উক্ত বিধির অধীন উহার ক্ষমতা অতিরিক্ত হইলেও, এই আইনের অধীন যে কোনো দণ্ডাদেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

১৫। রহিতকরণ ও হেফাজত

১) ১৯৮০ সনের পাবলিক পরীক্ষা (অপরাধ) অধ্যাদেশ (১৯৮০ সনের ৬নং অধ্যাদেশ) এতদ্বারা রহিত করা হইল।

২) এইরূপ রহিতকরণ সত্ত্বেও উক্ত অধ্যাদেশের অধীনে কৃত কোনো কিছু অথবা গৃহীত কোনো ব্যবস্থা এই আইনের অনুরূপ বিধানের অধীনে কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।[১]

১৯৮২ সালের টাস্কফোর্সের প্রতিবেদনে পরীক্ষার পন্থা যাচাই

শিক্ষা মন্ত্রণালয় ১৯৮২ সালের ২০ জুলাই মাধ্যমিক পরীক্ষার সংস্কার আইনে যে টাস্কফোর্স গঠন করেছিল, সেই টাস্কফোর্স তাদের প্রতিবেদনে পরীক্ষা পদ্ধতির বিভিন্ন পথ ও মত যাচাই করে দেখে। তারা যে সমস্ত বিষয়ে মতামত সংগ্রহ করে মূল্যায়ন করে তা ছিল নিম্নরূপ :

১. পরীক্ষা পদ্ধতি সংস্কার উপায় ও পথ

২. ছাত্রদের জ্ঞান ও বিদ্যা অর্জন প্রবণতা এবং বাচনিক যুক্তি পরিমাপ করতে নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষার সম্ভাবনা।

পরে এই নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষার বিস্তারিত পরিকল্পনা প্রণয়নে আলাদা টাস্কফোর্স গঠিত হয়েছিল এবং তা বাস্তবায়ন করতে গিয়ে পরীক্ষা ব্যবস্থায় বিপর্যয়ই ডেকে আনে।

---

১ তৎকালীন শিক্ষা সচিব কাজী জালাল আহমেদ-এর স্বাক্ষরে এই আইন গেজেট আকারে প্রকাশিত হয় ১৯৮০ সালে

www.pathagar.com

মফিজউদ্দিন শিক্ষা কমিশনের পরীক্ষা ও মূল্যায়ন

১৯৮৩ সালে জেনারেল এরশাদের সামরিক শাসনের প্রথম কিস্তির শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন প্রচেষ্টার ব্যর্থতার চার বছর পর ১৯৮৭ সালের ২৩ এপ্রিল প্রফেসর মফিজউদ্দিন আহমদকে প্রধান করে নতুন আরো একটি শিক্ষা কমিশন গঠন করা হয়। এই কমিশনের 'পরীক্ষা ও মূল্যায়ন' শীর্ষক প্রতিবেদন অন্য প্রায় সকল শিক্ষা কমিশন ও শিক্ষা কমিটি থেকে ব্যতিক্রম। কারণ মফিজউদ্দিন কমিশন ছিল অন্যান্য কমিশনের চেয়ে উদার ও স্বতন্ত্র। এই কমিশন বিভিন্ন সময়ে গঠিত অন্যান্য কমিশনের ও কমিটির অভিমতকেও ধরে ধরে আলোচনা করেছে এবং প্রয়োজনবোধে নতুন কোনো সুপারিশদানে বিরত থেকে পূর্ববর্তী ভালো অভিমতকে অকাতরে সমর্থন অথবা গ্রহণ করা হয়েছে।

মফিজউদ্দিন শিক্ষা কমিশন ১৯৮৮ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি তাদের প্রতিবেদন পেশ করে। কমিশন মনে করে : পর্যবেক্ষণ ও মৌখিক পরীক্ষা —এই দুই ব্যবস্থার সমন্বিত প্রয়োগের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর পারদর্শিতার একটা যুক্তিসঙ্গত মূল্যায়ন অনেকাংশে সম্ভব। কমিশন মন্তব্য করে, অন্তঃপরীক্ষার ফলাফলের নির্ভরযোগ্যতা সম্পর্কে জনসাধারণের মনে আস্থার অভাব রয়েছে।

কমিশন পর্যবেক্ষণ করেছে, পরীক্ষা-পাশই শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে। কমিশনের সতর্ক অভিমত এই যে, পরীক্ষা ও মূল্যায়ন ব্যবস্থার ত্রুটি যেমন সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থাকে বিপর্যস্ত ও অর্থহীন করে তুলতে পারে, তেমনি শিক্ষাদান পদ্ধতির উন্নতি না ঘটলে বিচ্ছিন্নভাবে পরীক্ষা ও মূল্যায়ন পদ্ধতির উন্নতি সাধন করা দুঃসাধ্য।

কমিশন উদ্বেগের সাথে মন্তব্য করেছে যে, বাংলাদেশে যে-কোনো পরীক্ষাই বর্তমানে প্রায় প্রহসনে পরিণত হয়েছে। এর কারণ পরীক্ষার্থীরা ব্যাপক আকারে পরীক্ষায় অসাধু উপায় অবলম্বন করছে। সংঘবদ্ধভাবে পরীক্ষায় দুর্নীতির আশ্রয় নিচ্ছে।

কমিশন তাই সারা বছর ব্যাপী শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করার প্রস্তাব তোলে। তবে কমিশন পরীক্ষায় রচনাধর্মী ও নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ব্যবহারের অনুপাত ৫০:৫০ হওয়ার সুপারিশ করে। কমিশন বলে, প্রতি বছর এতো বিপুল সংখ্যক পরীক্ষার্থীর অকৃতকার্যতা জাতীয় অপচয়।

কমিশন অবশ্য প্রশ্নপত্রের ধরনেরও সমালোচনা করে। তারা বলেন, সঠিকভাবে প্রশ্ন প্রণীত না হওয়ার দরুন পরীক্ষায় প্রায়শই বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশে বিলম্বেও কমিশন তাদের উদ্বেগ প্রকাশ করেন।

একই সাথে কমিশন ১৯৮৫ সালের পরীক্ষা উন্নয়ন কমিটির সুপারিশ সমর্থন করে বলে যে, একজন পরীক্ষার্থী যে বিষয়ে অকৃতকার্য হয়, কেবল সে বিষয়েই

www.pathagar.com

তাকে পরীক্ষা দিতে বলা উচিত, পরবর্তী বছর নতুন করে সকল বিষয়ে পরীক্ষা দেয়া সঙ্গত নয় বলে তারা মন্তব্য করেন।

নিম্নে মফিজউদ্দিন আহমদ শিক্ষা 'কমিশনের পরীক্ষা ও মূল্যায়ন' শীর্ষক প্রতিবেদনের পুরো অংশ উদ্ধৃত হলো :

শিক্ষা ব্যবস্থায় পরীক্ষার ভূমিকা

১. প্রাচীন কাল থেকেই শিক্ষা ব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে পরীক্ষা পদ্ধতি যুক্ত। সেকালে সীমাবদ্ধ সহজ-সরল শিক্ষা ব্যবস্থায় অতি সহজ-সরল পরীক্ষা প্রচলিত ছিল। সে ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থায় একজন শিক্ষক স্বল্প সংখ্যক শিক্ষার্থীকে শিক্ষাদান করে, অধীত বিষয়াদিতে তাদের পারদর্শী করে তোলার দায়িত্বে নিয়োজিত থাকতেন। শিক্ষাদান, মূল্যায়ন, সনদ প্রদান ইত্যাদি সব কিছুই তিনি একা নিয়ন্ত্রণ করতেন। তাঁর সিদ্ধান্ত প্রশ্নাতীত বলেই সমাজ গ্রহণ করে নিত। দীর্ঘ দিনের সাহচর্যের ফলে তিনি শিক্ষার্থীকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণের সুযোগ পেতেন এবং প্রয়োজনবোধে কেবল মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করে অধীত বিষয়ে শিক্ষার্থীর পারদর্শিতা যাচাই করতেন, আর তার ভিত্তিতে তিনি শিক্ষার্থীকে সনদ প্রদান করতেন।

২. পর্যবেক্ষণ ও মৌখিক পরীক্ষা— এই দুই ব্যবস্থার সমন্বিত প্রয়োগের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর পারদর্শিতার একটা যুক্তিসঙ্গত মূল্যায়ন অনেকাংশে সম্ভব। কিন্তু এক ব্যক্তি-নির্ভর এ পরীক্ষা ব্যবস্থার অসুবিধাও বিদ্যমান। ব্যক্তির নিজের শিক্ষা, পরিবেশ, মূল্যবোধ, দৃষ্টিভঙ্গি, বিশেষ করে শিক্ষার্থী শিক্ষক সম্পর্ক ও সামাজিক অবস্থা পরীক্ষার ফলাফলকে বিপুলভাবে প্রভাবিত করতে পারে। শিক্ষকের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা ও ভুলত্রুটি শিক্ষার্থীর পারদর্শিতা মূল্যায়নে অন্তরায় সৃষ্টি করতে পারে। এ ব্যবস্থায় বিষয়জ্ঞানের অত্যন্ত অল্প অংশই মূল্যায়িত হতে পারে এবং প্রশ্নোত্তরের স্থায়ী রেকর্ড রাখা সম্ভব নয়।

৩. ক্রমে শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির সঙ্গে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বিপুলভাবে বাড়তে থাকে এবং ব্যক্তিকেন্দ্রিক শিক্ষার স্থলে উদ্ভূত হয় সম্প্রসারিত আনুষ্ঠানিক শিক্ষা। এক শিক্ষকের স্থান গ্রহণ করে বহু শিক্ষক-সমবায়ে সংগঠিত বৃহৎ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। জনগণ যখন বুঝতে পারল যে, শিক্ষাই হচ্ছে সামাজিক-অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও মুক্তির চাবিকাঠি, তখন শ্রেণীভিত্তিক ব্যক্তিনির্ভর শিক্ষার স্থান গ্রহণ করল বৃহত্তর সমাজভিত্তিক গণশিক্ষা।

৪. এরূপ ব্যাপক শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য পূর্বে উল্লিখিত মূল্যায়ন পদ্ধতি অত্যন্ত অনুপযোগী বলেই ভিন্নতর ব্যবস্থার প্রবর্তন করতে

www.pathagar.com

হয়। শিক্ষা সম্প্রসারণের এই স্তরেই প্রবর্তিত হয় লিখিত পরীক্ষা ব্যবস্থা। সম্প্রসারিত শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রতিষ্ঠানভিত্তিক অন্তঃপরীক্ষা ছাড়াও আন্যান্য প্রয়োজনে প্রবর্তিত হয় জাতীয়ভিত্তিক বা বিরাট অঞ্চলভিত্তিক সাধারণ বহিঃপরীক্ষা— পাবলিক এগজামিনেশন। এ ধরনের পরীক্ষায় বিপুল সংখ্যক পরীক্ষার্থীর অংশগ্রহণের ফলে এর সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত হয় স্বায়ত্তশাসিত শিক্ষা বোর্ড ও বিশ্ববিদ্যালয়। পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণের সার্বিক দায়িত্ব ন্যস্ত হয় এসব বহিঃস্থ সংস্থার উপর।

৫. আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় পরীক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্রধানত পরীক্ষার মাধ্যমেই জানা যায় শিক্ষার পূর্ব নির্ধারিত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য কী পরিমাণ অর্জিত হয়েছে। এ অর্থে পরীক্ষা হলো একটি মূল্যায়ন পদ্ধতি।

৬. শিক্ষা প্রক্রিয়াকে তিনটি স্তরে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। প্রথমটি হলো শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ দ্বিতীয়টি সেই লক্ষ্যকে বাস্তবায়িত করার জন্য বিষয়বস্তু নির্বাচন ও উপযুক্ত পদ্ধতি নির্ধারণ এবং তৃতীয়টি এ প্রচেষ্টা থেকে কী ফল পাওয়া গেলো তা বিচার করা। সবই নির্ভর করে রাষ্ট্রীয় আদর্শ, লক্ষ্য ও জীবন দর্শনে অনুপ্রাণিত শিক্ষার ব্যবস্থার উপরে। কাজেই সামগ্রিকভাবে শিক্ষা-প্রক্রিয়ার মূল্যায়নই পরীক্ষার যথার্থ ভূমিকা। এই মূল্যায়ন কেবল শিক্ষার্থীর কৃতিত্বের মূল্যায়ন নয়, শিক্ষার উদ্দেশ্যের সার্থক বাস্তবায়নে শিক্ষক ও পাঠ্যসূচিসহ সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার সাফল্যেরও মূল্যায়ন। গতানুগতিক পরীক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে পরীক্ষার এই ভূমিকাটি কেবল আংশিকভাবে সাধিত হয়। তাই বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য বিজ্ঞানসম্মত মূল্যায়ন ব্যবস্থা প্রর্বতন অপরিহার্য। শিক্ষা-দর্শন ও শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের সফল প্রচেষ্টা সুষ্ঠু ও যুক্তিনির্ভর মূল্যায়ন পদ্ধতির উপর নির্ভরশীল। শিক্ষার উপযুক্ত লক্ষ্য নির্ধারণ এবং বিষয়বস্তু ও পদ্ধতি নির্বাচনের জন্য প্রয়োজন সঠিক তথ্যের। বিজ্ঞানসম্মত মূল্যায়ন পদ্ধতির যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে শিক্ষাদর্শনবিদ ও শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানী পেয়ে থাকেন সঠিক তথ্য। আর এ তিনটি প্রক্রিয়ার সফল ও সমন্বিত প্রয়োগে উদ্ভাবিত হয় উন্নত শিক্ষা ব্যবস্থা।

৭. প্রচলিত পরীক্ষা-ব্যবস্থা বিগত দেড়শ' বছরে ধাপে ধাপে গড়ে উঠেছে। এই সময়ে পরীক্ষা সংস্কারের যে সকল প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়, তা তেমন ফলপ্রসূ হয় নি। বরং পরীক্ষার সমস্যাগুলি ক্রমে অধিকতর জটিল ও ব্যাপক রূপ পরিগ্রহ করে। এর মূল কারণ ঔপনিবেশিক আমলে যে মূল্যবোধগুলির ভিত্তিতে শিক্ষা ব্যবস্থায় পরীক্ষা প্রাধান্য লাভ করে, শিক্ষার মৌল লক্ষ্যগুলোকে নিষ্প্রভ

www.pathagar.com

করে এবং শিক্ষাকে পরীক্ষাকেন্দ্রিক করে তোলে, সে সকল মূল্যবোধ (যথা চাকরি বা উচ্চ শিক্ষার জন্য প্রবেশাধিকার) সমাজ জীবনে স্বাধীনতা উত্তরকালেও অপরিবর্তিত থেকে যায়।

৮. ফলে সহজাত ক্ষমতাগুলির সৃষ্টিশীল বিকাশের মাধ্যমে পরিপূর্ণ জীবনের জন্য প্রস্তুতি শিক্ষার এই সার্বজনীন ও জাতীয় লক্ষ্য সমাজ জীবনে এবং শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রতিফলনের জন্য যে সকল মৌলিক পরিবর্তনের দরকার সে সবের জন্য কার্যকর কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় নি। পরীক্ষা পাশই শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য থেকে যায় এবং তা এখনও আছে। উপরন্তু বৃহত্তর সমাজ জীবনে মূল্যবোধের ক্রমবর্ধমান অবক্ষয়ের প্রভাব প্রতিফলিত হয় পরীক্ষার দুর্নীতির ব্যাপক বিস্তারে।

৯. পাবলিক এগজামিনেশন বা বহিঃপরীক্ষার প্রাধান্যের আরেকটি কারণ হলো অন্তঃপরীক্ষায় ফলাফলের নির্ভরযোগ্যতা সম্পর্কে জনসাধারণের মনে আস্থার অভাব। বিভিন্ন সময়ে অন্তঃপরীক্ষার উপর গুরুত্ব প্রদানের যে চেষ্টা করা হয়েছে তা কিছু কালের মধ্যেই পরিত্যক্ত হয়। আপাতদৃষ্টিতে এ সমস্যাটি শিক্ষকের নিরপেক্ষতার সঙ্গে জড়িত হলেও বস্তুত এও একটি সামাজিক সমস্যা। এ কথা অনস্বীকার্য যে বর্তমানে সামাজিক পরিবেশ শিক্ষকের যে সামাজিক অবস্থান ও মর্যাদা নির্ধারণ করে তা শিক্ষকের দায়িত্ব পালনে বিশেষ করে ক্ষমতাধরদের চাপের মুখে সহায়ক নয়।

১০. আরো একটি কারণে শিক্ষার মূল ও সৃষ্টিমুখী লক্ষ্য আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। তা হলো বিভিন্ন পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীদের ক্রমবর্ধমান সংখ্যার সঙ্গে সঙ্গে পরীক্ষার অকৃতকার্যদের সংখ্যার উচ্চহার। এর ফলে শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও অভিভাবকদের মনে সৃষ্ট ভীতি ও আতঙ্ক বর্তমান পরীক্ষা ব্যবস্থার সমালোচনা সঞ্চার করে। তা সত্ত্বেও পরীক্ষা-পাশই শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে শ্রেণী কক্ষের শিক্ষার গুরুত্ব আরো হ্রাস পাচ্ছে এবং শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও অভিভাবকদের প্রচেষ্টা পরিচালিত হচ্ছে পরীক্ষা-পাশের জন্য বিভিন্ন কৌশল ও পদ্ধতি উদ্ভাবনে। এ প্রসঙ্গে গৃহশিক্ষক নিয়োগ ও নোট বই ব্যবহারের ক্রমবর্ধমান প্রবণতা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

পরীক্ষার উদ্দেশ্য

১১. পরীক্ষার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন (১৯৭৪), বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন কমিটি (১৯৭৮), জাতীয় শিক্ষা উপদেষ্টা পরিষদ (১৯৭৯) এবং পরীক্ষা উন্নয়ন কমিটি (১৯৮৫) সুচিন্তিত অভিমত ব্যক্ত

www.pathagar.com

করেছে। এ সকল কমিশন ও কমিটির অভিমত অত্যন্ত সুচিন্তিত বলে বর্তমান কমিশন মনে করে এবং কমিশনের মতেও পরীক্ষা গ্রহণ ও পরিচালনায় নিচে উল্লিখিত উদ্দেশ্যগুলির প্রতি দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন :

(ক) নির্ধারিত শিক্ষাক্রম অনুযায়ী শিক্ষার্থী কী পরিমাণ জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন এবং প্রয়োগ করতে সক্ষম হয়েছে, তা নির্ধারণ।

(খ) শিক্ষার্থীর ভাবাবেগ, মানসিক বিকাশের গতিধারা, প্রবণতা, বুদ্ধিমত্তা, চরিত্র, ব্যক্তিত্ব, সৃজনশীলতা, কর্মকুশলতা ও দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের মূল্যায়ন।

(গ) উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির যোগ্যতা নির্ণয়।

(ঘ) শিক্ষার্থীর জ্ঞান, ধারণা ও মূল্যবোধের ক্ষেত্রে লক্ষণীয় অসম্পূর্ণতা নির্ণয় এবং প্রয়োজনীয় সংশোধনের ব্যবস্থা গ্রহণ।

(ঙ) শিক্ষাদানের মান নির্ধারণ এবং সেই অনুযায়ী শিক্ষা ব্যবস্থার বিচার বিশ্লেষণ ও প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধন।

(চ) শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যপুস্তকের ক্রমোন্নয়নে সহায়তা দান।

(ছ) শিক্ষাদানে শিক্ষকের ভূমিকার কার্যকারিতা নিরূপণ, শিক্ষকের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন হতে সহায়তা করা এবং প্রয়োজনবোধে শিক্ষাদান পদ্ধতির পরিবর্তন ও পুনর্বিন্যাস করা।

(জ) শিক্ষার্থীর কৃতিত্বের মান নির্ধারণের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মানও নির্ধারণ করা এবং দুর্বল শিক্ষার্থী ও নিম্নমানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে উন্নত করার প্রচেষ্টা চালানো।

(ঝ) সমগ্র দেশের বা একটি অঞ্চলের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের মানের সঙ্গে তুলনামূলকভাবে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এবং শিক্ষার্থীর মান যাচাই করা।

(ঞ) শিক্ষা ও মূল্যায়ন পদ্ধতির প্রতি জনগণের আস্থা সঞ্চার।

১২. শিক্ষা ব্যবস্থায় পরীক্ষা ও মূল্যায়নের ভূমিকা বিবেচনা করলে দেখা যায় এগুলি মূলত দু'ধরনের। এক ধরনের ভূমিকা শিক্ষার্থীদের মধ্যে উৎকৃষ্ট-নিকৃষ্ট বাছাই সংক্রান্ত, অন্য ধরনের ভূমিকা শিক্ষাদান প্রক্রিয়ার মানোন্নয়নের সহায়তা সংক্রান্ত।

www.pathagar.com

১৩. পরীক্ষা ও মূল্যায়ন ব্যবস্থার ত্রুটি যেমন সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থাকে বিপর্যস্ত ও অর্থহীন করে তুলতে পারে, তেমনি শিক্ষাদান পদ্ধতির উন্নতি না ঘটলে বিচ্ছিন্নভাবে পরীক্ষা ও মূল্যায়ন পদ্ধতির উন্নতি সাধন করা দুঃসাধ্য। এজন্য শিক্ষাদানের সহায়ক ব্যবস্থাটির উন্নতি করা প্রয়োজন এবং শিক্ষকগণ যাতে শিক্ষাদানের অঙ্গরূপে উন্নত মূল্যায়ন পদ্ধতি অবলম্বন করে ক্রমাগত শিক্ষা ফলাফল যাচাই করতে পারেন এবং তার ভিত্তিতে প্রতিটি শিক্ষার্থীর কৃতিত্ব, পারদর্শিতা ও ব্যক্তিত্বের বিকাশে সহায়তা দান করতে পারেন তার ব্যবস্থা প্রয়োজন।

১৪. এই লক্ষ্যে অভ্যন্তরীণ বা শ্রেণী কক্ষের পরীক্ষায় নিম্নলিখিত দিকসমূহ যথাযথভাবে প্রতিফলিত হওয়া বাঞ্ছনীয় :

(ক) প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও উপলব্ধি অর্জন,

(খ) ভাবাবেগ, প্রবণতা, দৃষ্টিভঙ্গি ও ব্যক্তিত্বের বিকাশ এবং

(গ) কর্মকুশলতা ও প্রায়োগিক দক্ষতা।

শিক্ষার এ সকল লক্ষ্য কী পরিমাণে অর্জিত হচ্ছে তার ধারাবাহিক মূল্যায়ন শিক্ষাদান পদ্ধতির অপরিহার্য অঙ্গ। মূল্যায়নের উন্নত পদ্ধতি ব্যবহারে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের দক্ষতা বৃদ্ধি তাদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার অঙ্গ হওয়া প্রয়োজন।

১৫. পরীক্ষা পদ্ধতি উন্নয়নের একটি পূর্ব শর্ত হলো শ্রেণী কক্ষকে পাঠদানের মানে উন্নয়ন। এজন্য শিক্ষার সকল স্তরে জরুরি ভিত্তিতে নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলি গ্রহণ করা প্রয়োজন :

(ক) উপযুক্ত সংখ্যক যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগের ব্যবস্থা,

(খ) শিক্ষকদের উপযুক্ত ও নিয়মিত প্রশিক্ষণ,

(গ) শিক্ষকের আর্থিক ও সামাজিক মর্যাদার উন্নতি বিধান,

(ঘ) উপযোগী শিক্ষাক্রম, পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষার অন্যান্য উপকরণ পর্যাপ্ত পরিমাণে ও যথাসময়ে সরবরাহের ব্যবস্থা,

(ঙ) প্রয়োজনীয় শ্রেণীশিক্ষকের ব্যবসস্থা,

(চ) শ্রেণীকক্ষে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির জন্য ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে শৃঙ্খলা ও শিক্ষকদের মধ্যে দায়িত্ববোধ সঞ্চারের জন্য প্রয়োজনীয় পদকেক্ষপ গ্রহণ এবং

(ছ) শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক ঘনঘন পরিবর্তন করা থেকে বিরত থাকা।

www.pathagar.com

পরীক্ষা ক্ষেত্রে বর্তমান পরিস্থিতি

১৬. বাংলাদেশে যে-কোনো পরীক্ষাই বর্তমানে প্রায় প্রহসনে পরিণত হয়েছে। এর কারণ পরীক্ষার্থীরা ব্যাপক আকারে পরীক্ষায় অসাধু উপায় অবলম্বন করছে। পরীক্ষার্থীদের এই দুর্ভাগ্যজনক প্রবণতাকে কেউ রোধ করতে পারছে না। আগে যে পরীক্ষার্থীরা নকল একেবারে করত না তা নয়, কিন্তু তখন নকল করলেও দু-চার জন করত। এখন সংঘবদ্ধভাবে পরীক্ষায় দুর্নীতির আশ্রয় নিচ্ছে। পরীক্ষার দুর্নীতির এ ব্যাপারটি যে একটা বিরাট সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। দলবদ্ধভাবে পরীক্ষায় নকল করাকে— যাকে এখন অনেকে 'গণটোকাটুকি' বলে— প্রচলিত পরীক্ষা পদ্ধতির একটা অনিবার্য বিষফল হিসেবে সকলে স্বীকার করে নিয়েছে। এজন্য পরীক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আমাদের, বিশেষ করে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের পরিষ্কার ধারণা থাকা উচিত। পরীক্ষা শিক্ষার লক্ষ্য নয়, বরং লক্ষ্যে পৌঁছার একটা সোপান মাত্র। অতএব পরীক্ষার একটি সুষ্ঠু এবং সন্তোষজনক পদ্ধতি সম্বন্ধে বিবেচনার পূর্বে আমাদের মনে রাখতে হবে শিক্ষার মূল উদ্দেশ্যগুলি পরিমাপের জন্যই পরীক্ষা পদ্ধতির সৃষ্টি।

১৭. প্রচলিত পরীক্ষা পদ্ধতিতে পরীক্ষার ক্ষেত্রে বিভিন্ন অবৈধ কার্যকলাপ এবং দুর্নীতির অবকাশ রয়েছে। পরীক্ষা ক্ষেত্রে উত্তরপত্র পরীক্ষা এবং ফলাফল প্রক্রিয়াকরণের বিভিন্ন স্তরে অবৈধভাবে ফলাফল পরিবর্তনের ঘটনাও পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। প্রতি বছর বিভিন্ন পরীক্ষা অনুষ্ঠানের জন্য নির্বাচিত কেন্দ্রে কর্মকর্তা ও কর্মচারীসহ প্রায় লক্ষাধিক পরীক্ষক, টেবুলেটর ইত্যাদি এবং প্রায় পাঁচ হাজার অন্যান্য প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও কর্মচারী বিভিন্ন স্তরে জড়িত থাকেন। পরীক্ষা প্রশাসনে এতো বিপুল সংখ্যক ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট থাকায় পরীক্ষা কার্যের গোপনীয়তা বিঘ্নিত হচ্ছে এবং সেই সঙ্গে দুর্নীতির প্রকোপও বৃদ্ধি পাচ্ছে। পরীক্ষায় অপচয় ও দুর্নীতি সাধারণ সমালোচনার প্রধান বিষয়বস্তু।

১৮. পরীক্ষা উন্নয়ন কমিটি (১৯৮৫) যে প্রতিনিধি সভাসমূহের ব্যবস্থা করেছিল তাতে পরীক্ষায় ব্যাপক অসদুপায় অবলম্বন, গণটোকাটুকি এবং বিভিন্ন দুর্নীতির বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা ও বিশ্লেষণের পর পরীক্ষায় যে সকল দুর্নীতির কারণ চিহ্নিত করেছে কমিশন সেগুলি সম্বন্ধে ঐকমত পোষণ করে। সে আলোকে এ কমিশনের মতে কারণগুলি হচ্ছে : (১) রাজনৈতিক অস্থিরতা, (২) সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়, (৩) বিপর্যস্ত অর্থনীতি, (৪) শ্রেণী কক্ষে নিম্নমানের শিক্ষাদান, (৫) শিক্ষক, অভিভাবক ও পরীক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্যান্যদের মধ্যে অনেকের

www.pathagar.com

সততার অভাব, (৬) যত্রতত্র পরীক্ষাকেন্দ্র স্থাপন, (৭) পরীক্ষা পাশের সম্ভাবনাহীন ছাত্রছাত্রীকে পরীক্ষা দেয়ার অনুমতিদান, (৮) ব্যাপক প্রাইভেট কোচিংয়ের প্রবণতা, (৯) স্থানীয় প্রশাসনের ঔদাসীন্য বা শৈথিল্য, (১০) পরীক্ষার পদ্ধতিগত দুর্বলতা এবং (১১) পরীক্ষার দুর্বল ব্যবস্থাপনা।

১৯. শিক্ষা একটি চলমান প্রক্রিয়া, মানুষের দৈহিক ও মানসিক সর্বাঙ্গীণ বিকাশ তার লক্ষ্য। সমাজের বিবর্তনের সাথে সাথে চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন হয় এবং তার সাথে গড়ে ওঠে পরীক্ষা ব্যবস্থা। বহু যুগ থেকে আমাদের দেশে পরীক্ষা ব্যবস্থা চালু আছে। সময়ের পরিবর্তনের সাথে এ ব্যবস্থার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। ইদানীংকালেও চাহিদার সাথে সঙ্গতি রেখে এ পরীক্ষা পদ্ধতি পরিবর্তন ও সংস্কারের উদ্যোগ একাধিকবার গ্রহণ করা হয়েছে। ১৯৭৪ সালের বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন, ১৯৭৮ সালের বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন কমিটি এবং ১৯৮৫ সালের পরীক্ষা উন্নয়ন কমিটি শিক্ষা ব্যবস্থা এবং পরীক্ষা পদ্ধতির সার্বিক পর্যালোচনা করে শিক্ষা ও পরীক্ষা উন্নয়নের লক্ষ্যে নির্দিষ্ট সুপারিশ রাখে। এ সুপারিশ যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হয় নি। তবে এ সব উদ্যোগ শিক্ষা ক্ষেত্রে আমূল সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জনমনে সচেতনা বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে।

২০. বর্তমানে শিক্ষাক্ষেত্রে এক নৈরাজ্য বিরাজমান এবং এই নৈরাজ্য প্রকটভাবে পরিলক্ষিত হয় আমাদের পরীক্ষা ক্ষেত্রে। পরীক্ষা ক্ষেত্রে ত্রুটি সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থায় বিরূপ প্রভাব বিস্তার করছে। আমাদের পরীক্ষা বলতে গেলে এখনও সেই সনাতনী ব্যবস্থা— এতে প্রধানত তথ্য মুখস্থ করার উপর গুরুত্ব দেয়া হয়। পরীক্ষার্থীর সংখ্যা বহু গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে, সামাজিক চাহিদার পরিবর্তন হয়েছে, পরিবর্তন হয়েছে আমাদের মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গির। কিন্তু শিক্ষাদান এবং মেধামূল্যায়ন ব্যবস্থার বিশেষ অগ্রগতি হয় নি। ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু বেশির ভাগ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যথাযথভাবে গড়ে ওঠে নি। তারা নানাবিধ সমস্যায় জর্জরিত। আর্থিক দৈন্য, শিক্ষক-স্বল্পতা এবং সেই সাথে শিক্ষা উপকরণের অভাব শিক্ষাদানকে বিঘ্নিত করছে। তবে ইদানীংকালে যা সবচেয়ে বেশি উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে তা হলো মূল্যায়ন পদ্ধতি বা পরীক্ষা ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা। পরীক্ষা গ্রহণ ব্যবস্থা, প্রশ্নপত্রের ধরন, মূল্যায়ন পদ্ধতি, ফলাফল নির্ধারণের রীতি ইত্যাদি মেধা মূল্যায়নে ত্রুটিপূর্ণ বলে বিবেচিত হচ্ছে।

www.pathagar.com

২১. শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করা একজন বিশেষজ্ঞ বিচারকের কাজ। এ ধরনের কাজ করার জন্য শিক্ষকগণের সুযোগ-সুবিধা, মর্যাদা ও বেতন সমাজের অন্যান্য পেশার সমতুল্য হওয়া প্রয়োজন। এ কথাগুলি বলার উদ্দেশ্য হলো শিক্ষার্থীদের মূল্যায়নের দায়িত্ব অবশ্যই যথাযথ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের উপর ন্যস্ত করতে হবে। আমাদের দেশে অধুনা গণটোকাটুকির ব্যাপক প্রসারের পরও কতিপয় ভালো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা গ্রহণ সম্ভব হচ্ছে। অতএব শিক্ষার্থীদের মূল্যায়নের ব্যবস্থা করার পূর্বে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অর্থাৎ তার শিক্ষকগণের এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সুযোগ-সুবিধার মূল্যায়ন করতে হবে। এ ব্যাপারে শহরাঞ্চলের সঙ্গে গ্রামাঞ্চলের সরকারি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের, ঢাকা শহরের সঙ্গে অন্যান্য শহরের এবং ক্যাডেট কলেজগুলির সঙ্গে অন্যান্য কলেজগুলির যে বৈষম্য রয়েছে তা দূর করার জন্য সযত্ন ও সচেতন প্রয়াস প্রয়োজন।

সুপারিশ

২২. সুপারিশমালা প্রণয়নের পূর্বে বাংলাদেশে এর আগে বিভিন্ন শিক্ষা কমিশন ও কমিটি কর্তৃক পেশকৃত পরীক্ষা ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত রিপোর্টসমূহ কমিশন বিস্তারিতভাবে আলোচনা ও পর্যালোচনা করেছে। পরীক্ষা ও মূল্যায়ন সম্পর্কে বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন (১৯৭৪) এবং বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন কমিটি (১৯৭৮) সুচিন্তিত অভিমত ব্যক্ত করেছে। বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন কমিটি রিপোর্টে (১৯৭৮) মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা সংস্কার ও উন্নয়নের প্রসঙ্গে বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশনের (১৯৭৪) সুপারিশমালার ভিত্তিতে একটি কর্মসূচি দেয়া হয় এবং জরুরি ভিত্তিতে ব্যবস্থা গ্রহণ করে অবিলম্বে এ দুটি পরীক্ষার সংস্কার সাধন করতে তাগিদ দেয়া হয়। জাতীয় শিক্ষা উপদেষ্টা পরিষদ তাদের 'অন্তর্বর্তীকালীন শিক্ষা নীতি' রিপোর্টেও (১৯৭৯) পরীক্ষা ও মূল্যায়ন বিষয়ে স্পষ্ট ও গ্রহণযোগ্য বক্তব্য রেখেছে। ১৯৮২ সালের ২০ জুলাই শিক্ষা মন্ত্রণালয় মাধ্যমিক স্তরের পরীক্ষা সংস্কারকল্পে একটি টাস্কফোর্স গঠন করে। পরীক্ষা সংস্কারের উপায় ও পন্থা উদ্ভাবন, বিশেষ করে ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষালব্ধ জ্ঞান, বিদ্যার্জন প্রবণতা ও বাচনিক যুক্তি পরিমাপ করার জন্য আদর্শায়িত নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষা তৈরির জন্য এ টাস্কফোর্স গঠন করা হয়। এ বিষয়ে টাস্কফোর্স শিক্ষা বোর্ডগুলির সহায়তায় যথারীতি গবেষণা চালায়। স্কুলের বিষয়-শিক্ষক, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে কার্যরত বিষয় বিশেষজ্ঞ, শিক্ষা মনোবিজ্ঞানী পরিমাপ বিশেষজ্ঞ এবং প্রশিক্ষণ বিশেষজ্ঞবর্গের সহযোগিতায়

www.pathagar.com

মাধ্যমিক স্তরের উপযোগী দু'টি অভীক্ষাপুঞ্জ প্রস্তুত করা হয় এবং দেশের সব অঞ্চলের প্রতিনিধিত্বশীল দু'টি বিপুল নমুনার উপর প্রয়োগ করে এ দু'টি অভীক্ষাপুঞ্জ আদর্শায়িত করা হয়।

২৩. ১৯৭০ সালে তৎকালীন কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয় পরীক্ষা ব্যবস্থায় সংস্কারের জন্য যে পরীক্ষা সংস্কার কমিটি নিযুক্ত করেন তার রিপোর্টেও পরীক্ষা ও মূল্যায়ন বিষয়ে সুচিন্তিত অভিমত রাখা হয়েছে। সাবেক পাকিস্তান সরকারের শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টও (১৯৫৯) এ প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য।

২৪. উপরোক্ত রিপোর্টসমূহ বিস্তারিত আলোচনা ও পর্যালোচনা ছাড়া আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের পরীক্ষা পদ্ধতিও আলোচনা ও পর্যালোচনা করা হয়েছে। এ ব্যাপারে পরীক্ষা উন্নয়ন কমিটির রিপোর্ট (১৯৮৫) যথেষ্ট সহায়ক হয়েছে।

২৫. উপরের বিশ্লেষণ ও জনমত যাচাইয়ের প্রেক্ষিতে এবং বর্তমান সামাজিক প্রেক্ষাপট সামনে রেখে শিক্ষার প্রত্যেক স্তরের পরীক্ষা ও মূল্যায়ন পদ্ধতির ব্যাপারে এই কমিশনের সুচিন্তিত অভিমত ও সুপারিশ নিচে লিপিবদ্ধ করা হলো :

প্রাথমিক স্তর

২৬. শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রাথমিক শিক্ষা অপরিসীম গুরুত্ব বহন করে। একটি দেশের অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির সংখ্যা তথা শিক্ষাহার মূলত প্রাথমিক শিক্ষার উপর নির্ভরশীল। আমাদের দেশে সকল শিশুর জন্য প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করা এখনও সম্ভব হয় নি। তবে গত দু'এক দশকের তুলনায় বর্তমানে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। দেশে প্রায় অর্ধ লাখ প্রাথমিক বিদ্যালয় চালু আছে। কিন্তু এই পর্যায়ে পর্যাপ্ত মূল্যায়নের ব্যবস্থা নেই। তাই এই পর্যায়ে ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার অগ্রগতির নিয়মিত মূল্যায়নের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

২৭. প্রাথমিক স্তরে এতোকাল শিক্ষকগণ পাঠ্যপুস্তক প্রদত্ত প্রশ্নমালা ব্যবহার করে নিজেদের তৈরি প্রশ্নমালার সাহায্যে মূল্যায়ন করে এসেছেন। এ সকল মূল্যায়নের রেকর্ড যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা হতো না। সম্প্রতি প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের উদ্যোগে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে ক্রমপুঞ্জিত মূল্যায়ন কার্ড প্রবর্তনের প্রশংসনীয় ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে আমাদের সুপারিশ হলো :

(ক) সারা বছরব্যাপী শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করতে হবে। তবে বার্ষিক পরীক্ষাসহ বছরে অন্তত তিনটি পরীক্ষা গ্রহণ করে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন রেকর্ড সংরক্ষণ করবেন। প্রত্যেক শিক্ষার্থীর অগ্রগতির রেকর্ড তার

www.pathagar.com

অভিভাবকের নিকট প্রেরণ করে তাঁর স্বাক্ষর গ্রহণ করতে হবে।

(খ) প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর এবং জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেক্সটবুক বোর্ড অবিলম্বে প্রাথমিক স্তরের সকল শ্রেণী ও বিষয়ের জন্য নমুনা প্রশ্নের ব্যাংক তৈরি করবে এবং প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তা সরবরাহ করবে। শিক্ষকগণ প্রশ্ন ব্যাংকের প্রশ্ন অনুসরণ করে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করবেন।

(গ) পরীক্ষায় রচনাধর্মী ও সংক্ষিপ্ত/নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ব্যবহৃত হবে। এই দুই ধরনের প্রশ্নের মোটামুটি অনুপাত হবে ৫০:৫০।

(ঘ) চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের পরীক্ষার ব্যবস্থা বিদ্যালয়ের একটি অভ্যন্তরীণ কমিটি করবে। কিন্তু পঞ্চম শ্রেণীর শেষে শিক্ষার্থীদের জন্য অভ্যন্তরীণ কমিটি কর্তৃক গৃহীত পরীক্ষা ছাড়াও মৌখিক পরীক্ষার ব্যবস্থা থাকবে। এই মৌখিক পরীক্ষার জন্য গঠিত কমিটিতে পার্শ্ববর্তী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক সদস্য হিসেবে থাকবেন।

(ঙ) প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে প্রবর্তিত ক্রমপুঞ্জিত রেকর্ড কার্ড সংরক্ষণের ব্যবস্থা কার্যকর করতে হবে।

(চ) পঞ্চম শ্রেণীর শেষে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গুচ্ছ (ক্লাস্টার) ভিত্তিতে প্রান্তিক পরীক্ষা গ্রহণ করা যেতে পারে।

(ছ) পঞ্চম শ্রেণীর শেষে বৃত্তি পরীক্ষার ব্যবস্থা অব্যাহত থাকবে। প্রত্যেক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের থেকে অন্তত ১০% শিক্ষার্থীকে বৃত্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে। বৃত্তি পরীক্ষার ব্যবস্থাপনা জেলাভিত্তিক হতে পারে, তবে এর সার্বিক উন্নতি সাধন, মূল্যায়ন এবং ফলাফল ঘোষণা প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে হওয়া প্রয়োজন। প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষার ভিত্তিতে প্রদত্ত বৃত্তির হার ও সংখ্যা বাড়ানো প্রয়োজন।

নিম্ন মাধ্যমিক স্তর

২৮. বর্তমানে নিম্ন মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষকগণের তৈরি প্রধানত রচনামূলক প্রশ্নমালার সাহায্যে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করা হয়। পূর্বে ত্রৈমাসিক, ষান্মাসিক ও বাৎসরিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হতো। বর্তমানে নানা কারণে অধিকাংশ স্কুলেই তিনটি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হতে পারে না। দুটি বা একটি পরীক্ষা গ্রহণ করা হয় এবং এই

www.pathagar.com

পরীক্ষার ফলাফলের উপর ভিত্তি করে শিক্ষার্থীদের উচ্চতর শ্রেণীতে প্রমোশন দেয়া হয়। স্বভাবতই মূল্যায়ন ব্যবস্থার দুর্বলতার কারণে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীগণের সাফল্য ও অসাফল্যের দিকগুলি স্পষ্ট হয়ে ওঠে না এবং শিক্ষা আদান-প্রদান প্রচেষ্টায় আশানুরূপ গতি সঞ্চারিত হয় না। এক্ষেত্রে আমাদের সুপারিশ হলো :

(ক) প্রাথমিক স্তরের অনুরূপ ক্রমপুঞ্জিত মূল্যায়ন কার্ড প্রবর্তন ও কার্যকর করতে হবে। ক্রমপুঞ্জিত মূল্যায়ন কার্ডে অবশ্যই বছরে তিনটি পরীক্ষার অর্থাৎ দুটি সাময়িক এবং একটি বাৎসরিক পরীক্ষার ফলাফল রেকর্ড করতে হবে। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর এবং জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেক্সটবুক বোর্ড যৌথভাবে এ ব্যবস্থা কার্যকর করার দায়িত্ব পালন করবে। স্কুল পরিদর্শন এবং একাডেমিক পরামর্শ ও নির্দেশনার জন্য শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজগুলির অনুষদ সদস্যদের সহায়তা গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়। যেহেতু বর্তমানে শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজগুলি চাকরি পর্ব ও দূরশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত, সেহেতু এ ধরনের দায়িত্ব পালনের জন্য শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজগুলির শূন্য পদগুলি অবিলম্বে পূরণ করতে হবে এবং প্রয়োজনবোধে নতুন পদ সৃষ্টি করতে হবে।

(খ) পরীক্ষায় রচনাধর্মী ও সংক্ষিপ্ত/নৈর্ব্যক্তিক উত্তরমূলক প্রশ্ন ব্যবহৃত হবে। এই দুই ধরনের প্রশ্নের মোটামুটি অনুপাত হবে ৫০:৫০।

(গ) জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেক্সটবুক বোর্ড এবং শিক্ষা বোর্ডসমূহ যৌথ উদ্যোগে নিম্নমাধ্যমিক স্তরের সকল শ্রেণী ও সকল বিষয়ের জন্য নমুনা প্রশ্ন-ব্যাংক তৈরি করবে এবং স্কুলগুলিতে তা ব্যবহারের জন্য সরবরাহ করবে।

(ঘ) বার্ষিক পরীক্ষার অপরিহার্য অঙ্গ হিসেবে মৌখিক পরীক্ষা অন্তর্ভুক্ত থাকবে। স্কুল শিক্ষকমণ্ডলীর অভ্যন্তরীণ কমিটি এই পরীক্ষা পরিচালনা করবে, অষ্টম শ্রেণীর শেষে মৌখিক পরীক্ষায় পার্শ্ববর্তী স্কুলের শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষাবিদ এবং জেলা শিক্ষা অফিসার বা তাঁদের প্রতিনিধিগণের মধ্যে অন্তত একজন থাকবেন।

(ঙ) অষ্টম শ্রেণীর শেষে বৃত্তি পরীক্ষার ব্যবস্থা অব্যাহত থাকবে। প্রত্যেক স্কুলের অষ্টম শ্রেণীর শিক্ষার্থীর মধ্য

www.pathagar.com

থেকে ১০% শিক্ষার্থীকে বৃত্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে। বৃত্তির হার ও সংখ্যা বাড়াতে হবে।

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তর

২৯. মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দুটি উল্লেখযোগ্য পরীক্ষা। এ দু'টি পরীক্ষার গুণগত মনের উপর নির্ভর করে উচ্চ শিক্ষার মান এবং সেই সাথে নির্ভর করে এই সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ অগণিত কর্মজীবীর দক্ষতার মান। বছরে এই পরীক্ষা দু'টিতে অংশগ্রহণ করে প্রায় ৭ লাখ ছাত্রছাত্রী। কয়েক শত কেন্দ্রে এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। কেন্দ্র নির্বাচনে কোনো নীতিমালা সুষ্ঠুভাবে অনুসৃত হয় না। পরীক্ষা অনুষ্ঠান কেন্দ্রে কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণ শিথিল, পরীক্ষা কক্ষে পরিদর্শন প্রায়শ দুর্বল ও অকার্যকর এবং পরীক্ষায় নকল প্রায় ক্ষেত্রে অবাধে চলছে। ছাত্র, অভিভাবক, এমনকি শিক্ষকগণকেও পরীক্ষার দুর্নীতিতে অভিযুক্ত হতে দেখা যায়।

৩০. আমাদের পরীক্ষা পদ্ধতি পাশ-ফেলভিত্তিক। সব বিষয়ে পাশ করলে তবেই একজন পরীক্ষার্থীকে কৃতকার্য বলে গণ্য করা হয়। সব বিষয়ে ভালো নম্বর পেয়েও শুধু এক বিষয়ে অকৃতকার্য হলে একজন পরীক্ষার্থীকে অকৃতকার্য বলে ঘোষণা করা হয়। এভাবে গড়ে প্রায় ৫০% পরীক্ষার্থী পাশ করে। এই হিসাবে প্রতি বছর মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রায় সাড়ে তিন লাখ পরীক্ষার্থী অকৃতকার্য হয়। তাদেরকে পরবর্তী বছরে নতুনভাবে সব বিষয়ে পরীক্ষা দিতে হয়। প্রতি বছর এতো বিপুল সংখ্যক পরীক্ষার্থীর অকৃতকার্যতা জাতীয় অপচয়। সময় ও অর্থের অপচয় ছাড়াও এই পরিস্থিতি পরীক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মনে যে মানসিক যাতনার সৃষ্টি করে তা অপরিমেয়।

৩১. আমাদের পরীক্ষা মূলত বহিঃপরীক্ষা। বোর্ডসমূহ এই পরীক্ষা গ্রহণ করে থাকে। তাই পরীক্ষার্থীদের জ্ঞান ও মেধা মূল্যায়নের ক্ষেত্রে তাদের নিজস্ব শিক্ষকদের কোনো ভূমিকা থাকে না বললেই চলে। নিজস্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যে শিক্ষকদের আওতায় থেকে বছরের পর বছর ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষা গ্রহণ করে সেই শিক্ষকদের মূল্যায়ন চূড়ান্ত পরীক্ষার ফলাফলে প্রতিফলিত হয় না।

৩২. বর্তমান পদ্ধতিতে মূলত রচনাধর্মী প্রশ্ন ব্যবহার করা হয়। এ ধরনের প্রশ্ন সংখ্যায় কম হওয়ায় সীমিত সংখ্যক প্রশ্ন নির্বাচন করে তা সহজে মুখস্থ করা যায় এবং পরীক্ষার হলে তা নকলও করা যায়। এ ধরনের প্রশ্ন পরীক্ষার্থীদের মধ্যে নকল প্রবণতার

www.pathagar.com

জন্য দায়ী বলে অনেকে মনে করেন। জ্ঞানের ব্যাপ্তি ও মেধার তীক্ষ্ণতা যাচাই এবং সেই সাথে দুর্নীতিরোধের ক্ষেত্রে নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের অনুপাত বৃদ্ধি করার জন্য ১৯৮৫ সালে পরীক্ষা উন্নয়ন কমিটি সুস্পষ্ট সুপারিশ রাখে।

৩৩. সঠিকভাবে প্রশ্ন প্রণীত না হওয়ার দরুন পরীক্ষায় প্রায়শই বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। প্রশ্ন প্রণয়ন অত্যন্ত সূক্ষ্ম, দায়িত্বসম্পন্ন ও টেকনিক্যাল কাজ। অভিজ্ঞ শিক্ষক কর্তৃক প্রণীত প্রশ্নেও ত্রুটি-বিচ্যুতি ধরা পড়ে। অনেক সময় এমন প্রশ্ন করা হয়, যার উত্তর পরিষ্কারভাবে দেয়া সম্ভব নয় বা যার উত্তরের দৈর্ঘ্য বরাদ্দ নম্বরের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। অভিজ্ঞ শিক্ষক দ্বারা রচিত প্রশ্ন বিশেষজ্ঞ দ্বারা যাচাই করার পর ব্যবহার করা হলে, তা পরীক্ষার মান উন্নয়নে নিঃসন্দেহে সহায়ক হবে। এই বিবেচনায় ১৯৮৫ সালের পরীক্ষা উন্নয়ন কমিটি প্রশ্ন ব্যাংক গড়ে তোলার সুপারিশ করেছে। উক্ত কমিটি মাধ্যমিক পরীক্ষার ক্ষেত্রে যে সমস্যাগুলির উল্লেখ করা হলো তা নিরসনের জন্য যে সুপারিশমালা পেশ করেছিল তা বাস্তবায়ন বাঞ্ছনীয়।

অন্তঃ ও বহিঃপরীক্ষার সমন্বয়

৩৪. কমিশন পরীক্ষার যে সকল উদ্দেশ্য চিহ্নিত করেছে সে সকল উদ্দেশ্যের সম্পূর্ণ মূল্যায়ন বিষয়ভিত্তিক লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে সম্ভবপর নয়। এই দায়িত্ব পালনে অন্তঃপরীক্ষার ভূমিকাই প্রধান। তাই পরীক্ষা চূড়ান্ত ফলাফল নির্ধারণে অন্তঃপরীক্ষাকে প্রয়োজনীয় গুরুত্ব দেয়া নীতিগতভাবে উচিত। তবে এজন্য পূর্বশর্ত হলো, দেশের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের সার্বিক উন্নয়ন, শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা এবং সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি, সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধের পরিবর্তন।

৩৫. কেউ কেউ মনে করেন যে, অন্তঃপরীক্ষার মাধ্যমে মূল্যায়ন কর্মের উদ্দেশ্য সংশ্লিষ্ট শিক্ষকবৃন্দ তথা পরীক্ষকগণের দ্বারা প্রায় নিশ্চিতভাবে বিনষ্ট হবে। কারণ অন্তঃপরীক্ষায় নিজ নিজ ছাত্রদের প্রতি তাদের পক্ষপাতিত্বের সম্ভাবনা থাকবে। তারা এই দায়িত্বের অবমাননা করবেন না আশা করা যায়। কোনো ব্যক্তির সততায় বিশ্বাস স্থাপন করা সাধারণত উক্ত ব্যক্তিকে বিশ্বাস অর্জনে উৎসাহিত করে থাকে। উপরোক্ত অবস্থা সৃষ্টির রক্ষাকবচ হিসেবে শিক্ষকগণ অন্তঃপরীক্ষার ফলাফল নোটিস বোর্ডে প্রকাশ করার ব্যবস্থা করবেন। কোনো ক্লাসের পরীক্ষার্থীরা যে শিক্ষার্থীকে দুর্বল বলে জানে তাকে বেশি নম্বর দিয়ে কোনো শিক্ষকই ক্লাসের মোকাবিলা করতে সক্ষম হবেন না। কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষকগণ যদি তাদের নিজেদের ছাত্রদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব

www.pathagar.com

প্রদর্শন করেন না অতিরিক্ত গুরুত্ব প্রদান করেন এবং তাদের মূল্যায়ন বহিঃপরীক্ষার মূল্যায়নের সঙ্গে পুনঃপুনঃ সামঞ্জস্যহীন হয় তাহলে তাদের মূল্যায়নের উপর সংশ্লিষ্ট কারো আস্থা থাকতে পারে না। এমনকি তাতে সর্বসাধারণের আস্থাও থাকবে না। ফলে এ জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দুর্নাম হবে। তাই নিজেদের সুনাম ও অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য সে জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহকে বাধ্য হয়ে তাদের শিক্ষার্থীগণকে অন্তঃপরীক্ষায় উপযুক্তভাবে মূল্যায়ন করতে হবে।

৩৬. অবশ্য উপযুক্ত অন্তঃপরীক্ষা পদ্ধতি উন্নয়নও আবশ্যক এবং সীমিত দু'একটি পরীক্ষার উপর নির্ভর না করে সারা বছরব্যাপী পরীক্ষা, অভীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে ক্রমপুঞ্জিত মূল্যায়ন রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। তবে বছরে অন্তত দু'টি লিখিত অন্তঃপরীক্ষা নিতে হবে। অন্তঃপরীক্ষার ফলাফল চূড়ান্ত করার দায়িত্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানের সভাপতিত্বে শিক্ষক-পরিষদ অথবা কমপক্ষে পাঁচজন সিনিয়র শিক্ষক সমন্বয়ে গঠিত অন্তঃপরীক্ষা কমিটির উপর অর্পিত হবে। অন্তঃপরীক্ষার সমস্ত রেকর্ড শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ সযত্নে সংরক্ষণ করবেন।

৩৭. অন্তঃপরীক্ষা শিক্ষার্থীদের সময়ানুবর্তী এবং নিয়মিতভাবে পড়াশোনা করতে মনোযোগী করে তুলবে। অন্তঃপরীক্ষার উপর যথাযোগ্য গুরুত্ব আরোপ করলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শৃঙ্খলার উপর অনুকূল প্রভাব পড়বে বলে আশা করা যায়। তাই মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে বহিঃপরীক্ষার সাথে অন্তঃপরীক্ষার ফলাফলকেও গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন। অন্তঃপরীক্ষা এবং বহিঃপরীক্ষা পরস্পর সম্পূরক। এই বিশ্লেষণের প্রেক্ষিতে এবং বাস্তব পরিস্থিতি বিবেচনায় পরীক্ষা উন্নয়ন কমিটির সঙ্গে একমত পোষণ করে এ কমিশন মনে করে যে, অন্তঃপরীক্ষাকে ঈপ্সিত ভূমিকা পালনের লক্ষ্যে পর্যায়ক্রমে প্রচেষ্টা চালাতে হবে। অন্তঃ ও বহিঃপরীক্ষার ফলাফল যাতে সম্পূর্ণভাবে প্রতিফলিত হয় সেজন্য সনদে দুই পরীক্ষার ফলই উল্লেখ থাকা দরকার। এই বিষয়ে কমিশনে মতামত প্রকাশ করা হয় যে, স্কুল/কলেজ তাদের স্ব স্ব ছাত্রদের অন্তঃপরীক্ষার সনদ এবং শিক্ষা বোর্ড বহিঃপরীক্ষার সনদ পৃথকভাবে প্রদান করবে। তবে এই মতও প্রকাশ করা হয়েছে যে, স্কুল/কলেজকে অন্তঃপরীক্ষার ফল পরীক্ষার ফর্মের সাথে শিক্ষা বোর্ডে পাঠাতে হবে এবং শিক্ষা বোর্ড সনদে একই সঙ্গে পৃথকভাবে অন্তঃ ও বহিঃপরীক্ষার ফল লিপিবদ্ধ করবে।

৩৮. এই মতামতের প্রেক্ষিতে প্রাথমিকভাবে অন্তঃপরীক্ষার ও বহিঃপরীক্ষার ফল পৃথক পৃথক সনদে জারি করা যায়। তবে

www.pathagar.com

পরীক্ষার ফর্মের সাথে অন্তঃপরীক্ষার ফল স্কুল/কলেজ অবশ্যই শিক্ষা বোর্ডে পাঠাবে। পর্যায়ক্রমে অন্তঃ ও বহিঃপরীক্ষার ফল একই সনদে লিপিবদ্ধ করার ব্যবস্থা করতে হবে যাতে অন্তঃপরীক্ষায় যথাযথ গুরুত্ব আরোপিত হয়।

৩৯. বৃত্তি : বর্তমানে দেশের চারটি শিক্ষা বোর্ড মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ভিত্তিতে বৃত্তি প্রদানের জন্য পৃথক পৃথক মেধা তালিকা প্রস্তুত করে। ফলে বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে মোটামুটিভাবে বৃত্তিগুলি সুষম বণ্টন হচ্ছে। নীতিগতভাবে মেধা যাচাইয়ের জন্য পৃথক বৃত্তি পরীক্ষা নেয়ার যুক্তি রয়েছে। তবে বর্তমান পরীক্ষা পদ্ধতির সংস্কার ও উন্নয়ন হলে পরীক্ষা পদ্ধতির নির্ভরযোগ্যতা এবং মেধা যাচাইয়ের উপযোগিতা বৃদ্ধি পাবে। একটি পৃথক বৃত্তি পরীক্ষা প্রবর্তন করা হলে ঐ পরীক্ষা পরিচালনার জন্য একটি পৃথক সংস্থা স্থাপনের প্রয়োজন হবে এবং এই জন্য অতিরিক্ত খরচ হবে। এসব কারণে এ কমিশন পরীক্ষা উন্নয়ন কমিটির (১৯৮৫) মতো মনে করে যে বৃত্তি প্রদানের জন্য মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে বৃত্তি প্রদানের প্রথা চালু রাখা যুক্তিসঙ্গত।

পরীক্ষা পদ্ধতি : প্রশ্নপত্রের ধরন

৪০. বর্তমানে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের ধরন মূলত রচনাধর্মী। এ ধরনের প্রশ্ন মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার সর্বাপেক্ষা গুরুতর ত্রুটি বলে মনে হয়। বিশেষ করে এতে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা শিক্ষা সূচির সব বিষয়ে সমান গুরুত্ব দেয় না, বরং শ্রেণীকক্ষে পাঠদান সময়ে কেবল সম্ভাব্য প্রশ্নের উপর গুরুত্ব দিয়ে থাকে বলে অনেকে মনে করেন। এর প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট অধিকাংশের মতে প্রশ্নপত্রের ধরন পরিবর্তন করলে শ্রেণীকক্ষে সব বিষয়ে সমানভাবে গুরুত্ব পাবে। ইতিপূর্বে পূর্বতন কমিশন ও কমিটি তাদের রিপোর্টেও এই ত্রুটি চিহ্নিত করেছে। পরীক্ষা উন্নয়ন কমিটির (১৯৮৫) রিপোর্টে যে সকল উন্নয়নশীল দেশের তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছে সে দেশগুলিতেও পরীক্ষা সংস্কারের ধারায় দীর্ঘ রচনাধর্মী প্রশ্নের আধিক্যের বদলে নৈর্ব্যক্তিক, সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক এবং রচনাধর্মী প্রশ্নের সুষম ব্যবহার দেখা যায়। আমাদের প্রতিবেশী দেশগুলিতেও পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে এরূপ পরিবর্তনের ধারা পরিলক্ষিত হয়।

৪১. এ কমিশন এ বিষয়ের পরীক্ষা উন্নয়ন কমিটির সঙ্গে ঐকমত পোষণ করে। কমিশনের মতে ও বর্তমান পরিস্থিতিতে বিভিন্ন

www.pathagar.com

বিষয়ে রচনাধর্মী নৈর্ব্যক্তিক এবং সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্নের নম্বর নিম্নোক্তভাবে বণ্টন করা যায় :

বিষয়	রচনাধর্মী	নৈর্ব্যক্তিক ও সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক
ভাষা ও সাহিত্য	৫০%	৫০%
অন্যান্য	৪০%	৬০%

তবে রচনাধর্মী ও নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নে যে মান বণ্টন দেখানো হলো সময়ে সময়ে পর্যালোচনার মাধ্যমে তার যথাযথ পুনর্বিন্যাস করা যেতে পারে। প্রশ্নপত্র প্রণয়নে উপরের সুপারিশ গ্রহণ করার জন্য প্রয়োজন : (ক) একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি বিষয় শিক্ষকদের সহযোগিতায় প্রশ্ন প্রণয়নের দায়িত্বে থাকবেন, (খ) দুরূহতার সমতা রক্ষা করে প্রতি বিষয়ে অনেকগুলো প্রশ্নপত্রের সেট তৈরি করে রাখতে হবে, (গ) যে-কোনো প্রশ্ন চূড়ান্তকরণের পূর্বে প্রাক-পরীক্ষণের মাধ্যমে তা আদর্শায়িত করতে হবে এবং (ঘ) প্রতিটি বিষয়ে একটি করে প্রশ্ন ব্যাংক গড়ে তোলার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

৪২. অন্তঃপরীক্ষার জন্য আদর্শ মানের প্রশ্নমালা শিক্ষা বোর্ডগুলি বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠাবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ এ সকল প্রশ্নমালার ভিত্তিতে শিক্ষার্থীদের অন্তঃপরীক্ষা পরিচালনা এবং প্রান্তিক পরীক্ষার জন্য শিক্ষার্থীদের প্রস্তুত করবে। এ সমস্ত প্রশ্নমালার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষকগণও অনুরূপ প্রশ্নমালা তৈরি করে শ্রেণীতে প্রয়োগ করবেন।

উত্তরপত্র মূল্যায়ন ও ফলাফল প্রকাশের সময়সীমা

৪৩. পরীক্ষা পদ্ধতিতে প্রস্তাবিত সংস্কারগুলি প্রবর্তিত হলে— (১) উত্তরপত্র মূল্যায়ন সহজতর হবে, (২) পরীক্ষার ফলাফলও অধিকতর নির্ভরযোগ্য হবে এবং (৩) দুর্নীতি হ্রাস পাবে। ফলাফল নির্ধারণে প্রতি উত্তরপত্র নম্বরের ভিত্তিতে মূল্যায়ন করা হবে। উত্তরপত্র মূল্যায়নের জন্য শুধুমাত্র অভিজ্ঞ শিক্ষক নিয়োগ করা উচিত। মূল্যায়ন ও নিরীক্ষার জন্য উপযুক্ত পারিশ্রমিক দেয়া উচিত। রচনাধর্মী প্রশ্ন ছাড়া অন্যান্য প্রশ্নের জন্য আদর্শ উত্তর সরবরাহ করা আবশ্যক।

৪৪. বর্তমান পরীক্ষা পদ্ধতিতে পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশে যে সময় লাগে তা কমাবার সম্ভাব্য প্রচেষ্টা গ্রহণ করা একান্ত দরকার। পরীক্ষা পদ্ধতিতে যে ধরনের সংস্কার কমিশন সুপারিশ করেছে তা বাস্তবায়িত হলে পরীক্ষা গ্রহণ এবং উত্তরপত্র মূল্যায়নের সময় বর্তমান সময়ের চেয়ে কমে যাবে। তদুপরি যেখানে সম্ভব, পরীক্ষকদের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে। সময় কমাবার পদক্ষেপ কার্যকর করার জন্য পরীক্ষার বিস্তারিত ক্যালেন্ডার প্রকাশ করতে

www.pathagar.com

হবে। পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়নের নির্ধারিত সময়সীমা যাতে বজায় থাকে তা সুনিশ্চিত করতে হবে।

পরীক্ষার ফলাফল নির্ধারণ

৪৫. প্রচলিত পরীক্ষাপদ্ধতিতে একজন পরীক্ষার্থীকে সকল বিষয়ে পাশ করতে হয়। কোনো একটা বিষয়ে অকৃতকার্য হলে পরবর্তীতে তাকে আবার নতুন বছরে সকল বিষয়ে পরীক্ষা দিতে হয়। উন্নত দেশগুলিতে দেখা যায় যে, একজন পরীক্ষার্থী যে বিষয়ে অকৃতকার্য হয়, কেবল সে বিষয়ে তাকে পরীক্ষা দিতে হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখা যায় যে পরীক্ষার্থীর জন্য সকল বিষয়ে এক সঙ্গে পরীক্ষা দেয়া আবশ্যিক নয়। পরীক্ষা উন্নয়ন কমিটির (১৯৮৫) জনমত যাচাই-জরিপেও দেখা দিয়েছে যে, অধিকাংশের মতে পরীক্ষার্থী যে বিষয়ে অকৃতকার্য হয়, কেবল সে বিষয়ে তাকে পরীক্ষা দিতে দেয়া উচিত। কমিশন পরীক্ষা কমিটির (১৯৮৫) এই মত সমর্থন করে। কিন্তু এই সুযোগ সুবিধা দুটি বিষয় পর্যন্ত যারা ফেল করবে তাদের প্রদান করে পরবর্তী পর পর দুটি পরীক্ষা পর্যন্ত পরীক্ষায় বসার অনুমতি দেয়া যায়। পর পর তিনটি পরীক্ষায় তিন বছরের মধ্যে ঐ শিক্ষার্থী পাশ করতে না পারলে আবার সকল বিষয়ে পরীক্ষা দিতে হবে। তবে সনদে পরীক্ষার প্রাপ্ত বিভাগের সঙ্গে ফলাফলের পাশে পরীক্ষার্থী যে বছরে যে বিষয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে তার উল্লেখ থাকবে। স্বভাবতই এই শ্রেণীর পরীক্ষার্থী মেধা তালিকায় স্থান পাবে না এবং বৃত্তির জন্য বিবেচিত হবে না।

৪৬. যদি কোনো একটি বিষয়ে কোনো পরীক্ষার্থীর প্রাপ্ত নম্বর অন্যান্য বিষয়গুলিতে প্রাপ্ত নম্বরের গড়ের তুলনায় অন্তত শতকরা ৩০ নম্বরের কম হয়, কেবলমাত্র সেই বিষয়টিতে উত্তর পত্রের পুনর্মূল্যায়নের ব্যবস্থা রাখা উচিত কিনা বিবেচনা করা যেতে পারে। অবশ্য বর্তমানে প্রচলিত পুনঃনিরীক্ষার প্রথা চালু থাকবে।

৪৭. বর্তমানে পরীক্ষার ফলাফল উন্নয়নের জন্য পুনরায় পরীক্ষা দেয়ার যে ব্যবস্থা আছে তা চালু থাকা উচিত। প্রচলিত শ্রেণী বিভাগ প্রথা, প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিভাগ ইত্যাদি চালু থাকবে। বর্তমানে প্রচলিত মেধাভিত্তিক ফল প্রকাশের প্রথাও চালু থাকতে পারে।

পরীক্ষা উন্নয়ন গবেষণা সংস্থা

৪৮. পরীক্ষা উন্নয়ন এবং পরীক্ষা পদ্ধতি সংস্কারের জন্য যে সকল সুপারিশ করা হয়েছে তার সফল বাস্তবায়নের দায়িত্ব পালনের জন্য একটি পরীক্ষা উন্নয়ন গবেষণা সংস্থা স্থাপন করা অত্যাবশ্যক। ১৯৮৫ সালের পরীক্ষা উন্নয়ন কমিটিও দেশে

www.pathagar.com

একটি পরীক্ষা উন্নয়ন গবেষণা সংস্থা প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করেছে। পরীক্ষা একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া যা গবেষণার মাধ্যমে সুন্দর ও যথাযথভাবে গড়ে তোলা যায়। ধারাবাহিক গবেষণার মাধ্যমে দেশের পরীক্ষা ব্যবস্থাকে যুগোপযোগী করে তোলা সম্ভব। দেশের শিক্ষা বোর্ডের উদ্যোগে এই সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। এই সংস্থার মূল দায়িত্ব হবে :

(ক) প্রশ্ন ব্যাংকের জন্য বিজ্ঞানসম্মত নতুন ধরনের প্রশ্নপত্র প্রণয়ন;

(খ) উন্নত ধরনের প্রশ্নপত্রের ব্যাংক হিসাবে কাজ করা;

(গ) কালে প্রশ্ন ব্যাংকের পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করা;

(ঘ) বহিঃপরীক্ষা ও অন্তঃপরীক্ষা এবং তত্ত্বীয় ও ব্যবহারিক পরীক্ষার ফলাফল সমন্বয়রীতি নির্ধারণ;

(ঙ) পরীক্ষা কেন্দ্রের সুশৃঙ্খল পরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য পর্যাপ্ত কার্যকর তদারকি ও সংস্কার;

(চ) উত্তরপত্র মূল্যায়নে কম্পিউটার ব্যবহার করা;

(ছ) উত্তরপত্র মূল্যায়ন এবং বিভিন্ন পরীক্ষা ও মানের সমন্বয় বিধানের উন্নত পদ্ধতি উদ্ভাবন;

(জ) সংশ্লিষ্ট বিষয়ে শিক্ষক ও প্রশাসকদের প্রশিক্ষণের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ঝ) গবেষণালব্ধ অভিজ্ঞতার আলোকে পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন ও শিক্ষাদান পদ্ধতির সংস্কারের জন্য পরামর্শ দান;

(ঞ) পরীক্ষার মাধ্যমে সৃজনশীল বিকাশের অন্যান্য দিক মূল্যায়নে প্রয়োজনীয় আদর্শায়িত অভীক্ষা তৈরি করা এবং এ ব্যাপারে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য করা; এবং

(ট) নতুন পরীক্ষা পদ্ধতি প্রবর্তনের প্রস্তুতি এবং পরবর্তীকালে অভিজ্ঞতার আলোকে এর পরিবর্তনের জন্য অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা এই গবেষণা সংস্থার পরামর্শমতো গ্রহণ করা হবে।

এই সংস্থার পূর্ণরূপ ধারণ সময়সাপেক্ষ ব্যাপার হতে পারে। তাই অন্তবর্তীকালীন সময়ে দেশের বর্তমান শিক্ষা বোর্ডগুলি সমন্বিতভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বিশেষজ্ঞ দ্বারা নতুন ধরনের প্রশ্নপত্র প্রণয়নের ব্যবস্থা করতে পারে।

পরীক্ষাকেন্দ্র নির্বাচন এবং পরীক্ষা পরিচালনা

৪৯. পরীক্ষাকেন্দ্র নির্বাচন এবং পরীক্ষা পরিচালনার ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত নীতিমালা সুপারিশ করা হলো:

www.pathagar.com

(ক) পরীক্ষার্থীর সংখ্যা এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার উপর ভিত্তি করে পরীক্ষাকেন্দ্র থাকবে, তবে প্রতি উপজেলায় একটি মাধ্যমিক পরীক্ষাকেন্দ্র থাকবে এবং তা সাধারণত উপজেলা সদরে স্থাপিত হবে। প্রত্যেক উপজেলায় উচ্চ মাধ্যমিক কেন্দ্রের প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে যাচাই করার প্রয়োজন হবে।

(খ) পরীক্ষার্থীরা নিজেদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কেন্দ্রে পরীক্ষা দিতে পারবে না।

(গ) বিশেষ কারণ ব্যতীত পরীক্ষাকেন্দ্র পরিবর্তন করার অনুমতি দেয়া যাবে না। পরীক্ষার্থীর কেন্দ্র পরিবর্তনের প্রবণতা দৃঢ় হস্তে বন্ধ করা দরকার।

(ঘ) পরীক্ষাকেন্দ্রে ব্যাপক দুর্নীতির বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টির জন্য গণমাধ্যমগুলি ব্যবহার করা উচিত।

(ঙ) পরীক্ষাকেন্দ্রের সুশৃঙ্খল পরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য পর্যাপ্ত কার্যকর তদারকি এবং পুলিশ প্রহরা থাকা আবশ্যক।

(চ) বর্তমানে পরীক্ষায় দুর্নীতি সংক্রান্ত যে আইন প্রচলিত আছে তা কঠোরভাবে প্রয়োগ করতে হবে।

(ছ) বর্তমানে বিভিন্ন পরীক্ষা অনুষ্ঠানের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্লাস দীর্ঘদিন বন্ধ থাকে। এই অবস্থা নিরসনের জন্য দীর্ঘ অবকাশের মধ্যে পরীক্ষা গ্রহণ করা সমীচীন।

৫০. জেলা পর্যায়ে নিম্নলিখিত সদস্যবিশিষ্ট জেলা পরীক্ষা সমন্বয় কমিটি নামে একটি কমিটি গঠিত হবে।

(ক) জেলা প্রশাসক	আহ্বায়ক
(খ) পুলিশ সুপার/মেট্রোপলিটন এলাকার ক্ষেত্রে পুলিশ কমিশনারের প্রতিনিধি।...	সদস্য
(গ) উপজেলা পরিষদসমূহের চেয়ারম্যানবৃন্দ	"
(ঘ) জেলার সকল কেন্দ্রের সচিববৃন্দ/ভারপ্রাপ্ত অফিসারবৃন্দ।	"
(ঙ) জেলার ২ জন গণ্যমান্য ব্যক্তি (জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত)	"
(চ) জেলা শিক্ষা অফিসার	সদস্য সচিব

www.pathagar.com

স্থানীয় জাতীয় সংসদ সদস্যবৃন্দ কমিটিতে উপদেষ্টা হিসেবে থাকবেন। জেলাস্থ পরীক্ষা কেন্দ্রগুলির সার্বিক তত্ত্বাবধান এবং বিশেষ করে পরীক্ষার প্রশ্নপত্র গ্রহণ, সংরক্ষণ ও বিতরণ, আইন শৃঙ্খলা রক্ষা প্রভৃতি ব্যাপারে এই কমিটি যথাযোগ্য ভূমিকা পালন করবে।

উচ্চতর শিক্ষাস্তরে পরীক্ষা

৫১. পাস ডিগ্রি স্তর : পাস ডিগ্রি স্তরে বহিঃপরীক্ষার উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়। ফলে অধিকাংশ শিক্ষার্থীর নিকট জ্ঞান আহরণ অপেক্ষা পরীক্ষা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়েছে এবং নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা ও প্রয়োগের অভ্যাস তাদের মধ্যে গড়ে উঠছে না। সামগ্রিকভাবে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের পরীক্ষা গ্রহণ ব্যবস্থা শিক্ষা কর্ম ও গবেষণা কর্মকে বিপজ্জনকভাবে আচ্ছন্ন করে তুলেছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে কমিশন পাস ডিগ্রি স্তরের জন্য নিম্নলিখিত সুপারিশ করছে :

৫২. পাস ডিগ্রি পর্যায়ে শিক্ষাদানের অঙ্গরূপে অন্তঃপরীক্ষাকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে অর্থাৎ সারা বছর কলেজসমূহে যে শিক্ষাদান করা হয় তার মূল্যায়ন নিয়মিত অভ্যন্তরীণভাবে করা অত্যাবশ্যক। টিউটোরিয়াল, বাড়ির কাজ, শ্রেণীকক্ষে পরীক্ষা, ব্যবহারিক ও প্রয়োগমূলক কাজ ইত্যাদি ছাড়াও এ উদ্দেশ্যে প্রতি বছর বার্ষিক পরীক্ষাসহ তিনটি অন্তঃপরীক্ষা গ্রহণ করা আবশ্যক।

৫৩. নিয়মিত অভ্যন্তরীণ পরীক্ষার উত্তরপত্রসমূহ শিক্ষার্থীদের ফেরত দেয়া হলে তা শিক্ষার্থীদের ত্রুটিসমূহ সম্বন্ধে অবহিত হতে বিশেষ সহায়ক হবে। শিক্ষকবৃন্দ অন্তঃপরীক্ষার ফল নোটিশ বোর্ডে প্রকাশ করলে শিক্ষকদের ওপর শিক্ষার্থীদের আস্থা গড়ে উঠবে। পাস ডিগ্রি কোর্স সমাপনের পরে অন্তঃপরীক্ষার ফলের ভিত্তিতে যে সকল প্রার্থী উপযুক্ত বিবেচিত হবে, কলেজসমূহ সেই সকল প্রার্থীকে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক গৃহীতব্য সাধারণ বা বহিঃপরীক্ষার জন্য প্রেরণ করবে।

৫৪. পাস ডিগ্রির বেলায় দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় প্রভৃতি বিভাগ নির্দেশের নম্বর সীমা বর্তমানে এক নয়। এ ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সমতা বিধান করা সঙ্গত হবে। বর্তমানে কোনো এক বিষয়ে ফেল করলে সে বিষয়ে পরবর্তী পরীক্ষায় বসতে দেয়ার প্রচলিত নিয়ম চালু থাকবে।

অনার্স ও মাস্টার্স ডিগ্রি স্তর

৫৫. অনার্স ও মাস্টার্স ডিগ্রি পর্যায়ে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা পদ্ধতি বিভিন্ন। এমনকি একই বিশ্ববিদ্যালয়েও বিভিন্ন

www.pathagar.com

অনুষদ ও বিভাগের মধ্যে অনেক সময় পরীক্ষা পদ্ধতি এক নয়। সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে নানা আর্থ-সামাজিক কারণে যদি সেমিস্টার পদ্ধতি চালু রাখা সম্ভব না হয়, তবে অন্তত বার্ষিক পরীক্ষার ভিত্তিতে বিশ্ববিদ্যালয় ও তাদের অধিভুক্ত কলেজগুলিতে কোর্স সিস্টেম প্রবর্তন করা বাঞ্ছনীয়।

৫৬. অনার্স ডিগ্রি ও মাস্টার্স ডিগ্রি পরীক্ষার ফলাফল অন্তঃপরীক্ষা ও বহিঃপরীক্ষার সম্মিলিত ফলাফলের উপর নির্ভরশীল হবে। অন্তঃপরীক্ষার জন্য নির্দিষ্ট নম্বর সংরক্ষিত থাকবে। প্রতি কোর্সে বছরে অন্তত দু'টি অন্তঃপরীক্ষা গ্রহণ করা প্রয়োজন। তাছাড়া শ্রেণীকক্ষে টিউটোরিয়াল, প্রায়োগিক এবং গবেষণামূলক কাজ ইত্যাদির জন্য নম্বর প্রদানের ব্যবস্থা থাকবে। তদুপরি অনার্স ও মাস্টার্স ডিগ্রি পরীক্ষায় মৌখিক পরীক্ষার প্রচলিত নিয়ম চালু থাকবে। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় প্রভৃতি শ্রেণী নির্দেশের নম্বর সীমা বর্তমানে এক নয়। এক্ষেত্রে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সমতা বিধান করা সঙ্গত হবে। এ সমস্যার সমাধান গ্রেডিং-এর মাধ্যমে সহজ হতে পারে।

৫৭. অনার্স ডিগ্রি ও মাস্টার্স ডিগ্রি পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হওয়ার নম্বর হবে শতকরা ৬০ নম্বর বা তার বেশি, দ্বিতীয় শ্রেণীর নম্বর শতকরা ৫০ থেকে ৬০-এর নিচে নম্বর, শতকরা ৪০ থেকে ৫০-এর নিচে নম্বর প্রাপ্ত প্রার্থীরা তৃতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ এবং শতকরা ৩৩-এর নিচে যারা নম্বর পাবে তাদের অনুত্তীর্ণ বলে ধরে নেয়া হবে।

৫৮. বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে নানাবিধ কারণে বেশ কয়েক বছর ধরে পরীক্ষা গ্রহণ এবং ফলাফল প্রকাশ অস্বাভাবিকভাবে বিলম্বিত হচ্ছে। এসবের মধ্যে বেশ কিছু কারণ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের নিয়ন্ত্রণের বাইরে এবং কিছু প্রশাসন ও শিক্ষা কর্তৃপক্ষের আয়ত্তে। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের বিভিন্ন পরীক্ষা যাতে যথাসময়ে অনুষ্ঠিত হয় এবং উত্তরপত্রসমূহ মূল্যায়ন করে ফল প্রকাশ করা যায় তার নিশ্চিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা অত্যাবশ্যক। এই পদক্ষেপসমূহের অংশ হিসেবে প্রত্যেক পরীক্ষার শুরু ও সমাপ্তির দিন তারিখ শিক্ষাবর্ষের শুরুতেই ঘোষণা করতে হবে। লিখিত পরীক্ষার পর একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মূল্যায়নের শেষে উত্তরপত্র ফেরত আনার ব্যবস্থা করতে হবে। সাধারণত এই সময় ত্রিশ দিনের বেশি হবে না। তদুপরি এমন ব্যবস্থার প্রয়োজন যাতে পরীক্ষা অনুষ্ঠানের ষাট দিনের মধ্যে ফল প্রকাশ করা যায়।

www.pathagar.com

গ্রেড পদ্ধতি

৫৯. বর্তমানে পরীক্ষার মূল্যায়ন নম্বরের ভিত্তিতে পরীক্ষার্থীকে শ্রেণী/বিভাগ দেয়া হয় অর্থাৎ প্রথম শ্রেণী/বিভাগ, দ্বিতীয় শ্রেণী/বিভাগ, তৃতীয় শ্রেণী/বিভাগ ইত্যাদি প্রদান করা হয়। বিভিন্ন বিষয় ও পরীক্ষকের নম্বর প্রদানের মান ভিন্ন হওয়াতে বর্তমানে পাশ নম্বর শতকরা ৩৩ নম্বর, প্রথম বিভাগ প্রাপ্তির নম্বর শতকরা ৬০ নম্বর অনেকের মতে বিজ্ঞানসম্মত নয়। আবার বর্তমান পরীক্ষায় নম্বর দেয়ার প্রচলিত পদ্ধতিতে সকল বিষয়ের শিক্ষার্থীদের সমভাবে মূল্যায়নে সুযোগ নেই বলে অনেকে মনে করেন। যেমন গণিত, পদার্থবিদ্যা বা রসায়নবিদ্যায় শতকরা ৮০ নম্বর এবং সাহিত্য, ইতিহাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বা অর্থনীতিতে শতকরা ৮০ ভাগ নম্বর পেলে শিক্ষার্থীগণ সমান মেধার বলে বিবেচিত হয় না। খুব সন্তোষজনক উত্তর দিয়েও শিক্ষার্থীরা সাহিত্য, ইতিহাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বা অর্থনীতিতে শতকরা ৮০ নম্বর পায় না বললেই চলে। আবার প্রতি বছর প্রশ্নপত্র একই মানে হয় না বলে এক বছরের শিক্ষার্থীর প্রাপ্ত নম্বর এবং পরের বছর একই বিষয়ে শিক্ষার্থীর প্রাপ্ত নম্বর একই মানের বলে মনে করা যায় না। এই বৈষম্য দূর করার জন্য একজন শিক্ষার্থীর পরীক্ষার মূল্যায়ন প্রতি বিষয়ে অক্ষর গ্রেড— A, B, C, D বা ক, খ, গ, ঘ এতে করা যায়। এই পদ্ধতি অনুসরণ করলে শিক্ষার্থীদের পাঠের যথার্থ মূল্যায়ন হতে পারে বলে আশা করা যায়।

৬০. গ্রেড পদ্ধতি প্রচলন করার পূর্বে কয়েকটি বিষয় বিবেচনা করতে হবে। প্রথমত, বর্তমানে পরীক্ষায় নম্বর ভিত্তিতে শিক্ষার্থীদের যে মূল্যায়ন করা হয় সেই নম্বরের ভিত্তিতেই পরীক্ষার্থীদের মেধা তালিকা তৈরি হয় এবং সেই মেধা তালিকার ভিত্তিতেই বৃত্তি প্রদান করা হয়। গ্রেড পদ্ধতি প্রচলন করা হলে বৃত্তির জন্য পৃথক পরীক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে, কেননা গ্রেডের ভিত্তিতে বৃত্তির জন্য মেধা তালিকা তৈরি সম্ভব নয়। এই ধরনের পৃথক পরীক্ষা প্রবর্তিত হলে শিক্ষার্থীদের জন্য অতিরিক্ত সময় পরিশ্রমের প্রয়োজন হবে। পৃথক বৃত্তি-পরীক্ষা প্রবর্তন করা হলে ঐ পরীক্ষা পরিচালনার জন্য পৃথক সংস্থা স্থাপনের প্রয়োজন হতে পারে এবং এই জন্য অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় হবে।

৬১. দ্বিতীয়ত, আমাদের দেশে সকল প্রকার চাকরির জন্য যে নিয়োগবিধিসমূহের প্রচলন রয়েছে সেই সকল নিয়োগবিধিতে সাধারণভাবে শিক্ষাগত যোগ্যতার বেলায় শ্রেণী/বিভাগ ইত্যাদি ভিত্তিতে প্রার্থীদের চাকরির যোগ্যতা নির্ধারিত হয়। গ্রেড পদ্ধতি প্রচলিত হলে সকল চাকরির নিয়োগবিধি পরিবর্তন করে এমন

www.pathagar.com

পদ্ধতি উদ্ভাবন করতে হবে যাতে প্রার্থীদের প্রতিযোগিতামূলকভাবে যোগ্যতা নির্ধারণ করা যায়।

৬২. তাই গ্রেড পদ্ধতির গুণাবলীর বিষয় স্বীকার করেও বলতে হয় যে, এই পদ্ধতি প্রচলন করতে হলে বিষয়টি গভীরভাবে চিন্তা ও পরীক্ষা করে দেখতে হবে। সেজন্য গ্রেড পদ্ধতি বিষয়ে চূড়ান্ত সুপারিশ করার উদ্দেশ্যে বিশ্ববিদ্যালয়, অন্যান্য স্তরের শিক্ষা সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, বিশেষজ্ঞ, সরকার, বিশেষ করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয় এবং পরিকল্পনা কমিশন ও পাবলিক সার্ভিস কমিশন প্রভৃতির প্রতিনিধি সমন্বয়ে একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি গঠন করা যেতে পারে।

উপসংহার

৬৩. যে-কোনো সমাজে পরীক্ষা যেমন শিক্ষা ব্যবস্থার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ, তেমনি শিক্ষা ব্যবস্থাও বৃহত্তর সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ কারণে পরীক্ষা ব্যবস্থার সফল উন্নয়ন ও সংস্কার যেমন শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার ও উন্নয়নের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত, তেমনি শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার ও উন্নয়ন, আর্থ-সামাজিক এবং রাজনৈতিক পরিস্থিতির সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পৃক্ত এবং পরস্পর নির্ভরশীল।

৬৪. তাই পরীক্ষা সংস্কার কোনো বিচ্ছিন্ন সমস্যা নয়। পরীক্ষা সংস্কারের জন্য কমিশন যে সকল সুপারিশ করেছে, তার সার্থক বাস্তবায়নে শিক্ষার্থী, শিক্ষক, অভিভাবক, সরকার এবং সামগ্রিকভাবে সমাজের সকলের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এদের সকলের সহযোগিতা পেলে প্রস্তাবিত সংস্কার বাস্তবায়ন করা দুঃসাধ্য হবে না।

৬৫. পরীক্ষা পরিস্থিতির ক্রমাবনতি বর্তমানে এক গুরুতর রূপ পরিগ্রহ করেছে। তাই পরীক্ষা উন্নয়ন কমিটির (১৯৮৫) সঙ্গে কমিশন ঐকমত পোষণ করে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে এই অবস্থার পরিবর্তনের জন্য জরুরি ব্যবস্থা গ্রহণ করা জাতীয় স্বার্থে একান্ত প্রয়োজন বলে মনে করে। কমিশনের সুপারিশ থেকে লক্ষ করা যাবে যে, কিছু কিছু সুপারিশ রয়েছে যার বাস্তবায়নের জন্য পূর্ব প্রস্তুতি আবশ্যক। কিন্তু অধিকাংশ সুপারিশের বাস্তবায়ন অবিলম্বে সম্ভব এবং বাঞ্ছনীয়। সমাজে বিরাজমান উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার পরিপ্রেক্ষিতে কমিশন বিশ্বাস করে যে, কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করলে জাতীয় কল্যাণকর এই উদ্যোগ সর্বসাধারণের সমর্থন ও সহযোগিতা লাভ করবে।[১]

---

১ বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট (মফিজউদ্দিন আহমদ কমিশন), ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৮

www.pathagar.com

১৯৮৫ সালের পরীক্ষা সংস্কার কমিটির প্রতিবেদন

১৯৮৫ সালে গঠিত পরীক্ষা সংস্কার কমিটির প্রতিবেদন বাংলাদেশের এ যাবৎ পরীক্ষা-সংক্রান্ত বিভিন্ন রিপোর্ট ও মূল্যায়নের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ। এই রিপোর্টের কার্যকারিতা প্রয়োগে দেশে পরীক্ষা ব্যবস্থায় নানা প্রশ্ন উঠেছিল এবং কতকক্ষেত্রে বিপর্যয়ও দেখা দিয়েছিল। তবে এই কমিটির রিপোর্টের মতো দেশের পরীক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে আর কোনো প্রতিবেদন এতো বিস্তারিত মূল্যায়ন করে নি। কমিটির সভাপতি ছিলেন, প্রফেসর মুহম্মদ সামসউল হক। সদস্য ছিলেন :

১. ড. আবদুল্লাহ আল মূতী শরফুদ্দিন
২. ড. আনিসুজ্জামান
৩. ড. ইকবাল মাহমুদ
৪. ড. আ হ ম করিম
৫. ড. এ এম হারুন অর রশীদ
৬. ড. মাজহারুল হক।

কমিটির প্রতিবেদনের বিস্তারিত নিম্নে দেয়া হলো :

যে-কোনো সমাজে পরীক্ষা যেমন শিক্ষা ব্যবস্থার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ, শিক্ষা ব্যবস্থাও বৃহত্তর সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ কারণে পরীক্ষা ব্যবস্থার সফল উন্নয়ন ও সংস্কার যেমনি শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার ও উন্নয়নের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত, তেমনি শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার ও উন্নয়ন, আর্থ-সামাজিক এবং রাজনৈতিক পরিস্থিতির সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পৃক্ত এবং পরস্পর নির্ভরশীল।

ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা এবং সংগৃহীত তথ্য থেকে এটা সুস্পষ্ট যে প্রচলিত পরীক্ষা-ব্যবস্থা বিগত দেড়শত বছরে ধাপে ধাপে গড়ে উঠেছে। এই সময়ে পরীক্ষা-সংস্কারের যে সকল প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়, তা তেমন ফলপ্রসূ হয় নি। বরং পরীক্ষার সমস্যাগুলি ক্রমে অধিকতর জটিল ও ব্যাপকতর রূপ পরিগ্রহ করে। এর মূল কারণ ঔপনিবেশিক আমলে যে মূল্যাবোধগুলির ভিত্তিতে শিক্ষাব্যবস্থায় পরীক্ষা প্রাধান্য লাভ করে, শিক্ষার মৌল লক্ষ্যগুলিকে নিষ্প্রভ করে এবং শিক্ষাকে পরীক্ষাকেন্দ্রিক করে তোলে, সে সকল মূল্যবোধ (যথা, চাকুরি ও বা উচ্চ শিক্ষার জন্য প্রবেশাধিকার) সমাজজীবনে স্বাধীনতা-উত্তরকালেও অপরিবর্তিত থেকে যায়।

ফলে, সহজাত ক্ষমতাগুলির সৃষ্টিশীল বিকাশের মাধ্যমে পরিপূর্ণ জীবনের জন্য প্রস্তুতি-শিক্ষার এই সার্বজনীন ও জাতীয় লক্ষ্য সমাজজীবনে এবং শিক্ষাব্যবস্থায় প্রতিফলনের জন্য যে সকল

www.pathagar.com

মৌলিক পরিবর্তনের দরকার সে সবের জন্য কার্যকর কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় নি। পরীক্ষা পাশই শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য থেকে যায় এবং এখনও আছে। উপরন্তু সমাজজীবনে মূল্যবোধের ক্রমবর্ধমান অবক্ষয়ের প্রভাব প্রতিফলিত হয় পরীক্ষায় দুর্নীতির ব্যাপক বিস্তারে।

বহিঃপরীক্ষার প্রাধান্যের আরেকটি কারণ হলো অন্তঃপরীক্ষার ফলাফলের নির্ভরযোগ্যতা সম্পর্কে জনসাধারণের আস্থার অভাব। বিভিন্ন সময়ে অন্তঃপরীক্ষার ওপর গুরুত্বপ্রদানের যে চেষ্টা গ্রহণ করা হয়, তা কিছুকালের মধ্যেই পরিত্যক্ত হয়। আপাতদৃষ্টিতে এ সমস্যাটি শিক্ষকের নিরপেক্ষতার সঙ্গে জড়িত হলেও বস্তুত এও একটি সামাজিক সমস্যা। একথা অনস্বীকার্য যে বর্তমানে সামাজিক পরিবেশ শিক্ষকের যে সামাজিক অবস্থান ও মর্যাদা নির্ধারণ করে তা শিক্ষকের দায়িত্বপালনে (বিশেষ করে ক্ষমতাধরদের চাপের মুখে) সহায়ক নয়।

আরো একটি কারণে শিক্ষার মূল এবং সৃষ্টিমুখী লক্ষ্যগুলি আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। তা হলো মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীদের ক্রমবর্ধমান সংখ্যার সঙ্গে সঙ্গে পরীক্ষায় অকৃতকার্যদের সংখ্যার উচ্চ হার। এর ফলে ছাত্র, শিক্ষক ও অভিভাবকদের মনে সৃষ্ট ভীতি ও আতঙ্ক বর্তমান পরীক্ষা-ব্যবস্থার সমালোচনা সঞ্চার করেছে। তা সত্ত্বেও পরীক্ষা-পাশই শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য হিসেবেও পরিগণিত হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে শ্রেণীকক্ষের শিক্ষার গুরুত্ব আরো হ্রাস পেয়েছে এবং ছাত্র-শিক্ষক ও অভিভাবকদের প্রচেষ্টা পরিচালিত হচ্ছে পরীক্ষা-পাশের জন্য বিভিন্ন কৌশল ও পদ্ধতি উদ্ভাবনে। এ প্রসঙ্গে গৃহশিক্ষক-নিয়োগ ও নোটবই-ব্যবহারের ক্রমবর্ধমান প্রবণতা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

এমতাবস্থায় পরীক্ষার মান-উন্নয়ন ও সংস্কারের জন্য নিম্নে যে সকল সুপারিশ করা হলো, তার পূর্ণ সাফল্য আর্থ-সামাজিক ও শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তনের ওপর বহুলাংশে নির্ভরশীল।

পরীক্ষার উদ্দেশ্য

পরীক্ষার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন (১৯৭৪) এবং জাতীয় পাঠ্যসূচি কমিটি (১৯৭৮) সুচিন্তিত অভিমত ব্যক্ত করে। জনমত যাচাইয়ের জন্য বিষয়টি বর্তমান পরীক্ষা উন্নয়ন কমিটি কর্তৃক প্রণীত প্রশ্নমালা ও প্রতিনিধি সম্মেলনে আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কমিটির মতে পরীক্ষা গ্রহণ ও পরিচালনায় নিম্নোক্ত উদ্দেশ্যগুলির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন :

(ক) নির্ধারিত শিক্ষাক্রম-অনুযায়ী শিক্ষার্থীরা কি পরিমাণ

www.pathagar.com

জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন এবং প্রয়োগ করতে সক্ষম হয়েছে, তা নির্ধারণ;

(খ) উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির যোগ্যতা নির্ণয়;

(গ) শিক্ষাদানে মান-নির্ধারণ এবং সেই অনুযায়ী শিক্ষাব্যবস্থার প্রয়োজনীয় সংস্কারসাধন;

(ঘ) শিক্ষাসূচি, পাঠ্যপুস্তক এবং শিক্ষাদান-পদ্ধতির ক্রমোন্নয়নে সহায়তাপ্রদান;

(ঙ) শিক্ষার্থীর মানসিক বিকাশের গতিধারা, বুদ্ধিমত্তা, সৃজনশীলতা, প্রবণতা, দৃষ্টিভঙ্গি, চরিত্র, ব্যক্তিত্ব ইত্যাদির মূল্যায়ন;

(চ) শিক্ষার্থীর জ্ঞান, ধারণা ও মূল্যবোধের ক্ষেত্রে লক্ষণীয় অসম্পূর্ণতা নির্ণয় এবং প্রয়োজনীয় সংশোধনের ব্যবস্থাগ্রহণ;

(ছ) শিক্ষাদানে শিক্ষকের ভূমিকার কার্যকরতা নিরূপণ এবং স্বীয় দায়িত্ব সম্পর্কে তাঁর সচেতনতা বৃদ্ধি এবং

(জ) শিক্ষা ও মূল্যায়ন পদ্ধতির প্রতি জনগণের আস্থার সঞ্চার।

পরীক্ষার ধরন

(ক) অন্তঃ ও বহিঃপরীক্ষার ভূমিকা

কমিটির মতে প্রচলিত মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা উল্লিখিত উদ্দেশ্যসমূহের সফল বাস্তবায়নে ব্যর্থ হয়েছে। বর্তমান পরীক্ষা-পদ্ধতিকে প্রয়োজনীয় সংস্কারের মাধ্যমে ত্রুটিমুক্ত করা হলেও একমাত্র বহিঃপরীক্ষার মাধ্যমে এই উদ্দেশ্যগুলি পুরোপুরি অর্জন করা সম্ভব নয়। সঙ্গে সঙ্গে অন্তঃপরীক্ষাকেও যথাযোগ্য মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। বহিঃ এবং অন্তঃপরীক্ষাকে পরস্পর সম্পূরক হিসেবে ভূমিকা পালনের জন্য সামগ্রিকভাবে পরীক্ষা-পদ্ধতির উন্নয়ন প্রয়োজন। বিভিন্ন পর্যায়ে জনমত যাচাইয়ের পর দেখা যায়, পরীক্ষার চূড়ান্ত ফলাফল-নির্ধারণে অন্তঃপরীক্ষাকে প্রয়োজনীয় গুরুত্ব দেয়া নীতিগতভাবে বাঞ্ছনীয়। তবে এজন্য পূর্বশর্ত হলো, দেশের মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর সার্বিক উন্নয়ন, শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা এবং সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি, সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং মূল্যবোধের পরিবর্তন। বর্তমান বাস্তব পরিস্থিতি বিবেচনা করে কমিটি মনে করে অন্তঃপরীক্ষাকে ঈপ্সিত ভূমিকাপালনের লক্ষ্যে পর্যায়ক্রমে প্রচেষ্টা চালাতে হবে। বর্তমান পরিস্থিতিতে পরীক্ষার চূড়ান্ত ফলাফল-নির্ধারণে পরীক্ষামূলকভাবে নিম্নহারে বহিঃ এবং

www.pathagar.com

অন্তঃপরীক্ষায় গুরুত্ব দেয়া সমীচীন বলে কমিটি মনে করে :

বহিঃপরীক্ষা ৮০%

অন্তঃপরীক্ষা ২০%

(খ) চূড়ান্ত ফলাফল

চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশে অন্তঃ, বহিঃ ও সমন্বিত নম্বর এবং শতাংশক স্তর পৃথকভাবে দেখতে হবে। বছরে অন্তত দুটো অন্তঃপরীক্ষা নিতে হবে। অন্তঃপরীক্ষার ফলাফল চূড়ান্ত করার দায়িত্ব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান-প্রধানের সভাপতিত্বে শিক্ষক-পরিষদ অথবা কমপক্ষে ৫ জন সিনিয়র শিক্ষক-সমন্বয়ে গঠিত অন্তঃপরীক্ষা কমিটির ওপর অর্পিত হবে। অন্তঃপরীক্ষার সমস্ত রেকর্ড শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান-কর্তৃপক্ষ সযত্নে সংরক্ষণ করবেন। অন্তঃপরীক্ষার ফল সমন্বিত করে তা প্রার্থীদের ফরমের সঙ্গে বোর্ডে পাঠাতে হবে। প্রয়োজনবোধে শিক্ষা বিভাগ বা/এবং বোর্ডের মনোনীত ব্যক্তিকে এই অন্তঃপরীক্ষা পরিচালনা পদ্ধতি নিরীক্ষার জন্য পাঠানো হবে। এই নিরীক্ষায় যদি কোনো অনিয়ম পরিলক্ষিত হয়, তাহলে প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

(গ) অন্তঃপরীক্ষা : মূল্যায়ন রেকর্ড

কমিটি পরীক্ষার যে সকল উদ্দেশ্য চিহ্নিত করেছে সে সকল উদ্দেশ্যের সবগুলি সম্পূর্ণ মূল্যায়ন বিষয়ভিত্তিক লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে সম্ভবপর নয়। এই দায়িত্বপালনে অন্তঃপরীক্ষার ভূমিকাই প্রধান। এই উদ্দেশ্যে উপযুক্ত অন্তঃপরীক্ষা-পদ্ধতির উন্নয়ন আবশ্যক এবং সীমিত দু'একটি পরীক্ষার ওপর নির্ভর না করে বৎসরব্যাপী পরীক্ষা, অভীক্ষা এবং পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে ক্রমপুঞ্জিত মূল্যায়ন রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রস্তাবিত পরীক্ষা-উন্নয়ন-গবেষণা-সংস্থা এ সম্পর্কে শিক্ষক-প্রশিক্ষণসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় সাহায্য প্রদান করবে।

অন্তঃপরীক্ষার ওপর যথাযোগ্য গুরুত্ব আরোপ করলে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের শৃঙ্খলার ওপর অনুকূল প্রভাব পড়বে বলে আশা করা যায়। অন্তঃপরীক্ষা সম্পর্কে শিক্ষকদের দায়িত্বসচেতন করার ব্যাপারে শিক্ষক সমিতি মূল্যবান ভূমিকা পালন করতে পারেন।

(ঘ) বৃত্তির জন্য পরীক্ষা

জনমত যাচাইয়ের ভিত্তিতে দেখা যায় যে, অধিকাংশ উত্তরদাতা পৃথক বৃত্তি পরীক্ষা গ্রহণের পক্ষপাতী এবং এই জন্য বিশেষভাবে প্রশ্নপত্র প্রণয়নের পক্ষে তারা অভিমত প্রকাশ করেন। এর কারণ প্রচলিত পরীক্ষা-পদ্ধতির নির্ভরযোগ্যতা, বিশেষ করে মেধা

www.pathagar.com

যাচাইয়ের জন্য এর উপযোগিতা সম্পর্কে জনমনে সন্দেহ জেগেছে। নীতিগতভাবে মেধা যাচাইয়ের জন্য পৃথক বৃত্তি পরীক্ষা নেয়ার যুক্তি রয়েছে। তবে নিম্নলিখিত কারণে কমিটি বৃত্তি প্রদানের জন্য মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে বৃত্তি প্রদানের প্রথা আপাতত চালু রাখা যুক্তিসঙ্গত বলে মনে করে :

(১) বর্তমান পরীক্ষা-পদ্ধতির সংস্কার ও উন্নয়নের জন্য এই কমিটির প্রস্তাবগুলো বাস্তবায়িত হলে বর্তমান পরীক্ষা-পদ্ধতির নির্ভরযোগ্যতা এবং মেধা যাচাইয়ের উপযোগিতা বৃদ্ধি পাবে।

(২) একটি পৃথক বৃত্তি-পরীক্ষা প্রবর্তন করা হলে ঐ পরীক্ষা পরিচালনার জন্য এক একটি পৃথক সংস্থা স্থাপনের প্রয়োজন হবে এবং এজন্য অতিরিক্ত ব্যয় হবে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে বর্তমান শিক্ষা বোর্ডগুলি তাদের প্রয়োজনীয় দায়িত্ব পালনে এতো ব্যস্ত যে অতিরিক্ত দায়িত্বগ্রহণ তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। এ ধরনের পৃথক পরীক্ষা প্রবর্তিত হলে শিক্ষার্থীদের জন্য অতিরিক্ত সময় এবং পরিশ্রমের প্রয়োজন হবে। এরূপ একটি পৃথক পরীক্ষার ব্যবস্থাপনা স্বাভাবতই কেন্দ্রীভূত হবে যার জন্য দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের শিক্ষার্থীদেরকে অসুবিধার সম্মুখীন হতে হবে। বর্তমানে চারটি বোর্ড মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ভিত্তিতে বৃত্তি প্রদানের জন্য চারটি পৃথক মেধা তালিকা প্রস্তুত করে এবং ফলে বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে মোটামুটিভাবে বৃত্তিগুলির সুষম বণ্টন হচ্ছে।

পরীক্ষা পদ্ধতি

বর্তমানে প্রচলিত প্রশ্নপত্রের ধরন মূলত গতানুগতিক রচনাধর্মী। এ ধরনের প্রশ্ন মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার সর্বাপেক্ষা গুরুতর ত্রুটি বলে মনে হয়। ইতিপূর্বে যে সমস্ত কমিটি কমিশন গঠিত হয়েছে, তাদের রিপোর্টেও এই ত্রুটি চিহ্নিত হয়েছে। যে চারটি উন্নত দেশের তথ্য এই রিপোর্টে পরিবেশিত হয়েছে সে দেশগুলোতেও পরীক্ষা-সংস্কারের ধারায় দীর্ঘ রচনাধর্মী প্রশ্নের আধিক্যের বদলে রচনাধর্মী, নৈর্ব্যক্তিক এবং সংক্ষিপ্ত-জবাব প্রশ্নের সুষম সংমিশ্রণ দেখা যায়। আমাদের প্রতিবেশী দেশগুলিতেও প্রশ্নে এরূপ পরিবর্তনের ধারা পরিলক্ষিত হয়।

www.pathagar.com

এই কমিটির মতে বর্তমান পরিস্থিতিতে বিভিন্ন বিষয়ে রচনাধর্মী, নৈর্ব্যক্তিক এবং সংক্ষিপ্ত-জবাব প্রশ্নের নম্বর নিম্নোক্তভাবে বণ্টন করা বাঞ্ছনীয় :

বিষয়	রচনাধর্মী	নৈর্ব্যক্তিক ও সংক্ষিপ্ত
ভাষা ও সাহিত্য	৫০%	৫০%
অন্যান্য	৪০%	৬০%

প্রশ্নপত্র প্রণয়নে ওপরের প্রস্তাব কার্যকর করার জন্য নিম্নোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করার প্রয়োজন হবে :

(ক) দুরূহতার সমতা রক্ষা করে প্রতি বিষয়ে অনেকগুলো প্রশ্নপত্র সেট তৈরি হবে;

(খ) প্রয়োজনবোধে এই সকল প্রশ্নপত্রের সেট কম্পিউটারের মাধ্যমে সংরক্ষিত করে রাখতে হবে;

(গ) একই পরীক্ষা হলে প্রশ্নপত্রের বিভিন্ন সেট ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয়;

(ঘ) একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি বিষয়-শিক্ষকদের সহযোগিতায় প্রশ্ন-প্রণয়নের দায়িত্বে থাকবেন;

(ঙ) যে-কোনো প্রশ্ন চূড়ান্তকরণের পূর্বে প্রাক-পরীক্ষণের মাধ্যমে তা আদর্শায়িত করতে হবে;

(চ) কোনো প্রশ্নের হুবহু পুনরাবৃত্তি না করা বাঞ্ছনীয়; এবং

(ছ) প্রতিটি বিষয়ে একটি করে প্রশ্ন-ব্যাংক গড়ে তোলার জন্য সক্রিয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

পরীক্ষা-উন্নয়ন গবেষণা সংস্থা

ওপরে পরীক্ষার উন্নয়ন এবং পরীক্ষা-পদ্ধতি সংস্কারের জন্য কমিটি যে সকল প্রস্তাব করেছে তার সফল বাস্তবায়নের দায়িত্ব পালনের জন্য একটি পরীক্ষা-উন্নয়ন-গবেষণা-সংস্থা স্থাপন করা অত্যাবশ্যক। এই সংস্থার দায়িত্ব হবে :

(ক) বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে নতুন ধরনের প্রশ্নপত্র প্রণয়ন;

(খ) উক্ত প্রশ্নপত্রের ব্যাংক হিসেবে কাজ করা;

(গ) ধারাবাহিক গবেষণার মাধ্যমে পরীক্ষা-পদ্ধতির উন্নয়ন এবং প্রশ্নপত্রের ক্রমমূল্যায়ন ও সংস্কার;

(ঘ) গবেষণালব্ধ অভিজ্ঞতার আলোকে পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন এবং শিক্ষাদান পদ্ধতির সংস্কারের জন্য পরামর্শদান;

www.pathagar.com

(ঙ) নতুন ধরনের প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও উত্তরপত্র মূল্যায়ন এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে শিক্ষক ও প্রশাসকদের প্রশিক্ষণের জন্য ব্যবস্থাগ্রহণ;

(চ) পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর সৃজনশীল বিকাশের অন্যান্য দিক মূল্যায়নে প্রয়োজনীয় আদর্শায়িত অভীক্ষা তৈরি করা এবং এ ব্যাপারে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য করা; এবং

(ছ) নতুন পরীক্ষা-পদ্ধতি-প্রবর্তনের প্রস্তুতি এবং পরবর্তীকালে অভিজ্ঞতার আলোকে এর পরিবর্তনের জন্য অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা এই গবেষণা সংস্থার পরমার্শমতো গ্রহণ করা হবে। স্বভাবতই এই প্রস্তুতির জন্য যুক্তিসংগত সময় দিতে হবে।

উত্তরপত্র মূল্যায়ন

(ক) পরীক্ষা-পদ্ধতিতে প্রস্তাবিত সংস্কারগুলো প্রবর্তিত হলে,

(১) উত্তর-পত্র মূল্যায়ন সহজতর হবে;

(২) পরীক্ষার ফলাফলও অধিকতর নির্ভরযোগ্য হবে এবং

(৩) দুর্নীতি হ্রাস পাবে।

(খ) ফলাফল-নির্ধারণে নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করা বাঞ্ছনীয় হবে : প্রতি উত্তর পত্র নম্বরের ভিত্তিতে মূল্যায়ন করা হবে এবং পরবর্তীকালে সেই নম্বর গ্রেড পদ্ধতিতে ৫ পয়েন্ট স্কেলে রূপান্তরিত করা হবে।

(গ) এই রূপান্তরে শতাংশক (পার্সেন্টাইল) পদ্ধতি অনুসৃত হবে। উদাহরণস্বরূপ এই পদ্ধতি অনুযায়ী একটি পরীক্ষার্থীর কোনো বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বর সেই বিষয়ে শতকরা ৯০ জন পরীক্ষার্থীর ওপরে হলে তার শতাংশ স্তর হবে ৯০। বিস্তারিত মূল্যায়ন-পদ্ধতি প্রস্তাবিত গবেষণা-সংস্থার দ্বারা নির্ধারিত হবে।

কমিটি আশা করে যে, নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন-প্রণয়নে অভিজ্ঞতাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পরীক্ষার নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নপত্র ক্রমান্বয়ে অধিকতর গুরুত্ব পাবে। যখন নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নধারা ব্যাপকতর হবে তখন নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের উত্তরের জন্য পরীক্ষার্থীদেরকে বই পুস্তকও ব্যবহার করতে দেয়া যেতে পারে।

www.pathagar.com

পরীক্ষার ফলাফল নির্ধারণ

(ক) জনমত-যাচাইয়ে দেখা যায় যে, বেশির ভাগ উত্তরদাতা সকল বিষয়ে আলাদাভাবে পাশ করার পক্ষে অভিমত প্রকাশ করেন। কমিটি এই মত সমর্থন করে। শতাংশক নীতির অনুসরণে শ্রেণীবিভাগ-নির্ধারণের প্রস্তাব বাস্তবায়িত না হওয়া পর্যন্ত প্রচলিত শ্রেণীবিভাগ যথা, প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিভাগ ইত্যাদি চালু থাকবে।

(খ) কমিটি মনে করে যে, প্রশ্নপত্রের ধরনে এবং সামগ্রিকভাবে পরীক্ষা-পদ্ধতিতে প্রস্তাবিত সংস্কার বাস্তবায়িত হলে শিক্ষা ও পরীক্ষা পরিবেশের উন্নতি হবে এবং পরীক্ষায় কৃতকার্যতার হার উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাবে। বর্তমানে পরিলক্ষিত অপচয় রোধকল্পে আরও পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। প্রচলিত পরীক্ষা-পদ্ধতিতে একটি পরীক্ষার্থীকে সকল বিষয়ে কৃতকার্য হতে হয় এবং কোনো একটি বিষয়ে অকৃতকার্য হলে পরবর্তীকালে তাকে আবার সকল বিষয়ে পরীক্ষা দিতে হয়। কমিটির মতে এই নীতি সমর্থনযোগ্য নয়। উন্নত দেশগুলোতে দেখা যায় যে, একজন পরীক্ষার্থী যে বিষয়ে অকৃতকার্য হয়, কেবল সেই বিষয়ে তাকে পরীক্ষা দিতে হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখা যায়, পরীক্ষার্থীর জন্য সকল বিষয়ে এক সঙ্গে পরীক্ষা দেয়া আবশ্যিক নয়। জনমত জরিপেও দেখা গিয়েছে যে, অধিকাংশের মতে পরীক্ষার্থী যে বিষয়ে অকৃতকার্য হয়, কেবল সেই বিষয়ে তাকে পরীক্ষা দেয়া উচিত। কমিটি এই মত সমর্থন করে। তবে পাশ সনদে ফলাফলের পাশে পরীক্ষার্থী যে বছরে যে বিষয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে তার উল্লেখ থাকবে। স্বভাবতই এই শ্রেণীর পরীক্ষার্থী বৃত্তির জন্য বিবেচিত হবে না এবং মেধা তালিকায়ও স্থান পাবে না। বর্তমানে পরীক্ষার ফলাফল উন্নয়নের জন্য পুনরায় পরীক্ষা দেয়ার যে ব্যবস্থা আছে তা চালু থাকা বাঞ্ছনীয়।

(গ) জনমত যাচাইয়ের ফলাফল থেকে দেখা যায় যে, অধিকাংশ উত্তরদাতা প্রাপ্ত নম্বর অনুসারে ফল প্রকাশের পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন। কাজেই বর্তমানে প্রচলিত

www.pathagar.com

মেধাভিত্তিক ফল প্রকাশের প্রথা চালু থাকতে পারে। কমিটি কর্তৃক প্রস্তাবিত শতাংশ স্তর (মূল্যায়ন) পদ্ধতি প্রচলিত হলে বর্তমানে মেধাভিত্তিক তালিকায় বিষয়ভিত্তিক যে বৈষম্য দেখা যায়, তা দূরীভূত হবে।

(ঘ) অধিকাংশ উত্তরদাতা উত্তরপত্রের পুনর্মূল্যায়ন চান। কমিটি মনে করে, পরীক্ষা কমিটির প্রস্তাবিত সংস্কার বাস্তবায়িত হলে উত্তরপত্র পুনর্মূল্যায়নের প্রয়োজন হবে না, তবে প্রস্তাবিত পরীক্ষা-উন্নয়ন-গবেষণা-সংস্থার একটি বিশেষ দায়িত্ব হবে রচনাধর্মী প্রশ্নপত্র রচনা এবং তার উত্তর মূল্যায়ন সম্পর্কে পদ্ধতিগত এমন পরিবর্তন আনয়ন করা, যাতে রচনাধর্মী উত্তরের সঠিক মূল্যায়ন সম্ভব হয়। অন্তর্বর্তীকালে যদি কোনো একটি বিষয়ে কোনো পরীক্ষার্থীর প্রাপ্ত নম্বর অন্যান্য বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বরের গড়ের তুলনায় অন্তত ৩০% কম হয়, কেবল সেই বিষয়টিতে উত্তরপত্রের পুনর্মূল্যায়নের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। অবশ্য বর্তমানে প্রচলিত পুনর্নিরীক্ষার প্রথা চালু থাকবে।

ফলাফল প্রকাশের জন্য সময়

বর্তমান পরীক্ষা-পদ্ধতিতে পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশে যে সময় লাগে, তা হ্রাস করার প্রয়োজনীয়তার প্রতি কমিটির দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। বিভিন্ন পরীক্ষা গ্রহণে এবং পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের জন্য বর্তমানে দীর্ঘ ৩ মাস সময় ব্যয় হয়। এ সময় কমাবার লক্ষ্যে সম্ভাব্য প্রচেষ্টা গ্রহণ করা একান্ত বাঞ্ছনীয়। পরীক্ষা-পদ্ধতিতে যে ধরনের সংস্কার কমিটি প্রস্তাব করেছে, তা বাস্তবায়িত হলে পরীক্ষা গ্রহণ এবং উত্তরপত্র-মূল্যায়নের সময় বর্তমান সময়ের অর্ধেকেরও বেশি কমে যাবে বলে কমিটি মনে করে।

অন্তর্বর্তীকালে নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে :

(ক) কেন্দ্রীয়ভাবে উত্তরপত্র মূল্যায়নের ব্যবস্থা করতে হবে। অর্থাৎ প্রধান পরীক্ষকের সরাসরি তত্ত্বাবধানে একটি নির্দিষ্ট স্থানে পরীক্ষকগণ উত্তরপত্র পরীক্ষা করবেন। উল্লেখ্য যে, ভারত, পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কায় এই ব্যবস্থা চালু আছে।

(খ) যেখানে সম্ভব, পরীক্ষকদের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে।

(গ) বর্ধিত পরীক্ষার্থীর সংখ্যা এবং প্রস্তাবিত পরীক্ষার

www.pathagar.com

সংস্কারের পরিপ্রেক্ষিতে কমিটি মনে করে যে, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বোর্ডের সংখ্যা বৃদ্ধি করা যায়।

সিমেস্টার পদ্ধতি

বাংলাদেশের অভিজ্ঞতা এবং বাস্তব পরিস্থিতিতে সিমেস্টার পদ্ধতির সুবিধা-অসুবিধা বিবেচনা করে কমিটি মনে করে, মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এ পদ্ধতি কার্যকর করা বর্তমানে সম্ভবপর নয়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, এই দুই স্তরে প্রতি বছর অন্তত দুটি পরীক্ষার ভিত্তিতে শিক্ষার্থীর অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতা মূল্যায়নের যে প্রস্তাব কমিটি করেছে, তার বাস্তবায়ন সহজতর এবং তা বাস্তবায়িত হলে শিক্ষা ও মূল্যায়ন উভয়েরই অর্থবহ উন্নতি হবে।

পরীক্ষার পরিবেশ

জনমত যাচাই এবং প্রতিনিধি সম্মেলনে আলোচনাকালে পরীক্ষার পরিবেশ-সংক্রান্ত সমস্যাটি অন্যতম প্রধান সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত হয়। পরীক্ষা-পদ্ধতির উন্নয়নের সঙ্গে পরীক্ষার পরিবেশের প্রশ্নটি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। রাজনৈতিক অস্থিরতা, সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয় এবং অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের জন্য সামগ্রিকভাবে শিক্ষা পরিবেশের গুরুতর অবনতি ঘটেছে এবং এর প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এবং পরীক্ষার পরিবেশে প্রতিফলিত হয়েছে। ফলে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে শিক্ষকসমাজে নিষ্ঠার অভাব, শ্রেণীকক্ষে নিম্নমানের শিক্ষাদান, একশ্রেণীর অভিভাবকদের অবাঞ্ছিত প্রভাব, ব্যাপক প্রাইভেট কোচিংয়ের প্রবণতা, যোগ্যতাহীন ছাত্রছাত্রীকে পরীক্ষাদানের অনুমতিপ্রদান, নির্বিচারে পরীক্ষাকেন্দ্র স্থাপন, পরীক্ষাকেন্দ্র-তত্ত্বাবধানে প্রশাসনিক শৈথিল্য প্রভৃতি বিপত্তির উদ্ভব ঘটেছে। এই পরিস্থিতিতে পরীক্ষায় ব্যাপকভাবে অসদুপায় অবলম্বন এবং অন্যান্য দুর্নীতি বিপজ্জনকভাবে বিস্তার লাভ করেছে। এভাবে সমাজজীবনে ও শিক্ষাক্ষেত্রে এক অশুভ চক্রের সৃষ্টি হয়েছে। এর কার্যকর প্রতিকারের জন্য সমাজের সকল অংশের সম্মিলিত প্রচেষ্টা অপরিহার্য।

শ্রেণীকক্ষে পাঠদান

কমিটি মনে করে শ্রেণীকক্ষে পাঠদানের মানোন্নয়ন পরীক্ষা-পদ্ধতির উন্নয়নের প্রধান পূর্ব-শর্ত। এইজন্য জরুরি ভিত্তিতে নিম্নোক্ত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করা প্রয়োজন :

www.pathagar.com

(ক) উপযুক্ত সংখ্যক যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগের ব্যবস্থা;

(খ) শিক্ষকদের উপযুক্ত ও নিয়মিত প্রশিক্ষণ;

(গ) শিক্ষকদের আর্থিক ও সামাজিক মর্যাদার উন্নতিবিধান;

(ঘ) উপযোগী শিক্ষাক্রম, পাঠ্যপুস্তক এবং শিক্ষার অন্যান্য উপকরণ পর্যাপ্ত পরিমাণে এবং যথাসময়ে সরবরাহের ব্যবস্থা;

(ঙ) প্রয়োজনীয় শ্রেণীকক্ষের ব্যবস্থা;

(চ) শ্রেণীকক্ষে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির জন্য ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে শৃঙ্খলা এবং শিক্ষকদের মধ্যে দায়িত্ববোধ সঞ্চারের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ;

(ছ) শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক ঘনঘন পরিবর্তন করা থেকে বিরত থাকা।

পরীক্ষাকেন্দ্র

পরীক্ষাকেন্দ্র নির্বাচনে পরীক্ষার্থীর সংখ্যার ভিত্তিতে পরীক্ষাকেন্দ্রের সংখ্যা এবং অবস্থান নির্ধারণ করতে হবে, তবে—

(ক) প্রতি উপজেলায় অন্তত একটি মাধ্যমিক পরীক্ষাকেন্দ্র থাকবে এবং সাধারণত তা উপজেলা সদরে স্থাপিত হবে;

(খ) পরীক্ষার্থীরা নিজের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কেন্দ্রে পরীক্ষা দিতে পারবে না;

(গ) কোনো অনিবার্য কারণে যদি পরীক্ষার্থীদের নিজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরীক্ষা দিতে হয় তাহলে তাদের শিক্ষকদের তাদের পরিদর্শকের দায়িত্ব দেয়া যাবে না।

(ঘ) পরীক্ষার প্রাক্কালে কোনো পরীক্ষার্থীর পক্ষে এক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে অন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বদলি হওয়া চলবে না এবং বিশেষ কারণ ব্যতীত কেন্দ্র পরিবর্তন করা যাবে না;

(ঙ) পরীক্ষাকেন্দ্রে সুশৃঙ্খল পরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য পর্যাপ্ত কার্যকর তদারকি এবং পুলিশ প্রহরা থাকা বাঞ্ছনীয়;

(চ) পরীক্ষাকেন্দ্র নির্বাচন সম্পর্কে যদি কোনো সমস্যার উদ্ভব হয়, তাহলে শিক্ষা বোর্ড তার নিষ্পত্তি করবে, এবং

www.pathagar.com

(ছ) পরীক্ষাকেন্দ্র-কমিটি গঠনের জন্য প্রচলিত যে বিধি রয়েছে, শিক্ষক প্রতিনিধির সঙ্গে আলোচনা করে তার পুনর্বিন্যাস করা বাঞ্ছনীয় বলে কমিটি মনে করে।

উপসংহার

উপসংহারে কমিটি আবার জোর দিয়ে বলতে চায় যে, পরীক্ষা-সংস্কার একটি বিচ্ছিন্ন সমস্যা নয়। পরীক্ষা-সংস্কারের জন্য কমিটি যে সকল প্রস্তাব করেছে, তার সার্থক বাস্তবায়নে ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবক, সরকার এবং সামগ্রিকভাবে সমাজের সকলের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এদের সকলের সহযোগিতা পেলে প্রস্তাবিত সংস্কার বাস্তবায়ন কার্যকর করা দুঃসাধ্য হবে না। সংস্কারের জন্য কমিটি যে সকল প্রস্তাব করেছে, তার একটি (পৃথক বৃত্তি পরীক্ষার ব্যবস্থা) ছাড়া আর সকল ক্ষেত্রে জনমত জরিপে বিপুল জনসমর্থন পরিলক্ষিত হয়। কমিটি মনে করে, পরীক্ষা-পরিস্থিতির ক্রমাবনতি বর্তমানে এক গুরুতর রূপ পরিগ্রহ করেছে। অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে এই অবস্থার পরিবর্তনের জন্য জরুরি ব্যবস্থা গ্রহণ করা জাতীয় স্বার্থে একান্ত প্রয়োজন। কমিটির সুপারিশ থেকে লক্ষ করা যাবে যে, কিছু কিছু সুপারিশ রয়েছে যার বাস্তবায়নের জন্য পূর্ব-প্রস্তুতি আবশ্যক। কিন্তু অধিকাংশ সুপারিশের বাস্তবায়ন অবিলম্বে সম্ভব এবং বাঞ্ছনীয়। সমাজে বিরাজমান উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার পরিপ্রেক্ষিতে কমিটি বিশ্বাস করে যে এ বিষয়ে কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করলে জাতীয় কল্যাণকর এই উদ্যোগ জনসাধারণের সমর্থন ও সহযোগিতা লাভ করবে।[১]

প্রথমেই উল্লেখ করা হয়েছে, ১৯৮৫ সালের পরীক্ষা সংস্কার কমিটির কয়েকটি সিদ্ধান্ত কার্যকরী করতে গিয়ে দেশের পরীক্ষা ব্যবস্থায় বিপর্যয় ঘটেছিল, তথাপি এই প্রথম কোনো কমিটি দেশের পরীক্ষা ব্যবস্থার বিভিন্ন দিক এত পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আলোচনা করেছিল।

পরীক্ষার চূড়ান্ত ফলাফল কেমন করে হবে, মূল্যায়ন রেকর্ডের পদ্ধতি, পরীক্ষা পদ্ধতি, উত্তরপত্র মূল্যায়ন, পরীক্ষার ফলাফলের জন্য সময় বেঁধে দেয়া থেকে শুরু করে পরীক্ষাকেন্দ্র নির্বাচন করা পর্যন্ত সব বিষয়েই তারা সুচিন্তিত মতামত দিয়েছিলেন।

---

১ পরীক্ষা সংস্কার কমিটির প্রতিবেদন ১৯৮৫ (মূল রিপোর্ট প্রকাশিত হয় ১৯৮৬ সালে)

www.pathagar.com

১৯৮৮ সালের মন্ত্রিপরিষদের সভায় পরীক্ষা সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত

১৯৮৮ সালের ৭ ডিসেম্বর সরকারের নীতিনির্ধারণী মন্ত্রিপরিষদ সভায় ১৯৮৫ সালের পরীক্ষা সংস্কার কমিটির সুপারিশের পরীক্ষার ধরন সংক্রান্ত অংশটুকু অনুমোদন করা হয়। মন্ত্রিপরিষদ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে ১৯৮৯ সাল থেকে রচনাধর্মী প্রশ্নের পাশাপাশি নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন প্রবর্তন করা হবে। নিচে ১৯৮৮ সালের ৭ ডিসেম্বর মন্ত্রিপরিষদ সভার এই সংক্রান্ত কার্যবিবরণী উল্লিখিত হলো :

(ক) প্রতিটি বিষয়ে/পত্রের মোট প্রশ্নমানের শতকরা ৫০ ভাগ রচনাধর্মী এবং শতকরা ৫০ ভাগ নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন থাকিবে। ছাত্রছাত্রীদের পৃথকভাবে রচনাধর্মী এবং নৈর্ব্যক্তিক অংশ পাশ করিতে হইবে।

(খ) রচনামূলক প্রশ্নের জন্যও নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের অনুরূপ প্রশ্ন ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।

(গ) এখন হইতে কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উপর মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র তৈরির দায়িত্ব দেয়া যাইবে না। প্রশ্নপত্র ব্যাংক কর্তৃক প্রস্তুতকৃত প্রশ্নমালা হইতে শিক্ষা বিভাগ নিজস্ব দায়িত্বশীল কর্মকর্তা দ্বারা উল্লিখিত পরীক্ষাদ্বয়ের প্রশ্নপত্র তৈরি করিবে।

(ঘ) মাদ্রাসা পরীক্ষা ব্যবস্থায় রচনাধর্মী প্রশ্নপত্রের পাশাপাশি নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নপত্র প্রবর্তন করা যায় কিনা শিক্ষা বিভাগ উহা পরীক্ষা করিয়া একটি প্রতিবেদন মন্ত্রী পরিষদে পেশ করিবে।[১]

কিন্তু মজার ব্যাপার হলো, স্কুলের পরীক্ষায় রচনাধর্মী প্রশ্নের পাশাপাশি নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন চালু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেও মন্ত্রিপরিষদ মাদ্রাসা পরীক্ষায় তা চালু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ থেকে বিরত থাকে। এ সম্পর্কে তারা শিক্ষা বিভাগের মতামত নতুন করে চেয়ে পাঠায়। অথচ ১৯৮৫ সালের পরীক্ষা সংস্কার কমিটি সকল পরীক্ষাতেই এই পদ্ধতি চালুর পক্ষে অভিমত রেখেছিল।

১৯৯২ সালের পাবলিক পরীক্ষা আইন

১৯৮০ সালে পাবলিক পরীক্ষা (অপরাধ) আইন যে প্রেক্ষাপট থেকে করা হয়েছিল এক যুগ পরে তার নানা রকম পট পরিবর্তিত হয়। ফলে জাতীয়

১ মন্ত্রিপরিষদ সভার সিদ্ধান্ত, সিদ্ধান্ত নং ১৮ (ক), ৭ ডিসেম্বর ১৯৮৮। শিক্ষা বিভাগের এই সংক্রান্ত পাঠানো সারসংক্ষেপের মাত্র চতুর্থ অনুচ্ছেদটুকু মন্ত্রিপরিষদ গ্রহণ করে

www.pathagar.com

সংসদে ১৯৮০ সালের পরীক্ষা-অপরাধ আইন সংশোধিত হয়। এতে শাস্তির মেয়াদ বাড়ানো হয় এবং সঙ্গে জরিমানাও যুক্ত করা হয়। ১৯৯২ সালের সংশোধিত আইনটি উদ্ধৃত হলো :

Public Examinations (Offences) Act, 1980-এর অধিকতর সংশোধনকল্পে আনীত বিল

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে Public Examinations (Offences) Act, 1980. XLII of 1980)-এর অধিকতর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয় :

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হলো :

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনামা

এই আইন Public Examinations (Offences) (Amendment) Act, 1992 নামে অভিহিত হবে।

২। Act. XLII of 1980-এর section 3-এর সংশোধন। Public Examinations (Offences) Act, 1980. XLII of 1980). অতঃপর উক্ত Act বলিয়া উল্লিখিত, এর Section 3-এর "two years or with fine, of with both" শব্দগুলি ও কমাগুলির পরিবর্তে "five years and shall not be less than one year" শব্দগুলো প্রতিস্থাপিত হইবে।

৩। Act. XLII of 1980-এর section 4-এর সংশোধন। উক্ত Act-এর scetion 4-এর "four years, or with fine, of with both" শব্দগুলি ও কমাগুলির পরিবর্তে "ten years, and shall not be less than three years, and shall also be liable to fine" শব্দগুলি ও কমা প্রতিস্থাপিত হইবে।

৪। Act XLII of 1980-এর section 6 এর সংশোধন। উক্ত Act-এর section 6-এর "four years, or with fine, or with both" শব্দগুলি ও কমাগুলির পরিবর্তে "seven years, and shall not be less than three years, and shall also be liable to fine" শব্দগুলি ও কমা প্রতিস্থাপিত হইবে।

www.pathagar.com

৫। Act. XLII of 1980-এর section 8-এর সংশোধন। উক্ত Act-এর section 8-এর "two years, or with fine, or with both" শব্দগুলি ও কমাগুলির পরিবর্তে "ten years, and shall not be less than three years, and shall also be liable to fine" শব্দগুলি ও কমা প্রতিস্থাপিত হইবে।

৬। Act XLII of 1980-এর section 9-এর সংশোধন। উক্ত Act-এর Section 9-এর—

(ক) clause (b)-এর শেষে "," কমার পরিবর্তে; "; or" সেমিকোলন এবং or শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে এবং তৎপর নিম্নবর্ণিত নতুন Clause (c) সংযোজিত হইবে, যথা—

(c) by any other means whatsoever;

(খ) "two years, of with fine, or with both" শব্দগুলি ও কমাগুলির পরিবর্তে "five years, and shall not be less than two years, and shall also be liable to fine" শব্দগুলি ও কমা প্রতিস্থাপিত হইবে।

উদ্দেশ্য ও কারণ সংবলিত বিবৃতি

১৯৮০ সালের পাবলিক পরীক্ষাসমূহ (অপরাধ) আইন-এ পরীক্ষা সংক্রান্ত দুর্নীতিতে অংশগ্রহণকারী ও সহায়তাকারীদের শাস্তি প্রদানের বিধান আছে। এই সকল বিধানাবলীর মধ্যে ভুয়া পরিচয় দান করিয়া পরীক্ষায় অংশগ্রহণ, প্রশ্নপত্র ফাঁস, ভুয়া মার্কশীট, সার্টিফিকেট ও ডিপ্লোমা অথবা ডিগ্রির সনদ জাল, উত্তরপত্র প্রতিস্থাপন বা সংযোজন, পরীক্ষার্থীদের নকল সরবরাহ ইত্যাদি অপরাধের জন্য শাস্তির বিধান কঠোরতর করার উদ্দেশ্যে উক্ত আইনের যথাক্রমে ৩, ৪, ৬, ৮, ও ৯ ধারার সংশোধনের প্রস্তাব করা হইয়াছে। ইহার ফলশ্রুতিতে পাবলিক পরীক্ষাসমূহে দুর্নীতি রোধ সম্ভব হইবে বলিয়া আশা করা যায়। তদনুযায়ী পাবলিক পরীক্ষাসমূহ (অপরাধ) (সংশোধনী) আইন, ১৯৯২ শীর্ষক বিলটি পেশ করা হইল।[১]

---

১ ১৯৮০ সালের পরীক্ষায় অপরাধ সংক্রান্ত আইনটি সংশোধিত হয়ে বিল আকারে ১৯৯২ সালে জাতীয় সংসদে তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী ব্যারিস্টার জমির উদ্দিন সরকার কর্তৃক উত্থাপিত হয়, পরে তা আইনে পরিণত হয়ে গেজেটে প্রকাশিত হয়

www.pathagar.com

১৯৯৭ সালের টাস্কফোর্স প্রতিবেদনে পরীক্ষা বিষয়ক মন্তব্য

দেশের শিক্ষাবোর্ডসমূহের সার্বিক কার্যাবলী পরীক্ষা করার জন্য ১৯৯৭ সালের ৩ এপ্রিল একটি টাস্কফোর্স গঠিত হয়। কাউন্সিল অব বিআইটির ভাইস চেয়ারম্যান ড. নজরুল ইসলাম টাস্কফোর্সের আহ্বায়ক মনোনীত হন। টাস্কফোর্স একই বছর ২৮ আগস্ট তাদের প্রতিবেদন সরকারের কাছে পেশ করে।

এতে শিক্ষাবোর্ডের বিভিন্ন কার্যাবলী পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছাড়াও টাস্কফোর্স শিক্ষাবোর্ডগুলোর অধীনে বিভিন্ন পাবলিক পরীক্ষা সম্পর্কেও তাদের অভিমত প্রকাশ করে। তারা প্রতিবেদনে বলেন, 'যদি বলা হয় যে, পরীক্ষায় ফেল বলে কোনো শব্দ থাকবে না, তাহলে সবাই চমকে উঠবেন। কিন্তু সত্যি দেশে শিক্ষার হার বৃদ্ধির জন্য ফেল শব্দটি মুছে দিতে হবে'। এ বিষয়ে টাস্কফোর্স একটি পরীক্ষা উন্নয়ন কেন্দ্র গঠন করারও প্রস্তাব করে।

টাস্কফোর্স সঠিকভাবেই উপলব্ধি করে যে, পরীক্ষা কেন্দ্র থাকার সঙ্গে ছাত্র ভর্তির একটা সম্পর্ক দেখা যায়। তাই টাস্কফোর্স সুপারিশ করে যে, প্রত্যেক থানায় পাবলিক পরীক্ষা হল স্থাপন করা উচিৎ।

নিচে টাস্কফোর্স প্রতিবেদনের পরীক্ষা বিষয়ক সুপারিশ ও মন্তব্যসমূহ উল্লিখিত হলো :

> ... একই প্রশ্নপত্রে সারাদেশের সবক'টি বোর্ডে পরীক্ষা গ্রহণের বিরোধিতা করেছেন সবাই এবং স্ব স্ব বোর্ড কর্তৃক প্রণীত প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা গ্রহণের পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন। কারণ এবারে (১৯৯৭ সালে— লেখক এস.এস.সি.-তে দেখা গেছে একই প্রশ্নে পরীক্ষা নিলে বাংলাদেশের কোনো নিভৃত অংশে কোনো কেন্দ্রে প্রশ্ন ফাঁস হয়ে গেলে তার প্রভাব সমগ্র বাংলাদেশের পরীক্ষার্থীর উপর পড়ে। পরীক্ষার্থীরা হয়রানির শিকার হয়। সমগ্র বাংলাদেশের পরীক্ষা বাতিল করতে হয়। প্রত্যেক বোর্ড যদি আলাদা প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা নেয় তাহলে কেবল সংশ্লিষ্ট বোর্ডের আওতাধীন পরীক্ষার্থীরাই তার প্রভাব বলয়ে পড়ে। অন্য বোর্ডের পরীক্ষার্থীদের উপর তার প্রভাব পড়ে না। এক্ষেত্রে সকল বোর্ডের প্রশ্নপত্রের সমমান রক্ষার কথাটি এসে পড়ে। তার জন্য ঢাকায় একটি 'কেন্দ্রীয় পরীক্ষা উন্নয়ন কেন্দ্র' স্থাপন করে সেখানে সারা বছর পালাক্রমে স্কুল ও কলেজ শিক্ষকদের প্রশ্নপত্র প্রণয়ন, সমীক্ষণ, পরীক্ষা হলে পরিদর্শনসহ পরীক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সকল বোর্ডের মধ্যে একটা সমন্বয় স্থাপনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।
>
> গ্রেডিং সিস্টেম বাংলাদেশের জন্যে সম্পূর্ণ নতুন ভাবনা। উন্নত

www.pathagar.com

দেশসমূহে এই পদ্ধতি প্রচলিত আছে। আমাদের দেশে গ্রেডিং সিস্টেম চালু করার পূর্বে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত বলে টাস্কফোর্স মনে করে। গ্রেডিং সিস্টেম চালু করার পূর্বে সংশ্লিষ্ট সকলের সঙ্গে আলোচনা ও বিশেষজ্ঞ পর্যায়ে মতামত নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়া যেতে পারে। গ্রেডিং চালু হোক বা না হোক, প্রচলিত ফল প্রকাশে কোনো মেধাতালিকা প্রকাশের ব্যবস্থা রহিত করতে হবে। কারণ মেধাতালিকা প্রকাশের ক্ষেত্রে দুর্নীতি ও অব্যবস্থার অবকাশ রয়ে যায় এবং সেই সঙ্গে ক্ষতিকারক প্রতিযোগিতার মনোভাব সৃষ্টি হয়।

যদি বলা হয় যে, পরীক্ষায় ফেল বলে কোনো শব্দ থাকবে না, তাহলে সবাই চমকে উঠবেন। কিন্তু সত্যি দেশে শিক্ষার হার বৃদ্ধির জন্য ফেল শব্দটি মুছে দিতে হবে। বর্তমানে একটি বিষয়ে ফেল করলে তাকে ফেল ঘোষণা করা হয় এবং তাকে পরবর্তী এক বছরের জন্য অপেক্ষা করতে হয় পরবর্তী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করার জন্য। এবারও তাকে সব বিষয়েই পরীক্ষা দিতে হয় এবং পাশ করতে হয়। ফলে আবারও ফেলের আশংকা রয়েই যায়। তাই গরিব দেশের গরিব অভিভাবকদের সন্তানরা একবার ফেল করলে পরের বার আর পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করার আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। এতে অনেক শিক্ষার্থীদের শিক্ষা জীবন অকালে ঝরে পড়ে। তাই সংশ্লিষ্ট সকালের সাথে মতামত বিনিময় করে টাস্কফোর্স সুপারিশ করছে যে আগামীতে যেসব শিক্ষার্থী এক বা একাধিক বিষয়ে ফেল করবে, তারা পরবর্তী পরীক্ষাতে কেবল ঐ বিষয় বা বিষয়গুলোতেই পরীক্ষা দেবে। টাস্কফোর্স সুপারিশ করছে ফেল করা এক বা একাধিক বিষয়ে পরীক্ষা দিলেও সে সমগ্রভাবে যে বিভাগ পাবে, সেই বিভাগই তাকে প্রদান করা হবে। এতে প্রথমবার অকৃতকার্য পরীক্ষার্থীরা পরের বার পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে উৎসাহী হবে এবং অভিভাবকবৃন্দও তাদের পুনরায় পরীক্ষা দিতে উৎসাহ বোধ করবেন। আরও সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, যারা কোচিং সেন্টার ও গাইড বইয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকবেন পরীক্ষার কোনো পর্যায়ে তারা সম্পৃক্ত থাকতে পারবেন না। সেই সাথে টাস্কফোর্স সুপারিশ করছে যে, পূর্ববর্তী বছরের প্রশ্নপত্রের ভাষারও পুনরাবৃত্তি করা যাবে না।

পরীক্ষার নতুন মান বণ্টন (Marks Distribution) ও ফেল শব্দটি মুছে দেয়ার জন্য নতুন প্রস্তাবিত সুপারিশ যেন হঠাৎ করে বলবৎ করা না হয়, টাস্কফোর্স সে সম্পর্কে সাবধানবাণী উচ্চারণ করছে। প্রস্তাবিত এই সুপারিশগুলি দেশের মানুষের দীর্ঘদিনের ঐতিহ্যবাহী চিন্তার সংগে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। তাই হঠাৎ করে এগুলি কার্যকর করতে গেলে মানুষের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি

www.pathagar.com

হওয়ার আশংকা উড়িয়ে দেয়া যায় না। তাই এগুলি চালু করার আগে মানুষের মাঝে এর গ্রহণযোগতা বৃদ্ধির জন্য নানারকম ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। যেমন জেলায় জেলায় এইসব প্রস্তাবিত ব্যবস্থা সম্পর্কে স্কুল কলেজের শিক্ষকদের কর্মশালার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। 'পরীক্ষা উন্নয়ন কেন্দ্রে' সারা বছর শিক্ষকদের সম্মেলন করে বিষয়গুলি ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। প্রস্তাবিত নতুন পরীক্ষা ব্যবস্থা যদি সরকারের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়, তাহলে এখন যারা নবম ও দশম শ্রেণীতে অধ্যয়ন করছে, তাদের ক্ষেত্রে এই ব্যবস্থা কার্যকর হবে না। এবারে যারা অষ্টম শ্রেণী থেকে নবম শ্রেণীতে উঠবে, তাদের ক্ষেত্রে এ ব্যবস্থা প্রযোজ্য হতে পারে। সরকার যদি আরও সময় চায় প্রস্তাবিত পরীক্ষা ব্যবস্থা চালু করতে, তাহলে এবারে যারা ৭ম শ্রেণীতে পড়ছে, তারা যখন নবম শ্রেণীতে উঠবে, তখন থেকে এ ব্যবস্থা চালু করা যেতে পারে। অর্থাৎ ১৯৯৯ সাল থেকে এ ব্যবস্থা চালু করা যেতে পারে। এতে প্রস্তাবিত পরীক্ষা পদ্ধতি নিয়ে আলাপ আলোচনা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম করার যথেষ্ট সময় পাওয়া যাবে। হঠাৎ করে কোন ব্যবস্থা চাপিয়ে দেবার অতীতের করুণ পরিণতির অভিজ্ঞতা থেকেই টাস্কফোর্স এ সুপারিশ করছে।

পরীক্ষা কেন্দ্র থাকার সংগে ছাত্র ভর্তির একটা সম্পর্ক দেখা যায়। তাই টাস্কফোর্স মনে করে যে, প্রত্যেক থানায় পাবলিক পরীক্ষা হল স্থাপন করা উচিত এবং সব পরীক্ষা সেই সব হলেই গ্রহণ করা উচিত। এতে সুবিধা হলো এই যে, আইন শৃঙ্খলা রক্ষা ও নকল প্রতিরোধে অধিকতর অনুকূল সুযোগের সৃষ্টি হবে, তদুপরি এই হলগুলো অন্য সময়ে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ কাজে ও বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ব্যবহার করে ভাল পরিমাণ অর্থের সংস্থান হতে পারে।

প্রতি বছর উচ্চ শিক্ষাসহ চাকরি/বাকরির উদ্দেশ্যে এদেশের হাজার হাজার যুবক বিদেশে পাড়ি দিচ্ছে। বিদেশে যাওয়ার দরখাস্ত করতে হলে তার পরীক্ষার সনদপত্রাদির ইংরেজি ভাষান্তর দরকার পড়ে। প্রচুর টাকা ব্যয় করে এবং অনেক শ্রম ক্ষয় করে একজনের পক্ষে বোর্ডে ঘোরাঘুরি করে তার সনদপত্রের ইংরেজি কপি সংগ্রহ করতে হয়। সকল বোর্ডের কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ মনে করেন জনসাধারণের সুবিধাই তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য। তাই এখন থেকে বোর্ডসমূহের S.S.C. ও H.S.C. পরীক্ষার সনদপত্র ও মার্কশীট বাংলা ও ইংরেজি উভয় ভাষাতেই ছাপানো উচিত। এর জন্য সনদপত্র ও মার্কশীট বাবদ ফি সামান্য বাড়ানো যেতে পারে। কিন্তু একই সনদপত্রে ও মার্কশীটে বাংলা ও ইংরেজি উভয় ভাষা ব্যবহার করতে হবে।...

www.pathagar.com

...নতুন স্কুল/কলেজ এবং নতুন পরীক্ষকেন্দ্র খোলার বিষয়ে তদন্ত করে দেখা যায় সেখানেও অনিয়ম রয়েছে। অনেক বোর্ডের চেয়ারম্যান সে কথা স্বীকারও করেছেন। কিন্তু নতুন স্কুল/কলেজ খোলার সরকারী নিয়মনীতি ভঙ্গের জন্য রাজনৈতিক চাপই প্রধানত দায়ী বলে তারা জানান। টাস্কফোর্সের পরিদর্শনকালে প্রতীয়মান হয় যে, বোর্ড কর্তৃপক্ষও নিয়মনীতি ভঙ্গ করে এরূপ স্বীকৃতি প্রদান করে থাকে। কাজেই টাস্কফোর্স দ্ব্যর্থহীন ভাষায় সুপারিশ করছে যে-কোনো নতুন কলেজ বা স্কুল খোলা বা কোনো স্কুল/কলেজে পরীক্ষাকেন্দ্র খোলার জন্য রাজনৈতিক ও প্রভাবশালী মহলের হস্তক্ষেপ বন্ধ করতে হবে। এক্ষেত্রে বোর্ডসমূহের স্বায়ত্তশাসিত চরিত্র যেন বজায় থাকে। টাস্কফোর্স সে বিষয়ে সরকারের মনোযোগ আকর্ষণ করছে।[১]

১৯৯৭ সালের শিক্ষানীতি কমিটির সুপারিশে পরীক্ষা সংক্রান্ত অভিমত

১৯৭৪ সালের কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশনের প্রতিবেদনের আলোকে যুগোপযোগী ও গ্রহণযোগ্য একটি শিক্ষানীতি প্রণয়নের জন্যে ৫৬ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠিত হয়েছিল। ১৯৯৬ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের শিক্ষা উপদেষ্টা প্রফেসর শামসুল হককে এই কমিটির চেয়ারম্যান করে ১৯৯৭ সালের ১৪ জানুয়ারী একটি প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়।

কমিটি ১৯৯৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তাদের প্রতিবেদন সরকারের কাছে পেশ করে। কমিটি পরীক্ষায় মেধা তালিকার পরিবর্তে গ্রেডিং পদ্ধতি এবং গ্রেড নির্ণয়ের ক্ষেত্রে *G P A* পদ্ধতি চালু করার প্রস্তাব করে। কোনো এক বিষয়ে কোনো পরীক্ষার্থী অকৃতকার্য হলে পরবর্তী বছর তাকে ঐ বিষয়েই শুধু পরীক্ষা দানের সুযোগ দানের কথা বলে। কমিটি সব সময়ের জন্য একটি 'জাতীয় পরীক্ষা গবেষণা পরিষদ' করারও প্রস্তাব করে। কমিটি নোটবই, গাইড বই, এমনকি প্রাইভেট টিউশন ও কোচিং সেন্টারও নিষিদ্ধ করার প্রস্তাব করে।

নিম্নে জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি (১৯৯৭)-এর পরীক্ষা সংক্রান্ত অভিমতের পূর্ণাঙ্গ অংশ উদ্ধৃত করা হলো :

প্রাথমিক স্তর

স্কুল কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত বর্তমানে প্রচলিত মূল্যায়ন পদ্ধতি অব্যাহত থাকতে পারে। বিশেষ করে প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত ধারাবাহিক মূল্যায়ন এবং ষান্মাসিক ও বার্ষিক পরীক্ষার মাধ্যমে মূল্যায়ন পদ্ধতি চালু থাকতে পারে।

---

১ শিক্ষাবোর্ডসমূহের সার্বিক কার্যাবলী পরীক্ষা করার জন্য গঠিত টাস্কফোর্স প্রতিবেদন (ড. নজরুল ইসলাম প্রতিবেদন), শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ২৮ আগস্ট ১৯৯৭, পৃষ্ঠা ৩১-৩৩

www.pathagar.com

শিক্ষার্থীর মূল্যায়নের জন্য প্রতি বৎসর সাময়িক ও বার্ষিক পরীক্ষার ব্যবস্থা থাকতে হবে। এ ছাড়া প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের কমপক্ষে শতকরা ৩০ জন বৃত্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবে যা বর্তমানে পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণী শেষে চালু আছে। বৃত্তি পরীক্ষা হবে পঞ্চম শ্রেণীর শেষে। অষ্টম শ্রেণীর শেষে পাবলিক পরীক্ষার ব্যবস্থা থাকবে।

প্রাথমিক স্তরের কোনো শ্রেণীতেই শিক্ষক সমিতি বা অন্য কোন সমিতি কর্তৃক প্রণীত প্রশ্নপত্র চলবে না। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্তৃপক্ষই এসব প্রণয়ন করবে এবং স্কুলগুলোকে সেখান থেকে প্রশ্নপত্র সংগ্রহ করতে হবে।

সে সকল শিক্ষার্থী অষ্টম শ্রেণীর শেষে পাবলিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবে না বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাদের একটি কোর্স সমাপ্তির সনদপত্র প্রদান করবে এবং শিক্ষার্থীর অন্তঃপরীক্ষা ও ধারাবাহিক মূল্যায়নের ফলাফল উক্ত সনদপত্রে লিপিবদ্ধ করবে। উক্ত সনদপত্রে শিক্ষার্থীর জন্মতারিখ উল্লেখ করতে হবে। এ সনদপত্র শিক্ষার্থীর চূড়ান্ত ফল হিসেবে গণ্য করতে হবে। প্রাথমিক স্তরে পাবলিক পরীক্ষার ক্ষেত্রে অন্তঃ ও বহিঃমূল্যায়নের ব্যবস্থা থাকা বাঞ্ছনীয়।

পরীক্ষার্থীকে অন্তঃ ও বহিঃপরীক্ষায় আলাদাভাবে উত্তীর্ণ হতে হবে।

মাধ্যমিক স্তর

দশম শ্রেণীর শেষে একটি পাবলিক পরীক্ষা থাকবে যার নাম হবে মাধ্যমিক পরীক্ষা প্রথম পর্ব। মাধ্যমিক স্তরের চূড়ান্ত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে দ্বাদশ শ্রেণীর শেষে। কোনো শিক্ষার্থী দশম শ্রেণীর শেষে প্রথম পর্ব পরীক্ষার যেসব বিষয়ে অকৃতকার্য হবে এগুলি দ্বাদশ শ্রেণীর শেষে মাধ্যমিক পরীক্ষায় দিতে পারবে। দুই পরীক্ষার ফলাফল একত্র করে চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণা করা হবে। কেউ দশম শ্রেণীর শেষে মাধ্যমিক পরীক্ষা প্রথম পর্বের পর পড়াশুনা চালাতে না পারলে তাকে বোর্ড থেকে নম্বরপত্র দেওয়া হবে এবং স্কুল থেকে স্কুল ত্যাগের সনদ দেওয়া হবে।

মাধ্যমিক পর্যায়ের পাবলিক পরীক্ষায় এক বিষয়ে অকৃতকার্য হলে পরীক্ষার্থীকে ঐ বিষয়ে আর মাত্র একবার পরবর্তী পাবলিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়া হবে। এক্ষেত্রে শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির পরিবর্তন হলে পুরাতন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি অনুযায়ী উক্ত প্রার্থীকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ দিতে হবে। তাদের জন্য কোনো অন্তর্বর্তীকালীন পরীক্ষা অনুষ্ঠানের

www.pathagar.com

ব্যবস্থা করা যাবে না। অনুরূপ সুযোগ অন্যান্য স্তরের পাবলিক পরীক্ষায়ও দিতে হবে।

কোনো পরীক্ষার্থী একটি বিষয়ে অকৃতকার্য হলে চূড়ান্ত ফলাফল নির্ণয়ের জন্য প্রথম মূল পরীক্ষা এবং পরবর্তী পরীক্ষায় (যে পরীক্ষায় একটি বিষয়ে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে) প্রাপ্ত গ্রেড একত্র করে চূড়ান্ত গ্রেড নির্ণয় করা হবে।

পরীক্ষার ফলাফল গ্রেডিং পদ্ধতির মাধ্যমে নির্ণয় করা হবে। পরীক্ষার কোনো মেধা তালিকা থাকবে না। গ্রেড নির্ণয়ের ক্ষেত্রে জিপিএ (GPA) পদ্ধতি চালু করা হবে। কোনো বিষয়ে একজন শিক্ষার্থী ৪০%-এর নিচে নম্বর পেলে তাকে অকৃতকার্য বলে গণ্য করা হবে। গ্রেড নির্ণয়ের মান নিম্নরূপ হবে :

A+= ৯০% তার উর্ধ্বে

A= ৮০%-এর উর্ধ্বে ৯০%-এর নিচে

B=৭০%-এর উর্ধ্বে ৮০%-এর নিচে

C=৫৫%-এর উর্ধ্বে ৭০%-এর নিচে

D=৪০%-এর উর্ধ্বে ৫৫%-এর নিচে

মাধ্যমিক পরীক্ষার ক্ষেত্রে অন্তঃপরীক্ষায় শতকরা ২০ ভাগ মূল্যায়নের ব্যবস্থা থাকবে। বহিঃপরীক্ষা ৮০%-এর মধ্যে রচনামূলক ৩০%, সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন ৩০% এবং নৈর্ব্যক্তিক ২০%। অন্তঃপরীক্ষা ও বহিঃপরীক্ষায় আলাদাভাবে পাশ করতে হবে। অন্তঃপরীক্ষার নম্বর বহিঃপরীক্ষার নম্বরের আনুপাতিক হার বা তার কাছাকাছি হতে হবে। অন্যথায় অন্তঃপরীক্ষায় কেবল পাশ নম্বর পাবে। তবে বিষয়ভিত্তিক গ্রেড নির্ণয় করা হবে। পাবলিক পরীক্ষার ক্ষেত্রে কোনো মেধা তালিকা থাকবে না।

পরীক্ষক, প্রধান পরীক্ষক ও প্রশ্ন পরিমার্জনাকারী

প্রধান পরীক্ষক, পরীক্ষক ও প্রশ্ন পরিমার্জনাকারীদের জন্য যথাযথ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

পরীক্ষকদের নিকট থেকে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে খাতা পাওয়ার নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে। যথাসময়ে উত্তরপত্র মূল্যায়নের ব্যর্থতার জন্য শাস্তির বিধান রাখতে হবে। উত্তরপত্রের সম্মানী যুগোপযোগী করতে হবে।

জাতীয় পরীক্ষা গবেষণা পরিষদ

কেন্দ্রীয়ভাবে আদর্শ মানসম্পন্ন এবং শ্রেণী-উপযোগী প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করতে হবে। এরূপ আদর্শ মানসম্পন্ন প্রশ্ন প্রণয়নের লক্ষ্যে গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা পরিচালনার জন্য '*জাতীয়*

www.pathagar.com

পরীক্ষা গবেষণা পরিষদ নামে একটি প্রতিষ্ঠান থাকতে হবে এবং এর প্রধান হবেন জাতীয় পর্যায়ের একজন চাকরিরত অথবা অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষাবিদ বা বিশেষজ্ঞ। প্রতিষ্ঠানটি হতে হবে সম্পূর্ণ স্বায়ত্তশাসিত। এ প্রতিষ্ঠান কেন্দ্রীয়ভাবে আদর্শ মানসম্পন্ন, প্রাসঙ্গিক শ্রেণী-উপযোগী মডেল প্রশ্ন প্রণয়ন করবে এবং প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও মূল্যায়ন পদ্ধতি সম্পর্কে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবে। বিভিন্ন শিক্ষাবোর্ড ও বিশ্ববিদ্যালয় এ প্রতিষ্ঠানের খরচ বহন করবে।

মাধ্যমিক ও ডিগ্রি পরীক্ষা অনুষ্ঠানের কেন্দ্র থানা সদরের নিচের পর্যায়ে হবে না।

আন্তঃবোর্ড বদলি

ছাত্রছাত্রী বৃদ্ধির সঙ্গে সংগতি রেখে দেশে শিক্ষা বোর্ডের সংখ্যা আরও বাড়ানো যেতে পারে এবং বোর্ডগুলির দক্ষতা ও গতিশীলতা বৃদ্ধির জন্য এক বোর্ড থেকে অন্য বোর্ডে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বদলির ব্যবস্থা করতে হবে।

স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পরীক্ষা

স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পরীক্ষার উত্তরপত্রের অন্তঃ ও বহিঃমূল্যায়নের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা

কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা সাধারণ শিক্ষা থেকে ভিন্নধর্মী। সেজন্য এর মূল্যায়ন পদ্ধতিও ভিন্নতর হওয়া আবশ্যক। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষায় হাতে কলমে শিক্ষার যেমন গুরুত্ব রয়েছে তেমনি এর তত্ত্বীয় বিষয়ের পাঠদান প্রক্রিয়ায় ধারাবাহিকতার একান্ত প্রয়োজন আছে। ছাত্রছাত্রী যদি কোনো বিষয়ের পাঠদান প্রক্রিয়ায় কিছু ক্লাসে অনুপস্থিত থাকে তাহলে পরবর্তী ক্লাসসমূহের পাঠ তার কাছে অনেকাংশে অবোধ্য থাকবে। এ কারণে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাব্যবস্থায় ধারাবাহিক মূল্যায়ন যথেষ্ট গুরুত্ব বহন করে। এ বিষয়টি বিবেচনা করে কারিগরি শিক্ষাক্ষেত্রের বর্তমান পরীক্ষা ও মূল্যায়ন পদ্ধতি প্রণয়ন করা হয়েছে। বর্তমানে এ পদ্ধতি অব্যাহত রাখা যেতে পারে।

কারিগরি শিক্ষাব্যবস্থায় বর্তমানে যে পরীক্ষা ও মূল্যায়ন পদ্ধতি চালু রয়েছে তা ক্রেডিট ও কোর্স পদ্ধতির সংমিশ্রণ এবং এর সিলেবাসসমূহ ক্রেডিট পদ্ধতিতে তৈরি। ছয়মাসের একটি সেমিস্টারে ৫/৭টি বিষয়ে ২০ ভাগ থেকে ২৪ ক্রেডিটের একটি কোর্স অধ্যয়ন করে সকল বিষয়ে উত্তীর্ণ হয়ে পরবর্তী সেমিস্টারে পড়ার সুযোগ পেতে হয়। প্রথম থেকে চতুর্থ পর্ব পর্যন্ত দুইয়ের

www.pathagar.com

অধিক বিষয়ে অকৃতকার্য হলেও ছাত্রছাত্রীকে সেমিস্টারের সকল বিষয়ে পুনরায় পরীক্ষা দিতে হয়। ক্রেডিট পদ্ধতিতে এ নিয়ম সঠিক নয়। তবে পঞ্চম পর্বে (প্রথম পাবলিক পরীক্ষা) যে-কোনো বিষয়ে অকৃতকার্য হলে ষষ্ঠ পর্বের (দ্বিতীয় পাবলিক পরীক্ষা) সঙ্গে বা পরবর্তী পঞ্চম/ষষ্ঠ পর্বে উত্তীর্ণ না হওয়া পর্যন্ত পরীক্ষা দিয়ে পাশ করার সুযোগ পায়।

বর্তমান আর্থ-সামাজিক অবস্থায় এবং প্রায় বিনা বেতনে লেখাপড়ার সুযোগ থাকার কারণে ছাত্রছাত্রীদের পছন্দানুযায়ী ক্রেডিট আওয়ার প্রদানের ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়। তবে অদূর ভবিষ্যতে পছন্দানুযায়ী ক্রেডিট আওয়ার গ্রহণ এবং ক্রেডিট ট্রান্সফারের সুযোগ-সংবলিত একটি নতুন মূল্যায়ন পদ্ধতি কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রবর্তন করতে হবে।

গাইড বই, নোট বই, প্রাইভেট টিউশন ও কোচিং সেন্টার

প্রাথমিক থেকে স্নাতকোত্তর শ্রেণী পর্যন্ত কোনো স্তরেই শিক্ষার্থীদের জন্য কোনো গাইড নোট বই রাখা চলবে না। প্রাইভেট টিউশন ও কোচিং সেন্টার নিষিদ্ধ করতে হবে।

প্রশিক্ষণ

শিক্ষার্থীকে মূল্যায়নের পূর্বে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের সঠিক পাঠদান নিশ্চিত করতে হবে। সেজন্য প্রয়োজন যথাযথ শিক্ষাদানের জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণ এবং এগুলির যথাযথ ব্যবহার। একজন যোগ্য শিক্ষকের অবশ্যই বিষয় সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান ও দক্ষতা থাকতে হবে। বিষয়ের ওপর অতি সাম্প্রতিক তথ্য সম্পর্কেও তাকে অবহিত হতে হবে। কারণ,ছাত্রদের মধ্যে জ্ঞানের বিস্তারই তার একমাত্র কাজ নয়, তাদের মধ্যে বিষয় সম্পর্কে অনুসিদ্ধৎসা জাগ্রত করাই তাঁর মূল দায়িত্ব। এ কারণেই শিক্ষকদের পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের সুযোগ অবশ্যই থাকা দরকার। প্রশিক্ষণের মাধ্যমেই জ্ঞানের নবায়ন ও প্রসারণ ঘটানো সম্ভব। শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ হবে বহুমাত্রিক। বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ যেমন প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন শিক্ষাদান পদ্ধতি ও মূল্যায়নের।

শিক্ষক-ছাত্র অনুপাত

সাম্প্রতিক সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, সমাজের সর্বত্র যেমন অস্থিরতা বিরাজমান, ছাত্রদের মধ্যেও এই অস্থিরতা রয়েছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বিধি-বিধানের নিয়ন্ত্রণে তাদের নিয়ে আসা অথবা শ্রেণীকক্ষে তাদের মনোনিবেশ করানো আজকাল দুরূহ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এক্ষেত্রে শিক্ষক-ছাত্রের অনুপাত আরেকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয়। বিশাল শ্রেণীকক্ষে এ কারণে শিক্ষকদের সম্মুখে শতাধিক ছাত্রের উপস্থিতি

www.pathagar.com

শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে যে কী গভীর সমস্যার সৃষ্টি করে তা সহজেই অনুমেয়। এজন্যই পরীক্ষার ফলাফলের ক্ষেত্রে ঘটে অনিবার্য বিপর্যয়। তাই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক-ছাত্র অনুপাত একটি যুক্তিযুক্ত সীমার মধ্যে থাকতে হবে যা প্রাথমিক স্তরের জন্য ১:৩৫ এবং মাধ্যমিক স্তরের জন্য ১:৪০-এর বেশি হবে না।[১]

উন্নত দেশসমূহে পরীক্ষার ব্যবস্থাপনা ও মূল্যায়ন পদ্ধতি

কয়েকটি উন্নত দেশের পরীক্ষা বিষয়ক বিভিন্ন দিক নীচে তুলানামূলক পদ্ধতিতে দেখানো হয়েছে। এর মধ্যে একটি দেশ এশিয়ার, দুটি ইউরোপের এবং অন্য একটি এশিয়া-ইউরোপ দুই মহাদেশের সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত দেশের পরীক্ষা পদ্ধতি থেকে আলোচনা করা হয়েছে। দেখুন তুলনাটি বাংলাদেশের সঙ্গে মিলিয়ে[২] :

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার বিভিন্ন দিক	জাপান	যুক্তরাষ্ট্র	যুক্তরাজ্য	সোভিয়েত ইউনিয়ন
১। আধুনিক পরীক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন	১৮৬০ সালের দিক থেকেই আধুনিক ধারা প্রবর্তনের চেষ্টা এবং বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে বিভিন্ন ধরনের নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষার প্রচলন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে প্রশ্নমালার ব্যবহার।	১৯০০ সালে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ এবং সাধারণভাবে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার মান স্থিতিশীল রাখার প্রথম প্রচেষ্টা "কলেজ এন্ট্রান্স এগজামিনেশন বোর্ড" গঠন। ১৯৪২ সাল থেকে এস. এ. টি. অভীক্ষার প্রচলন।	১৯৬০ সাল থেকে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমিক শিক্ষা শেষে পরীক্ষা গ্রহণ। ১৯৫০ সাল থেকে জিসিই 'ও' এবং 'এ' লেভেল পরীক্ষা গ্রহণ এবং সৃজনশীল পাঠপ্রবৃত্তিকে উৎসাহ দান। অপেক্ষাকৃত নিম্নমানের ছাত্রদের জন্য অপর একটি পরীক্ষা পদ্ধতি চালু করা। বর্তমানে দুই ধারার সমন্বয় করা হচ্ছে।	সোভিয়েত বিপ্লবের পর নতুন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের শুরুতে পরীক্ষাসর্বস্ব শিক্ষাদান পদ্ধতিতে সৃষ্টিশীল প্রতিভা বিকাশে ব্যাহত হবে মনে করে সকল পরীক্ষা উঠিয়ে দেওয়া হয়। তবে এ চিন্তাধারায় পরিবর্তন হয়েছে এবং ১৯৫৬ সন থেকে ৮ম ও ১০ম শ্রেণীতে স্কুল পরিত্যাগ পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়।

১ জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি (প্রফেসর এম. সামসুল হক কমিটি)-এর প্রতিবেদন, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, সেপ্টেম্বর ১৯৯৭, পৃষ্ঠা ১৪৭-১৫০

২ সূত্র : ১৯৮৫ সালের পরীক্ষা সংস্কার কমিটির প্রতিবেদন

www.pathagar.com

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার বিভিন্ন দিক	জাপান	যুক্তরাষ্ট্র	যুক্তরাজ্য	সোভিয়েত ইউনিয়ন
২। অন্তঃপরীক্ষা, বহিঃপরীক্ষা ও গুরুত্বের অনুপাত, পরবর্তী পর্যায়ে উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি।	স্কুল স্তরে কোনও বহিঃপরীক্ষা নেই। সারা বছর ধরে শিক্ষকই ছাত্রের মূল্যায়ন করেন। তবে প্রকাশকদের প্রকাশিত বিভিন্ন ধরনের আদর্শায়িত অভীক্ষা ব্যবহার করা হয়ে থাকে। উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি বিভিন্ন ভর্তি পরীক্ষার মাধ্যমে ছাত্র নির্বাচন করেন।	একটি অঙ্গরাজ্য ছাড়া বহিঃপরীক্ষা নেই। সারা বছর ধরে শিক্ষকই ছাত্রের মূল্যায়ন করেন। "কলেজ এন্ট্রান্স এগজামিনেশন বোর্ড" কর্তৃক প্রচলিত এস. এ.টি. অভীক্ষার মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ স্কুল থেকে প্রত্যয়নপত্র প্রাপ্ত ছাত্রের মান নির্ধারণ করতে পারেন।	বিভিন্ন শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক বহিঃপরীক্ষা গ্রহণ করা হয় এবং এর ভিত্তিতে ছাত্রের মাধ্যমিক ('ও' লেভেল) স্তরে মান নির্ণয় করা হয়ে থাকে। এই মানের ভিত্তিতে উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি ছাত্র ভর্তি করে।	পরীক্ষা পরিচালনা প্রধানত স্কুলের শিক্ষকদের দায়িত্ব। কিন্তু শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও আঞ্চলিক শিক্ষা পরিদপ্তরের স্থানীয় প্রতিনিধিরা পরীক্ষা পরিদর্শন করেন এবং মান সম্পর্কে দৃষ্টি রাখেন।
৩। প্রশ্নপত্র প্রণয়ন পদ্ধতি, প্রশ্নপত্র প্রণয়নের ওপর গবেষণা।	অন্তঃপরীক্ষার প্রশ্নপত্র স্কুলের শিক্ষকই প্রস্তুত করেন। তবে বাজারে প্রাপ্ত বিভিন্ন অভীক্ষা সাধারণভাবে শিক্ষাবিদ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও গবেষকদের প্রচেষ্টার ফল। ১৯৬৩ সনে "এডুকেশনাল টেস্ট রিসার্চ ইনস্টিটিউট" স্থাপিত হয়েছে। উদ্দেশ্য উচ্চ শিক্ষা লাভে ইচ্ছুক প্রার্থী নির্বাচনের জন্য উপযুক্ত অভীক্ষা প্রস্তুতকরণ ও গবেষণা।	অন্তঃপরীক্ষার প্রশ্নপত্র স্কুলের শিক্ষকই প্রস্তুত করেন। "কলেজ এন্ট্রান্স এগজামিনেশন বোর্ড" প্রশ্নপত্র প্রস্তুত করেন ভর্তি পরীক্ষার জন্য। এর জন্য এই বোর্ড নির্ভর করে আর একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠানের ওপর, যথা : "এডুকেশনাল টেস্টিং সার্ভিস"। শেষোক্ত প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হয় ১৯৪৮ সনে।	বহিঃপরীক্ষা বা "পাবলিক এগজামিনেশনে"র প্রশ্নপত্র শিক্ষা বোর্ডগুলি প্রণয়ন করেন। পরীক্ষা ও প্রশ্নপত্রের ধরনের পরিবর্তনের জন্য বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কমিশন নিয়োগ করা হয়ে থাকে।	প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানে পরীক্ষা কমিটি গঠন করা হয় যেখানে স্কুলের শিক্ষক ছাড়াও বিশেষজ্ঞ থাকেন এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে তা গঠিত হয়। প্রশ্নমালা শিক্ষা মন্ত্রণালয় অনুমোদন করে থাকে।

www.pathagar.com

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার বিভিন্ন দিক	জাপান	যুক্তরাষ্ট্র	যুক্তরাজ্য	সোভিয়েত ইউনিয়ন
৪। প্রশ্নপত্রের ধরন রচনাভিত্তিক নৈর্ব্যক্তিক গুরুত্বের অনুপাত	প্রধানত নৈর্ব্যক্তিক। তবে বর্তমানে কিছু সংখ্যক রচনামূলক প্রশ্ন ব্যবহৃত হচ্ছে।	নৈর্ব্যক্তিক ও রচনামূলক। এস. এ. টি. অভীক্ষাসমূহ প্রধানত নৈর্ব্যক্তিক।	প্রধানত রচনামূলক। সম্প্রতি বিজ্ঞান বিষয়ক প্রশ্নে নৈর্ব্যক্তিক বা সংক্ষিপ্ত রচনামূলক প্রশ্ন করার প্রচলন হয়েছে।	মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। প্রশ্ন সাধারণত সংক্ষিপ্ত রচনামূলক হয়ে থাকে। তবে স্কুলের অন্তঃপরীক্ষা গুলিতে উভয় প্রকার প্রশ্ন এবং লিখিত পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়।
৫। মূল্যায়ন পদ্ধতি	পাঁচ পয়েন্টের মূল্যায়ন গ্রেড ব্যবহৃত হয়। যথা : ৫: চমৎকার, ৪: ভাল, ৩: গড়পড়তা, ২: সাহায্য, প্রয়োজন, ১: সযত্ন প্রয়াস প্রয়োজন	আক্ষরিক গ্রেড প্রদান করা হয়, যথা-এ, বি, সি, ডি, ই, এফ।	'ও' লেভেলে নয় পয়েন্টের মূল্যায়ন গ্রেড ব্যবহার করা হয়। ১ সর্বোচ্চ, ৬ পাশ এবং অন্যগুলি ফেল। 'এ' লেভেলে ৭টি ব্যবহার করা হয়। 'এ' থেকে 'ই' পর্যন্ত পাশ। 'এফ' ও 'জি' ফেল।	পাঁচ পয়েন্টের মূল্যায়ন গ্রেড ব্যবহৃত হয়। যথা- ৫ : নির্ভুল উত্তর ৪ : ছোট-খাট ভুল, ৩ : সন্তোষজনক, কিন্তু আস্থার সাথে প্রকাশ করতে অক্ষম, ২ : অসন্তোষজনক (ফেল) ১ : বিষয়বস্তু সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ (ফেল)।
৬। ফলাফল	অন্তঃপরীক্ষার মাধ্যমে তিন বছরে ১৫টি পরীক্ষার ফলাফল সমন্বিত করে একজন শিক্ষার্থীকে সাফল্যের সনদ প্রদান করা হয়। অন্যান্য প্রচলিত অভীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর ও শতাংশক স্তর উল্লেখ করা হয়।	অন্তঃপরীক্ষার ফলাফলের সনদপত্রে প্রাপ্ত গড়পড়তা গ্রেড পয়েন্ট উল্লেখ থাকে। সকল বিষয় এক সঙ্গে পাশ করা বাধ্যতামূলক নয়। প্রচলিত অভীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর ও শতাংশক স্তরের উল্লেখ থাকে।	বহিঃপরীক্ষার ফলাফলের সনদ পত্রে প্রতি বিষয়ে প্রাপ্ত গ্রেড উল্লেখ থাকে। সকল বিষয়ে এক সঙ্গে পাশ করা বাধ্যতামূলক নয়।	ফলাফলের সনদপত্রে প্রতি বিষয়ে প্রাপ্ত গ্রেড উল্লেখ থাকে। সনদপত্রে তিন ধরনের নম্বর প্রদান করা হয় : (ক) শিক্ষার্থীর সারা বছরে প্রাপ্ত স্কুলের গ্রেড, (খ) বছরের শেষে অনুষ্ঠিত পরীক্ষায় প্রাপ্ত গ্রেড; (গ) এই দুই পরীক্ষার সমন্বিত গ্রেড। এক বা দুই বিষয়ে ফেল করা শিক্ষার্থীকে পরবর্তী শিক্ষা বৎসর শুরুর পূর্বেই অকৃতকার্য বিষয়গুলিতে পুনঃপরীক্ষা দিতে হয়। একই বিষয়ে দুইবার ফেল করলে প্রমোশন দেওয়া হয় না।

www.pathagar.com

সার্ক দেশসমূহের পরীক্ষা ব্যবস্থাপনা ও মূল্যায়ন পদ্ধতি

বাংলাদেশের পরীক্ষা পদ্ধতি, ব্যবস্থাপনা ও মূল্যায়নের বিভিন্ন সফলতা, দুর্বলতা এবং স্বাতন্ত্র্য বোঝা যাবে সার্ক দেশসমূহের পরীক্ষা নীতিমালার একটা তুলনামূলক পর্যালোচনা করলে। এখানে উল্লেখ্য, নিচের তিনটি দেশের পরীক্ষার ঐতিহ্য এসেছে অভিন্ন সূত্র থেকে। বাংলাদেশও এই একই ঐতিহ্যের ব্যবস্থাপনা থেকে।[১]

নিচে দেখা যাক সার্কের প্রধান তিনটি দেশের পরীক্ষা-ব্যবস্থাপনা

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার বিভিন্ন দিক	পাকিস্তান	ভারত	শ্রীলংকা
১। প্রশাসনিক কাঠামো	মোট ১৫টি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড পরীক্ষা পরিচালনা করে। কেবল করাচীতে দুটি পরীক্ষার জন্য দুটি স্বতন্ত্র বোর্ড আছে। ইন্টার বোর্ড কমিটি অব চেয়ারম্যান বোর্ডসমূহের সমন্বয় সাধন করে। বোর্ডগুলি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক উভয় পরীক্ষাই দুই ভাগে বিভক্ত অর্থাৎ ৯ম, ১০ম, ১১শ ও ১২শ শ্রেণীর শেষে পরীক্ষা নেওয়া হয়।	শিক্ষা কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের যৌথ এখতিয়ার বলে উভয়ই মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা গ্রহণ করেন। তবে কেন্দ্রীয় সরকার প্রধানত কেন্দ্রীয় শাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক এবং সারা দেশের জন্য মেধা-নির্ধারক পরীক্ষা পরিচালনা করেন। রাজ্য সরকার পরীক্ষা পরিচালনা ক্ষেত্রে নিজস্ব নীতিমালা অনুসরণ করেন; তবে পরীক্ষা পদ্ধতি আধুনিকী-করণের ব্যাপারে সাম্প্রতিক সুপারিশমালা অনেক রাজ্য সরকারই গ্রহণ করেছেন, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা গ্রহণের জন্য পৃথক বোর্ড বা পর্ষদ আছে। এ ছাড়াও একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি সকল ব্যাপারে উপদেশ প্রদান করে (পশ্চিম বঙ্গ)। বিভিন্ন রাজ্যে প্রশাসনিক কাঠামোর কিছু কিছু তারতম্য আছে।	পরীক্ষা পরিচালনা করে সরকারের পরীক্ষা বিভাগ। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা ছাড়া অন্য সকল পরীক্ষা পরিচালনার দায়িত্ব এই বিভাগের। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে এই বিভাগের কর্মচারীগণ সকলেই সরকারী কর্মচারী। এই বিভাগ মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষাসহ প্রায় ৩০টি পরীক্ষা পরিচালনা করে। সারাদেশে এই কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ সুপ্রতিষ্ঠিত। মাধ্যমিক পর্যায় পরীক্ষাকে 'ও' লেভেল ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায় পরীক্ষাকে 'এ' লেভেল পরীক্ষা নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে এবং এ ব্যাপারে যুক্তরাজ্যে প্রচলিত আইন-কানুন প্রযোজ্য হয়ে থাকে।

১ সূত্র : ১৯৮৫ সালের পরীক্ষা সংস্কার কমিটির প্রতিবেদন

www.pathagar.com

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার বিভিন্ন দিক	পাকিস্তান	ভারত	শ্রীলংকা
২। অন্তঃপরীক্ষা/ বহিঃপরীক্ষা	মূলত বহিঃপরীক্ষা। মাধ্যমিক পর্যায় বৃত্তিমূলক বিষয়সমূহে পরীক্ষা স্কুল কর্তৃক পরিচালিত হয়। উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ব্যবহারিক পরীক্ষা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের একজন এবং একজন বহিরাগত পরীক্ষকের উপস্থিতিতে গ্রহণ করা হয়ে থাকে।	মূলত বহিঃপরীক্ষা । তবে সাম্প্রতিক কালে কোনো কোনো রাজ্যে সরকার অভ্যন্তরীণ মূল্যায়নের প্রতি দৃষ্টি দিতে আরাম্ভ করেছেন এবং বহিঃপরীক্ষা এবং অন্তঃপরীক্ষার মূল্যায়নের জন্য পৃথক সনদ প্রদান করছেন।	বহিঃপরীক্ষা। 'ও' লেভেলে অন্তঃ, পরীক্ষার ব্যবস্থা নেই। তবে 'এ' লেভেলে ব্যবহারিক পরীক্ষাগুলি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে বহিরাগত পরীক্ষকের উপস্থিতিতে গ্রহণ করা হয়ে থাকে।
৩। প্রশ্ন প্রণয়ন পদ্ধতি	বিষয়ভিত্তিক প্রধান পরীক্ষক প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করেন। প্রশ্নপত্র ২/৩ সদস্য বিশিষ্ট মডারেশন কমিটি দ্বারা পরিমার্জনা করা হয়। সাধারণত ২ সেট প্রশ্ন প্রস্তুত করা হয়। এই কমিটি উর্ধ্ব পক্ষে ৩০% প্রশ্ন পরিবর্তন করতে পারেন।	অনেক রাজ্যে সাম্প্রতিক আধুনিকীকরণের মাধ্যমে প্রশ্নপত্রের জন্য নীতিনির্ধারণী বিবৃতি বা ডিজাইন প্রস্তুত করা হচ্ছে এবং প্রতি প্রশ্নপত্রের জন্য প্রশ্নকর্তার প্যানেল নিয়োগ করা হচ্ছে। প্রশ্নকর্তারা এই সকল রাজ্যে নম্বর বন্টনের বিস্তৃত নকশা প্রণয়ন করেন। কেন্দ্রীয়ভাবে এ ব্যাপারে গবেষণায় নিয়োজিত আছে ন্যাশনাল কাউন্সিল অব এডুকেশনাল ট্রেনিং এ্যান্ড রিসার্চ।	'ও' লেভেল প্রশ্নপত্র বিশেষজ্ঞ ও কারিকুলাম ডেভেলপমেন্ট সেন্টারের শিক্ষক-প্রশিক্ষকগণ প্রস্তুত করেন। 'এ' লেভেলের প্রশ্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক দ্বারা প্রস্তুত করা হয়। পরিমার্জনার দায়িত্ব কারিকুলাম ডেভেলপমেন্ট সেন্টারের। প্রশ্ন ব্যাংক গঠনের কথা চিন্তা করা হচ্ছে। কেন্দ্রীয়ভাবে এ ব্যাপারে গবেষণায় নিয়োজিত আছে কারিকুলাম ডেভেলপমেন্ট সেন্টার।

www.pathagar.com

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার বিভিন্ন দিক	পাকিস্তান	ভারত	শ্রীলংকা
৪। প্রশ্নপত্রের ধরন রচনাভিত্তিক/ নৈর্ব্যক্তিক গুরুত্বের অনুপাত	মাধ্যমিক পর্যায়ে ২৫% এবং উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে গড়পড়তা ৪০% নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন থাকে। বাদবাকি থাকে রচনাধর্মী প্রশ্ন।	কোনো কোনো রাজ্যে সম্প্রতি নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের প্রচলন শুরু হয়েছে। সকল রাজ্যেই প্রধানত সকল ধরনের প্রশ্নের সংমিশ্রণ থাকে এবং সংক্ষিপ্ত-জবাব প্রশ্নমালাও ব্যবহৃত হয়।	'ও' লেভেল এবং 'এ' লেভেল উভয় পর্যায়ে নৈর্ব্যক্তিক ও রচনাধর্মী প্রশ্ন করা হয়। প্রথম পত্রে নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন থাকে এবং ১০০ নম্বরের জন্য ১ ঘন্টা সময় দেওয়া হয়। দ্বিতীয় পত্রে রচনাবলী প্রশ্ন দেওয়া হয়। সময় থাকে ২/৩ ঘন্টা।
৫। মূল্যায়ন পদ্ধতি	উত্তরপত্র মূল্যায়ন কেন্দ্রীয় ও গৃহভিত্তিক উভয়ভাবে হয়ে থাকে। কেন্দ্রীয় ভিত্তিক পদ্ধতিতে ইভালুয়েশন সেন্টারে বিষয়ভিত্তিক পরীক্ষকগণ সমবেত হয়ে এক সঙ্গে খাতা পরীক্ষা করে থাকেন। পরীক্ষকগণ উত্তরপত্রে নম্বর প্রদান করেন এবং কোনো কোনো শিক্ষা বোর্ডে উক্ত নম্বর আক্ষরিক গ্রেডে A1,A....F1 সনদপত্রে গড়পড়তা গ্রেড পয়েন্ট (GPA) উল্লিখিত থাকে।	উত্তরপত্র প্রধানত নম্বর প্রদানের মাধ্যমে মূল্যায়ন করা হয়। বিষয়গুলিকে কতকগুলি বিভাগে ভাগ করা হয়। প্রতিটি বিষয়ে ন্যূনতম ২০% এবং বিভাগে গড়পড়তা ৩৪% নম্বর না পেলে অকৃতকার্য বিবেচিত হয় (পশ্চিম বঙ্গ)। দ্বাদশ শ্রেণীর পরীক্ষা মূল্যায়নের জন্য কোনো কোনো বোর্ড কেন্দ্রীয় মূল্যায়ন ব্যবস্থা করেছে। সব পরীক্ষকগণ একত্র মিলিত হয়ে উত্তরপত্র মূল্যায়ন করেন।	উত্তরপত্রে নম্বর প্রদান করা হয়। পরে কম্পিউটারে মাধ্যমে আক্ষরিক গ্রেডে রূপান্তরিত করা হয়। 'ও' লেভেলে পাশের ক্ষেত্রে ৩টি ও 'এ' লেভেলে পাশের ক্ষেত্রে চারটি আক্ষরিক গ্রেড প্রচলিত আছে। 'চীফ এগজামিনারে'র সরাসরি নিয়ন্ত্রণে কেন্দ্রীয়ভাবে উত্তরপত্র মূল্যায়ন করা হয়। পরীক্ষকগণ নিজ গৃহে উত্তরপত্র মূল্যায়ন করেন না। চীফ এগজামিনারের দপ্তরকে বলা হয় 'জোনাল ইভালুয়েশন সেন্টার'।

www.pathagar.com

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার বিভিন্ন দিক	পাকিস্তান	ভারত	শ্রীলংকা
৬। ফলাফল	প্রত্যেক বিষয়ে আলাদাভাবে পাশ করতে হয়। যে কোনো বিষয়ে পাশ করার জন্য ৪ বার সুযোগ থাকে। তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক বিষয়গুলি আলাদাভাবে পাশ করতে হয়। ৬০%-এর ওপরে প্রথম বিভাগ, ৪৫-৫৯%দ্বিতীয় বিভাগ ও ৩০-৪৪% তৃতীয় বিভাগ বলে বিবেচিত হয়। মেধা তালিকা প্রকাশ করা হয়। যে সকল বোর্ডে আক্ষরিক গ্রেড বিন্যাস করা হয় সেখানে সনদপত্রে গড়পড়তা গ্রেড পয়েন্ট (গ্রেড পয়েন্ট এ্যাভারেজ) উল্লিখিত থাকে।	কোনো কোনো রাজ্যে পাশ-ফেল পদ্ধতির বিলোপ করা হয়েছে এবং মেধা তালিকা প্রস্তুত করা হয় না। আবার কতকগুলি রাজ্যে পূর্বের ন্যায় ডিভিশন প্রথা ও মেধা তালিকা প্রণয়ন চালু আছে। পশ্চিমবঙ্গে এক বা দুই বিষয়ে ফেল করা পরীক্ষার্থীদের ঐ বিষয়ে পরবর্তী বিষয়-পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে দেওয়া হয় না। কেন্দ্রীয় বোর্ডের মাধ্যমিক পরীক্ষায় ৬টি বাধ্যতামূলক বিষয়ের ৫টিতে ৩৩% পেলে পাশ ধরা হয়। এক বা দুটি বিষয়ে ফেল করলে কম্পার্টমেন্টালের সুযোগ একবার দেওয়া হয়। উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে সকল বিষয়ে পাশ করতে হয়। সার্বিক মেধা তালিকা বিলোপ করা হয়েছে। কিন্তু প্রতি বিষয়ে প্রথম কয়েক জনের নাম প্রকাশ করা হয়।	বিষয়ভিত্তিক পরীক্ষা। সব বিষয়ে একত্রে পাশ করতে হয় না। পরীক্ষার্থী যে যে বিষয়ে পাশ করে সেই বিষয়গুলিতে সাফল্যের মান দেখিয়ে সনদ দেওয়া হয়। তবে 'এ' লেভেলে পড়াশোনা করার যোগ্য বিবেচিত হয় যদি 'ও' লেভেলে অন্তত ৬টি বিষয়ে পাশ থাকে। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য অন্তত 'এ' লেভেলে ৪টি বিষয়ে পাশ করতে হয়, তবে তিনটি বিষয়ে পাশ, একটি বিষয়ে ২৫% এবং মোট ২৮০/৮০০ পেলেও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির যোগ্য ধরা হয়।

www.pathagar.com

পরীক্ষা পরিচালনা সংক্রান্ত প্রবিধান

তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা পরিচালনার জন্যে ১৯৬১ সালে সর্বপ্রথম প্রবিধান রচনা করা হয়। এতে একটি পরীক্ষা পরিচালনার যাবতীয় কার্যসূচি ও নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়। সে সময় পরীক্ষা বাংলা ও ইংরেজি দুই ভাষাতেই অনুষ্ঠিত হত বলে অনুবাদের প্রয়োজন হত ফলে অনুবাদ সম্পর্কিত বিধানও এতে আলোচিত রয়েছে।

তবে পরীক্ষকের দায়িত্ব থেকে শুরু করে উত্তরপত্রে নম্বর দেওয়া, মডারেটর, টেবুলেটর, স্ক্রুটিনাইজার, পরীক্ষক ইত্যাদির দায়িত্ব সম্পর্কে এই প্রবিধানে বিস্তারিত উল্লেখ রয়েছে। এমনকি কীভাবে পরীক্ষকগণ তাদের পারিশ্রমিকের বিল দাখিল করবেন অথবা অক্ষম পরীক্ষার্থীরা কীভাবে তাদের পরীক্ষা দেবেন তারও প্রবিধান বিস্তারিত এতে উল্লিখিত হয়েছে। প্রবিধানটি নিম্নরূপ :

পরীক্ষা পরিচালনা

১. কাগজ বিন্যাসকারী (পেপার সেটার) নিয়ন্ত্রণকারী (মডারেটর), অনুবাদক, প্রধান পরীক্ষক, সহকারী প্রধান পরীক্ষক ও টেবুলেটর পদে নিয়োগের জন্য পরীক্ষাসমূহের নিয়ন্ত্রক অভিজ্ঞতা ও সততাসম্পন্ন উপযুক্ত যোগ্য ব্যক্তির তালিকা প্রস্তুত করবেন এবং তা চেয়ারম্যানের কাছে পেশ করবেন।

তবে শর্ত এই যে বোর্ড কর্তৃক পরিচালিত পরীক্ষার জন্য পরীক্ষার্থী প্রস্তুত করে এমন প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকগণ সাধারণত পেপার সেটার, নিয়ন্ত্রণকারী, অনুবাদক, প্রধান পরীক্ষক হিসেবে নিয়োগের জন্য যোগ্য হবেন না। তাদের নিজ প্রতিষ্ঠানের ছাত্রের পরীক্ষক হিসেবেও তারা সাধারণত নিযুক্ত হবেন না।

২. প্রত্যেক বৎসর পরীক্ষাসমূহের নিয়ন্ত্রক পরীক্ষক হিসেবে বহাল রাখার জন্য প্রধান পরীক্ষক হিসেবে সুপারিশকৃত বিদ্যমান পরীক্ষকগণের তালিকা প্রস্তুত করবেন এবং প্রত্যেক বিষয়ে পরীক্ষক হিসেবে নিয়োগের জন্য যোগ্য প্রার্থীদের তালিকাও প্রস্তুত করবেন। পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক দুটি তালিকাই চেয়ারম্যানের নিকট পেশ করবেন যিনি প্রয়োজন অনুসারে উভয় তালিকা হতে পরীক্ষক নিযুক্ত করবেন। তবে বিশেষ কারণে চেয়ারম্যান তালিকা বহির্ভূত কোনো ব্যক্তিকে উপযুক্ত ও সঠিক মনে করলে নিয়োগ করতে

www.pathagar.com

পারবেন।

৩. সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রধান পরীক্ষকের সুপারিশের ভিত্তিতে চেয়ারম্যান পরীক্ষকদের মধ্য হতে সমীক্ষক (স্ক্রুটিনাইজার) নিয়োগ করবেন।

৪. সংশ্লিষ্ট বৎসরে পরীক্ষা অবতীর্ণ হচ্ছে এরূপ কোনো পরীক্ষার্থীর ব্যাপারে স্বার্থসম্পন্ন কোনো ব্যক্তি পেপার সেটার, মডারেটর, অনুবাদক, প্রধান পরীক্ষক, সহকারী প্রধান পরীক্ষক, সমীক্ষক (স্ক্রুটিনাইজার), টেবুলেটর এবং প্রশ্নপত্রের স্টেনসিল কাটার হিসেবে নিয়োগের জন্য প্রস্তাবিত প্রত্যেক ব্যক্তি সম্পর্কে এই মর্মে লিখিতভাবে তদন্ত করা হবে যে তার কোনো নিকট আত্মীয় ঐ বৎসর পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়েছে বা হচ্ছে কিনা।

৫. পেপার সেটার, মডারেটর, অনুবাদক, প্রধান পরীক্ষক, সহকারী প্রধান পরীক্ষক, পরীক্ষক, স্ক্রুটিনাইজার, প্রশ্নপত্রের স্টেনসিল কাটার পদে নিয়োগপ্রাপ্ত প্রত্যেক ব্যক্তি এই মর্মে একটি লিখিত ঘোষণা প্রদান করবেন যে, তিনি তার কর্তব্য পালনকালে পরীক্ষা সম্পর্কীয় যে সমস্ত তথ্য অবগত হবেন পরীক্ষার ফল প্রকাশ হওয়া পর্যন্ত সেগুলির ব্যাপারে কঠোর গোপনীয়তা পালন করবেন। কোনো পরীক্ষার্থী বা তার ব্যাপারে স্বার্থসম্পন্ন কোনো ব্যক্তি কর্তৃক পরীক্ষার ফল প্রকাশের পূর্বে তা অবধারণ করার যে-কোনো প্রচেষ্টা অবিলম্বে বিস্তারিত বিবরণসহ পরীক্ষাসমূহের নিয়ন্ত্রকের নিকট সংশ্লিষ্ট আইন অনুসারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রতিবেদিত হবে।

৬. কাগজ বিন্যাসকারীর (পেপার সেটার) কর্তব্য : পেপার সেটার প্রশ্নসমূহ করবেন এবং প্রশ্নপত্রের পাণ্ডুলিপি পরীক্ষাসমূহের নিয়ন্ত্রকের নিকট নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পেশ করবেন। প্রশ্ন করার সময় নিম্নলিখিত নীতিগুলি পালন করা হবে।

ক. প্রশ্ন সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার সিলেবাস বহির্ভূত হইবে না।

খ. যতদূর সম্ভব প্রশ্ন সমগ্র কোর্স ব্যাপী হবে এবং নির্ধারিত মান এর অনুরূপ হবে।

গ. প্রশ্নের ভাষা হবে সরল ও স্পষ্ট।

ঘ. প্রশ্নগুলি এমন ক্রম অনুসারে সাজানো হবে যাতে সাধারণ মেধার ছাত্র-ছাত্রী সহজেই ৫০% শতাংশ

www.pathagar.com

নম্বরের উত্তর সহজভাবে দিতে পারে। গড় মেধার ছাত্ররা বাকি ৩০% শতাংশ এবং সাধারণ মেধার ছাত্ররা বাকি ২০% শতাংশ প্রশ্নের উত্তর বরাদ্দকৃত সময়ের মধ্যে দিতে পারে।

ঙ. যে প্রশ্নের উত্তর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে রাষ্ট্র, নৈতিকতা অথবা কোনো ধর্মের বিরুদ্ধে হয় সেরূপ প্রশ্ন করা যাবে না।

চ. প্রশ্নপত্রের পাণ্ডুলিপি স্ব-টাইপকৃত বা স্থায়ী ব্লু ব্লাক কালি দ্বারা এই উদ্দেশ্যে প্রেরিত কাগজে হাতে লিখিত হবে এবং দোবারা লেখাও বসা থাকবে না এবং সকল প্রকার সংশোধন স্পষ্ট সইযুক্ত হতে হবে।

ছ. পাঠ্যপুস্তক অদেখা (প্রস্তুতি বহির্ভূত অনুচ্ছেদাদি) অগ্রসর (এডভান্সড) ইংরেজি শ্রেষ্ঠ (ক্লাসিকাল) ভাষাসমূহ এবং আধুনিক বাংলাদেশী ভাষার উপর প্রশ্নকর্তার বইয়ের নাম (এবং সংস্করণ) ব্যাখ্যা শব্দান্তর (প্যারাফ্রেইজ), বিশ্লেষণ (এনালাইসিস) ইত্যাদির জন্য যে সকল পৃষ্ঠা হতে উদ্ধৃতাংশ নেয়া হয়েছে তাঁর উল্লেখ করবেন। প্রশ্ন লেখার জন্য প্রেরিত কাগজের কিনারায় (মার্জিন) এরূপ উল্লেখ থাকিবে। যে সব বই হতে প্রশ্ন করা হয়েছে সেসবের নাম এবং (পৃষ্ঠা এবং সংস্করণ) প্রশ্ন লেখার জন্য প্রেরিত কাগজের কিনারায় প্রতি প্রশ্নের বিপরীতে পেন্সিলের লেখা দ্বারা উল্লেখ থাকবে।

জ. প্রশ্নকর্তা প্রশ্নের কোনো অনুলিপি বা তার কোনো নোট রেখে দিতে পারবেন না।

১ম. পরীক্ষার নাম, প্রশ্নপত্রের বিষয়, বরাদ্দকৃত সময়, উক্ত পত্রের সর্বোচ্চ অবণ্টনকৃত নম্বর এবং উত্তর দিতে হবে এরূপ প্রশ্নের সংখ্যা প্রশ্নপত্র পরীক্ষাসমূহের নিয়ন্ত্রকের নিকট পাঠানোর পূর্বে সাবধানতার সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে হবে।

২য়. প্রশ্ন লেখার জন্য কাগজের খালি শীট ফুরিয়ে গেলে বা অপর্যাপ্ত হলে অনুরোধক্রমে নতুন সরবরাহ নেয়া যেতে পারে, তবে সময় বাঁচানোর জন্য প্রশ্নকর্তাগণ উত্তম মানের একই সাইজের

www.pathagar.com

তাদের নিজেদের কাগজ ব্যবহার করতে পারেন। এরূপ আকস্মিকতায় ব্যবহৃত অতিরিক্ত শীটগুলো যথাযথভাবে সই করতে হবে।

ঝ. যদি প্রশ্নকর্তা তার প্রশ্নপত্র যথাসময়ের মধ্যে না পাঠান, তিনি প্রশ্নকর্তা হওয়া হতে বিরত হবেন এবং তার উক্ত কাজের পারিশ্রমিক বাজেয়াপ্ত হবে।

ঞ. বোর্ড কর্তৃক নির্দেশিত হইলে প্রশ্নকর্তা তাহার কৃত প্রশ্নপত্রের যেখানে সম্ভব বাংলা অনুবাদ প্রস্তুত করবেন এবং প্রশ্নপত্রের সঙ্গে তা পাঠিয়ে দেবেন।

ট. প্রশ্নপত্র ডাকে পাঠানো হলে দুইটি নামে প্রত্যেকটি ভিন্নভাবে সীল করে বীমাকৃত রেজিস্ট্রি ডাকে পরীক্ষাসমূহের নিয়ন্ত্রকের নিকট তার নামে পাঠাতে হবে। প্রশ্নপত্র অপরিবর্তনীয়ভাবে দুটি সীল করা খামে প্রদান করতে হবে যদিও প্রশ্নকর্তাগণ তা পরীক্ষাসমূহের নিয়ন্ত্রকের নিকট ব্যক্তিগতভাবে প্রদান করে শুধু ভেতরের খামে বিষয়ের নাম থাকবে।

অনুবাদকের কর্তব্য

একই পত্রের প্রশ্নকর্তা নয় এমন অনুবাদক বোর্ডের স্ট্রং রুমে পরীক্ষাসমূহের নিয়ন্ত্রকের তত্ত্বাবধানে অফিস সময়ের মধ্যে অনুবাদ কার্য করবেন এবং তার নিয়োগপত্রে উল্লেখিত সময় সীমার মধ্যে কাজটি সম্পন্ন করবেন। অনুবাদ কার্য সম্পন্ন হলে গোপনীয় প্যাকেটটি পুনরায় সীল করার জন্য অনুবাদক নিজ ব্রাস সীলটি সঙ্গে আনবেন।

নিয়ন্ত্রণকারীর (মডারেটর) কর্তব্য

১. অন্তত দুইজন সদস্য দ্বারা গঠিত নিয়ন্ত্রণকারী বোর্ড দ্বারা প্রত্যেক প্রশ্নপত্র মাত্রাবদ্ধ বা নিয়ন্ত্রিত করা হবে।

২. প্রশ্নপত্র সংবলিত সীল করা প্যাকেট খোলার পূর্বে নিয়ন্ত্রণকারীগণ এই মর্মে সন্তুষ্ট হবে যে পেপার সেটার কর্তৃক প্যাকেট দেয়া সীলগুলি অটুট আছে। নিয়ন্ত্রণকারীগণ গোপনীয় প্যাকেটগুলি পুনঃ সীল করার জন্য তাদের সীলসমূহ সঙ্গে আনবেন।

৩. ৬ (ক) (খ) (গ) (ঘ) এবং (ঙ) বিধিসমূহে উল্লেখিত প্রশ্ন করার নীতিমালা এবং পেপার সেটারদের দেওয়া নির্দেশ যেমন ৬ (চ) (ছ) বিধিতে উল্লেখ আছে তা পালিত হয়েছে

www.pathagar.com

কিনা নিয়ন্ত্রণকারীগণ দেখিবেন। উল্লেখিত নীতিমালা এবং নির্দেশাবলী যেমন ৬ বিধিতে আছে তার কোনো বিচ্যুতি হলে নিয়ন্ত্রণকারীগণ প্রয়োজনীয় সংশোধন করবেন।

৪. নিয়ন্ত্রণকারীগণ এটাও দেখবেন যে, কোনো প্রশ্নে অস্পষ্টতা বা দুরূহতা নেই।

৫. নিয়ন্ত্রণকারীগণ বোর্ডের স্ট্রং রুমে পরীক্ষাসমূহের নিয়ন্ত্রকের তত্ত্বাবধানে অফিস সময়ে কাজ করবেন। যখনই সম্ভব হয় চেয়ারম্যান নিয়ন্ত্রণকারীদের সভায় উপস্থিত থাকবেন।

৬. নিয়ন্ত্রণকারীগণ তাদের দ্বারা মাত্রাবদ্ধ করা প্রশ্নপত্র দুইটি খামে নিজ সীল দ্বারা সীল করবেন। যে-কোনো অবস্থায়ই বোর্ড অফিসের কোনো সীল এই উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না।

পরীক্ষকদের কর্তব্য

১. পরীক্ষকগণ পরীক্ষার ফল কঠোরভাবে গোপন রাখবেন এবং পরীক্ষার্থী তার ব্যাপারে কৌতূহলী কোনো ব্যক্তি কর্তৃক পরীক্ষার ফল অবধারণের চেষ্টা পরীক্ষক কর্তৃক অবিলম্বে পরীক্ষাসমূহের নিয়ন্ত্রকের নিকট প্রতিবেদিত হবে।

২. প্রধান পরীক্ষক এবং বোর্ডের সঙ্গে চিঠিপত্র যোগাযোগের সময় পরীক্ষকগণ তাদের ক্রমিক নং, বিষয় ও পরীক্ষার বিষয় উল্লেখ করবেন।

উত্তরপত্র পাওয়া

১. পরীক্ষকগণ বোর্ড অফিস প্রধান পরীক্ষকদের সভায় নির্দিষ্ট তারিখে ও সময়ে যোগদান করবেন এবং নির্দেশাবলী ও উত্তরপত্র ব্যক্তিগতভাবে গ্রহণ করবেন। প্রধান পরীক্ষকদের সভায় যোগদান বাধ্যতামূলক। কোনো পরীক্ষক বোর্ড অফিসে নির্দিষ্ট তারিখে ও সময়ে প্রধান পরীক্ষকদের সভায় উপস্থিত না থাকলে তাকে উত্তরপত্র দেয়া যাবে না যদি না পরবর্তী তারিখে প্রধান পরীক্ষকের সঙ্গে দেখা করার জন্য পূর্বাহ্নে প্রাপ্ত হন।

২. উত্তরপত্র পাওয়ার পর পরীক্ষকগণ তার সংখ্যা যাচাই করবেন এবং উপরের শীটের বিবরণের সঙ্গে কোনো অমিল দেখা দিলে তা অবিলম্বে পরীক্ষাসমূহের নিয়ন্ত্রককে জানাতে হবে।

www.pathagar.com

উত্তরপত্রে নম্বর দেয়া

১. প্রধান পরীক্ষক হতে প্রাপ্ত নির্দেশ অনুসারে পরীক্ষকগণ কয়েকটি উত্তরপত্র পরীক্ষা করিবেন এবং তার দ্বারা অনুমোদন করাবেন। বাকি প্রশ্নপত্রগুলো প্রধান পরীক্ষক কর্তৃক অনুমিত মান অনুসারে পরীক্ষা করা হবে।

২. পরীক্ষকগণ বিষয়ের নাম যে কেন্দ্র তাকে বরাদ্দ করা হয়েছে, পরীক্ষার প্রশ্নপত্র (পেপার) এর নাম মার্কশীটের উপরে লিখবেন এবং তাদের পূর্ণ নাম স্পষ্টভাবে এবং মার্কশীটের প্রত্যেক পৃষ্ঠার উপরে তাদের ক্রমিক নম্বর লিখবেন।

৩. উত্তরপত্র পরীক্ষার জন্য পারিশ্রমিক পাওয়া পর্যন্ত পরীক্ষকগণ উত্তরপত্রের সঙ্গে তাদের নিকট প্রেরিত উপরের শীটটি নিজের নিকট রেখে দেবেন।

৪. উত্তরপত্রে কোনো লেখা বা অন্য কিছু যা তাদের মতে অসৎ আচরণ ফাঁস করে অথবা অন্যান্য অথবা অশোভন বা অপ্রাসঙ্গিক সে সম্পর্কে প্রধান পরীক্ষকের নিকট পরীক্ষকগণ প্রতিবেদন দেবেন।

উত্তরপত্র প্রেরণ

পরীক্ষকগণ সকল নম্বর ও উত্তরপত্র প্রধান পরীক্ষক বা প্রধান পরীক্ষক না থাকলে পরীক্ষাসমূহের নিয়ন্ত্রকের নিকট বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে প্রেরণ সমাপ্ত করবেন।

১. যদি কোনো পরীক্ষক উত্তরপত্র ফেরত দিতে ব্যর্থ হয় এবং প্রধান পরীক্ষক বা ক্ষেত্রমতো পরীক্ষাসমূহের নিয়ন্ত্রকের নিকট নম্বর প্রেরণ করে, সেক্ষেত্রে বোর্ড কর্তৃক স্থিরকৃত শাস্তির অতিরিক্ত সময়সীমা অতিক্রান্তের প্রত্যেক দিনের জন্য তার পারিশ্রমিক বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত হারে হ্রাস হবে। তা ছাড়া উত্তর এ নম্বর প্রদান বিচ্যুতি বা যোগ করা অথবা উত্তরপত্র হতে সামনের পৃষ্ঠায় বা মার্কশীটের নম্বর স্থানান্তরজনিত প্রত্যেক ভুল বা অমিলের জন্য বোর্ড উপযুক্ত মনে করে এরূপ অর্থ পরীক্ষকের পারিশ্রমিক হতে বাদ দেয়া হবে।

২. পরীক্ষকগণ প্রধান পরীক্ষকের নিকট (অথবা যে ক্ষেত্রে কোনো প্রধান পরীক্ষক নেই, পরীক্ষাসমূহের নিয়ন্ত্রকের নিকট) রেজিস্ট্রি ডাকযোগে মার্কশীট এবং একই সঙ্গে পরীক্ষিত উত্তরপত্র প্রধান পরীক্ষকের নিকট (অথবা প্রধান

www.pathagar.com

পরীক্ষক যে ক্ষেত্রে নেই পরীক্ষাসমূহের নিয়ন্ত্রকের নিকট) বীমাকৃত (ডাক) পার্সেলে পাঠাবে যেন তা নির্দিষ্ট সময় সীমার মধ্যে পৌঁছে। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই নম্বর সীলকৃত দু'টি মোড়কে পাঠাতে হবে। মার্কশীট অবশ্যই প্রধান পরীক্ষকের নিকট (অথবা প্রধান পরীক্ষক যে ক্ষেত্রে নেই, পরীক্ষাসমূহের নিয়ন্ত্রকের নিকট) ছিদ্র করা অংশ একে অন্য হতে বিচ্ছিন্ন না করে অটুটভাবে পাঠাতে হবে। মার্কশীটের কোনো অনুলিপি পরীক্ষক রাখতে পারবেন না।

৩. কেবল প্রধান পরীক্ষকের নিকট মার্কশীট ও উত্তরপত্রের বিলি অনুমোদিত। এমনকি ব্যক্তিগতভাবে বিলি করা হলেও সকল নম্বর ও উত্তরপত্র যথাযথভাবে প্যাকেট ও সীল করতে হবে। যেসব বিষয়ে কোনো প্রধান পরীক্ষক নেই সেসব বিষয়ের মার্কশীট ও উত্তরপত্র ভিন্নভাবে প্যাকেট ও সীল করে পরীক্ষাসমূহের নিয়ন্ত্রকের নিকট ব্যক্তিগতভাবে প্রদান করা যাবে।

পারিশ্রমিক বিল দাখিল

পরীক্ষকগণ ডাক মাশুলের জন্য ভাউচারসহ পারিশ্রমিক বিল মার্কশীট ও উত্তরপত্রের শেষ কিস্তিসহ প্রধান পরীক্ষকের নিকট দাখিল করবেন। প্রধান পরীক্ষক তা প্রতি স্বাক্ষর করে পরীক্ষাসমূহের নিয়ন্ত্রকের নিকট প্রেরণ করবেন।

চিঠিপত্রের আদান প্রদান

প্রধান পরীক্ষক এবং পরীক্ষাসমূহের নিয়ন্ত্রকের সঙ্গে সকল পত্র যোগাযোগের ক্ষেত্রে পরীক্ষকগণ তাদের ক্রমিক নম্বর ও পরীক্ষার বিষয় উল্লেখ করবেন।

প্রধান পরীক্ষকের ক্ষমতা ও কর্তব্য

১. পরীক্ষা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রধান পরীক্ষককে তিনি যে বিষয়ের প্রধান পরীক্ষক সে বিষয়ের একটি প্রশ্নপত্র সরবরাহ করা হবে। প্রধান পরীক্ষক এবং সহকারী প্রধান পরীক্ষক, যদি থাকে প্রশ্নপত্র পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অধ্যয়ন করবেন এবং সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করে বাহির করবেন এবং পরীক্ষা ও উত্তর নম্বর দেয়া প্রমিত (স্ট্যান্ডারাইজ) করার উদ্দেশ্যে ব্যক্তিগতভাবে প্রায় পঞ্চাশটি এলোমেলোভাবে নির্বাচিত উত্তরপত্র পরীক্ষা করার পর পরীক্ষকদের পথ নির্দেশের জন্য নির্দেশ প্রণয়ন (সহকারী প্রধান পরীক্ষক থাকলে যৌথভাবে) করবেন।

www.pathagar.com

এইরূপ নির্দেশনামা প্রণয়নকালে প্রধান পরীক্ষক "পরীক্ষকদের কর্তব্যসমূহ" বিষয়ক বিধানগুলো মনে রাখবেন।

২. নির্দেশনামা প্রস্তুত করার সুবিধার্থে প্রধান পরীক্ষক এলোমেলোভাবে নির্বাচিত প্রায় ৫০টি উত্তরপত্র পরীক্ষাসমূহের নিয়ন্ত্রকের নিকট হতে গ্রহণ করার ব্যবস্থা করবেন।

৩. পরীক্ষাসমূহের নিয়ন্ত্রক কর্তৃক উক্ত উদ্দেশ্যে নির্ধারিত তারিখ ও সময়ে প্রধান পরীক্ষক তার বিষয়ের পরীক্ষকদের সঙ্গে মিলিত হবেন এবং পরীক্ষদের নিকট তার নির্দেশনামা ঘোষণা করবেন এবং তার দেয়া নীতিমালা ও মান সম্পর্কে আলোচনা করবেন।

৪. প্রধান পরীক্ষক তদকর্তৃক নির্ধারিত মান অনুসারে পরীক্ষকদের কাজের ৩ হতে ৫টি নমুনা উত্তরপত্র পরীক্ষা করে দেখবেন এবং তার দেয়া মানের ব্যতিক্রম দেখা গেলে আরও নির্দেশ দেবেন।

৫. পরীক্ষক হতে পরীক্ষিত উত্তরপত্রের প্রথম কিস্তি পাওয়ার পর ঐগুলো নির্দেশাবলী অনুসারে নম্বর দেয়া হয়েছে এই মর্মে প্রধান পরীক্ষক সন্তুষ্ট হবেন। যে ক্ষেত্রে তিনি দেখতে পান যে পরীক্ষক তার দেয়া নির্দেশাবলী ও মান অনুসরণ করতে ব্যর্থ হয়েছেন সেক্ষেত্রে তিনি পরীক্ষককে তা অনুসরণ করার জন্য বলবেন। প্রয়োজন মনে করলে তিনি পরীক্ষককে তার নিজ খরচে তার সঙ্গে দেখা করার জন্য এবং মান অনুসারে উত্তরপত্র পরীক্ষা করার জন্য বলতে পারবেন।

৬. যদি সংশ্লিষ্ট প্রধান পরীক্ষকের নির্দেশ সত্ত্বেও কোনো পরীক্ষকের কার্য প্রধান পরীক্ষকের দেয়া মানের অনুরূপ না হয় অথবা যদি কোনো পরীক্ষক সময়মতো প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে দেখা করতে না আসে বা আসতে অস্বীকার করেন, সেক্ষেত্রে তাকে প্রতিস্থাপনের সুপারিশসহ পরীক্ষাসমূহের নিয়ন্ত্রকের নিকট প্রতিবেদন পেশ করতে হবে।

৭. ক. প্রধান পরীক্ষক একটি নির্দিষ্ট পারিশ্রমিক এবং যে ক্ষেত্রে সহকারী প্রধান পরীক্ষক নেই সেক্ষেত্রে পরীক্ষকগণ কর্তৃক পরীক্ষিত মোট উত্তরপত্রের পাঁচ শতাংশ উত্তরপত্রের পুনঃ পরীক্ষায় পারিশ্রমিক উত্তোলন করবেন।

www.pathagar.com

খ. প্রধান পরীক্ষক একটি নির্দিষ্ট পারিশ্রমিক এবং পরীক্ষকগণ কর্তৃক পরীক্ষিত মোট উত্তরপত্রের পাঁচ শতাংশ উত্তরপত্রের পুনঃ পরীক্ষিত দশ শতাংশ উত্তরপত্র পুনঃ পরীক্ষার পারিশ্রমিক উত্তোলন করবেন।

৮. প্রধান পরীক্ষক ও সহকারী প্রধান পরীক্ষক কর্তৃক পুনঃ পরীক্ষার মান পরীক্ষকদের নিকট ঘোষিত মানের একই রূপ হবে।

৯. পুনঃ পরীক্ষার পর প্রধান পরীক্ষক যদি এই মর্মে নিঃসন্দেহ হন যে, পরীক্ষক কর্তৃক নম্বর প্রদান মান অনুসারে হয় নাই, তিনি উত্তরপত্রের (ক্ষেত্রমতো নম্বর বাড়িয়ে বা কমিয়ে) মোট নম্বরের উর্ধ্বে দশ শতাংশ পর্যন্ত পরিবর্তন করতে পারবেন। মোট নম্বরের ১০ (দশ) শতাংশ পর্যন্ত পরিবর্তন করতে হলে চেয়ারম্যানের পূর্ব অনুমোদন প্রয়োজন হবে।

১০. প্রধান পরীক্ষক কর্তৃক পরীক্ষক প্রদত্ত নম্বরের কোনো পরিবর্তন করতে হলে মূল সংখ্যাটি কেবলমাত্র কেটে দিতে হবে এবং লিপিবদ্ধ সংশোধিত নম্বরটি সইযুক্ত হবে। যে-কোনো অবস্থায়ই মূল সংখ্যাটি মোছা, দোবারা লেখা বা এমনভাবে কাটা যাবে না যা অস্পষ্ট হয়।

১১. পুনঃ পরীক্ষার পর প্রয়োজন অনুসারে পরিবর্তন করে প্রধান পরীক্ষক টেবুলেটরদের নিকট প্রেরণের নিমিত্তে সীল করা খামে নিয়মিত কিস্তিতে নম্বর পরীক্ষসমূহের নিয়ন্ত্রকের নিকট প্রেরণ করবেন। তিনটি অংশ প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয়টি টেবুলেটরদের তিনটি ভিন্ন সীল করা খামে প্রধান পরীক্ষক কর্তৃক যুক্ত করা হবে। প্রধান পরীক্ষক পরীক্ষার ফল প্রকাশ হওয়া পর্যন্ত তার কপি নিজের নিকট রাখবেন এবং তারপর তা পরীক্ষাসমূহের নিয়ন্ত্রকের নিকট প্রেরণ করবেন। টেবুলেটরদের জন্য মার্ক সংবলিত খামে পরীক্ষার নাম, বিষয়, পেপার, সংশ্লিষ্ট রোল নম্বরসমূহ (নম্বর হতে-নম্বর) নম্বরও টেবুলেটরদের গ্রুপে থাকবে।

১২. পরীক্ষাসমূহের নিয়ন্ত্রকের নিকট প্রেরণের পূর্বে সকল মার্কশীট প্রধান পরীক্ষক কর্তৃক প্রতি স্বাক্ষরিত হবে। প্রধান পরীক্ষক কর্তৃক কৃত কোনো পরিবর্তন উত্তরপত্রে এবং মার্কশীটে সইযুক্ত হবে। পরীক্ষক কর্তৃক প্রেরিত মার্কশীটে তার দস্তখত এবং ক্রমিক নম্বর আছে কিনা সে সম্পর্কে প্রধান পরীক্ষক নিশ্চিত হবেন।

www.pathagar.com

১৩. মেধা অনুসারে প্রথম ২০ জন পরীক্ষার্থীর উত্তরপত্র রোল নম্বর এবং সে সম্পর্কে পরীক্ষাসমূহের নিয়ন্ত্রকের নিকট হতে অনুরোধ পাওয়ার পর প্রধান পরীক্ষক পরীক্ষা করবেন। কোনো বিষয়ের দুই পক্ষের প্রধান একত্রে মিলিত হবেন ও মোট পাঁচ বা তার কম নম্বরে ফেল করা পরীক্ষার্থীর উত্তরপত্র পরীক্ষাসমূহের নিয়ন্ত্রক কর্তৃক আদিষ্ট হলে পুনঃ পরীক্ষা করবেন।

১৪. পরীক্ষার ফল প্রকাশের পর ৪৫ দিন পর্যন্ত প্রধান পরীক্ষক উত্তরপত্র রেখে দেবেন। পরীক্ষাসমূহের নিয়ন্ত্রক কর্তৃক কোনো উত্তরপত্রে প্রয়োজন হলে তা বাছাই করে প্রধান পরীক্ষক তার নিকট পাঠিয়ে দেবেন।

১৫. অপসারণের জন্য সুপারিশকৃত পরীক্ষকদের তালিকাসমূহ নিয়ন্ত্রকের নিকট দাখিল করতে হবে।

১৬. প্রধান পরীক্ষক তার বিষয়ে পাসের শতকরা হিসাবের একটি বিবরণ প্রস্তুত করবেন এবং রোল নম্বর ও উক্ত বিষয়ে সর্বোচ্চ এবং পরবর্তী সর্বোচ্চ নম্বরপ্রাপ্ত দুইজন পরীক্ষার্থীর নম্বরসহ পরীক্ষাসমূহের নিয়ন্ত্রকের নিকট পাঠাবেন।

১৭. মার্কশীট দাখিলের পর যত শীঘ্র সম্ভব প্রধান পরীক্ষক পরীক্ষকদের পারিশ্রমিক, পরীক্ষক কর্তৃক পরীক্ষিত উত্তরপত্রের সংখ্যা এবং স্ক্রুটিনাইজার কর্তৃক স্ক্রুটিনি করা উত্তরপত্রের সংখ্যা এবং পারিশ্রমিক বিল হতে যদি কিছু বাদ দিতে হয় তার বিবরণ সংবলিত তালিকাসহ বিলটি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করে তার প্রতি স্বাক্ষরসহ পরীক্ষাসমূহের নিয়ন্ত্রকের নিকট পাঠাবেন। প্রধান পরীক্ষকগণের রেজিস্ট্রার তাদের বিলসহ পরীক্ষাসমূহের নিয়ন্ত্রকের নিকট পাঠাবেন অথবা পরীক্ষকদের মেধা সম্পর্কে একটি গোপনীয় প্রতিবেদন পরীক্ষাসমূহের নিয়ন্ত্রকের নিকট পাঠাবেন।

১৮. পরীক্ষাসমূহের ফল প্রকাশের পর প্রধান পরীক্ষক প্রশ্নপত্র পরীক্ষার পদ্ধতি এবং ফলের উপর একটি প্রতিবেদন উন্নতি বিধানের প্রস্তাবসহ বিচেনার জন্য প্রস্তুত করবেন।

১৯. প্রধান পরীক্ষক তাকে অর্পণ করা উত্তরপত্রের স্ক্রুটিনাইজারদের সম্পর্কে তত্ত্বাবধায়ক কর্তৃপক্ষ হিসেবে কাজ করবেন।

www.pathagar.com

তাঁর দেয়া বরাদ্দ অনুসারে স্ক্রুটিনাইজারগণ তাদের পরীক্ষিত উত্তরপত্রের রেকর্ড রাখেন কিনা তা তিনি লক্ষ রাখবেন এবং স্ক্রুটিনি করা প্রত্যেক উত্তরপত্রে সংশ্লিষ্ট স্ক্রুটিনাইজারের সই থাকবে। স্ক্রুটিনির কাজ যতদূর সম্ভব নিখুঁত হবে এবং পরবর্তী পর্যায়ে তাতে কোনো নম্বর না দেয়া উত্তর থাকবে না।

সহকারী প্রধান পরীক্ষকের কর্তব্য ও পারিশ্রমিক

ক. সহকারী প্রধান পরীক্ষক বোর্ড কর্তৃক স্থিরিকৃত পারিশ্রমিক পাবেন এবং তৎসঙ্গে তদকর্তৃক পুনঃ পরীক্ষিত মোট উত্তরপত্রের অর্ধেক পাঁচ শতাংশের পারিশ্রমিক পাবেন তবে প্রধান পরীক্ষক কর্তৃক পরীক্ষিত উত্তরপত্রের জন্য নহে।

খ. সহকারী প্রধান পরীক্ষক সংশ্লিষ্ট পরীক্ষায় প্রধান পরীক্ষক কর্তৃক প্রয়োজন হয় এমন সব সহযোগিতা তাঁকে প্রদান করবেন।

স্ক্রুটিনাইজারদের কর্তব্য

১. প্রধান পরীক্ষকের দায়িত্বহীন এবং যেখানে কোনো প্রধান পরীক্ষক নেই, পরীক্ষাসমূহের নিয়ন্ত্রকের দায়িত্বাধীন সকল উত্তরপত্র নম্বর টেবুলেশন বইতে ভুক্ত হবার জন্য পরীক্ষাসমূহের নিয়ন্ত্রকের মাধ্যমে টেবুলেটরদের নিকট নম্বর হস্তান্তর হওয়ার পূর্বে সতর্কতার সঙ্গে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করতে হবে।

২. কোনো উত্তরপত্র একজন স্ক্রুটিনাইজার কর্তৃক পরীক্ষিত হইলে অপর একজন স্ক্রুটিনাইজার কর্তৃক স্ক্রুটিনি করতে হবে।

৩. পরীক্ষক কর্তৃক প্রেরিত উত্তরপত্রের সম্পূর্ণ ব্যাচ একই সময় স্ক্রুটিনি করা উচিত এবং কোনো ক্রমেই কিছু সংখ্যক নির্বাচিত উত্তরপত্রের নহে।

৪. স্ক্রুটিনাইজার

ক. পরীক্ষার্থী কর্তৃক উত্তর দেয়া আবশ্যক এরূপ সকল উত্তরপত্রের নম্বর দেয়া হয়েছে কিনা এবং কোনো অতিরিক্ত উত্তর দেয়া হয়েছে কিনা তাও পরীক্ষা করা;

খ. সমস্ত উত্তরগুলোর জন্য প্রদত্ত নম্বর উত্তরপত্রের সামনের পৃষ্ঠায় নেয়া হয়েছে এবং নির্দিষ্ট স্থানে লিপিবদ্ধ হয়েছে কিনা তা দেখা;

www.pathagar.com

গ. উত্তরপত্রের সামনের পৃষ্ঠায় নোট করা নম্বরগুলো শুদ্ধভাবে যোগ দেয়া হয়েছে কিনা;

ঘ. উত্তরপত্রের নম্বরের সঙ্গে মার্কশীটের নম্বর তুলনা করা;

ঙ. দৃষ্টিকোণ অমিলের ব্যাপারে প্রধান পরীক্ষকের নিকট প্রতিবেদন দেয়া;

চ. উত্তরপত্র স্ক্রুটিনি করা সম্পর্কে প্রধান পরীক্ষক বা সহকারী প্রধান পরীক্ষক কর্তৃক দেয়া নির্দেশ পালন করার জন্য দায়ী থাকবেন।

৫. পরীক্ষাসমূহের নিয়ন্ত্রকের নিকট উত্তরপত্র সরবরাহের ব্যাপারে স্ক্রুটিনাইজার প্রধান পরীক্ষককে প্রয়োজনে সহযোগিতা করবেন।

৬. প্রধান পরীক্ষক বা পরীক্ষাসমূহের নিয়ন্ত্রকের অধীনে থাকা প্রত্যেক স্ক্রুটিনাইজার নিম্নলিখিত বিবরণ সংবলিত নিজ নিজ রেজিস্ট্রার সংরক্ষণ করবেন।

ক. ক্রমিক নম্বরসহ পরীক্ষকদের নাম ও ঠিকানা (প্রতিষ্ঠানের ও বাসস্থানের ঠিকানা)

খ. রোল নম্বর ও কেন্দ্রসহ বরাদ্দকৃত উত্তরপত্রের সংখ্যা;

গ. কেন্দ্র এবং রোল নম্বরসহ প্রতি কিস্তিতে প্রাপ্ত উত্তরপত্রের সংখ্যা;

ঘ. স্ক্রুটিনাইজার কর্তৃক খুঁজে বের করা ভুলের প্রকার এবং সংখ্যা;

ঙ. স্ক্রুটিনি করা কেন্দ্রের নামসহ উত্তরপত্রগুলোর রোল নম্বরের বিশদ বর্ণনা।

৭. অমিল খুঁজে বের করার পর স্ক্রুটিনাইজার প্রধান পরীক্ষক কর্তৃক তা সই করাবেন এবং দৈনন্দিন রেজিস্ট্রারে তা লিপিবদ্ধ করবেন।

৮. স্ক্রুটিনাইজার বরাদ্দকৃত উত্তরপত্র রোল, কেন্দ্র এবং পরীক্ষক ভিত্তিক ক্রম অনুসারে সাজিয়ে রাখবেন।

৯. তিনজন টেবুলেটরের ব্যবহারের জন্যে পরীক্ষাসমূহের নিয়ন্ত্রকের নিকট নম্বর প্রেরণকালে স্ক্রুটিনাইজার প্রধান পরীক্ষককে সাহায্য করবেন। তিনজন টেবুলেটরের ব্যবহারের জন্য নম্বর তিন ফর্দে তিনটি সীল করা খামে

www.pathagar.com

পাঠাতে হবে। উত্তরপত্রের রোল নম্বর যার বিপরীতে (প্রাপ্ত) নম্বর প্রত্যেক ব্যাচের সঙ্গে প্রেরণ করা তা এরূপে প্রত্যেক খামের শীর্ষে লিখতে হবে। তাছাড়া প্রেরিত রোল নম্বরের বিপরীতে প্রাপ্ত নম্বরসমূহের বিবরণ দুই ফর্দে পরীক্ষাসমূহের নিয়ন্ত্রকের নিকট প্রেরণ করতে হবে যার এক ফর্দ তিনি প্রাপ্তির পর প্রধান পরীক্ষকের নিকট ফেরত পাঠাবেন।

১০. প্রধান পরীক্ষকের অধীনে নয় এমন স্ক্রুটিনাইজারদের পরীক্ষাসমূহের নিয়ন্ত্রকের অফিসে কাজ করতে হবে।

টেবুলেটরদের কর্তব্য

১. চার হাজার পরীক্ষার্থীর জন্যে সাধারণ তিনজনের টেবুলেটর দল থাকবেন। তবে পরীক্ষার ফল প্রকাশের সময়ের ব্যাপারে বিবেচনায় টেবুলেটর দলের অধীনে পরীক্ষার্থীদের সংখ্যা কমান যাবে।

২. প্রত্যেক দলের প্রথম টেবুলেটর ব্যাচের আহ্বায়ক হবেন।

৩. টেবুলেটরগণ ফল কঠোরভাবে গোপন রাখবেন।

৪. টেবুলেশন সম্পর্কীয় কার্যে প্রয়োজন হলে টেবুলেটরগণ বোর্ড অফিসে কাজ করবেন।

৫. টেবুলেশন সম্পর্কীয় কার্যে পরীক্ষাসমূহের নিয়ন্ত্রক কর্তৃক সময় সময় ইস্যুকৃত নির্দেশাবলী টেবুলেটরগণ অনুসরণ করবেন।

৬. সরবরাহকৃত বাছাই করা টেবুলেশন বইতে প্রত্যেক দলের টেবুলেটরগণ নম্বর তালিকাভুক্ত (টেবুলেট) করবেন। টেবুলেটরগণ প্রত্যেক স্কুলের ফলের শেষে এবং টেবুলেশন বইয়ের বাম হাতের পৃষ্ঠায় প্রতিষ্ঠানের পরীক্ষার্থীর শেষ রোল নম্বরের বিপরীতে এবং প্রত্যেক পৃষ্ঠার তারিখসহ সই দেবেন। উপরোক্ত কার্যাদির অতিরিক্ত প্রত্যেক ব্যাচের তিনজন টেবুলেটর ফল যথা বিভাগ, পাস, ক্রস উইথহেল্ড ইত্যাদি নোট করবেন।

টেবুলেটরদের প্রত্যেক ব্যাচ সাইক্লোস্টাইল করার জন্য কেবল রোল নম্বর এবং বিভাগ, পাস, উইথহেল্ড, একস্‌পালশন ইত্যাদি প্রদর্শন করে এক কপি মার্কশীট প্রস্তুত করবেন। এই প্রতিবেদন প্রস্তুত করবার ব্যাপারে বিস্তারিত পরীক্ষাসমূহের নিয়ন্ত্রক কর্তৃক সরবরাহ করা হবে।

www.pathagar.com

৭. তদকর্তৃক একবার দাখিল করার পর প্রধান পরীক্ষক দ্বারা নম্বরের কোনো পরিবর্তন টেবুলেটর কর্তৃক গ্রহণযোগ্য হবে না, যদি না চেয়ারম্যান কর্তৃক পরিবর্তিত নম্বর অনুমোদিত হয়।

৮. টেবুলেশন বইতে কোনো মোছা বা দোবারা লিখা অনুমোদন যোগ্য নয় এবং যদি ভুলক্রমে কিছু লিখা হয় তা সোজা কেটে দিতে হবে এবং শুধু সংখ্যাটি পরিষ্কারভাবে লিখা ও স্পষ্টভাবে সই দিতে হবে। কোনো সন্দেহ, নম্বর না পাওয়া, নম্বর সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ বা অমিলের ব্যাপারে প্রত্যেক দলের তিনজন টেবুলেটর কর্তৃক যৌথভাবে পরীক্ষাসমূহের নিয়ন্ত্রকের নিকট তার নির্দেশের জন্য উল্লেখ করতে (রেফারেন্স) হবে।

৯. টেবুলেটরগণ দায়ী হবেন :

ক. টেবুলেটর বই ভুক্তিসহ টেবুলেটরদের সঙ্গে তুলনা করার জন্যে;

খ. ফল প্রকাশের জন্য প্রস্তুত হলে তা তুলনা এবং যাচাই করার জন্যে (এক ব্যাচ টেবুলেটরদেকে বরাদ্দকৃত বই বোর্ড অফিসে অন্য ব্যাচ কর্তৃক তুলনা এবং তদ্বিপরীত (ভাইস ভারসা) করা হবে;

গ. পরীক্ষাসমূহের নিয়ন্ত্রক কর্তৃক সরবরাহতব্য প্রোফরমার টেবুলেটরদের প্রত্যেক ব্যাচকে বরাদ্দ করা ব্যাচ ভিত্তিক সকল কেন্দ্রসহ পরীক্ষায় অবতীর্ণ হওয়া এবং প্রথম, দ্বিতীয় এবং পাস বিভাগে পাস করা পরীক্ষার্থীদের মোট সংখ্যা সংবলিত পূর্ণাঙ্গ বিবরণ তুলনা এবং দাখিল করা;

ঘ. পরীক্ষাসমূহের নিয়ন্ত্রকের নিকট প্রস্তুত এবং দাখিল করা;

১. মেধা তালিকা;

২. ব্যাচ এবং দল ভিত্তিক বৃদ্ধি তালিকা; এই উদ্দেশ্যে পরীক্ষাসমূহের নিয়ন্ত্রক কর্তৃক প্রোফরমা সরবরাহ করা হবে।

ঙ. কম্পার্টমেন্টাল পরীক্ষার জন্যে দলভিত্তিক, কেন্দ্র ও বিষয়ভিত্তিক পরীক্ষাসমূহের নিয়ন্ত্রকের নিকট যোগ্য প্রার্থীদের তালিকা দাখিল করা;

www.pathagar.com

চ. টেবুলেশন কাজ শেষে কোনো পত্র বা বিষয় অসম্পূর্ণ নম্বর থাকা পরীক্ষার্থীদের কেন্দ্রভিত্তিক তালিকা ও উইথহেল্ড কেসসহ টেবুলশন বই।

উত্তরপত্রের পুনঃ স্ক্রুটিনি

কোনো পরীক্ষার্থী তার পরীক্ষার ফলের ব্যাপারে ক্ষুব্ধ হইলে সে পরীক্ষাসমূহের নিয়ন্ত্রকের নিকট পরীক্ষার ফল প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে তার উত্তরপত্র বা পত্রসমূহের পুনঃ স্ক্রুটিনির জন্যে বোর্ডের নির্ধারিত ফিসহ আবেদন করতে পারবে। ফল প্রকাশের ৩০ দিন অতিক্রান্ত হলে এরূপ আবেদন গ্রহণ করা হবে না।

পুনঃ স্ক্রুটিনিতে স্ক্রুটিনাইজারের কর্তব্য

১. পুনঃ স্ক্রুটিনির জন্যে স্ক্রুটিনাইজারদের প্রয়োজন অনুসারে চেয়ারম্যান ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ নিয়োগ করবেন।

২. পুনঃ স্ক্রুটিনিতে স্ক্রুটিনাইজারদের কর্তব্য হবে নিম্নরূপ :

ক. পরীক্ষার্থী কর্তৃক যে সকল উত্তর দেয়ার প্রয়োজন তাদের প্রত্যেকটিতে নম্বর দেয়া হয়েছে কিনা;

খ. পরীক্ষার্থী কর্তৃক প্রয়োজনের অতিরিক্ত উত্তরে নম্বর দেয়া হয়েছে কিনা তা যাচাই করা;

গ. প্রত্যেক স্বতন্ত্র উত্তরের জন্যে দেয়া নম্বর উত্তরপত্রের সামনের পৃষ্ঠায় আনা এবং সঠিকভাবে নির্দিষ্টস্থানে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে কিনা তা দেখা;

ঘ. উত্তরপত্রের সামনের পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ করা নম্বরসমূহ সঠিকভাবে পেশ করা হয়েছে কিনা তা দেখা;

ঙ. সামনের পৃষ্ঠার মোট নম্বর টেবুলেশন বইতে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে কিনা তা দেখা;

চ. এইরূপ পদক্ষেপের জন্য তিনি যে যাচাই কার্য করেছেন সে সম্পর্কে পরীক্ষাসমূহের নিয়ন্ত্রকের নিকট প্রতিবেদন দাখিল করা।

উত্তরপত্রের পুনঃপরীক্ষা

সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার ফল প্রকাশের পর কোনো পরীক্ষার্থীর উত্তরপত্র পুনঃ পরীক্ষা করা যাবে না। ৭৮ প্রবিধানের বিধান অনুসারে পরীক্ষার ফল প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে প্রার্থনার ভিত্তিতে কোনো উত্তরপত্র শুধু পুনঃ স্ক্রুটিনি করা যাবে।

www.pathagar.com

উত্তরপত্রের বিলিবন্দেজ

১. ক. ফল প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে পুনঃ স্ক্রুটির জন্যে চাওয়া বা আবেদন করা উত্তরপত্র ছাড়া এবং বোর্ডকে নোটিশ দিয়ে ফল প্রকাশের দিনের মধ্যে কোনো আইন আদালতে দায়েরি সম্পর্কিত উত্তরপত্র ছাড়া বোর্ড যেভাবে উপযুক্ত ও সঠিক মনে করে সেভাবে ফল প্রকাশের এক মাসের মধ্যে উত্তরপত্র বিলিবন্দেজ করতে পারবেন।

খ. যে সকল উত্তরপত্রের জন্যে ফল প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে পুনঃ স্ক্রুটিনি চাওয়া বা আবেদন করা; পুনঃ স্ক্রুটিনির শেষ হওয়ার পর বোর্ড যেভাবে উপযুক্ত ও সঠিক মনে করেন সেভাবে সেগুলো বিলিবন্দেজ করতে পারবে, তবে শর্ত এই যে ফল প্রকাশের পর ৩০ দিন অতিক্রান্ত হতে হবে।

গ. বোর্ডকে পূর্বাহ্নে নোটিশ দিয়ে যে সকল উত্তরপত্র সম্পর্কে ফল প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে আইন আদালতে মামলা দায়ের করা হয়, আদালত কর্তৃক চূড়ান্ত রায় দেয়ার পর সেগুলো বোর্ডের সিদ্ধান্ত অনুসারে বিলিবন্দেজ করা হবে, তবে শর্ত এই যে ফল প্রকাশের পর ৩০ দিন অতিক্রান্ত হতে হবে।

অক্ষম পরীক্ষার্থীদের লেখক

১. ক. বোর্ডের পরীক্ষায় অক্ষম পরীক্ষার্থীর জন্যে একজন লেখক নিম্নলিখিত শর্তাধীনে অনুমোদন করা যায়, তবে পরীক্ষার্থী প্রশ্নের উত্তর লিখতে অক্ষম এই সম্পর্কে চেয়ারম্যানকে পূর্ণভাবে সন্তুষ্ট হতে হবে।

খ. পরীক্ষার্থী ঢাকা কেন্দ্রে উপস্থিত হবেন;

গ. লেখক হবে অনূর্ধ্ব নবম শ্রেণীর এবং বোর্ড কর্তৃক নিযুক্ত হবে;

ঘ. পরীক্ষা আরম্ভ হবার যথেষ্ট সময় পূর্বে বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত হারে পরীক্ষার্থী লেখকের পারিশ্রমিক বোর্ডে জমা দেবে;

ঙ. বিরল ও ব্যতিক্রমী অবস্থায় লেখকের অনুমতি দেয়া হবে।

www.pathagar.com

২. কোনো বিষয় এসব প্রবিধানের অন্তর্ভুক্ত না হলে চেয়ারম্যান তাহার বিবেচনা প্রয়োগ করবেন এবং তার সিদ্ধান্ত হবে চূড়ান্ত।

৩. কোনো জরুরি ব্যাপারে চেয়ারম্যান বোর্ডের প্রতিবেদন সাপেক্ষে যেরূপ উপযুক্ত মনে করেন সেরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন যদিও এরূপ ব্যবস্থা এই প্রবিধানের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ না হয়।

৪. এসব প্রবিধানের অধীনে নেয়া কোনো ব্যবস্থা বা প্রদত্ত আদেশ অথবা গৃহীত কার্য ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আদালতে মামলা দ্বারা অন্য কোনোভাবে প্রশ্ন তোলা যাবে না।

ব্যবহারিক পরীক্ষা

১. ক. তত্ত্বীয় পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে পরীক্ষার্থীদের ব্যবহারিক পরীক্ষা গ্রহণ করবার ব্যবস্থা কেন্দ্র সচিবগণ করবেন। ব্যবহারিক পরীক্ষা সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রেই অনুষ্ঠিত হবে। কেন্দ্র সচিবগণ ব্যবহারিক পরীক্ষা গ্রহণের জন্য অভ্যন্তরীণ পরীক্ষক এবং বহিরাগত পরীক্ষক নিয়োগ করবেন। তবে কোনো বিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থীদের জন্যে ঐ বিদ্যালয়ের কোনো শিক্ষককে অভ্যন্তরীণ/বহিরাগত পরীক্ষক নিয়োগ করা যাবে না।

খ ১. ব্যবহারিক পরীক্ষা গ্রহণ করবার পর কম্পিউটার পদ্ধতিতে নম্বর ফর্দ (বোর্ড কর্তৃক সরবরাহকৃত ও এম আর ফরম) প্রস্তুত করে এবং যথাযথভাবে বৃত্তগুলি ভরাট করে নির্ধারিত কার্টুনের ভিতর অনধিক ২০০ (দুইশত)টি করে প্যাকেট করতে হবে।

২. প্রতি বিষয় ও পত্রের নম্বর ফর্দের ফরমগুলো প্রতি ২০০টির জন্য ৪ (চার) কপি করে শিরোনামপত্র তৈরি করতে হবে। ২০০টি ফরম কার্টুনে ভরিয়া শিরোনামপত্রের প্রথম কপি কার্টুনের ভিতর, দ্বিতীয় কপি কার্টুনের বাহিরে এমনভাবে মুড়িয়ে দিতে হবে যেন পড়া যায়, তৃতীয় কপি শিরোনামপত্র পৃথক খামে পরীক্ষা সচিবের নিকট ভবিষ্যৎ ব্যবহারের জন্য রাখতে হবে।

৩. এভাবে সকল বিষয় ও পত্রের সকল কার্টুন

www.pathagar.com

পলিথিন দিয়ে মুড়িয়ে কাপড় দিয়ে মুড়িতে হবে। অতঃপর প্যাকেটটি সেলাই করে সীলগালা করতে হবে এবং পরীক্ষার দিনই সরাসরি চেয়ারম্যান, শিক্ষা বোর্ড কম্পিউটার কেন্দ্র, সড়ক নং-১২/এ, ধানমণ্ডি আ/এ, ঢাকা-১২০৯, এই ঠিকানায় ডাকযোগে ইনসিওরড পার্সেল অথবা হাতে হাতে পাঠাতে হবে। প্রেরক ও প্রাপকের ঠিকানা স্পষ্ট অক্ষরে লিখতে হবে এবং প্যাকেটের বাম পাশে "... বোর্ডের জন্য" কথাটি লিখতে হবে অথবা অনুরূপ একটি সীল তৈরি করে প্যাকেটের বাম পাশে কোণায় মেরে দিতে হবে।

৪. ১. যে সকল পরীক্ষার্থীর নম্বর ফর্দ কার্টুনে ভরা হয়েছে তাদের উত্তরপত্রগুলো প্যাকেট করতে হবে। অতঃপর সকল পরীক্ষার্থীর জন্য ৪ (চার) কপি করে শিরোনামপত্র তৈরি করে শিরোনামপত্রের এক কপি প্যাকেটের অভ্যন্তরে এক কপি ব্যবহারিক উত্তরপত্রের প্যাকেটের উপর লাগাতে হবে এবং এক কপি কেন্দ্রে সচিব সংরক্ষণ করবেন। অতঃপর ব্যবহারিক উত্তরপত্র হাতে হাতে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের নিকট জমা দিতে হবে।

ব্যবহারিক পরীক্ষার অভ্যন্তরীণ পরীক্ষক বহিরাগত পরীক্ষকের পারিশ্রমিক বোর্ডের নির্ধারিত হারে ব্যবহারিক পরীক্ষার কেন্দ্র অফিস হতে কেন্দ্র সচিব পরিশোধ করবেন।

২. সকল বিষয়ের তত্ত্বীয় পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর বোর্ড কর্তৃক সরবরাহকৃত অনুপস্থিত ও বহিষ্কৃত নমুনা ফরম অনুযায়ী ৩ (তিন) কপি অনুপস্থিত ও বহিষ্কৃত তালিকা প্রস্তুত করে ১ (এক) কপি তালিকা সরাসরি কম্পিউটার কেন্দ্রে এবং অন্য ১ কপি পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের ঠিকানায় পাঠাতে হবে। অনুরূপভাবে ব্যবহারিক পরীক্ষা শেষ হওয়ার ৭ (সাত) দিনের মধ্যে ব্যবহারিক পরীক্ষার নমুনা অনুযায়ী অনুপস্থিত ও বহিষ্কৃত তালিকা প্রস্তুত করে ১ কপি তালিকা সরাসরি

www.pathagar.com

কম্পিউটার কেন্দ্রে এবং অন্য ১ কপি পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের নিকট পাঠাতে হবে। তৃতীয় কপি নিজের কাছে রাখতে হবে।

৩. সকল বিষয়ের পরীক্ষা শেষে (ব্যবহারিক পরীক্ষাসহ) ৭ দিনের মধ্যে কেন্দ্র সচিব ব্যক্তিগতভাবে অথবা বিশেষ দূত মারফত নিম্নবর্ণিত রেকর্ডপত্রের দুই কপি পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের নিকট পাঠাবেন।

ক. শনাক্তকৃত পরীক্ষার্থীদের রোল শীটের প্রিন্ট আউট কপি।

খ. পরীক্ষাকেন্দ্রে প্রত্যেক পত্রের পরীক্ষার সময় পরীক্ষার্থীদের স্বাক্ষরলিপি (রোল ক্রম অনুযায়ী সাজিয়ে)

গ. কক্ষ পরিদর্শকগণের নাম, ঠিকানা ও এবং উত্তরপত্রে তাহারা যেমন স্বাক্ষর ও অনুস্বাক্ষর করেছেন তেমন স্বাক্ষর ও অনুস্বাক্ষরসহ তালিকা।

ঘ. প্রাপ্ত ও ব্যবহৃত রচনামূলক ও নৈর্ব্যক্তিক উত্তরপত্রের হিসাব ও অব্যবহৃত রচনামূলক ও নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নপত্র।

ঙ. প্রাপ্ত ও ব্যবহৃত রচনামূলক ও নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নপত্রের হিসাব।

চ. ব্যবহারিক পরীক্ষার উত্তরপত্র।

ছ. বিষয় উল্লেখপূর্বক সকল অনুপস্থিতি ও বহিষ্কৃত পরীক্ষার্থীদের একটি করে দুটি তালিকা।

জ. সকল বিষয়ের (ব্যবহারিক নম্বর ফর্দসহ) রচনামূলক ও নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষার শিরোনামপত্রের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের কপি।

ঝ. ব্যবহারিক পরীক্ষার নম্বরপত্র কম্পিউটার কেন্দ্রে এবং ব্যবহারিক পরীক্ষার উত্তরপত্র পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের নিকট জমা দিতে হবে।

www.pathagar.com

উত্তরপত্র পুনঃ নিরীক্ষণ

পরীক্ষার ফল প্রকাশের দিন হতে এক মাসের মধ্যে উত্তরপত্র পুনঃনিরীক্ষণের জন্য যথাযথ ফিসহ আবেদন করা যাবে। উত্তরপত্র পুনঃনিরীক্ষণ বলতে উত্তরপত্র পুনঃ মূল্যায়ন বুঝাবে না। উত্তরপত্র পুনঃনিরীক্ষণের সময় নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ যাচাই করা যাবে :

ক. উত্তরপত্রের অভ্যন্তরে কোনো প্রশ্ন উত্তরে পরীক্ষক/প্রধান পরীক্ষক নম্বর না দিয়ে থাকলে তাতে নম্বর দেয়া যাবে।

খ. উত্তরপত্রের অভ্যন্তরে প্রদত্ত নম্বর কভার পৃষ্ঠায় উঠাতে ভুল করলে তা সংশোধন করা যাবে না।

গ. কভার পৃষ্ঠায় উঠানো নম্বরের যোগফলে কোনো ভুল হলে তা সংশোধন করা যাবে।

ঘ. পরীক্ষক/প্রধান পরীক্ষক কর্তৃক প্রদত্ত নম্বর কোনো অবস্থাতেই সংশোধন করা যাবে না।

ঙ. উত্তরপত্র কোনো অবস্থাতেই পরীক্ষার্থী, তার আত্মীয়স্বজন অথবা অন্য কোনো ব্যক্তিকে দেখানো যাবে না।

রেকর্ডপত্র সংরক্ষণ

ক. পরীক্ষার্থীদের অন্তর্ভুক্তিকরণ ফরম (দাখিল ফরম), স্বাক্ষরলিপি, মূল উত্তরপত্র, ব্যবহারিক উত্তরপত্র, মার্কশীটের মুড়িপত্র, বহিষ্কৃত পরীক্ষার্থীদের উত্তরপত্র ও পরীক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় নথি পরীক্ষার ফল প্রকাশের পর হতে সর্বোচ্চ ৬ (ছয়) মাস পর্যন্ত সংরক্ষণ করতে হবে।

খ. উত্তরপত্র পুনঃনিরীক্ষণের ফল প্রকাশের পর ৩ (তিন) মাস পর্যন্ত পুনঃনিরীক্ষিত উত্তরপত্র সংরক্ষণ করতে হবে।

গ. পুনঃনিরীক্ষিত টেবুলেশন বই মূল রেকর্ড বই হিসেবে আজীবন সংরক্ষিত থাকবে।[১]

---

১ পূর্ব পাকিস্তান মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধ্যাদেশ ১৯৬১, ধারা ৩৯ (২) এবং (১১)-এর ২৪ দফার অধীনে পরীক্ষা সংক্রান্ত প্রবিধান। সূত্র, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড, ঢাকা

www.pathagar.com

মাধ্যমিক স্কুল সনদ পরীক্ষা সংক্রান্ত নীতিমালা

বাংলাদেশ পাবলিক পরীক্ষাসমূহের মধ্যে বর্তমানে মাধ্যমিক স্কুল সনদ (এসএসসি) পরীক্ষা সবচেয়ে বড় এবং জনপ্রিয় পরীক্ষা বলে বিবেচিত। এই পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্যে রয়েছে কতকগুলি পূর্বশর্ত। এর মধ্যে পরীক্ষার্থীর বয়স, পরীক্ষা কেন্দ্রের কর্মকর্তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য থেকে শুরু করে পরীক্ষা শুরু করার ও সমাপ্ত করার ঘণ্টা দেওয়ার নিয়ম পর্যন্ত এই নীতিমালায় আলোচিত হয়েছে। নীতিমালাটির পূর্ণাঙ্গরূপ নিচে প্রদান করা হলো :

পরীক্ষাকেন্দ্র কমিটির আকার ও গঠন

প্রত্যেক পরীক্ষাকেন্দ্রে পরীক্ষা পরিচালনার জন্য 'পরীক্ষাকেন্দ্র কমিটি' নামে একটি কমিটি গঠন করে বোর্ডের অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে। কমিটির গঠন নিম্নরূপ হবে :

ক. অনধিক বিশ সদস্য বিশিষ্ট "পরীক্ষাকেন্দ্র কমিটি" নিম্ন বর্ণিত কর্মকর্তা সমন্বয়ে গঠন করতে হবে :

সভাপতি : জেলা সদরের জন্য জেলা প্রশাসক, থানা বা থানা সদরের জন্য থানা নির্বাহী অফিসার।

সদস্যবৃন্দ :

ক. স্থান বিশেষে জেলা ও থানা শিক্ষা অফিসার পদাধিকার বলে।

খ. যে সকল স্বীকৃতিপ্রাপ্ত উচ্চ বিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থী সংশ্লিষ্ট পরীক্ষা কেন্দ্রে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবে সে সকল বিদ্যালয়ের প্রধানগণ সভাপতি কর্তৃক মনোনীত সদস্য হতে পারবেন।

গ. শিক্ষানুরাগী হিসেবে পরিচিত স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তিগণ সভাপতি কর্তৃক মনোনীত সদস্য হতে পারবেন।

সভাপতি পদাধিকার বলে পরীক্ষাকেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত অফিসার হবেন

ক. সফল তদারকি ও সুষ্ঠু পরীক্ষা পরিচালনার জন্য সভাপতি প্রয়োজনবোধে পরীক্ষা কেন্দ্রের জন্য অতিরিক্ত ভারপ্রাপ্ত অফিসার হিসেবে একজন দায়িত্বশীল সরকারি কর্মকর্তাকে

www.pathagar.com

নিয়োগ করতে পারবেন। এ নিয়োগে অবশ্য লক্ষ রাখতে হবে, কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত কোনো সদস্যের পদমর্যাদা কোনো অবস্থাতেই যেন ক্ষুণ্ন না হয়।

খ. নিম্নে উল্লিখিত বিষয় বিবেচনাক্রমে কমিটি কেন্দ্র-সচিব নির্বাচন করবেন : সংশ্লিষ্ট পরীক্ষা কেন্দ্রের আওতাধীন সরকারি বালক-বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় থাকলে তার প্রধান শিক্ষক-প্রধান শিক্ষিকা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কেন্দ্র-সচিব নির্বাচিত হবেন।

জেলা সদর ও বিভাগীয় সদরে যথাক্রমে জেলা শিক্ষা অফিসার ও বিভাগীয় সহকারী বিদ্যালয় পরিদর্শককে প্রয়োজনবোধে কেন্দ্র-সচিব হিসেবে নির্বাচিত করা যেতে পারে।

থানা সদর পরীক্ষাকেন্দ্রের ক্ষেত্রে তথায় সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় না থাকলে শিক্ষা অফিসার কেন্দ্র-সচিব নির্বাচিত হতে পারবেন।

ভারপ্রাপ্ত অফিসারের কর্তব্য

ভারপ্রাপ্ত অফিসার পরীক্ষা পরিচালনার সার্বিক দায়িত্বে নিয়োজিত থাকবেন এবং তাকে :

ক. তাঁর পরীক্ষা কেন্দ্রের জন্য জেলা প্রশাসক কর্তৃক পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক হতে গৃহীত প্রশ্নপত্র এবং পরীক্ষার সংশ্লিষ্ট গোপনীয় কাগজপত্র গ্রহণ করে তার নিরাপত্তামূলক হেফাজতের নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে এবং পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের নির্দেশ অনুযায়ী পরীক্ষা আরম্ভের পূর্বে কেন্দ্রে তা পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

বিঃ দ্রঃ পরীক্ষাকেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত অফিসার/অতিরিক্ত ভারপ্রাপ্ত অফিসারের পক্ষে একজন প্রতিনিধি ও কেন্দ্র-সচিব অথবা তাঁর প্রতিনিধি যৌথভাবে বোর্ডের সরবরাহকৃত প্রশ্নপত্রের পরিমাণ সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রের পরীক্ষার্থীর চাহিদার সহিত সঙ্গতিপূর্ণ কিনা তা যাচাই করবেন এবং পরীক্ষার সময়সূচি অনুযায়ী নির্দিষ্ট তারিখে/বেলায় প্রশ্নপত্রের প্যাকেট ট্রেজারি/ব্যাংক/থানার হেফাজত হতে গ্রহণকালে তারা প্রতিটি প্যাকেটের বিষয়/পত্র রেজিস্টারে

www.pathagar.com

সতর্কতার সাথে অন্তর্ভুক্ত করে দস্তখতের মাধ্যমে গ্রহণ করবেন। পরীক্ষা শুরু হওয়ার অনূর্ধ্ব ৩০ মিনিট পূর্বে প্যাকেট খোলার সময়ও লক্ষ রাখতে হবে যে, পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের সঠিক প্যাকেট খোলা হচ্ছে কিনা এবং প্যাকেটটি অক্ষত আছে কিনা। এ ব্যাপারে বোর্ডের সরবরাহকৃত নির্ধারিত সনদ ফলমে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ দস্তখত করবেন।

খ. সকল তদারকি ও সুষ্ঠু পরীক্ষা পরিচালনা নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে।

গ. প্রতিদিনের পরীক্ষা শেষে পরীক্ষার্থীদের ফেরত গ্রহণ ও অন্যান্য কার্যব্যবস্থা গ্রহণে এই নিয়মাবলীর ৪ (গ) উপবিধিতে উল্লেখিত শর্তাবলী যথাযথ প্রতিপালনের নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে।

ঘ. অসদুপায় অবলম্বনকারী পরীক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। প্রয়োজনে অপরাধীদের বিরুদ্ধে ১৯৮০ সনের পাবলিক পরীক্ষা এ্যাক্ট এর অধীনেও ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে।

ঙ. পরীক্ষা কার্যক্রমের সমাপ্তিতে সংশ্লিষ্ট কেন্দ্র পরিচালনার উপর একটি বিস্তারিত প্রতিবেদন পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের নিকট পেশ করতে হবে। এ প্রতিবেদনের অনুলিপি বোর্ডের সচিব বরাবরেও প্রেরণ করতে হবে।

চ. কোনো কারণে কেন্দ্র সচিব উত্তরপত্র বোর্ডে প্রেরণে অসমর্থ হলে প্যাকেট সীলগালা করে নিরাপত্তামূলক হেফাজতে রাখতে হবে।

মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী ছাত্র-ছাত্রীদের প্রার্থীতার পূর্বশর্তসমূহ :

ক. রেজিস্ট্রেশন (নিয়মিত/অনিয়মিত পরীক্ষার্থীদের জন্য) :

১. দশম শ্রেণীতে শিক্ষাক্রম সমাপ্তির পর ১ জন ছাত্র-ছাত্রী মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এসএসসি) পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করার সুযোগ পায়। তবে সে যে বছর নবম শ্রেণীতে ভর্তি হবে সে বছরের ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে অবশ্যই তার রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করতে হবে।

২. আন্তঃবোর্ডের বদলিকৃত ছাত্র/ছাত্রীদের ক্ষেত্রে দশম

www.pathagar.com

শ্রেণীতে অধ্যয়নের বৎসরের ৩১ অক্টোবরের মধ্যে অবশ্যই সংশ্লিষ্ট বোর্ডের রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করতে হবে।

৩. উল্লেখিত তারিখের পর আর কোনো ছাত্র/ছাত্রীকে রেজিস্ট্রেশন প্রদান করা হবে না।

খ. দাখিলা ফরম ও এসআইএফ (ছাত্র/ছাত্রীদের তথ্য ফরম) পূরণের জন্য ছাত্র/ছাত্রীদের যোগ্যতা :

১. কেবলমাত্র বৈধ, রেজিস্ট্রেশনধারী এবং নির্বাচনী পরীক্ষায় সকল বিষয়ে পাস ছাত্র-ছাত্রীরাই দাখিলা ফরম ও এসআইএফ পূরণ করতে পারবে।

২. বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ছাত্র/ছাত্রীকে অবশ্যই দাখিলা ফরম ও এসআইএফ পূরণ করতে হবে। পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য উভয় ফরম পূরণ করা অপরিহার্য।

৩. দাখিলা ফরম ও এসআইএফ এর তথ্যাদিতে অবশ্যই মিল থাকতে হবে। এই দুইটি ফরমে ছাত্র-ছাত্রীদের কোনো তথ্য গরমিল থাকলে এবং উক্ত গরমিলের কারণে যদি কোনো পরীক্ষার্থীর ফলাফল প্রকাশ করা না যায় তবে তার জন্য সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থী/পরীক্ষার্থিনী এবং প্রতিষ্ঠান প্রধানই দায়ী থাকবেন।

৪. রেজিস্ট্রেশনবিহীন কোনো ছাত্র/ছাত্রীর এসআইএফ/দাখিলা ফরম বোর্ডে জমা হলে উক্ত ছাত্র/ছাত্রীর দাখিলা ফরম সরাসরি বাতিল বলে গণ্য হবে।

৫. প্রবেশপত্র ইস্যুর পূর্বে কোনো ছাত্র/ছাত্রীর রেজিস্ট্রেশন ভুয়া/অবৈধ প্রমাণিত হলে তার প্রার্থীতা সরাসরি বাতিল বলে গণ্য হবে।

৬. কোনো পরীক্ষার্থী/পরীক্ষার্থিনীর পরীক্ষা চলাকালীন সময়ে অথবা পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর অথবা ফল প্রকাশিত হওয়ার পর অথবা যে-কোনো সময়ে রেজিস্টেশন ভুয়া প্রমাণিত হলে তার পরীক্ষা/পরীক্ষার ফল বাতিল বলে গণ্য হবে।

৭. বোর্ডের বিধি মোতাবেক যে ছাত্র/ছাত্রীর যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রেজিস্ট্রেশন হয়েছে উক্ত ছাত্র/ছাত্রীকে তার

www.pathagar.com

রেজিস্ট্রেশনকৃত প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেই পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে বিধায় রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ এবং বয়স থাকলে অকৃতকার্য ছাত্র/ছাত্রী অথবা পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে নেই অথবা পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করার সুযোগ দেয়া হয় নেই এ রকম ছাত্র/ছাত্রীকে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে অনিয়মিত পরীক্ষার্থী হিসেবে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করার সুযোগ দিতে হবে। তবে এক্ষেত্রে ছাত্র/ছাত্রী পুনঃভর্তি হলে তাকে নিয়মিত পরীক্ষার্থী হিসেবে গণ্য করা হবে।

গ. বয়স :

এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য পরীক্ষা বৎসরের ১ মার্চ ছাত্র/ছাত্রীর বয়স ন্যূনতম ১৪ বছর হতে ২০ বছরের মধ্যে হতে হবে।

ঘ. প্রাইভেট পরীক্ষার্থী/পরীক্ষার্থিনী হিসেবে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য প্রার্থীতার যোগ্যতা :

১. বয়স : প্রাইভেট পরীক্ষার্থী/পরিক্ষার্থিনী হিসেবে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হলে প্রার্থী/প্রার্থিনীর বয়স পরীক্ষার বৎসরের ১ মার্চ ন্যূনপক্ষে ১৫ বৎসর হতে হবে।

২. শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ

প্রাইভেট পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হলে প্রার্থী/প্রার্থিনী যে বৎসর এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবে তার তিন বৎসর পূর্বে সরকার কর্তৃক কোনো অনুমোদিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে ৮ম শ্রেণী পাস করে ৯ম শ্রেণীতে ভর্তি হয়ে শিক্ষাবোর্ডের রেজিস্ট্রেশনধারী ছাত্র-ছাত্রী হতে হবে।

৩. কোনো ব্যক্তি প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হিসেবে এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে চাইলে তাকে বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত তারিখের মধ্যে নির্ধারিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানের ধার্যকৃত, বোর্ডের মূল রেজিস্ট্রেশন কার্ড, শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদ, ইত্যাদিসহ প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হিসেবে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের নিমিত্তে রেজিস্ট্রেশনের জন্য আবেদন করতে হবে।

৪. প্রাইভেট পরীক্ষার্থীদের রেজিস্ট্রেশন পরীক্ষার বৎসরের

www.pathagar.com

পূর্বের বৎসরের ৩১ অক্টোবরের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে।

৫. সরকারি, আধা সরকারি, স্বায়ত্ত্বশাসিত সংস্থায় কর্মরত কর্মচারীগণের বেলায় ও সরকার অনুমোদিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে অষ্টম শ্রেণী পাস করে নবম শ্রেণীতেও ভর্তি হয়ে বোর্ডের রেজিস্ট্রেশন থাকতে হবে অর্থাৎ নবম শ্রেণীতে বোর্ডের রেজিস্ট্রেশন ব্যতীত প্রাইভেট পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করার জন্য আবেদন করতে পারবেন না।

মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষা পরিচালনা সংক্রান্ত নীতিমালা

ক. পরীক্ষা অবশ্যই বোর্ড কর্তৃক ঘোষিত সময়সূচি ও কার্যক্রম অনুযায়ী নির্ধারিত কেন্দ্রসমূহে অনুষ্ঠিত হবে।

খ. মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষার জন্য নির্ধারিত প্রত্যেক কেন্দ্রে পরীক্ষা পরিচালনার জন্য "কেন্দ্র কমিটি" নামে ১৫ (পনের) সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করতে হবে। তবে সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রে অংশগ্রহণকারী সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রদানকে অবশ্যই "কেন্দ্র কমিটির" সদস্য করতে হবে।

গ. কেন্দ্র কমিটি নিম্নরূপভাবে গঠন করতে হবে :

১. **চেয়ারম্যান :**

জেলা সদরের জন্য জেলা প্রশাসক, থানা ও অন্যান্য স্থানের কেন্দ্রের জন্য সংশ্লিষ্ট থানা নির্বাহী অফিসার অথবা প্রথম শ্রেণীর একজন কর্মকর্তা।

২. **সদস্যবৃন্দ :**

অ. জেলা শিক্ষা অফিসার/থানা শিক্ষা অফিসার।

আ. কেন্দ্রাধীন বোর্ড কর্তৃক স্বীকৃতিপ্রাপ্ত সকল বিদ্যালয় প্রধান। প্রয়োজনবোধে স্থানীয় মহাবিদ্যালয়সমূহের অধ্যক্ষগণও সদস্য হতে পারবেন।

ই. শিক্ষায় আগ্রহী স্থানীয় ব্যক্তিগণ কেন্দ্র কমিটির চেয়ারম্যান কর্তৃক সদস্য হিসেবে মনোনীত হতে পারবেন।

www.pathagar.com

ঈ. কমিটি উহার সচিব নির্বাচিত করিবেন।

(জেলা সদর কেন্দ্রে সরকারি স্কুলের প্রধান শিক্ষক সচিব হবেন। জেলা সদর ব্যতীত অন্যান্য পরীক্ষা কেন্দ্রে যেখানে সরকারি স্কুল আছে সেখানে সরকারি স্কুলের প্রধান শিক্ষক/শিক্ষিকা সচিব হবেন। যেখানে সরকারি স্কুল নেই সেখানে মূল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানই সচিব হবেন। প্রয়োজনে জেলা শিক্ষা অফিসার/থানা শিক্ষা অফিসার/প্রথম শ্রেণীর যে কোনো কর্মকর্তা কেন্দ্র সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে পারবেন। তবে কোনো শিক্ষক অথবা কোনো কর্মকর্তার ছেলে/মেয়ে সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করলে তিনি কেন্দ্র সচিব হতে পারবেন না।

কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কর্তব্য

ক. কেন্দ্র কমিটির চেয়ারম্যান কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত অফিসার হবেন। যদি কোনো অনিবার্য কারণবশতঃ চেয়ারম্যান ভারপ্রাপ্ত অফিসার হিসেবে কর্তব্য পালনে অসমর্থ হন তাহলে তিনি একজন দায়িত্বশীল সরকারি কর্মকর্তাকে অতিরিক্ত ভারপ্রাপ্ত অফিসার নিযুক্ত করবেন। এরূপ নিযুক্তির ক্ষেত্রে লক্ষ রাখতে হবে, কোনো বিভাগের কোনো উচ্চ পদস্থ অফিসার যেন কোনো নিম্ন পদস্থ অফিসারের অধীন নিযুক্ত না হন।

খ. ১. ভারপ্রাপ্ত অফিসার পরীক্ষাসমূহের নিয়ন্ত্রকের নিকট হতে যে সমস্ত গোপনীয় কাগজপত্র নেবেন সেগুলো নিরাপদ হেফাজতে রাখবেন এবং পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের নির্দেশ অনুসারে ঐ সব কাগজপত্র কেন্দ্র সচিবসহ নির্ধারিত দিনে পরীক্ষা কেন্দ্রে বিতরণের ব্যবস্থা করবেন।

২. ভারপ্রাপ্ত অফিসার সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা পরিচালনার জন্য সকল প্রকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন এবং তা তদারক করবেন।

৩. তিনি প্রত্যহ প্রতি বিষয় ও পত্রের পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের নির্দেশ অনুসারে পরীক্ষার্থীদের

www.pathagar.com

উত্তরপত্র নিরাপদে বোর্ডে পাঠাবার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে কেন্দ্র সচিবকে পরামর্শ দেবেন।

৪. তিনি পরীক্ষা কেন্দ্রে নিরাপত্তা বিধানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

৫. সকল বিষয়ের পরীক্ষা শেষে তিনি পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের নিকট পরীক্ষা পরিচালনা সম্পর্কীয় একটি সামগ্রিক প্রতিবেদন পেশ করবেন।

৬. সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা প্রশাসকের সঙ্গে আলোচনা করিয়া পরিদর্শক নির্বাচন করবেন। পরিদর্শক নির্বাচনের সময় লক্ষ রাখতে হবে যেন কেন্দ্রাধীন কোনো বিদ্যালয়ের শিক্ষক সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রের পরিদর্শকদের দায়িত্বে নির্বাচিত না হয়।

৭. তিনি কক্ষ পরিদর্শক ও পরীক্ষা পরিচালনায় নিয়োজিত সকল শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীর নিরাপত্তা বিধান করবেন।

৮. যে সকল কেন্দ্রে বা ভবনে সাধারণ লোকের অনুপ্রবেশের আশঙ্কা রয়েছে সেসকল স্থানের চতুর্দিকে ১০০ গজের মধ্যে কাহাকেও একা বা দলবদ্ধভাবে চলাচল নিষিদ্ধ করে ১৪৪ ধারা জারি করা যেতে পারে।

কেন্দ্র কমিটির সচিবের দায়িত্ব

ক. পরীক্ষা কমিটি গঠনের অনতিকাল পরেই সচিব পরীক্ষা কমিটির সদস্যগণের নাম, পদবি, (পদনাম থাকলে) ও ঠিকানা পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের জ্ঞাতার্থে এবং পরিচালনার জন্য তার নিকট পাঠাবেন।

খ. পরীক্ষা কমিটির অনুমোদন নিয়ে সচিব পরীক্ষা পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় অফিসার প্রত্যেক ভেন্যুর জন্য ১ জন করে সহকারী সচিব, ২ জন করে হল সুপার, কক্ষ পরিদর্শক (প্রতি ১৬ (ষোল) জন পরীক্ষার্থীর জন্য একজন) এবং প্রয়োজন অনুযায়ী ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী নিয়োগ করবেন। পরিদর্শন কাজে শিক্ষকগণকে নির্বাচিত করার পূর্বে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সঙ্গে অবশ্যই আলোচনা করতে হবে।

www.pathagar.com

গ. সচিব কেন্দ্রে নিযুক্ত সহকারী সচিব, হল সুপার, কক্ষ পরিদর্শক ও অন্যান্য কর্মচারীগণকে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক কর্তৃক সরবরাহকৃত তথ্যাদির উপর ভিত্তি করে পরীক্ষা পরিচালনায় যাবতীয় নিয়মাবলী জ্ঞাত করানোর জন্য পরীক্ষা শুরু হওয়ার কমপক্ষে ২ (দুই) দিন পূর্বে একটি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবেন।

ঘ. সচিব বোর্ডের নির্দেশিত তারিখে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের নিকট হতে তার কেন্দ্রের সকল বিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থীদের বিতরণীর প্রিন্ট আউট কপি, প্রবেশপত্র, অলিখিত রচনামূলক উত্তরপত্র, অতিরিক্ত উত্তরপত্র, নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষার উত্তরপত্র, ব্যবহারিক পরীক্ষার নম্বর ফর্দ, পরীক্ষার্থীদের স্বাক্ষর লিপি এবং পরীক্ষা সংক্রান্ত অন্যান্য যাবতীয় সামগ্রী গ্রহণ করবেন এবং নিরাপদ হেফাজতে নিজের দায়িত্বে কেন্দ্রে সংরক্ষণ করবেন। প্রবেশপত্র পরীক্ষা শুরুর কমপক্ষে ৩ (তিন) দিন পূবে সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের নিকট সরবরাহ করবেন। তবে প্রবেশপত্র বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের নিকট সরবরাহ করবার পূর্বে পরীক্ষার্থীর রোল নং সংবলিত প্রিন্ট আউট কপির সঙ্গে যাচাই করে নেবেন। কোনো গরমিল পরিলক্ষিত হলে প্রিন্ট আউট কপি অনুযায়ী কেন্দ্র সচিব সংশোধন করবেন এবং বিষয়টি অবিলম্বে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রককে লিখিতভাবে অবহিত করবেন।

ঙ. কেন্দ্রে পরীক্ষা পরিচালনার যাবতীয় খরচাদি পরীক্ষার্থীদের কেন্দ্র ফিস হইতে বহন করতে হবে। তাই তিনি স্থানীয় ব্যাংকে 'পরীক্ষা কেন্দ্র তহবিল' শিরোনামে একটি ব্যাংক হিসাব খুলবেন। এই তহবিল কেন্দ্র কমিটির চেয়ারম্যান ও সচিব যুগ্মভাবে পরিচালনা করবেন। কেন্দ্র সমস্ত আয় উক্ত তহবিলে জমা দিতে হবে এবং ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ তহবিল হতে তুলতে হবে। তিনি তহবিলের আয়-ব্যয়ের হিসাব রাখবেন এবং পরীক্ষা শেষে বোর্ডের সচিবের নিকট আয়-ব্যয়ের হিসেবের এক কপি বিবরণ পাঠাবেন।

চ. পরীক্ষা আরম্ভ হবার পূর্বে কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সাথে আলোচনাপূর্বক পরীক্ষার্থীদের আসন বিন্যাসের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। প্রতি বেঞ্চে দুই জনের বেশি পরীক্ষার্থী বসানো যাবে না। আসনগুলি এরূপভাবে

www.pathagar.com

সাজাতে হবে যাতে পরীক্ষার্থীদের মুখ একই দিকে থাকে এবং একটি হতে অন্যটির যথেষ্ট দূরত্ব থাকে যাতে তারা নকল করবার বা একে অন্যকে বলে দেবার সুযোগ না পায়। একই স্কুলের পরীক্ষার্থীরা পরস্পর সন্নিকটে বসিতে পারবেন না। নিজস্ব স্কুলের পরীক্ষার্থীদেরকে অন্য ভেন্যুতে পরীক্ষার আসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। আপেক্ষিক অবস্থান ও সংখ্যা প্রদর্শন করিয়া একটি আসন পরিকল্পনা প্রস্তুত করতে হবে। এর এক কপি পরীক্ষা আরম্ভ হবার পূর্বে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের নিকট পাঠাতে হবে এবং এক বা একাধিক কপি পরীক্ষা আরম্ভ হবার পূর্বে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের নিকট পাঠাতে হবে এবং এক বা একাধিক কপি পরীক্ষা কেন্দ্রের/ভেন্যুর কোনো প্রকাশ্য স্থানে ঝুলিয়ে দিতে হবে।

ছ. প্রত্যেক আসনের পৃথক নম্বর হবে। পরীক্ষার্থীদের প্রবেশপত্রে উল্লেখিত রোল নম্বর তার আসন বেঞ্চে/ডেস্কের সাথে আটকে দিতে হবে। একই আসন ব্যবস্থায় রচনামূলক ও নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

জ. রোল নম্বর সংবলিত প্রিন্ট আউট কপি অনুযায়ী প্রত্যেক পরীক্ষার্থীর স্বাক্ষর লিপি পরীক্ষা আরম্ভ হবার পূর্বে অবশ্যই প্রস্তুত করতে হবে। রোল শীটের প্রিন্ট আউট কপিতে উল্লেখিত বিষয়সমূহ সংক্ষেপে পরীক্ষার্থীর স্বাক্ষর লিপিতে পঠিতব্য বিষয়সমূহের ঘরে অবশ্যই লিখিত হবে।

ঝ. অসুস্থ পরীক্ষার্থী নির্দিষ্ট আসনে বসে পরীক্ষা দিতে না পারিলে সচিবের সঙ্গে আলোচনার করে সহকারী সচিব তার জন্যে বিশেষ স্থানের ব্যবস্থা করতে পারেন। সংক্রামক রোগ বা ছোঁয়াচে রোগে আক্রান্ত কোনো পরীক্ষার্থীকে সাধারণত পরীক্ষা দেয়ার অনুমতি দেয়া হয় না। তবে কেন্দ্র কর্তৃপক্ষ অন্যান্য পরীক্ষার্থীদের বিপদাশঙ্কা হতে মুক্ত রেখে তাদের জন্যে পৃথক স্থানের ব্যবস্থা করিতে পারেন। উভয় ক্ষেত্রে এরূপ বিশেষ স্থানপ্রাপ্ত পরীক্ষার্থীরা নিজেরাই সকল আনুষঙ্গিক ব্যয় বহন করবে। এসব ক্ষেত্রে সচিব লক্ষ রাখবেন যেন পরীক্ষার্থীর উত্তরপত্র এবং তার ব্যবহৃত অন্যান্য দ্রব্যাদি পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের নিকট প্রেরণের পূর্বে যেন উত্তমরূপে শোধন ও নির্বিজন করা হয়।

ঞ. কোনো পরীক্ষার্থী কোনো অবস্থাতেই তার বাস ভবন বা অন্য কোনো অননুমোদিত ব্যক্তিগত ভবনে পরীক্ষা দিতে পারবে না।

www.pathagar.com

ট. বোর্ডের অনুমতিসহ কোনো অন্ধ পরীক্ষার্থী স্ক্রাইবার (শ্রুতি লেখক) সঙ্গে নিয়ে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে চাইলে তার ব্যবস্থা করতে হবে।

৫. কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সঙ্গে পরামর্শ করে তার নির্দেশ মোতাবেক অনূর্ধ্ব ষোলজন পরীক্ষার্থীর জন্য একজন কক্ষ পরিদর্শক নিয়োগ করতে হবে। কেন্দ্রাধীন বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণকে কোনোক্রমেই কক্ষ পরিদর্শকের দায়িত্বে নিয়োজিত করা যাবে না। পরীক্ষা আরম্ভ হবার কমপক্ষে ২ (দুই) দিন পূর্বে সকল কক্ষ পরিদর্শককে তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দান করতে হবে।

৬. পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত তারিখ, সময় (বাংলাদেশ সময়) ও কার্যক্রম অনুসারে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। প্রজ্ঞাপণের প্রতিলিপি কেন্দ্রের কোনো প্রকাশ্য স্থানে ঝুলিয়ে দিতে হবে।

৭. বাংলাদেশের সময়সূচি অনুযায়ী বিদেশ কেন্দ্রে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

৮. প্রত্যেক বিষয় ও পত্রের প্রশ্নপত্র উল্লেখিত সময় অনুযায়ী রচনামূলক অংশের পরীক্ষা প্রথমে এবং তারপর নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষার পরীক্ষা আরম্ভ হবে। নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষার জন্য আলাদা উত্তরপত্র থাকবে।

৯. ক. প্রত্যেক দিন পরীক্ষা আরম্ভ হবার অর্ধ ঘণ্টা পূর্বে ঐ দিন অনুষ্ঠিতব্য বিষয় ও পত্রের পরীক্ষার প্রশ্নপত্র কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট হতে সচিব গ্রহণ করে তার ব্যক্তিগত হেফাজতে রাখবেন।

খ. প্রথম দিন পরীক্ষা আরম্ভ হবার এক ঘণ্টা ও পরবর্তী দিনগুলোতে অর্ধ ঘণ্টা পূর্বে পরীক্ষা ভবনের দরজা খুলে দিতে হবে। পরীক্ষার্থী ব্যতীত অন্য কেহ যাতে কেন্দ্রে প্রবেশ করতে না পারে তা নিশ্চিত করতে হবে।

গ. প্রত্যেক দিন পরীক্ষা আরম্ভ হবার ১৫ (পনের) মিনিট পূর্বে একটি সতর্ক ঘণ্টা বাজাতে হবে যাতে পরীক্ষার্থীরা তাদের নিজ নিজ আসন গ্রহণ করে।

ঘ. কেন্দ্র সচিব পরীক্ষা আরম্ভ হওয়ার পনের মিনিট পূর্বে কক্ষ পরিদর্শকগণের নিকট কক্ষের পরীক্ষার্থী অনুযায়ী রচনামূলক পরীক্ষার মূল সাদা উত্তরপত্র, অতিরিক্ত

www.pathagar.com

উত্তরপত্র, পরীক্ষার্থীদের স্বাক্ষরলিপি সরবরাহ করবেন এবং উক্ত কাগজপত্রসহ পরিদর্শকগণ তাদের স্ব স্ব দায়িত্বপ্রাপ্ত কক্ষে গমন করবেন।

ঙ. পরীক্ষা আরম্ভ হওয়ার দশ মিনিট পূর্বে আরও একবার ঘণ্টা বাজাতে হবে এবং ঘণ্টা বাজানোর সঙ্গে সঙ্গে কক্ষ পরিদর্শকগণ পরীক্ষার্থীদের মধ্যে রচনামূলক সাদা উত্তরপত্র বিতরণ করবেন।

চ. পরীক্ষা আরম্ভ হওয়ার পাঁচ মিনিট পূর্বে কেন্দ্র সচিব সহকারী সুপার/হল সুপারের নিকট প্রতি কক্ষের পরীক্ষার্থীদের জন্য নির্দিষ্ট সংখ্যক প্রশ্নপত্র বিতরণ করবেন। সহকারী সচিব/হল সুপার প্রশ্নপত্র প্রতি কক্ষের সিনিয়র কক্ষ পরিদর্শকের নিকট পৌছাবেন।

ছ. পরীক্ষা আরম্ভ করবার নির্ধারিত মুহূর্তে পরীক্ষার্থীগণকে প্রশ্নপত্র দিবার জন্য আরও একটি চূড়ান্ত ঘণ্টা বাজাতে হবে।

জ. পরীক্ষা আরম্ভ হবার পনের মিনিট পরে কোনো পরীক্ষার্থীকে পরীক্ষার কক্ষে প্রবেশের অনুমতি বা প্রশ্নপত্র দেয়া যাবে না। কিন্তু বিশেষ ক্ষেত্রে কেন্দ্র সচিব এই সময় সীমা অর্ধ ঘণ্টা বৃদ্ধি করতে পারবেন।

ঝ. রচনামূলক পরীক্ষা শেষ হওয়ার ১০ মিনিটের মধ্যে রচনামূলক পরীক্ষার উত্তরপত্র সংগ্রহ করতে হবে এবং নৈর্ব্যক্তিক উত্তরপত্র পরীক্ষা চলাকালীন সময়ে কোনো পরীক্ষার্থী ইচ্ছা করলে অর্ধ ঘণ্টা পর উত্তরপত্র জমা দিয়ে কক্ষ ত্যাগ করতে পারবে। তবে পুনরায় সে কক্ষে প্রবেশ করে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না।

১০. প্রবেশপত্র ব্যতীত কোনো পরীক্ষার্থীকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের অনুমতি দেয়া যাবে না।

১১. প্রত্যেক পরীক্ষার্থীকে পরীক্ষা কক্ষে প্রবেশপত্র, কালো অথবা নীল বলপেন, কাঠপেন্সিল, ভালো ইংরেজার অবশ্যই সঙ্গে আনতে হবে। অংক, ভূগোল বা অনুরূপ অন্যান্য বিষয়ের জন্য প্রয়োজনীয় সাধারণ ক্যালকুলেটর ও যন্ত্রপাতি সঙ্গে আনা যাবে। কেবলমাত্র অলিখিত উত্তরপত্র তাদেরকে সরবরাহ করা যাবে।

www.pathagar.com

১২. প্রত্যেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক তাহার প্রতিষ্ঠানের পরীক্ষার্থীদেরকে শনাক্ত করবার জন্য নিজে কিংবা এমন একজন প্রবীণ শিক্ষককে পরীক্ষা কেন্দ্রে পাঠাবেন যিনি কমপক্ষে দুই বৎসর থেকে ঐ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা করছেন এবং যিনি উক্ত প্রতিষ্ঠানের সকল পরীক্ষার্থীকে জানেন।

১৩. সকল প্রাইভেট পরীক্ষার্থীকে তাদের প্রবেশপত্রে প্রদত্ত স্বাক্ষর এবং প্রবেশপত্রে আটকানো ফটোর সাথে মুখাবয়ব তুলনা করে শনাক্ত করতে হবে। সন্দেহজনক পরীক্ষার্থী নিজে কেন্দ্র সচিবের কোনো পরিচিত কোনো দায়িত্বশীল ব্যক্তি কর্তৃক শনাক্ত করিয়ে নেবে।

১৪. ১১ ও ১২ নম্বর নিয়ম অনুযায়ী অনুযায়ী কোনো পরীক্ষার্থীকে শনাক্তকরণ সম্ভব না হলে পরীক্ষার্থী কেন্দ্র সচিবকে সুনিশ্চিত করবার জন্য তার পরিচিত কোনো দায়িত্বশীল ব্যক্তি কর্তৃক নিজেকে শনাক্ত করবার ব্যবস্থা গ্রহণ করবে অথবা তার নিজের খরচে সম্প্রতি তোলা দুইখানা পাসপোর্ট সাইজের ফটো তুলে ফটোর সম্মুখ দিকে সে নিজে স্বাক্ষর করবে ও পশ্চাৎদিকে কেন্দ্র সচিব ফটো দুইখানা একটি প্রতিবেদনসহ পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের নিকট পাঠিয়ে দেবেন।

১৫. পরীক্ষার্থীকে উত্তরপত্রের শেষ পৃষ্ঠায় এবং প্রবেশপত্রের পশ্চাৎ পৃষ্ঠায় বর্ণিত নিয়মাবলী যথাযথভাবে মেনে চলতে হবে।

১৬. পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষা কেন্দ্র বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত হবে অথবা যে কেন্দ্রে তার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষা দিবে সেটা তার কেন্দ্র হবে।

১৭. পরীক্ষা শেষে বোর্ড কর্তৃক সরবরাহকৃত নমুনা অনুযায়ী (ব্যবহারিক বিষয়সহ) প্রত্যেক বিষয়ে অনুপস্থিত ও বহিষ্কৃত পরীক্ষার্থীদের একটি করে দুইটি তালিকা প্রস্তুত করে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের নিকট পাঠাতে হবে।

১৮. সহকারী সচিবের দায়িত্ব :

ক. কেন্দ্রের প্রতি ভেন্যুর জন্য একজন সহকারী সচিব থাকবেন।

খ. সহকারী সচিব তার ভেন্যুর পরীক্ষার্থীদের সংখ্যানুযায়ী

www.pathagar.com

অন্যান্য পরীক্ষা সামগ্রী কেন্দ্র সচিবের নিকট হতে বুঝে নেবেন।

গ. পরীক্ষার দিন কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও কেন্দ্র সচিব কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে এবং স্থান হতে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তাসহ প্রশ্নপত্র গ্রহণ করবেন।

ঘ. তিনি কক্ষ পরিদর্শকের নিকট নির্ধারিত সময়ে মূল অলিখিত উত্তরপত্র, অতিরিক্ত উত্তরপত্র, স্বাক্ষর লিপি ও নৈর্ব্যক্তিক উত্তরপত্র, রচনামূলক ও নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন বিতরণ করবেন এবং পরীক্ষা শেষে কক্ষ পরিদর্শকগণের নিকট হতে রচনামূলক লিখিত উত্তরপত্র ও স্বাক্ষরলিপি, রচনামূলক উত্তরপত্রের কভার পৃষ্ঠায় প্রথম অংশ এবং নৈর্ব্যক্তিক উত্তরপত্র গ্রহণ করবেন।

ঙ. তিনি ভেন্যুতে কেন্দ্র সচিবের দায়িত্ব পালন করবেন। তবে কোনো জটিল অবস্থার সম্মুখীন হলে সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্র সচিব কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে বিষয়টি অবহিত করবেন।

চ. দৈনিক পরীক্ষা শেষে রচনামূলক উত্তরপত্রের বাণ্ডিল এবং নৈর্ব্যক্তিক উত্তরপত্রের কার্টুন, রচনামূলক উত্তরপত্রের কভার পৃষ্ঠার ছেঁড়া প্রথম অংশের কার্টুন কেন্দ্র সচিবের নিকট জমা দেবেন। ভেন্যুতে অসৎ উপায় অবলম্বনের জন্য কোনো পরীক্ষার্থীর বিরুদ্ধে রিপোর্ট করলে তার উত্তরপত্র, নকলের কাগজ, পরিদর্শকের প্রতিবেদন এবং গোপনীয় প্রতিবেদন সচিবের নিকট জমা দেবেন।

১৯. হল সুপারের দায়িত্ব :

ক. প্রতি ভেন্যুতে একজন করে হল সুপার থাকবেন।

খ. তিনি সহকারী সচিবকে সহযোগিতা করবেন।

২০. রচনামূলক উত্তরপত্রের বাণ্ডেল প্রস্তুতকরণ :

ক. রচনামূলক লিখিত মূল উত্তরপত্র অনধিক ৫০ (পঞ্চাশ)টি করে সাজিয়ে তাহা ২টি করগোটেড

www.pathagar.com

শীটের (একটি নিচে অপরটি উপরে) ভিতরে রাখতে হবে। অতঃপর প্রতিটি বাণ্ডেলের জন্য ১টি করে বাণ্ডেল লেবেল প্রস্তুত করে তা করগোটেড শীটের উপর আঠা দিয়ে লাগিয়ে সম্পূর্ণ বাণ্ডেলটি সুতলি দিয়ে বেঁধে উত্তরপত্রের চূড়ান্ত বাণ্ডেল তৈরি করতে হবে।

খ. কেন্দ্রের প্রতি বিষয় ও পত্রের রচনামূলক উত্তরপত্রের সকল বাণ্ডিল পলিথিন দিয়ে মুড়িয়ে কাঠের বাক্সে অথবা ট্রাংকে অথবা বস্তায় (হাতে হাত জমা দিলে) ভরতে হবে এবং প্রতি বিষয় ও পত্রের সকল উত্তরপত্রের জন্য সমন্বিত বিবরণী তৈরি করে তার একটি করে কপি প্রতি ট্রাংকে অথবা বাক্সে অথবা বস্তায় দিতে হবে।

গ. উত্তরপত্রে এবং বাণ্ডেল লেবেলে কোনোক্রমে কেন্দ্রের সীলমোহর, কেন্দ্র সচিবের সীল অথবা অন্য কোনো চিহ্ন থাকবে না যাতে উত্তরপত্রসমূহ কোন কেন্দ্রের তা নির্ধারণ করা যায়। যদি এই রকম চিহ্ন থাকে তবে কেন্দ্রের সকল পরীক্ষার্থীর পরীক্ষা বাতিল বলে গণ্য হতে পারে।

ঘ. প্রতি বিষয় ও পত্রের পরীক্ষা শেষ হওয়ার সাথে সাথেই বাণ্ডেল এর কাজ সম্পন্ন করে ঐ দিনই পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের বরাবরে অবশ্যই পাঠাতে হবে।

২১. রচনামূলক উত্তরপত্রের কভার পৃষ্ঠার ছেঁড়া প্রথম অংশ ও নৈর্ব্যক্তিক উত্তরপত্রের শিরোনামপত্র প্রস্তুতকরণ এবং প্রেরণের নিয়মাবলী :

ক. রচনামূলক উত্তরপত্রের কভার পৃষ্ঠার ছেঁড়া প্রথম অংশ ও নৈর্ব্যক্তিক উত্তরপত্র আলাদাভাবে অনূর্ধ্ব ২০০ (দুইশত)টি করে রোলক্রম অনুযায়ী সাজাতে হবে।

খ. যদি রোল/রেজিঃ নং বিষয় কোড লিখতে ভুল হয় তাহলে একটানে তা কেটে সঠিকটি লিখতে হবে। বৃত্ত ভরাটে ভুল হলে তা ইংরেজার দ্বারা ঘষামাজা না করে বা ব্লেড দ্বারা না মুছে বা সাদা ফ্লুইড না লাগিয়ে সঠিক বৃত্তটি ভরাট করতে হবে। এক্ষেত্রে একই সারিতে একাধিক বৃত্ত ভরাট থাকতে পারে। (তা ছাড়া ছেঁড়া ই-টাইপগুলি ও একইভাবে রোলে নং ক্রম অনুযায়ী

www.pathagar.com

সাজিয়ে দিতে হবে। ই-টাইপগুলি খুব সাবধানের সাথে সঠিকভাবে ছিঁড়ে পৃথক করতে হবে)। ভুলগুলির আলাদাভাবে সাজানো বা আলাদাভাবে প্যাকেট করবার কোনো প্রয়োজন নেই। সঠিকগুলোর সঙ্গে রোল নং ক্রম অনুযায়ী সাজাতে হবে। তবে রচনামূলক উত্তরপত্রের কভার পৃষ্ঠার প্রথম অংশসমূহ খুব সাবধানের সাথে সঠিকভাবে ছিঁড়ে রোল নং ক্রম অনুযায়ী সাজাতে হবে।

গ. শিরোনামপত্র বাক্সের উত্তরপত্রের রোল নম্বর, অনুপস্থিত পরীক্ষার্থীদের রোল নম্বরসমূহ, বহিষ্কৃত/অভিযুক্ত পরীক্ষার্থীদের রোল নম্বরসমূহ এবং ভুল বৃত্ত ভরাটকৃত পরীক্ষার্থীদের রোল নম্বরসমূহ স্পষ্টভাবে লিখতে হবে।

ঘ. প্রতি বিষয় ও পত্রের রচনামূলক ছেঁড়া প্রথম অংশ বা নৈর্ব্যক্তিক উত্তরপত্রের ফরমগুলি প্রতি ২০০টির জন্য ৪ (চার) কপি করে শিরোনামপত্র তৈরি করতে হবে। ২০০টি ফরম কার্টুনে ভরে শিরোনামপত্রের প্রথম কপি কার্টুনের ভিতর, দ্বিতীয় কপি কার্টুনের বাহিরে এমনভাবে মুড়িয়ে দিতে হবে যেন পড়া যায়, তৃতীয় কপি শিরোনামপত্র পৃথক খামে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক বরাবরে সকল বিষয়ে পরীক্ষা শেষে পাঠাতে হবে এবং চতুর্থ কপি কেন্দ্র সচিবের নিকট ভবিষ্যৎ ব্যবহারের জন্য রাখতে হবে।

ঙ. এভাবে সকল বিষয় ও পত্রের সকল কার্টুন পলিথিন দিয়ে মুড়িয়ে কাপড় দিয়ে মুড়াতে হবে। অতঃপর প্যাকেটটি সেলাই করে সীলগালা করতে হবে এবং পরীক্ষার দিনই সরাসরি চেয়ারম্যান, শিক্ষা বোর্ড কম্পিউটার কেন্দ্র, সড়ক নং-১২/এ, ধানমণ্ডি আ/এ, ঢাকা-১২০৯ এই ঠিকানায় ডাকযোগে ইনসিয়রড পার্সেলে অথবা হাতে হাতে পাঠাতে হবে। প্রেরক ও প্রাপকের ঠিকানা স্পষ্ট অক্ষরে লিখতে হবে এবং প্যাকেটের উপর বাম পাশে "... বোর্ডের" কথাটি লিখতে হবে অথবা অনুরূপ একটি সীল তৈরি করে প্যাকেটের বাম পাশে কোণায় মেরে দিতে হবে।

চ. নৈর্ব্যক্তিক উত্তরপত্রে প্রশ্নের সেট কোড লিখতে অথবা বৃত্ত ভরাট করতে কোনো ভুল হলে কোনো সংশোধনী

www.pathagar.com

গ্রহণযোগ্য হবে না। সেট কোডে একাধিক বৃত্ত ভরাট করলে অথবা কোনো বৃত্ত ভরাট না করলে উত্তরপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে।

২২. ব্যবহারিক পরীক্ষা :

ক. তত্ত্বীয় পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে পরীক্ষার্থীদের ব্যবহারিক পরীক্ষা গ্রহণ করবার ব্যবস্থা কেন্দ্র সচিবগণ করবেন। ব্যবহারিক পরীক্ষা সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রেই অনুষ্ঠিত হবে। কেন্দ্র সচিবগণ ব্যবহারিক পরীক্ষা গ্রহণের জন্য অভ্যন্তরীণ পরীক্ষক এবং বহিরাগত পরীক্ষক নিয়োগ করবেন। তবে কোনো বিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থীদের জন্য ঐ বিদ্যালয়ের কোনো শিক্ষককে অভ্যন্তরীণ/বহিরাগত পরীক্ষক নিয়োগ করা যাবে না।

খ. ১. ব্যবহারিক পরীক্ষা গ্রহণ করবার পর কম্পিউটার পদ্ধতিতে নম্বর ফর্দ (বোর্ড কর্তৃক সরবরাহকৃত ও এম আর ফরম) প্রস্তুত করে এবং যথাযথভাবে বৃত্তগুলো ভরাট করে নির্ধারিত কার্টুনের ভিতর অনধিক ২০০ (দুইশত)টি করে প্যাকেট করতে হবে।

২. প্রতি বিষয় ও পত্রের নম্বর ফর্দের ফরমগুলি প্রতি ২০০টির জন্য ৪ (চার) কপি করে শিরোনামপত্র তৈরি করতে হবে। ২০০টি ফরম কার্টুনে ভরে শিরোনামপত্রের প্রথম কপি কার্টুনের ভিতর, দ্বিতীয় কপি কার্টুনের বাহিরে এমনভাবে মুড়িয়ে দিতে হবে যেন পড়া যায়, তৃতীয় কপি শিরোনামপত্র পৃথক খামে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক বরাবরে সকল বিষয়ের পরীক্ষা শেষে পাঠাতে হবে এবং চতুর্থ কপি কেন্দ্র সচিবের নিকট ভবিষ্যৎ ব্যবহারের জন্য রাখতে হবে।

৩. এইভাবে সকল বিষয় ও পত্রের সকল কার্টুন পলিথিন দিয়ে মুড়িয়ে কাপড় দিয়ে মুড়াতে হবে। অতঃপর প্যাকেটটি সেলাই করে সীলগলা করতে হবে এবং পরীক্ষার দিনই সরাসরি চেয়ারম্যান, শিক্ষা বোর্ড কম্পিউটার কেন্দ্র, সড়ক নং-১২/এ,

www.pathagar.com

ধানমণ্ডি আ/এ, ঢাকা-১২০৯ এই ঠিকানায় ডাকযোগে ইনসিওরড পার্সেল অথবা হাতে হাতে পাঠাতে হবে। প্রেরক ও প্রাপকের ঠিকানা স্পষ্ট অক্ষরে লিখতে হবে এবং প্যাকেটের বাম পাশে "... বোর্ডের জন্য" কথাটি লিখতে হবে অথবা অনুরূপ একটি সীল তৈরি করে প্যাকেটের বাম পাশে কোণায় মেরে দিতে হেবে।

৪. যে সকল পরীক্ষার্থীর নম্বর ফর্দ কার্টুনে ভরা হয়েছে তাদের উত্তরপত্রগুলো প্যাকেট করতে হবে। অতঃপর সকল পরীক্ষার্থীর জন্য ৪ (চার) কপি করে শিরোনামপত্র তৈরি করে শিরোনামপত্রের এক কপি প্যাকেটের অভ্যন্তরে, এক কপি ব্যবহারিক উত্তরপত্রের প্যাকেটের উপর লাগাতে হবে। শিরোনামপত্রের অবশিষ্ট দুই কপির এক কপি পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক বরাবরে পাঠাতে হবে এবং এক কপি কেন্দ্র সচিব সংরক্ষণ করবেন। অতঃপর ব্যবহারিক উত্তরপত্র হাতে হাতে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের নিকট জমা দিতে হবে।

গ. ব্যবহারিক পরীক্ষার অভ্যন্তরীণ পরীক্ষক এবং বহিরাগত পরীক্ষকের পারিশ্রমিক বোর্ডের নির্ধারিত হারে ব্যবহারিক পরীক্ষার কেন্দ্র ফিস হতে কেন্দ্র সচিব পরিশোধ করবেন।

২৩. সকল বিষয়ের তত্ত্বীয় পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর বোর্ড কর্তৃক সরবরাহকৃত অনুপস্থিত ও বহিষ্কৃত নমুনা ফরম অনুযায়ী ৩ (তিন) কপি অনুপস্থিত ও বহিষ্কৃত তালিকা প্রস্তুত করে ১ (এক) কপি তালিকা সরাসরি কম্পিউটার কেন্দ্রে এবং অন্য ১ (এক) কপি পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের ঠিকানায় পাঠাতে হবে। অনুরূপভাবে ব্যবহারিক পরীক্ষা শেষ হওয়ার ৭ (সাত) দিনের মধ্যে ব্যবহারিক পরীক্ষার নমুনা অনুযায়ী অনুপস্থিত ও বহিষ্কৃত তালিকা প্রস্তুত করে ১ (এক) কপি তালিকা সরাসরি কম্পিউটার কেন্দ্রে এবং অন্য ১ (এক) কপি পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের নিকট পাঠাতে হবে। তৃতীয় কপি নিজের কাছে রাখতে হবে।

২৪. সকল বিষয়ের পরীক্ষা শেষে (ব্যবহারিক পরীক্ষাসহ) ৭ দিনের মধ্যে কেন্দ্র সচিব ব্যক্তিগতভাবে অথবা বিশেষ দূত মারফত নিম্নবর্ণিত রেকর্ডপত্রের দুই কপি পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের নিকট পাঠাবেন।

www.pathagar.com

ক. শনাক্তকৃত পরীক্ষার্থীদের রোলশীটের প্রিন্ট আউট কপি।

খ. পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রত্যেক পত্রের পরীক্ষার সময় পরীক্ষার্থীদের স্বাক্ষরলিপি (রোলক্রমে অনুযায়ী সাজিয়ে)।

গ. কক্ষ পরিদর্শকগণের নাম, ঠিকানা এবং উত্তরপত্রে তারা যেমন স্বাক্ষর ও অনুস্বাক্ষর করেছেন তেমন স্বাক্ষর ও অনুস্বাক্ষরসহ তালিকা।

ঘ. প্রাপ্ত ও ব্যবহৃত রচনামূলক ও নৈর্ব্যক্তিক উত্তরপত্রের হিসাব ও অব্যবহৃত রচনামূলক ও নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নপত্র।

ঙ. প্রাপ্ত ও ব্যবহৃত রচনামূলক ও নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নপত্রের হিসাব।

ঙ. ব্যবহারিক পরীক্ষার উত্তরপত্র।

ছ. বিষয় উল্লেখপূর্বক সকল অনুপস্থিত ও বহিষ্কৃত পরীক্ষার্থীদের একটি করে দুটি তালিকা।

জ. সকল বিষয়ের (ব্যবহারিক নম্বর ফর্দসহ) রচনামূলক ও নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষার শিরোনামপত্রের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের কপি।

ঝ. ব্যবহারিক পরীক্ষার নম্বরপত্র কম্পিউটার কেন্দ্রে এবং ব্যবহারিক পরীক্ষার উত্তরপত্র পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের নিকট জমা দিতে হবে।

২৫. কক্ষ পরিদর্শকের করণীয় :

ক. প্রত্যেক কক্ষ পরিদর্শক অনধিক ১৬ জন পরীক্ষার্থীর পরিদর্শনার্থে নিযুক্ত হবেন। তিনি কক্ষ তত্ত্বাবধায়কের অনুমতি ব্যতীত কোনো অবস্থাতেই তার জন্য নির্দিষ্ট কক্ষ ত্যাগ করতে পাবেন না।

খ. কোনো শিক্ষক তার পরীক্ষার সময় অসদুপায় নিরোধ করবার জন্য নিয়মাবলী মেনে চলার প্রতি পরীক্ষার্থীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার লক্ষ্যে নির্দেশ দান করবেন। পরীক্ষা কেন্দ্রে কোনো বিশৃঙ্খলা দেখা দিলে তাৎক্ষণিকভাবে তা কেন্দ্র সচিব অথবা সুপারের গোচরে আনবেন।

www.pathagar.com

ঘ. প্রত্যেক কক্ষ পরিদর্শক তার তত্ত্বাবধায়নে নিযুক্ত পরীক্ষার্থীদের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখবেন। কর্তব্যরত অবস্থায় কক্ষ পরিদর্শক কাজে বিঘ্ন ঘটে এরূপ কোনো কাজে কখনও লিপ্ত থাকতে পারবেন না।

ঙ. কক্ষ পরিদর্শক কোনো পরীক্ষার্থীর সহিত কথা বলতে পারবেন না। কেবলমাত্র নিয়মানুসারে তাদেরকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দান করতে পারবেন। কক্ষ পরিদর্শকের আরও লক্ষ রাখতে হবে যে পিয়ন বা দপ্তরীর মাধ্যমে পরীক্ষার্থীদের মধ্যে অথবা পরীক্ষার্থীদের সাথে বাহিরের লোকের অসংগত যোগাযোগ না ঘটে।

চ. ভারপ্রাপ্ত অফিসারের/কেন্দ্র সচিবের নির্দেশ না থাকিলে পরীক্ষা চলাকালীন অবস্থায় পরীক্ষার্থীর নিকট কোনো টেলিগ্রাম বা সংবাদ আসলে পরীক্ষা শেষ না হওয়া পর্যন্ত তা পরীক্ষার্থীকে দেয়া যাবে না।

ছ. কর্তব্যরত কক্ষ পরিদর্শকগণ পরীক্ষা আরম্ভ হবার দিনেই স্বাক্ষরপত্রে পরীক্ষার্থীদের স্বাক্ষর নেবার সময় বর্ণনামূলক তালিকায় প্রত্যেক পরীক্ষার্থীর নামের পাশে তার ঠিকানা বিষয়সমূহ পরীক্ষার্থীকে অবহিত করবেন। বোর্ড কর্তৃক সরবরাহকৃত তালিকায় উল্লেখিত বিষয়সমূহই পরীক্ষার্থীর সঠিক বিষয় বলে গণ্য হবে। এই ব্যাপারে কোনো সংশোধনী গ্রহণযোগ্য হবে না।

জ. কক্ষ পরিদর্শককে তার উপর ন্যস্ত সকল পরীক্ষার্থীর উত্তরপত্র সংগ্রহ করতে হবে।

ঝ. কক্ষ পরিদর্শকগণ লক্ষ রাখবেন যেন, কোনো পরীক্ষার্থী পরীক্ষা ভবন ত্যাগ করবার পূর্বে তার উত্তরপত্র ডেস্কের উপর ফেলে রেখে না যায়।

ঞ. প্রত্যহ সকাল ও বিকেলের রচনা ও নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষার সময় পরীক্ষার্থীরা স্বাক্ষরপত্রে স্বাক্ষর করবেন। কর্তব্যরত কক্ষ পরিদর্শকগণ প্রত্যেক বিষয়ে ও পত্রে পরীক্ষার দিনে ও সময় রচনামূলক এবং নৈর্ব্যক্তিক অংশে পরীক্ষার্থীর স্বাক্ষরের পাশে অনুস্বাক্ষর করবেন। স্বাক্ষরপত্রে প্রত্যেক বিষয়ের জন্য রক্ষিত স্থানে যাতে পরীক্ষার্থীর স্বাক্ষর সীমাবদ্ধ থাকে

www.pathagar.com

সে দিকে লক্ষ রাখতে হবে।

ট. পরীক্ষা শেষে উত্তরপত্র স্বাক্ষরপত্রের সাথে যাচাই করিয়া কক্ষ তত্ত্বাবধায়ক ও জ্যেষ্ঠ পরিদর্শককে এই মর্মে নিশ্চিত হতে হবে যে, উপস্থিত সকল পরীক্ষার্থীর উত্তরপত্র সংগৃহীত হয়েছে।

ঠ. পরীক্ষার্থীর নিকট পরীক্ষা আরম্ভ হবার পূর্বে যাতে কোনো অলিখিত উত্তরপত্র না থাকে সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে।

ড. কক্ষ পরিদর্শক পরীক্ষার্থীদিগকে উত্তরপত্রের উভয় পৃষ্ঠায় লিখবার এবং বৃত্ত ভরাটের নিয়মাবলী বিশেষভাবে জ্ঞাত করাবেন।

ঢ. কক্ষ পরিদর্শক হল সুপারের নিকট হতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক রচনামূলক উত্তরপত্র, অতিরিক্ত উত্তরপত্র, নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষার উত্তরপত্র এবং স্বাক্ষরলিপি সংগ্রহ করে পরীক্ষা শুরুর ১৫ মিনিট পূর্বে পরীক্ষা কক্ষে উপস্থিত হবেন।

ণ. রচনামূলক পরীক্ষা আরম্ভ হবার ১০ মিনিট পূর্বে কক্ষ পরিদর্শক পরীক্ষার্থীদের মধ্যে রচনামূলক উত্তরপত্র বিতরণ করবেন। প্রত্যেক পরীক্ষার্থী তার রচনামূলক উত্তরপত্রের কভার পৃষ্ঠা (ও এম আর) এর নির্ধারিত স্থানে বোর্ডের নাম যাচাই রোল নম্বর এবং রেজিস্ট্রেশন নম্বর সঠিকভাবে কাল বলপেন দিয়ে বৃত্ত ভরাট করেছে কিনা তা যাচাই করবেন। মূল উত্তরপত্রের কভার পৃষ্ঠা (ও এম আর) এর পরের প্রথম পৃষ্ঠার যথাস্থানে পরীক্ষার বিষয় (পত্রসহ), বিষয় কোড ও পরীক্ষার তারিখ পরীক্ষার্থী লিখেছে কিনা তাও কক্ষ পরিদর্শক যাচাই করবেন। পরীক্ষার প্রশ্নপত্র বিতরণের পর প্রশ্নপত্রে উল্লেখিত বিষয় কোড দেখে উত্তরপত্রের কভার পৃষ্ঠায় বিষয় কোডের নির্ধারিত বৃত্ত ভরাট করবেন। অতঃপর কক্ষ পরিদর্শক উত্তরপত্রের নির্ধারিত স্থানে স্বাক্ষর করবেন এবং পরীক্ষার্থীও স্বাক্ষরলিপিতে স্বাক্ষর করবেন।

ত. কোনো পরীক্ষার্থী রচনামূলক পরীক্ষার সময় অতিরিক্ত উত্তরপত্র গ্রহণ করলে কক্ষ পরিদর্শক সঙ্গে সঙ্গে পরীক্ষার্থী কর্তৃক মূল উত্তরপত্রের কভার পৃষ্ঠায়

www.pathagar.com

(ওএমআর) অতিরিক্ত উত্তরপত্রের নম্বরের জন্য নির্ধারিত স্থানে অতিরিক্ত উত্তরপত্রের নম্বর লিখে নেবেন এবং বাম পার্শ্বে বৃত্তাকার ঘরও পরীক্ষার্থী কর্তৃক ভরাট করে নেবেন। অতঃপর অতিরিক্ত উত্তরপত্রের নির্ধারিত স্থানে পরীক্ষার্থী পরীক্ষার বিষয় (পত্রসহ), বিষয় কোড ও পরীক্ষার তারিখ যথাযথভাবে লেখার পর কক্ষ পরিদর্শক নির্ধারিত স্থানে তার স্বাক্ষর করবেন।

থ. রচনামূলক পরীক্ষা শেষ হওয়ার ১০ মিনিটের মধ্যে রচনামূলক পরীক্ষার উত্তরপত্র সংগ্রহ করবেন এবং নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষার উত্তরপত্র পরীক্ষার্থীদের মধ্যে বিতরণ করবেন। নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষার উত্তরপত্র বিতরণের পর পরীক্ষার্থীরা যাহাতে ১০ মিনিটের মধ্যে তাদের উত্তরপত্রের নির্ধারিত স্থানে বোর্ডের নাম, রোল নম্বর, রেজিস্ট্রেশন নম্বর ইত্যাদি বৃত্তসমূহ ভরাট করতে পারে তা অবশ্যই নিশ্চিত করবেন। পরীক্ষা শুরুর ঘণ্টা পড়িলে প্রশ্নপত্র বিতরণ করবেন। প্রশ্নপত্র দেখে পরীক্ষার্থীরা বিষয় কোড ও সেট কোডের নির্ধারিত ঘর ভরাট করবেন। অতঃপর পরিদর্শক নির্ধারিত স্থানে তাহার স্বাক্ষর করবেন এবং স্বাক্ষর লিপিতে পরীক্ষার্থীদের স্বাক্ষর লইবেন। কোনো পরীক্ষার্থী রোল নম্বর, রেজিস্ট্রেশন নম্বর, বিষয় কোড ও সেট কোডের (নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষার ক্ষেত্রে) বৃত্ত ভরাটে ভুল করলে কোনো অবস্থাতেই তাকে নতুন উত্তর পত্র দেয়া যাবে না।

দ. যদি কোনো পরীক্ষার্থী রোল নম্বর, রেজিঃ নম্বর এবং বিষয় কোড লিখতে ভুল করে তা হলে একটানে কেটে সঠিক নম্বরটি লিখতে হবে। বৃত্ত ভরাটে ভুল হলে তা ইংরেজার দ্বারা ঘষামাজা না করে বা ব্লেড দ্বারা মুছে বা সাদা ফ্লুইড না লাগিয়ে সঠিক বৃত্তটি পরীক্ষার্থী ভরাট করবে। এক্ষেত্রে সারিতে একাধিক বৃত্ত ভরাট থাকতে পারে।

ধ. নৈর্ব্যক্তিক উত্তরপত্রের কোনো পরীক্ষার্থী সেট কোডের বৃত্ত ভরাটে ভুল করলে তার উত্তর যে সেটের বৃত্ত ভরাট করেছে সেই সেট অনুযায়ী মূল্যায়ন করা হবে। সেট কোডের বৃত্ত ভরাটের ব্যাপারে কোনো সংশোধন

www.pathagar.com

হবে না। কোনো পরীক্ষার্থী সেট কোডের কোনো বৃত্ত ভরাট না করলে অথবা সেট কোডের একাধিক বৃত্ত ভরাট করলে তার উত্তরপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে।

ন. কক্ষ পরিদর্শকগণ ও সংশ্লিষ্ট সকলেই লক্ষ রাখবেন যাতে রচনামূলক উত্তরপত্রের কভার পৃষ্ঠা (ও এম আর) এবং নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষার উত্তরপত্র কোনো অবস্থাতে ভাঁজ না পড়ে। এই ব্যাপারে পরীক্ষার্থীদেরকে বারংবার সতর্ক করতে হবে।

প. পরীক্ষা শেষ হওয়ার পরে কক্ষ পরিদর্শক কর্তৃক পরীক্ষার্থীদের উত্তরপত্র সংগৃহীত না হওয়া পর্যন্ত কোনো পরীক্ষার্থী আসন ত্যাগ করতে পারবেন না। যদি কোনো পরীক্ষার্থী তার উত্তরপত্র দাখিল না করে তা হলে কক্ষ পরিদর্শক তৎক্ষণাৎ ঘটনাটি লিখিতভাবে কেন্দ্র সচিব/কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত অফিসারের গোচরে আনবেন।

ফ. কক্ষ পরিদর্শক কোনো পরিক্ষার্থীর হিতার্থে কোনো প্রশ্ন পড়তে বা তার ব্যাখ্যা করতে পারবেন না। কোনোক্রমেই কোনো প্রশ্নের ইঙ্গিত দান করতে পারবেন না। বোর্ডের বিনা অনুমতিতে কোনো প্রশ্নের ভুল সংশোধন করতে পারবেন না।

ব. কোনো পরীক্ষার্থী কোনো বিষয়ে অথবা পত্রে অনুপস্থিত থাকলে স্বাক্ষরলিপিতে উক্ত বিষয়ের/পত্রের নাম স্পষ্ট অক্ষরে লিখে পরীক্ষার্থীর স্বাক্ষরের ঘরে অনুপস্থিত শব্দটি লিখে পরিদর্শক তার স্বাক্ষরের ঘরে স্বাক্ষর করবেন।

ম. প্রতিটি বিষয় ও পত্রের পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর কক্ষ পরিদর্শকগণ কক্ষের মধ্যেই রচনামূলক উত্তরপত্রের কভার পৃষ্ঠার প্রথম অংশ খুব সাবধানতার সঙ্গে সঠিকভাবে ছিঁড়বেন। সকল রচনামূলক উত্তরপত্রের কভার পৃষ্ঠার প্রথম ছেঁড়া অংশ এবং নৈর্ব্যক্তিক উত্তরপত্র রোল নম্বরের ক্রম অনুযায়ী সাজিয়ে পরীক্ষার্থীদের স্বাক্ষরলিপিসহ কক্ষ পরিদর্শক হল সুপারের নিকট জমা দেবেন।

য. কোনো পরীক্ষার্থী কক্ষ পরিদর্শককে কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে চাইলে কক্ষ পরিদর্শক তার নিকট না

www.pathagar.com

আসা পর্যন্ত তার আসন হতে উঠে দাঁড়িয়ে থাকবে। পরীক্ষার্থী বহিষ্কৃত হয়েছে স্বাক্ষরলিপিতে সেই বিষয়ের পাশে লাল কালিতে বহিষ্কৃত কথাটি লিখে দিতে হবে। বহিষ্কৃত পরীক্ষার্থীর রচনামূলক উত্তরপত্রের কভার পৃষ্ঠার প্রথম অংশ কোনো অবস্থাতেই ছেঁড়া যাবে না।

২৬. পরীক্ষা সংক্রান্ত ব্যাপারে কেন্দ্র সচিব, হল সুপার এবং পরিদর্শকগণের দায়িত্ব পালনের নির্দেশনাবলী তাঁদেরকে অবশ্যই অনুসরণ করতে হবে।

২৭. **কেন্দ্রে উপস্থিত বোর্ড কর্মকর্তাগণের দায়িত্ব :**

চেয়ারম্যান কর্তৃক নির্দেশিত হয়ে বোর্ডের যে কোনো কর্মকর্তা যে কোনো পরীক্ষা কেন্দ্রে যেয়ে কেন্দ্রের সাবিক ব্যবস্থাপনা তদারকি করতে পারবেন। কেন্দ্রের ব্যবস্থাপনা ও পরিবেশ উন্নয়নের জন্য তাহাদের প্রদত্ত উপদেশ মতো কেন্দ্র সচিবকে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। তারা পরীক্ষা কক্ষের বাহির এবং ভিতরে যে কোনো নিয়ম বহির্ভূত কার্যকলাপ প্রতিহত করবার জন্য কেন্দ্র কর্তৃপক্ষের সাহায্য চাইলে কেন্দ্র কর্তৃপক্ষ সাহায্য করবেন। কোনো কর্মকর্তা পরীক্ষা কক্ষে কোনো পরীক্ষার্থীকে অসদুপায় অবলম্বন করতে দেখলে তিনি তা কক্ষে কার্যরত কক্ষ পরিদর্শকের নজরে আনবেন। কক্ষ পরিদর্শক মহোদয় সেই ক্ষেত্রে ঐ পরীক্ষার্থীর বিরুদ্ধে নিয়মমাফিক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

২৮. জেলা প্রশাসন কর্তৃপক্ষ অথবা সরকার কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত ভিজিল্যান্স টিম কেন্দ্রের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে কেন্দ্রের সার্বিক ব্যবস্থাপনা তদারকি করতে পারবেন। কেন্দ্রে ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের জন্য তাদের প্রদত্ত উপদেশ মতো কেন্দ্র সচিব কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

২৯. **শৃঙ্খলা সম্পর্কীয় নিয়মাবলী**

ক. যদি কোনো পরীক্ষার্থী তাহার উত্তরপত্র দাখিল না করে, তা হলে কক্ষ পরিদর্শক তাৎক্ষণিক ঘটনাটি লিখিতভাবে কেন্দ্র সচিবের গোচরে আনবেন। সচিব অনতিবিলম্বে তল্লাশি করে স্থানীয় থানায় বিষয়টি

www.pathagar.com

সম্পর্কে জিডি করবেন এবং জিডি-র কপিসহ ঐদিন পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের নিকট একটি প্রতিবেদন পাঠাবেন।

খ. কোনো পরীক্ষার্থী প্রবেশপত্র ও নিবন্ধনপত্র ব্যতীত কোনো বই, অর্থ বই, খাতা অথবা অন্য কোনো কাগজপত্র পরীক্ষাকেন্দ্রের অভ্যন্তরে আনতে পারবেন না। যদি কোনো পরীক্ষার্থীর নিকট প্রবেশপত্র ও নিবন্ধনপত্র ব্যতীত অন্য কোনো বই, খাতা অথবা অন্য কোনো কাগজপত্র পাওয়া যায় তা হলে সে অসদুপায় অবলম্বন করেছে বলে গণ্য হবে এবং নিয়মানুসারে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। কোনো পরীক্ষার্থীকে কোনো লেখা হতে নকল করতে, কথা বলতে, ইশারা করতে অথবা অন্য কোনো পরীক্ষার্থীর উত্তরপত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করতে দেখলে তাকে বহিষ্কার করা যাবে।

গ. উত্তরপত্রের অভ্যন্তরে কোনো পৃষ্ঠায় অথবা প্রশ্নের কোনো উত্তরে পরীক্ষার্থীর রোল নম্বর, রেজিঃ নম্বর, নাম, পিতার নাম, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম অথবা কোনো অপ্রাসঙ্গিক ও আপত্তিজনক লেখা, কোনো অসঙ্গত মন্তব্য বা অনুরোধ থাকলে বা এই রকম চিহ্ন থাকলে যাতে উত্তরপত্রটি নির্দিষ্ট কোনো পরীক্ষার্থীর বুঝায় তবে তার পরীক্ষা বাতিল বলে গণ্য হবে এবং তার বিরুদ্ধে আইনানুগ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

ঘ. পরীক্ষার্থী প্রশ্নপত্র, চুসকাগজ বা প্রবেশপত্রের উপরে উত্তর অথবা অন্য কিছু লিখতে পারবে না।

ঙ. পরীক্ষার্থী কক্ষ ত্যাগ করবার পূর্বে তার উত্তরপত্র কক্ষ পরিদর্শকের নিকট জমা দিয়ে যাবে। কখনই উত্তরপত্র ডেস্কের উপর ফেলে রেখে যাবে না।

চ. কোনো পরীক্ষার্থী পরীক্ষা কক্ষে, কেন্দ্রের প্রাঙ্গণে অথবা কেন্দ্রের ১০০ মিটারের মধ্যে কক্ষ পরিদর্শক অথবা সংশ্লিষ্ট অন্য কোনো কর্মকর্তা/ কর্মচারীর সঙ্গে অসদাচরণ করলে তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

ছ. পরীক্ষায় পাস করিয়ে দেবার জন্য কোনো পরীক্ষার্থী পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হবার পূর্বে পরীক্ষক বা

www.pathagar.com

পরীক্ষা সংক্রান্ত কাজে জড়িত ব্যক্তিদের প্রভাবান্বিত করলে তার পরীক্ষা বাতিল করা হবে।

জ. পরীক্ষার্থীদের উত্তরপত্রের শেষ পৃষ্ঠায় এবং প্রবেশপত্রের পশ্চাৎ পৃষ্ঠায় বর্ণিত নিয়মাবলী যথাযথভাবে মেনে চলতে হবে।

৩০. অনুচ্ছেদ ২৭ এবং অনুচ্ছেদ ২৯ এ উল্লেখিত যে কোনো কারণে যে কোনো পরীক্ষার্থীকে কেন্দ্র সচিব পরীক্ষা হতে বহিষ্কার করতে পারবেন এবং বিষয়টি পরীক্ষা চলাকালীন সময়েই "বিজ্ঞপ্তির" মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করবেন। তাদের উত্তরপত্র পরিদর্শকের রিপোর্টসহ গোপনীয় প্রতিবেদন প্রস্তুত করে আলাদাভাবে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের নিকট পাঠাবেন।

৩১. কোনো পরীক্ষার্থীকে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্রকাশ্য বহিষ্কার করলে যদি আইন শৃঙ্খলা অবনতি হওয়ার আশঙ্কা থাকে অথবা কক্ষ পরিদর্শকসহ পরীক্ষা সংক্রান্ত দায়িত্বে নিয়োজিত কোনো কর্মকর্তা/কর্মচারীর নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, কেবলমাত্র সে ক্ষেত্রেই নীরব বহিষ্কার করা যাবে। তবে বিষয়/পত্রের পরীক্ষা শেষে পরিদর্শকের সুস্পষ্ট বিবরণসহ গোপনীয় প্রতিবেদন প্রস্তুত করে উত্তরপত্র আলাদা প্যাকেটে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের নিকট পাঠাতে হবে।

৩২. বোর্ডের কেন্দ্র পরিদর্শনের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, কর্তব্যরত ম্যাজিস্ট্রেট অথবা ভিজিল্যান্স টিমের কোনো সদস্যের নির্দেশক্রমে কোনো পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার করতে হলে সংশ্লিষ্ট কক্ষ পরিদর্শক সুনির্দিষ্ট কারণসহ কেন্দ্র সচিবকে একটি প্রতিবেদন দিবেন এবং কেন্দ্র সচিব সুষ্ঠুভাবে গোপনীয় প্রতিবেদন পূরণ করে উত্তরপত্রসহ পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের নিকট পাঠাবেন।

৩৩. বহিষ্কৃত পরীক্ষার্থীদের উত্তরপত্র বোর্ডে প্রেরণের নিয়মাবলী :

ক. কোনো পরীক্ষার্থীকে অসদুপায় অবলম্বন অথবা অন্য কোনো কারণে বহিষ্কার অথবা নীরব বহিষ্কার করা হলে তার রচনামূলক উত্তরপত্রের কভার পৃষ্ঠার প্রথম অংশ না ছিঁড়ে পরিদর্শকের প্রতিবেদনসহ গোপনীয়

www.pathagar.com

প্রতিবেদন (বোর্ড কর্তৃক সরবরাহকৃত) সঠিকভাবে প্রস্তুত করে বিষয় ও পত্রের পরীক্ষা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পরীক্ষার্থীর রচনামূলক উত্তরপত্র ও নৈর্ব্যক্তিক উত্তরপত্র অন্যান্য উত্তরপত্রের ট্রাংকে/বাক্সে আলাদাভাবে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের নিকট পাঠাতে হবে।

খ. নীরব বহিষ্কারের ক্ষেত্রে নীরব বহিষ্কারের কারণ সুস্পষ্টভাবে পরিদর্শকের প্রতিবেদনে উল্লেখ থাকতে হবে। নীরব বহিষ্কৃত পরীক্ষার্থীদেরকে সঙ্গত কারণেই পরবর্তী পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করবার অনুমতি দিতে হবে। তবে পরবর্তী বিষয়ের পরীক্ষায় তারা অসদুপায় অবলম্বন না করলেও পরবর্তী সকল বিষয়ে রচনামূলক উত্তরপত্র (কভার পৃষ্ঠার ১ম অংশ না ছিঁড়ে) ও নৈর্ব্যক্তিক উত্তরপত্র প্রত্যেক উল্লেখসহ একটি প্রতিবেদন আলাদাভাবে অন্যান্য পরীক্ষার্থীদের উত্তরপত্রের ট্র্যাংকে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের নিকট পাঠাতে হবে।

৩৪. ক. পরীক্ষার্থী কর্তৃক নিম্নে বর্ণিত অবৈধ কার্যকলাপ অপরাধ বলে গণ্য হবে।

১. পরীক্ষা কক্ষে ধূমপান করা।

২. পরীক্ষা কক্ষে এদিক-ওদিক তাকান এবং একে অন্যের সঙ্গেঃ কথা বলা।

৩. কেন্দ্র কর্তৃক সরবরাহকৃত প্রশ্নপত্র, উত্তরপত্র ইত্যাদি ছাড়া অন্য কোনো প্রকার লিখিত বা মুদ্রিত যে কোনো প্রকার দোষণীয় কাগজপত্র সঙ্গে রাখা।

৪. ডেস্কে/বেঞ্চে, হাতে, কাপড়ে বা অন্য কোথাও, পিছনের অথবা পার্শ্বের অথবা সামনে দেয়ালে অথবা স্কেলে কিছু লিখিত থাকা। (পরীক্ষা কক্ষে পরীক্ষার্থীর আসনে কিংবা সামনের/ পিছনের/পাশের দেয়ালে অথবা স্কেলে কোনো কিছু লেখা থাকলে তা পরীক্ষার বিষয়বস্তুর সঙ্গে সম্পর্কিত হলে কর্তব্যরত কক্ষ পরিদর্শক তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সুপারিশ করবেন। ঐরূপ লেখা হতে পরীক্ষার্থী কিছু লিখে

www.pathagar.com

থাকলে দোষণীয় কাগজপত্র সঙ্গে রাখার অপরাধে অপরাধী হবে। এক্ষেত্রে যে অংশ নকল করেছে উত্তরপত্রের সেই অংশ লাল কালি দ্বারা নিম্নরেখ করতে হবে।)।

৫. দোষণীয় কাগজপত্র বা অন্য কিছু দেখে নকল করা, অন্যের সাথে কথা বলে লেখা।

৬. অন্যের লিখিত উত্তরপত্র দেখে নকল করা, এ ক্ষেত্রে ইচ্ছাকৃতভাবে দেখাচ্ছে প্রমাণিত হলে তাকেও সমান শাস্তির সুপারিশ করতে হবে। উভয়ের সংশ্লিষ্ট অংশ লাল কালি দ্বারা নিম্নরেখ করতে হবে।

৭. পরীক্ষা কক্ষে অপরাধ করতে সাহায্য করা।

৮. উত্তরপত্রে প্রশ্নপত্রের সহিত সম্পর্ক বিবর্জিত আপত্তিকর কিছু লেখা অথবা অযৌক্তিক মন্তব্য বা অনুরোধ করা।

৯. লিথোকোর্ড পরিবর্তন করা।

১০. কক্ষ পরিদর্শক বা সংশ্লিষ্ট অন্য কোনো কর্মকর্তা/কর্মচারীকে গালাগালি বা ভীতি প্রদর্শন করা।

১১. পরীক্ষা কক্ষে বাধা বিঘ্ন সৃষ্টি করা বা গোলযোগ করা।

১২. দোষণীয় কাগজপত্র কক্ষ পরিদর্শককে না দিয়ে তা নাগালের বাহিরে ফেলে দেয়া বা গিলে খাওয়া।

১৩. একই উত্তরপত্রে দু রকম/দু ব্যক্তির হাতের লেখা।

১৪. প্রশ্নপত্র বা সাদা উত্তরপত্র বাহিরে পাচার করা।

১৫. পরীক্ষা কক্ষে, কেন্দ্রের প্রাঙ্গণে বা কেন্দ্রের ১০০ মিটারের মধ্যে কোনো কক্ষ পরিদর্শকের বা সংশ্লিষ্ট অন্য কোনো কর্মকর্তা/কর্মচারীকে আক্রমণ করা বা আক্রমণের চেষ্টা করা।

১৬. কক্ষ পরিদর্শকের নিকট উত্তরপত্র দাখিল না করে পরীক্ষা কক্ষ ত্যাগ করা।

www.pathagar.com

১৭. রোল নম্বর পরিবর্তন করা, পরস্পর উত্তরপত্র বিনিময় করা অথবা অন্যায়ভাবে হস্তক্ষেপ করা।

১৮. কেন্দ্র কর্তৃক সরবরাহকৃত মূল উত্তরপত্রের পাতা পরিবর্তন করা।

১৯. পরীক্ষার্থী কর্তৃক পরীক্ষা ভবনের বাইরে অন্যের দ্বারা লিখিত উত্তরপত্র বা লিখিত অতিরিক্ত উত্তরপত্র দাখিল করা।

২০. মিথ্যা পরিচয় দান করা। (মিথ্যা পরিচয়দানকারী ব্যক্তির বিরুদ্ধে পাবলিক পরীক্ষা সংক্রান্ত অপরাধ আইন অনুসারে ব্যবস্থা নিতে হবে)।

২১. নিয়ম বহির্ভূতভাবে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করা।

খ. শৃংখলা সম্বন্ধীয় নিয়মাবলী লঙ্ঘনকারী পরীক্ষার্থীর বিরুদ্ধে বোর্ডের শৃঙ্খলা কমিটি নিম্নবর্ণিত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন :

১. নম্বর অপরাধ : শাস্তিমূলক ব্যবস্থা-ক

২. নম্বর অপরাধ : শাস্তিমূলক ব্যবস্থা-খ

৩. নম্বর অপরাধ : শাস্তিমূলক ব্যবস্থা-খ

৪. নম্বর অপরাধ : শাস্তিমূলক ব্যবস্থা-খ

৫. নম্বর অপরাধ : শাস্তিমূলক ব্যবস্থা-গ

৬. নম্বর অপরাধ : শাস্তিমূলক ব্যবস্থা-গ

৭. নম্বর অপরাধ : শাস্তিমূলক ব্যবস্থা-গ

৮. নম্বর অপরাধ : শাস্তিমূলক ব্যবস্থা-গ

৯. নম্বর অপরাধ : শাস্তিমূলক ব্যবস্থা-গ

১০. নম্বর অপরাধ : শাস্তিমূলক ব্যবস্থা-ঘ

১১. নম্বর অপরাধ : শাস্তিমূলক ব্যবস্থা-ঘ

১২. নম্বর অপরাধ : শাস্তিমূলক ব্যবস্থা-ঘ

১৩. নম্বর অপরাধ : শাস্তিমূলক ব্যবস্থা-ঘ

১৪. নম্বর অপরাধ : শাস্তিমূলক ব্যবস্থা-ঙ

১৫. নম্বর অপরাধ : শাস্তিমূলক ব্যবস্থা-ঙ

www.pathagar.com

১৬. নম্বর অপরাধ : শাস্তিমূলক ব্যবস্থা-ঙ

১৭. নম্বর অপরাধ : শাস্তিমূলক ব্যবস্থা-ঙ

১৮. নম্বর অপরাধ : শাস্তিমূলক ব্যবস্থা-ঙ

১৯. নম্বর অপরাধ : শাস্তিমূলক ব্যবস্থা-ঙ

২০. নম্বর অপরাধ : শাস্তিমূলক ব্যবস্থা-ঙ

২১. নম্বর অপরাধ : শাস্তিমূলক ব্যবস্থা-ঙ

গ. **শাস্তিমূলক ব্যবস্থা :**

১. **শাস্তিমূলক ব্যবস্থা-ক :** সতর্ক করে দেয়া যাতে পরবর্তীতে এরূপ আচরণ না করে। তবে পুনরাবৃত্তি করলে ঐ বৎসরের পরীক্ষা বাতিল।

২. **শাস্তিমূলক ব্যবস্থা-খ :** ঐ বৎসরের পরীক্ষা বাতিল।

৩. **শাস্তিমূলক ব্যবস্থা-গ :** ঐ বৎসরের পরীক্ষা বাতিল এবং পরবর্তী বৎসরের জন্য পরীক্ষা দেবার অনুমতি প্রাপ্ত হবে না।

৪. **শাস্তিমূলক ব্যবস্থা-ঘ :** ঐ বৎসরের পরীক্ষা বাতিল এবং পরবর্তী দুই বৎসরের জন্য পরীক্ষা দেবার অনুমতি প্রাপ্ত হবে না।

৫. **শাস্তিমূলক ব্যবস্থা-ঙ :** ঐ বৎসরের পরীক্ষা বাতিল এবং পরবর্তী তিন বৎসরের জন্য পরীক্ষা দেবার অনুমতি প্রাপ্ত হবে না।

৩৫. স্কুল হতে কোনো বিশেষ বৎসরের জন্য কোনো পরীক্ষার্থী বোর্ডে পরীক্ষা দেবার অনুমতি প্রাপ্ত হয় নি অথচ সে যদি অসদুপায় অবলম্বন করে অন্য কোনো স্কুল হতে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে তবে তার পরীক্ষা বাতিল বলে গণ্য হবে।

৩৬. পরীক্ষার্থীর কোনো অপরাধ উপরোক্ত কোনো নিয়মের আওতায় না পড়লে বোর্ডের শৃঙ্খলা রক্ষাকারী কমিটির সুপারিশক্রমে এবং অপরাধের প্রকৃতি অনুসারে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

৩৭. ক. কোনো পরীক্ষার্থী, ঐ বৎসরের পরীক্ষা বাতিল হয়ে যায় এইরূপ কোনো অপরাধ করলে তাকে বহিষ্কার

www.pathagar.com

করতে হবে এবং পরবর্তী পত্রের পরীক্ষা আরম্ভ হবার পূর্বে কেন্দ্র সচিব পরীক্ষার্থীকে এই সিদ্ধান্ত সম্পর্কে জানিয়ে দিবেন।

খ. প্রত্যেক পরীক্ষা-অপরাধের ক্ষেত্রে পরীক্ষার্থীর উত্তরপত্র, প্রবেশপত্র ও এতদসংক্রান্ত দোষণীয় কাগজপত্র এবং সম্পূর্ণ ঘটনার সাক্ষ্য প্রমাণসহ একটি গোপনীয় প্রতিবেদন অতিসত্বর একটি পৃথক সীলমোহরকৃত প্যাকেটে অন্যান্য উত্তরপত্র পাঠানোর সময় পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের নিকট পাঠাতে হবে।

গ. কেন্দ্র সচিব কক্ষ পরিদর্শকের নিকট হতে এরূপ প্রত্যেক প্রতিবেদনের সাথে অপরাধ সম্পর্কিত স্পষ্ট উক্তিসহ একটি বিবৃতি গ্রহণ করবেন। প্রতিবেদনে যতদূর সম্ভব প্রকৃত ঘটনার সাক্ষ্য-প্রমাণ থাকতে হবে। অস্পষ্ট বা অসম্পূর্ণ প্রতিবেদন গ্রহণযোগ্য হবে না।

ঘ. পরীক্ষার্থীদের নিকট হতে প্রাপ্ত দোষণীয় কাগজপত্রের যে অংশ হতে উত্তরপত্রে নকল করা হয়েছে তা ও উত্তরপত্রে নকল অংশ লাল কালি বা লাল বলপেন দিয়ে চিহ্নিত করে অপরিবর্তনীয় অবস্থায় অবশ্যই পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের নিকট পাঠাতে হবে।

ঙ. পরীক্ষার্থীর আসনের আশেপাশে কোনো দোষণীয় কাগজপত্র পাওয়া গেলে কক্ষ পরিদর্শক পরীক্ষার্থী কর্তৃক তা ব্যবহার করা সম্বন্ধে নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত কোনো পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার করবেন না।

চ. কেন্দ্র সচিবের নিকট হতে প্রতিবেদন পাওয়ার পর পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অভিযুক্ত পরীক্ষার্থীর বিরুদ্ধে কেন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে না তা ব্যাখ্যা করবার জন্য পত্র দেবেন এবং ব্যাখ্যা প্রদানের জন্য পরীক্ষার্থীকে সাত দিন সময় দেয়া হবে।

ছ. সাত দিন অতিবাহিত হওয়ার পর পরীক্ষার্থীর নিকট হতে ব্যাখ্যা পাওয়া যাক বা না যাক পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অভিযুক্ত পরীক্ষার্থীর আনুষঙ্গিক কাগজপত্র শৃঙ্খলা কমিটিতে পেশ করবেন। শৃঙ্খলা কমিটির সুপারিশ চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

www.pathagar.com

৩৮. উত্তরপত্র পুনঃনিরীক্ষণ :

পরীক্ষার ফল প্রকাশের দিন হতে এক মাসের মধ্যে উত্তরপত্র পুনঃনিরীক্ষণের জন্য যথাযথ ফিসহ আবেদন করা যাবে। উত্তরপত্র পুনঃনিরীক্ষণ বলতে উত্তরপত্র পুনঃমূল্যায়ন বুঝাইবে না। উত্তরপত্র পুনঃনিরীক্ষণের সময় নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ যাচাই করা যাবে :

ক. উত্তরপত্রের অভ্যন্তরে কোনো প্রশ্ন-উত্তর পরীক্ষক/প্রধান পরীক্ষক নম্বর না দিয়ে থাকলে তাতে নম্বর দেয়া যাবে।

খ. উত্তরপত্রের অভ্যন্তরে প্রদত্ত নম্বর কভার পৃষ্ঠায় উঠাতে ভুল করলে তা সংশোধন করা যাবে।

গ. কভার পৃষ্ঠায় উঠান নম্বরের যোগফলে কোনো ভুল হলে তা সংশোধন করা যাবে।

ঘ. পরীক্ষক/প্রধান পরীক্ষক কর্তৃক প্রদত্ত নম্বর কোনো অবস্থাতেই সংশোধন করা যাবে না।

ঙ. উত্তরপত্র কোনো অবস্থাতেই পরীক্ষার্থী, তার আত্মীয়স্বজন অথবা অন্য কোনো ব্যক্তিকে দেখানো যাবে না।

৩৯. রেকর্ডপত্র সংরক্ষণ :

ক. পরীক্ষার্থীদের অন্তর্ভুক্তিকরণ ফরম (দাখিল ফরম), স্বাক্ষরলিপি, মূল উত্তরপত্র, ব্যবহারিক উত্তরপত্র, মার্কশীটের মুড়িপত্র, বহিষ্কৃত পরীক্ষার্থীদের উত্তরপত্র ও পরীক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় নথি পরীক্ষা ফল প্রকাশের পর হতে সর্বোচ্চ ৬ (ছ) মাস পর্যন্ত সংরক্ষণ করতে হবে।

খ. উত্তরপত্র পুনঃনিরীক্ষণের ফল প্রকাশের পর ৩ (তিন) মাস পর্যন্ত পুনঃনিরীক্ষিত উত্তরপত্র সংরক্ষণ করতে হবে।

গ. পুনঃনিরীক্ষিত টেবুলেশন বই মূল রেকর্ড বই হিসেবে আজীবন সংরক্ষিত থাকবে।[১]

---

১ পূর্ব পাকিস্তান মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধ্যাদেশ, ১৯৬১, ধারা ৩৯ (২), (১১)-এর প্রবিধান

www.pathagar.com

১৯৯৯ সালের উচ্চমাধ্যমিক সনদপত্র পরীক্ষা নীতিমালা

১৯৬১ সালের পরীক্ষা পরিচালনা নীতিমালা এবং মাধ্যমিক সনদপত্র পরীক্ষার নিয়মাবলীর অনুরূপই 'উচ্চ মাধ্যমিক সনদপত্র পরীক্ষা নীতিমালা'র প্রবিধান তৈরি রয়েছে। বছরের পর বছর ঘুরে তা মৌলিকভাবে মূলানুগ থাকলেও যুগের পরিবর্তনে বেশ কিছু নতুন উপাদানও এতে যুক্ত রয়েছে। মাধ্যমিক পরীক্ষার নীতিমালার অনুরূপ হলেও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ১৯৯৯ সালের নীতিমালায় রয়েছে নতুন কিছু প্রবিধানও। যেমন পূর্বে পরীক্ষায় ক্যালকুলেটর ব্যবহার করা যেত না, বর্তমানে তা ব্যবহার করা যায়, কিন্তু ব্যবহার করলেও কোন মডেলের এবং কোন সমমানের যন্ত্রপাতি এতে ব্যবহার করা যাবে তার জন্যে রয়েছে নতুন প্রবিধান।

আরো একটি ব্যাপার, যেমন পূর্বে পরীক্ষার্থীকে কখনো কম্পিউটারপত্র পূরণ করতে হতো না, বর্তমানে তার বিধান রয়েছে। ফলে কোড নম্বর থেকে শুরু করে অনেক নতুন নতুন বিষয় আছে যা বর্তমানে পরীক্ষাসমূহে পরীক্ষার্থীকে সাজাতে হয়। নতুন প্রবিধানে তারও নীতিমালা ও নিয়মাবলী উল্লিখিত রয়েছে।

১৯৯৯ সালের উচ্চমাধ্যমিক (এইচএসসি) পরীক্ষার নীতিমালার পূর্ণাঙ্গ রূপের বিবরণ উল্লিখিত হলো :

উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী ছাত্র-ছাত্রীদের প্রার্থীতার পূর্ব শর্তসমূহ

১। রেজিস্ট্রেশন (নিয়মিত/অনিয়মিত পরীক্ষার্থীদের জন্য)

ক. দ্বাদশ শ্রেণীতে শিক্ষাক্রম সমাপ্তির পর ১ জন ছাত্র/ছাত্রী উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট (এইচ. এস. সি.) পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করার সুযোগ পায়। তবে সে যে শিক্ষাবর্ষে একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি হবে সে শিক্ষাবর্ষে ৩১ মার্চের মধ্যে অবশ্যই তার রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করতে হবে।

খ. আন্তঃবোর্ডের বদলিকৃত ছাত্র-ছাত্রীদের ক্ষেত্রে দ্বাদশ শ্রেণীতে অধ্যয়নের শিক্ষাবর্ষের ৩০ নভেম্বর-এর মধ্যে অবশ্যই সংশ্লিষ্ট রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করতে হবে।

গ. উল্লিখিত তারিখের পর আর কোনো ছাত্র-ছাত্রীর রেজিস্ট্রেশন প্রদান করা হবে না।

২। প্রাইভেট পরীক্ষার্থীদের প্রার্থীতার যোগ্যতা

ক. মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষা

www.pathagar.com

পাশের তিন বৎসর পরে কোনো প্রার্থী উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট (এইচএসসি) পরীক্ষায় প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হিসেবে অংশগ্রহণ করতে পারবে।

খ. প্রাইভেট পরীক্ষার্থীদেরকে পরীক্ষার পূর্বে বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত তারিখের মধ্যে নির্ধারিত কলেজের মাধ্যমে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। উক্ত রেজিস্ট্রেশন শুধুমাত্র একটি পরীক্ষার জন্য বলবৎ থাকবে।

গ. শিক্ষক, পুলিশ ও প্রতিরক্ষা বাহিনীতে চাকুরিরত ব্যক্তি এবং অন্ধ ব্যতীত অন্যান্য সকল পর্যায়ের প্রাইভেট পরীক্ষার্থীকে বোর্ডের নির্ধারিত কোনো কলেজের মাধ্যমে নির্বাচনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে।

ঘ. সকল পর্যায়ের প্রাইভেট পরীক্ষার্থীগণকে বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত কলেজের অধ্যক্ষের নিকট নির্দিষ্ট তারিখে সাদা কাগজে আবেদনপত্র ও প্রয়োজনীয় ফি এবং দলিলাদি দাখিল করতে হবে।

দলিলাদির বিবরণ

i. মাধ্যমিক ও ইহার সমমানের পরীক্ষায় পাশের মূল সার্টিফিকেট-এর সত্যায়িত অনুলিপি দাখিল করতে হবে। যে সমস্ত প্রার্থী পূর্ববর্তী পরীক্ষার পাশের মূল সনদপত্র পায় নি, তাদেরকে প্রভিশনাল পাশ সার্টিফিকেট-এর সত্যায়িত অনুলিপি দাখিল করতে হবে। যারা একবার পরীক্ষা দিয়েছে তাদেরকে মূল প্রবেশপত্র দাখিল করলেই চলবে।

ii. বাংলাদেশের আওতাধীন অনুমোদিত কোনো কলেজের অধ্যক্ষ/অত্র বোর্ডের কোনো সদস্য অথবা কোনো সরকারি গেজেটেড অফিসারের নিকট হতে প্রার্থীর চরিত্র, আচরণ, প্রার্থী পরীক্ষার অন্ততপক্ষে দুই বৎসর পূর্ব পর্যন্ত কোনো অনুমোদিত কলেজে শিক্ষার্থী ছিল না এবং প্রার্থী কোনো পরীক্ষায় বহিষ্কৃত হয় নি অথবা হয়ে থাকলেও ইহার মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে এবং ১৯৯৮ সালের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য অযোগ্য ঘোষিত হয় নি এ মর্মে প্রত্যয়নপত্র দাখিল করতে হবে।

www.pathagar.com

iii. প্রার্থীর সাম্প্রতিক কালে উঠানো ২ (দুই) কপি ছবির সম্মুখভাগে প্রার্থীর নিজের নাম স্বাক্ষর করে এবং পেছনে কোনো গেজেটেড অফিসার বা কোনো অনুমোদিত কলেজের অধ্যক্ষের দ্বারা সত্যায়িত করে দাখিল করতে হবে।

iv. শিক্ষক প্রার্থীর বেলায় কোনো অনুমোদিত বিদ্যালয়ের চাকরির মেয়াদ পরীক্ষাবর্ষের ১ নভেম্বরে অন্তত তিন বৎসর পূর্ণ হবে এ মর্মে নিজ জেলা শিক্ষা অফিসারের সীল ও স্বাক্ষরযুক্ত সার্টিফিকেট দিতে হবে।

v. পুলিশ ও প্রতিরক্ষা বাহিনীর প্রার্থীদের বেলায় কমপক্ষে এক বৎসর যাবৎ সক্রিয়ভাবে চাকরিতে আছে এ মর্মে পুলিশ সুপার/কমান্ডিং অফিসার-এর সমপর্যায়ের কর্মকর্তার নিকট হতে সীলমোহরযুক্ত সার্টিফিকেট দিতে হবে।

ঙ. বোর্ডের কোনো কর্মচারী কর্মরত অবস্থায় নিজ বোর্ড হতে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না। তবে তারা ইচ্ছা করলে নিজ নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের অনুমতি সাপেক্ষে বাংলাদেশের অন্য যে কোনো বোর্ড হতে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে।

চ. প্রাইভেট পরীক্ষার্থীরা কেবলমাত্র মানবিক, বাণিজ্য ও ইসলামী শিক্ষা শাখায় পরীক্ষা দিতে পারবে। এ সকল শাখায় যে সমস্ত বিষয়ে ব্যবহারিক পরীক্ষা জড়িত আছে সে সমস্ত বিষয় নেয়া যাবে না। এছাড়া প্রাইভেট পরীক্ষার্থী কোনো চতুর্থ বিষয় গ্রহণ করতে পারবে না।

৩। বিভাগ উন্নয়ন পরীক্ষার্থীদের প্রার্থীতার যোগ্যতা

উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট পরীক্ষায় তৃতীয়/ দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীরা শুধুমাত্র পরের বছরেই বিভাগ উন্নয়ন পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে। তাদেরকে তালিকাভুক্তি ফিসহ যাবতীয় ফি এবং আবেদন নিজ নিজ কলেজের অধ্যক্ষের নিকট বোর্ডের নির্ধারিত তারিখের মধ্যেই জমা দিতে হবে। কোনো অবস্থাতেই কলেজ, কেন্দ্র ও বিষয় পরিবর্তন করা যাবে না।

www.pathagar.com

৪। **দাখিলা ফরম পূরণের জন্য ছাত্র/ছাত্রীদের যোগ্যতা**

ক. কেবলমাত্র বৈধ রেজিস্ট্রেশনধারী এবং নির্বাচনী পরীক্ষায় সকল বিষয়ে উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীরাই দাখিলা ফরম পূরণ করতে পারবে।

খ. বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ছাত্র-ছাত্রীকে অবশ্যই দাখিলা ফরম ও আর. আই. এফ. পূরণ করতে হবে।

গ. দাখিলা ফরম ও আর. আই. এফ.-এর তথ্যাদিতে অবশ্যই মিল থাকতে হবে। এ দুটি ফরমে ছাত্র-ছাত্রীদের তথ্যের কোনো গরমিল থাকলে এবং উক্ত গরমিলের কারণে যদি কোনো পরীক্ষার্থীর ফলাফল প্রকাশ করা না যায়, তবে তার জন্য সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থী/পরীক্ষার্থিনী এবং প্রতিষ্ঠান প্রধানই দায়ী থাকবেন।

ঘ. রেজিস্ট্রেশনবিহীন কোনো ছাত্র-ছাত্রীর দাখিলা ফরম বোর্ডে জমা হলে উক্ত ছাত্র/ছাত্রীর দাখিলা ফরম সরাসরি বাতিল বলে গণ্য হবে।

ঙ. প্রবেশপত্র ইস্যুর পূর্বে কোন ছাত্র-ছাত্রীর রেজিস্ট্রেশন ভুয়া/অবৈধ প্রমাণিত হলে তার প্রার্থীতা সরাসরি বাতিল বলে গণ্য হবে।

চ. কোনো পরীক্ষার্থী/পরীক্ষার্থিনী পরীক্ষা চলাকালীন সময়ে অথবা পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর অথবা ফল প্রকাশিত হওয়ার পর অথবা যে-কোনো সময়ে রেজিস্ট্রেশন ভুয়া প্রমাণিত হলে তার পরীক্ষা/পরীক্ষার ফল বাতিল বলে গণ্য হবে।

ছ. বোর্ডের বিধি মোতাবেক যে ছাত্র-ছাত্রীর যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রেজিস্ট্রেশন হয়েছে উক্ত ছাত্র-ছাত্রীকে তার রেজিস্টেশনকৃত প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেই পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে বিধায় রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ থাকলে অকৃতকার্য ছাত্র/ছাত্রী অথবা পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে নি অথবা পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করার সুযোগ দেয়া হয় নি এরকম ছাত্র-ছাত্রীকে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতেই অনিয়মিত পরীক্ষার্থী হিসেবে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবার সুযোগ দিতে হবে। তবে এ ক্ষেত্রে ছাত্র-ছাত্রী পুনঃভর্তি হলেও তাকে অনিয়মিত পরীক্ষার্থী হিসেবে গণ্য করা হবে।

উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট পরীক্ষা পরিচালনা সংক্রান্ত নীতিমালা

১. পরীক্ষা অবশ্যই বোর্ড কর্তৃক ঘোষিত সময়সূচি ও কার্যক্রম অনুযায়ী নির্ধারিত কেন্দ্রসমূহে অনুষ্ঠিত হবে। বাংলাদেশের

www.pathagar.com

সময়সূচি অনুযায়ী বিদেশ কেন্দ্রসমূহে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

২. পরীক্ষায় পাশ করিয়ে দেয়ার জন্য কোনো পরীক্ষার্থী পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হবার পূর্বে পরীক্ষক বা পরীক্ষা সংক্রান্ত কাজে জড়িত ব্যক্তিদের প্রভাবান্বিত করলে তার পরীক্ষা বাতিল হয়ে যাবে।

৩. প্রত্যেক পরীক্ষার্থীকে পরীক্ষা কক্ষে প্রবেশপত্র, রেজিস্ট্রেশন কার্ড, কালো অথবা নীল বলপেন, কাঠ পেন্সিল, ইরেজার (Eraser) অবশ্যই সাথে আনতে হবে। অংক, ভূগোল বা অনুরূপ অন্যান্য বিষয়ের জন্য প্রয়োজনীয় সাধারণ ক্যালকুলেটর (Non programmale Scientific Calculator মডেল Casio Fx-100, Fx-82 এবং সমমানের Scientific Calculator) ও যন্ত্রপাতি সাথে আনা যাবে (কোনোমতেই সাইন্টিফিক ক্যালকুলেটর সাথে আনা যাবে না) কোনো পরীক্ষার্থী পরীক্ষা কক্ষের অভ্যন্তরে দোয়াতের খাপ আনতে পারবে না।

৪. পরীক্ষা শেষ হবার পর কক্ষ পরিদর্শক কর্তৃক পরীক্ষার্থীদের উত্তরপত্র সংগৃহীত না হওয়া পর্যন্ত কোনো পরীক্ষার্থী আসন ত্যাগ করতে পারবে না। যদি কোনো পরীক্ষার্থী তার উত্তরপত্র দাখিল না করে তাহলে কক্ষ পরিদর্শক তৎক্ষণাৎ তা লিখিতভাবে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার গোচরে আনবেন। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অনতিবিলম্বে তদন্ত করে ঐ দিনই পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের নিকট একটি প্রতিবেদন পাঠাবেন এবং বিষয়টি সম্পর্কে স্থানীয় থানায় জি ডি করবেন।

৫. কোনো পরীক্ষার্থী প্রবেশপত্র, নিবন্ধনপত্র ব্যতীত কোনো বই, অর্থ বই, খাতা বা অন্য কোনো কাগজপত্র পরীক্ষা কক্ষের অভ্যন্তরে আনতে পারবে না। যদি কোনো পরীক্ষার্থীর নিকট প্রবেশপত্র ও নিবন্ধনপত্র ব্যতীত কোনো বই, অর্থ বই বা অন্য কোনো কাগজপত্র পাওয়া যায় তাহলে অসদুপায় অবলম্বন করেছে বলে গণ্য হবে এবং নিয়মানুসারে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। তাকে কোনো দোষণীয় লেখা হতে নকল করতে, কথা বলতে, ইশারা করতে অথবা অন্য কোনো পরীক্ষার্থীর উত্তরপত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করতে দেখতে পাওয়া গেলে তাকে বহিষ্কার করা যাবে।

৬. উত্তরপত্রের কোনো পৃষ্ঠায় অপ্রাসঙ্গিক বা আপত্তিজনক লেখা, কোনো অসঙ্গত মন্তব্য বা অনুরোধ থাকলে

www.pathagar.com

উত্তরপত্রটি বাতিল বলে গণ্য হবে।

৭. পরীক্ষার্থীরা কখনই প্রশ্নপত্র, চুষকাগজ ও প্রবেশপত্রের উপর প্রশ্নের উত্তর অথবা অন্য কিছু লিখতে পারবে না।

৮. পরীক্ষার্থীরা কক্ষ ত্যাগ করবার পূর্বে তার উত্তরপত্র কক্ষ পরিদর্শকের নিকট জমা দিয়ে যাবে। কখনই উত্তরপত্র ডেস্ক/বেঞ্চের উপর ফেলে রেখে যাবে না।

৯. কোনো পরীক্ষার্থী কক্ষ পরিদর্শককে কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে হলে কক্ষ পরিদর্শক তার নিকট না আসা পর্যন্ত তাকে আসন হতে উঠে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। কখনই আসন ত্যাগ করতে পারবে না বা চিৎকার করে কক্ষ পরিদর্শককে ডাকতে পারবে না। কোনো কক্ষ পরিদর্শক কোনো পরীক্ষার্থীর হিতার্থে কোনো প্রশ্ন পড়তে, তার ব্যাখ্যা করতে পারবেন না। বোর্ডের বিনানুমতিতে কোনো প্রশ্নের ভুল সংশোধন করতে পারবেন না।

১০. পরীক্ষার্থীদেরকে উত্তরপত্রের শেষ পৃষ্ঠায় এবং প্রবেশপত্রের পশ্চাৎ পৃষ্ঠায় বর্ণিত নিয়মাবলী যথাযথভাবে মেনে চলতে হবে।

১১. জেলা সদরে জেলা প্রশাসক এবং থানায় থানা নির্বাহী অফিসার পরীক্ষা কেন্দ্রের তত্ত্বাবধায়ক অফিসার হিসেবে কাজ করবেন। বিদেশ কেন্দ্রের জন্য সম্মানিত রাষ্ট্রদূত সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রের তত্ত্বাবধায়ক অফিসার হিসেবে কাজ করবেন।

তত্ত্বাবধায়ক অফিসারের কর্তব্য

ক. তত্ত্বাবধায়ক অফিসার গোপনীয় কাগজপত্র পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের নিকট হতে গ্রহণ করে নিরাপদ হেফাজতে রাখার এবং পরীক্ষার নির্ধারিত দিনে ঐ সকল কাগজপত্র পরীক্ষা কেন্দ্রে সরবরাহ করার ব্যবস্থা করবেন।

খ. সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা পরিচালনার ব্যবস্থা করবেন এবং তদারক করবেন।

গ. প্রতিদিন পরীক্ষা শেষ হওয়ার সাথে সাথেই পরীক্ষার উত্তরপত্র বোর্ডে পাঠাবার ব্যবস্থা করবেন।

ঘ. পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের নিকট পরীক্ষা পরিচালনা সংক্রান্ত একটি সামগ্রিক প্রতিবেদন পেশ করবেন।

www.pathagar.com

ঙ. তিনি পরীক্ষা কেন্দ্রে নিরাপত্তা বিধানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করবেন।

১২। উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট পরীক্ষা কেন্দ্র হিসেবে নির্বাচিত কলেজের অধ্যক্ষগণ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হবেন।

ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার দায়িত্ব

ক. ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সাধারণত পরীক্ষা সংক্রান্ত সকল বিষয় সম্পর্কে বোর্ডের সাথে চিঠিপত্রের আদান প্রদান করবেন।

খ. ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা প্রতি ভেন্যুর জন্য একজন হল সুপার এবং বিভিন্ন পরীক্ষা কক্ষে পরীক্ষা পরিচালনার নিমিত্ত প্রতি ১৬ জন পরীক্ষার্থীর জন্য একজন কক্ষ পরিদর্শক নিয়োগ করবেন।

গ. ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হল সুপার, কক্ষ পরিদর্শক ও অন্যান্য কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক কর্তৃক সরবরাহকৃত তথ্যাদির উপর ভিত্তি করে পরীক্ষা পরিচালনার যাবতীয় নিয়মাবলী জ্ঞাত করাবার জন্য পরীক্ষা শুরু হওয়ার কমপক্ষে ২ দিন পূর্বে একটি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবেন।

ঘ. ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের নিকট হতে অলিখিত উত্তরপত্র, অতিরিক্ত উত্তরপত্র, শিরোনামাপত্র, বান্ডেল লেবেল, উত্তরপত্র প্রেরণের সমন্বিত বিবরণী ও পরীক্ষা সংক্রান্ত অন্যান্য যাবতীয় সামগ্রী গ্রহণ করবেন এবং নিরাপদ হেফাজতে নিজের দায়িত্বে কেন্দ্রে সংরক্ষণ করবেন।

ঙ. ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা পরীক্ষার সময়সূচি অনুযায়ী প্রত্যেক বিষয় ও পত্রের পরীক্ষা শুরু হওয়ার ২০ মিনিট পূর্বে হল সুপার-এর নিকট বিভিন্ন হলের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক অলিখিত উত্তরপত্র, অতিরিক্ত উত্তরপত্র ও স্বাক্ষরলিপি বিতরণ করবেন।

চ. পরীক্ষা আরম্ভ হওয়ার ১০ মিনিট পূর্বে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা প্রয়োজনীয় সংখ্যক প্রশ্নপত্র হল সুপারের নিকট সরবরাহ করবেন।

ছ. রোল নম্বর সংবলিত প্রিন্ট আউট কপি অনুযায়ী প্রত্যেক পরীক্ষার্থীর স্বাক্ষরলিপি পরীক্ষা আরম্ভ হবার

www.pathagar.com

পূর্বে অবশ্যই প্রস্তুত করতে হবে। রোল শীটের প্রিন্ট আউট কপিতে উল্লিখিত বিষয়সমূহ সংক্ষেপে পরীক্ষার্থীর স্বাক্ষরলিপিতে পঠিত বিষয়সমূহের ঘরে অবশ্যই লিখতে হবে।

জ. সোনালী ব্যাংকে অগ্রাধিকার দিয়ে পরীক্ষা কেন্দ্র তহবিল নামে একটি চলতি হিসাব খুলতে হবে। এ তহবিল ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা পরিচালনা করবেন এবং যথাযথভাবে হিসাব সংরক্ষণ করবেন।

ঝ. পরীক্ষা আরম্ভ হবার পূর্বে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তত্ত্বাবধায়ক অফিসারের সাথে আলোচনা পূর্বক আসন বিন্যাসের ব্যবস্থা করবেন। প্রতি ৬ বেঞ্চে ২ (দুই) জনের আসন ব্যবস্থা করতে হবে। কোনো অবস্থাতেই এর ব্যতিক্রম করা যাবে না। আসনগুলি এরূপভাবে সাজাতে হবে যাতে একটি আসন হতে অন্যটির যথেষ্ট দূরত্ব থাকে এবং পরীক্ষার্থীরা নকল করবার বা একে অন্যকে বলে দেবার সুযোগ না পায়। যদি তা শহরের একমাত্র কেন্দ্র না হয় তাহলে যে কলেজটি কেন্দ্র বলে নির্বাচিত হবে সে কলেজের পরীক্ষার্থীদের আসন ঐ কলেজ কেন্দ্রে বসানো যাবে না। আপেক্ষিক অবস্থান ও সংখ্যা প্রদর্শন করে একটি আসন পরিকল্পনা প্রস্তুত করতে হবে এবং পরীক্ষা শেষে তা পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের নিকট পাঠিয়ে দিতে হবে। উহার একখানা অনুলিপি ও পরীক্ষার সময়সূচির একখানা অনুলিপি পরীক্ষাকেন্দ্রে প্রকাশ্য স্থানে ঝুলিয়ে দিতে হবে।

ঞ. প্রত্যেকটি আসনের পৃথক নম্বর হবে এবং পরীক্ষার্থীর প্রবেশপত্রে উল্লিখিত রোল নম্বর তার আসন নম্বর হবে। বোর্ড হতে সরবরাহকৃত পরীক্ষার্থীর রোল নম্বর একটি ছোট কাগজে লিখে বেঞ্চ/ডেস্কের সাথে আটকিয়ে দিতে হবে।

ট. অসুস্থ পরীক্ষার্থী নির্দিষ্ট আসনে বসে পরীক্ষা দিতে না পারলে হল সুপার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সাথে আলোচনা করে বিশেষ স্থানে কলেজ ক্যাম্পাসে আসনের ব্যবস্থা করবেন। সংক্রামক রোগ বা ছোঁয়াচে রোগে আক্রান্ত কোনো পরীক্ষার্থীকে সাধারণত পরীক্ষা দেয়ার অনুমতি দেয়া হয় না। তবে কেন্দ্র কর্তৃপক্ষ অন্যান্য

www.pathagar.com

পরীক্ষার্থীদের বিপদাশঙ্কা হতে মুক্ত রেখে তাদের জন্য পৃথক আসন ব্যবস্থা করতে পারেন। উভয় ক্ষেত্রে এরূপ বিশেষ স্থান প্রাপ্ত পরীক্ষার্থীরা নিজেরাই আনুষঙ্গিক ব্যয় বহন করবে। এসব ক্ষেত্রে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা লক্ষ রাখবেন যেন পরীক্ষার্থীর উত্তরপত্র এবং তার ব্যবহৃত অন্যান্য দ্রব্য ডাকযোগে পাঠাবার পূর্বে উত্তমরূপে শোধন ও নির্বীজন করা হয়।

ঠ. কোনো পরীক্ষার্থী কোনো অবস্থাতেই তার বাস ভবন বা অন্য কোনো অননুমোদিত ব্যক্তিগত ভবনে পরীক্ষা দিতে পারবে না।

ড. পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত তারিখ, সময় (বাংলাদেশের সময়) ও কার্যক্রম অনুসারে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। প্রজ্ঞাপনের প্রতিলিপি পরীক্ষা আরম্ভ হবার দুইদিন পূর্বে পরীক্ষা কেন্দ্রে কোনো প্রকাশ্য স্থানে ঝুলিয়ে দিতে হবে।

ঢ. i) প্রথম দিন পরীক্ষা আরম্ভ হবার এক ঘণ্টা এবং পরবর্তী দিনগুলিতে আধা ঘণ্টা পূর্বে পরীক্ষা কক্ষের দরজা খুলে দিতে হবে।

ii) ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা পরীক্ষা আরম্ভ হবার ১৫ মিনিট পূর্বে কক্ষ পরিদর্শকগণের নিকট কক্ষের পরীক্ষার্থী অনুযায়ী পরীক্ষার মূল সাদা উত্তরপত্র, অতিরিক্ত উত্তরপত্র, পরীক্ষার্থীদের স্বাক্ষরলিপি সরবরাহ করবেন।

iii) প্রত্যেকদিন পরীক্ষা আরম্ভ হবার ১৫ মিনিট পূর্বে একটি সতর্ক ঘণ্টা বাজাতে হবে যাতে পরীক্ষার্থীর বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়স্বজন ও পরীক্ষা কার্যের সাথে অসংশ্লিষ্ট ব্যক্তি পরীক্ষা কেন্দ্রের প্রাঙ্গণ ত্যাগ করবার সময় পায় এবং পরীক্ষার্থীরা তাদের আসন গ্রহণ করতে পারে।

iv) যে সকল কেন্দ্রে বা ভবনে সাধারণ লোকের অনুপ্রবেশের আশঙ্কা রয়েছে, সে সকল স্থানের চতুর্দিকে ১০০ গজের মধ্যে কাকেও একা কিংবা দলবদ্ধভাবে চলাচল নিষিদ্ধ করে ১৪৪ ধারা জারি করা যেতে পারে।

www.pathagar.com

v) উত্তরপত্রের কভার পৃষ্ঠার (ও. এম. আর.) প্রথম অংশে পরীক্ষার্থীর প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী লিখে ঘর ভরাট করবার জন্য পরীক্ষা আরম্ভ হবার ১০ মিনিট পূর্বে প্রতি বিষয় ও পত্রের উত্তরপত্র পরীক্ষার্থীর নিকট বিতরণ করতে হবে।

vi) পরীক্ষা আরম্ভ করবার নির্ধারিত মুহূর্তে পরীক্ষার্থীগণকে প্রশ্নপত্র দেবার জন্য আর একটি ঘণ্টা বাজাতে হবে।

vii) পরীক্ষা আরম্ভ হবার ১৫ মিনিট পরে কোনো পরীক্ষার্থীকে পরীক্ষা কক্ষে প্রবেশের অনুমতি বা প্রশ্নপত্র দেয়া যাবে না। কিন্তু বিশেষ ক্ষেত্রে হল সুপার এ সময় আধঘণ্টা পর্যন্ত বর্ধিত করতে পারবেন। পরীক্ষা আরম্ভ হবার পরে ২ ঘণ্টা অতিক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত কোনো পরীক্ষার্থী উত্তরপত্র দাখিল করতে পারবে না।

viii) পরীক্ষা শুরু হবার ১ ঘণ্টার মধ্যে কোনো পরীক্ষার্থীকে কক্ষের বাইরে যাওয়ার অনুমতি দেয়া যাবে না।

ণ. প্রবেশপত্র ব্যতীত কোনো পরীক্ষার্থীকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের অনুমতি দেয়া যাবে না।

ত. অসদাচরণকারী ও নিয়ম লঙ্ঘনকারী পরীক্ষার্থীকে কঠোর হস্তে দমন করতে হবে।

থ. ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কেন্দ্রের সকল পরীক্ষার্থীকে সনাক্ত করবার জন্য সন্তোষজনক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

দ. প্রত্যেক কলেজের অধ্যক্ষ তার কলেজের পরীক্ষার্থীগণকে সনাক্ত করবার জন্য নিজে কিংবা এমন একজন প্রবীণ শিক্ষককে পরীক্ষা কেন্দ্রে পাঠাবেন যিনি কমপক্ষে ৬ মাস ঐ কলেজের শিক্ষকতা করছেন এবং যিনি ঐ কলেজের সকল পরীক্ষার্থীকে জানেন।

ধ. প্রাইভেট পরীক্ষার্থীদেরকে তার রেজিস্ট্রেশন কার্ডে প্রদত্ত স্বাক্ষর এবং রেজিস্ট্রেশন কার্ডের সাথে আটকানো ফটোর সাথে মুখাবয়ব তুলনা করে সনাক্ত করতে হবে। সন্দেহজনক ক্ষেত্রে পরীক্ষার্থী নিজে হল সুপার বা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার পরিচিতি কোনো দায়িত্বশীল ব্যক্তি কর্তৃক সনাক্ত করিয়ে নেবে।

www.pathagar.com

ন. দ ও ধ নম্বর নিয়মানুযায়ী কোনো পরীক্ষার্থীকে সনাক্ত করা সম্ভব না হলে উক্ত পরীক্ষার্থী কেন্দ্র তত্ত্বাবধায়ককে সুনিশ্চিত করবার জন্য তার পরিচিত কোনো দায়িত্বশীল ব্যক্তি কর্তৃক নিজেকে সনাক্ত করিয়ে নেবার ব্যবস্থা গ্রহণ করবে অথবা নিজের খরচে সম্প্রতি দুইখানা পাসপোর্ট সাইজের ফটো তুলে ফটো সম্মুখ দিকে সে নিজে স্বাক্ষর করবে এবং পশ্চাৎ দিক কেন্দ্র তত্ত্বাবধায়ক তার সীল মোহরকৃত প্রতি স্বাক্ষর দেবেন। অতঃপর ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ফটো দু'খানা একটি প্রতিবেদনসহ পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের নিকট পাঠাবেন।

প. পরীক্ষার্থীর পরীক্ষা কেন্দ্র বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত হবে অথবা যে কেন্দ্রে তার কলেজের পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দিবে উহাই তার কেন্দ্র হবে। কোনো পরীক্ষার্থী তার পরীক্ষা কেন্দ্র পরিবর্তন করতে পারবে না।

ফ. বোর্ডের অনুমতিসহ কোনো অন্ধ পরীক্ষার্থী শ্রুতি লেখক (স্ক্রাইব) সঙ্গে নিয়ে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে চাইলে তার ব্যবস্থা করতে হবে। এ ক্ষেত্রে দশম শ্রেণীতে অধ্যয়নরত ছাত্র/ছাত্রীকে স্ক্রাইব নিযুক্ত করতে হবে।

ব. কম্পিউটার পদ্ধতিতে পরীক্ষার কার্যক্রম উপকেন্দ্র স্থাপনের নিয়ম নেই, তবে মূল কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণাধীনে একাধিক ভেন্যু স্থাপন করা যাবে। প্রতি ভেন্যুর দায়িত্বে থাকবেন একজন হল সুপার।

ভ. i) লিখিত মূল উত্তরপত্র অনধিক ৫০ (পঞ্চাশ)টি করে সাজিয়ে তা ২টি করগেটেড শীটের (একটি নিচে অপরটি উপরে) ভিতরে রাখতে হবে। অতঃপর প্রতিটি বান্ডেলের জন্য ১টি করে বান্ডেল লেবেল প্রস্তুত করে তা বান্ডেলের উপরে করগেটেড শীটের এক কোণে আঠা দিয়ে আটকিয়ে দিতে হবে এবং সম্পূর্ণ বান্ডেলটি সুতলি দিয়ে বেঁধে চূড়ান্ত বান্ডেল তৈরি করতে হবে।

ii) কেন্দ্রের প্রতি বিষয় ও পত্রের উত্তরপত্রের সকল বান্ডেল পলিথিন দিয়ে মুড়িয়ে কাঠের বাক্সে

www.pathagar.com

অথবা ট্রাংকে অথবা বস্তায় (হাতে হাতে দিলে) ভরতে হবে এবং প্রতি বিষয় ও পত্রের সকল উত্তরপত্রের জন্য সমন্বিত বিবরণী তৈরি করে তার একটি করে কপি প্রতি ট্রাংকে অথবা বাক্সে অথবা বস্তায় দিতে হবে। কোনোক্রমে একই ট্রাংকে বা বাক্সে একাধিক বিষয় ও পত্রের উত্তরপত্রের বান্ডেল দেয়া যাবে না।

iii) উত্তরপত্রে ও বান্ডেল লেবেলে কোনোক্রমে কেন্দ্রের সীলমোহর, ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সীল গালা অথবা অন্য কোনো চিহ্ন থাকবে না যাতে উত্তরপত্রসমূহ কোন কেন্দ্রের তা নির্ধারণ করা যায়। যদি এরকম কোনো চিহ্ন থাকে তবে চিহ্নিত কেন্দ্রের সকল পরীক্ষার্থীর পরীক্ষা বাতিল বলে গণ্য হতে পারে।

iv) প্রতি বিষয় ও পত্রের পরীক্ষা শেষ হবার সাথে সাথেই বান্ডেল-এর কাজ সম্পন্ন করে ঐ দিনই তা পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের বরাবরে অবশ্যই পাঠাতে হবে।

ম. উত্তরপত্রের কভার পৃষ্ঠা (ও.এম.আর.) এর ছেঁড়া প্রথম অংশের কার্টন/প্যাকেট প্রস্তুতকরণ ও কম্পিউটার সেন্টারে প্রেরণ :

i) উত্তরপত্রের কভার পৃষ্ঠা (ও.এম.আর.)-এর ছেঁড়া প্রথম অংশ অনূর্ধ্ব ২০০ (দুইশত)টি করে রোল ক্রমানুযায়ী সাজিয়ে বোর্ড কর্তৃক সরবরাহকৃত ছোট কার্টনে বা প্যাকেটে ভরতে হবে।

ii) যদি রোল নম্বর, রেজিঃ নম্বর, বিষয় কোড লিখতে ভুল হয় তাহলে একটানে তা কেটে দিয়ে সঠিকটি লিখতে হবে। বৃত্ত ভরাটে ভুল হলে তা ইরেজার দ্বারা ঘষামাজা না করে বা ব্লেড দ্বারা না মুছে বা সাদা ফ্লুইড না লাগিয়ে সঠিক বৃত্তটি ভরাট করতে হবে। এক্ষেত্রে একাধিক বৃত্ত ভরাট থাকতে পারে। ভুলগুলি আলাদাভাবে সাজানো বা আলাদাভাবে প্যাকেট করবার প্রয়োজন নেই। সঠিকগুলির সঙ্গে রোল নম্বর ক্রমানুযায়ী সাজাতে হবে। কোনো কারণে ও. এম. আর.-এর প্রথম

www.pathagar.com

অংশ ছিঁড়ে গেলে তা আঠা দিয়ে সংযুক্ত করে সঠিকগুলির সাথেই রোল ক্রমঅনুযায়ী সাজিয়ে দিতে হবে।

iii) প্রতি বিষয় ও পত্রের উত্তরপত্রের ছেঁড়া প্রথম অংশ প্রতি ২০০টির জন্য ৪ (চার) কপি করে শিরোনামাপত্র তৈরি করতে হবে। শিরোনামাপত্রে বাক্সের উত্তরপত্রের রোল নম্বরসমূহ, অনুপস্থিত, বহিষ্কৃত ও ভুলকৃত পরীক্ষার্থীদের রোল নম্বরসমূহ স্পষ্টভাবে লিখতে হবে। এর পরে ২০০টি ছেঁড়া প্রথম অংশ কার্টনে ভরে শিরোনামাপত্রের প্রথম কপি কার্টনের ভিতরে, দ্বিতীয় কপি কার্টনের বাইরে এমনভাবে মুড়িয়ে সুতা দ্বারা বেঁধে দিতে হবে যেন পড়া যায়। তৃতীয় কপি শিরোনামাপত্র পরীক্ষা শেষে পৃথক খামে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের বরাবরে পাঠাতে হবে এবং চতুর্থ কপি কেন্দ্রে সংরক্ষণ করতে হবে।

iv) এভাবে সকল বিষয় ও পত্রের সকল কার্টন প্রথমে পলিথিন ও পরে কাপড় দিয়ে মুড়িয়ে সেলাই করতে হবে। এর পর প্যাকেটটি সীল গালা করে পরীক্ষার দিনই সরাসরি চেয়ারম্যান, শিক্ষা বোর্ড কম্পিউটার সেন্টার, সড়ক নং ১২/এ, ধানমণ্ডি আ/এ, ঢাকা-১২০৯-এ ঠিকানায় ডাকযোগে ইনসিওরড পার্সেলে অথবা হাতে হাতে পাঠাতে হবে। প্রেরক ও প্রাপকের ঠিকানা স্পষ্ট অক্ষরে লিখতে হবে এবং প্যাকেটের উপর বাম পাশে "ঢাকা বোর্ডের জন্য" কথাটি লিখতে হবে অথবা অনুরূপ একটি সীল তৈরি করে প্যাকেটের বাম পাশে কোণায় মেরে দিতে হবে।

য. ব্যবহারিক পরীক্ষা গ্রহণ

i) তত্ত্বীয় পরীক্ষা শেষ হবার পর ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে পরীক্ষার্থীদের ব্যবহারিক পরীক্ষা গ্রহণ করবার ব্যবস্থা করবেন। যে কলেজে কেন্দ্র আছে তাদের পরীক্ষার্থীদের ব্যবহারিক পরীক্ষা তাদের নিজ কলেজে অনুষ্ঠিত হবে। তবে যে কলেজে কেন্দ্র নেই তাদের ব্যবহারিক পরীক্ষা মূল কেন্দ্রে (যে

www.pathagar.com

কেন্দ্রে তত্ত্বীয় পরীক্ষা দিয়েছে, অনুষ্ঠিত হবে। পরীক্ষার্থীদের ব্যবহারিক নম্বরফর্দ ও উত্তরপত্রের প্যাকেটের শিরোনামাপত্রে অবশ্যই মূল কেন্দ্রের কোড লিখতে হবে। কোনোক্রমেই নিজ কলেজ কেন্দ্রের কোড লিখা যাবে না।

ii) যে কেন্দ্রে/কলেজে ব্যবহারিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে সে কেন্দ্রের/কলেজের সংশ্লিষ্ট বিভাগের শিক্ষক অভ্যন্তরীণ পরীক্ষক নিযুক্তি হবেন। বোর্ড কর্তৃক বহিরাগত পরীক্ষক নিযুক্ত করা হবে।

iii) ক. ব্যবহারিক পরীক্ষা গ্রহণ করবার পর কম্পিউটার পদ্ধতিতে নম্বরপত্র (বোর্ড কর্তৃক সরবরাহকৃত ও.এম.আর.ফরম) প্রস্তুত করে এবং যথাযথভাবে বৃত্তগুলি ভরাট করে নির্ধারিত কার্টনের ভিতর অনধিক ২০০ (দুইশত)টি করে প্যাকেট করতে হবে। একই প্যাকেটে কোনোক্রমে একাধিক বিষয়/পত্রের নম্বরপত্র দেয়া যাবে না।

খ. প্রকৌশল অংকন ব্যবহারিক পরীক্ষার প্রতি পত্রের প্রতি পরীক্ষার্থীদের ব্যবহারিক ও সেশনাল নম্বরপত্র দুটি এক সাথে স্টাপলিং করে প্যাকেটের ভিতরে দিতে হবে এবং যথানিয়মে কম্পিউটার সেন্টারে পাঠাতে হবে।

iv) প্রতি বিষয় ও পত্রের নম্বরফর্দগুলো প্রতি ২০০টির জন্য ৪ (চার) কপি করে শিরোনামাপত্র তৈরি করতে হবে। ২০০টি নম্বরফর্দ কার্টনের বাইরে এমনভাবে মুড়িয়ে সুতা দ্বারা বেঁধে দিতে হবে যেন পড়া যায়। তৃতীয় কপি পৃথক খামে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক বরাবরে পাঠাতে হবে এবং চতুর্থ কপি ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট সংরক্ষণ করতে হবে।

v) এভাবে সকল বিষয় ও পত্রের সকল কার্টন প্রথমে পলিথিন দিয়ে মুড়িয়ে পরে কাপড় দিয়ে মোড়াতে হবে। অতঃপর প্যাকেটটি সেলাই করে সীলগালা করতে হবে এবং পরীক্ষার দিনই সরাসরি চেয়ারম্যান, শিক্ষা বোর্ড কম্পিউটার কেন্দ্র, সড়ক নং ১২/এ, ধানমণ্ডি আ/এ, ঢাকা-১২০৯-এ ঠিকানায় ডাকা-যোগে ইনসিওরড্ পার্সেলে অথবা হাতে হাতে পাঠাতে হবে।

www.pathagar.com

প্রেরক ও প্রাপকের ঠিকানা স্পষ্ট অক্ষরে লিখতে হবে এবং প্যাকেটের বাম পাশে "ঢাকা বোর্ডের জন্য" কথাটি লিখতে হবে অথবা অনুরূপ একটি সীল তৈরি করে প্যাকেটের বাম পাশে কোণায় মেরে দিতে হবে।

vi) যে সব পরীক্ষার্থীর নম্বর ফর্দ কার্টনে ভরা হয়েছে তাদের উত্তরপত্রগুলি রোল ক্রমানুসারে সাজিয়ে প্যাকেট করতে হবে। এর পর নম্বর পত্রের অনুরূপ-৪ (চার) কপি করে শিরোনামাপত্র তৈরি করে তার এক কপি প্যাকেটের ভিতর দিতে হবে, এক কপি প্যাকেটের উপর লাগাতে হবে, এক কপি সব পরীক্ষা শেষে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের বরাবরে পাঠাতে হবে এবং চতুর্থ কপি ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সংরক্ষণ করবেন। অতঃপর ব্যবহারিক উত্তরপত্রসমূহ হাতে হাতে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের নিকট জমা দিতে হবে। কোনোক্রমেই ডাকযোগে পাঠানো যাবে না।

র. সব বিষয়ের তত্ত্বীয় পরীক্ষা শেষ হবার সাতদিনের মধ্যে বোর্ড কর্তৃক সরবরাহকৃত অনুপস্থিত ও বহিষ্কৃত নমুনা ফরম অনুযায়ী ৩ (তিন) কপি অনুপস্থিত ও বহিষ্কৃত তালিকা প্রস্তুত করে ১ (এক) কপি তালিকা সরাসরি কম্পিউটার কেন্দ্রে এবং ১ (এক) কপি পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের নিকট পাঠাতে হবে। অনুরূপভাবে ব্যবহারিক পরীক্ষা শেষ হবার ৭ (সাত) দিনের মধ্যে ব্যবহারিক পরীক্ষার অনুপস্থিত ও বহিষ্কৃত তালিকাও পাঠাতে হবে। তৃতীয় কপি তালিকা কেন্দ্রে সংরক্ষণ করতে হবে।

ল. ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তহবিলের (আয় ও ব্যয়) হিসাব রাখবেন, পরীক্ষা পরিচালনা কাজে নিযুক্ত ব্যক্তিদের পারিশ্রমিক দিবেন ও হিসাব নিরীক্ষণের জন্য পারিশ্রমিক বই ও খরচের মূল রসিদ রাখবেন।

ব. সব বিষয়ের পরীক্ষা (ব্যবহারিক পরীক্ষাসহ) শেষ হবার ৭ দিনের মধ্যে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিজে অথবা বিশেষ দূত মারফত নিম্নবর্ণিত রেকর্ডপত্র পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের নিকট পাঠাবেন

i) পরীক্ষাকেন্দ্রে প্রত্যেক পত্রের পরীক্ষার সময় প্রত্যেক পরীক্ষার্থীর স্বাক্ষরকৃত স্বাক্ষরলিপি (রোল ক্রমানুসারে সাজিয়ে)।

www.pathagar.com

ii) ব্যবহারিক পরীক্ষার উত্তরপত্র।

iii) পরীক্ষাকেন্দ্রে পরীক্ষার্থীদের বর্ণনামূলক তালিকা।

iv) কক্ষ পরিদর্শকের নাম, ঠিকানা এবং উত্তরপত্রে তার যেমন যেমন স্বাক্ষর ও অনুস্বাক্ষর করেছিলেন তেমন স্বাক্ষর ও অনুস্বাক্ষর সংবলিত একটি বিবৃতি।

v) প্রাপ্ত, ব্যবহৃত ও উদ্বৃত প্রশ্নপত্রের হিসাবসহ উদ্বৃত্ত প্রশ্নপত্র।

vi) বিষয় উল্লেখ পূর্বক সকল অনুপস্থিত ও বহিষ্কৃত পরীক্ষার্থীদের তালিকা।

vii) সকল বিষয়ের (ব্যবহারিক নম্বর ফর্দসহ) পরীক্ষার শিরোনামাপত্রের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের কপি।

১৩. ঢাকা মহানগরীর উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট পরীক্ষাকেন্দ্রের তত্ত্বাবধায়ক কর্মকর্তা ও ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কর্তব্য :

ক. ঢাকা মহানগরীর উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা কেন্দ্রসমূহের জন্য ঢাকা জেলা প্রশাসক তত্ত্বাবধায়ক কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। তিনি প্রশ্নপত্র ট্রেজারিতে নিরাপদ হেফাজতে রাখার ব্যবস্থা করবেন এবং জিম্মাদার হিসেবে কাজ করবেন।

খ. ঢাকা মহানগরীর উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট পরীক্ষা কেন্দ্র হিসেবে নির্বাচিত কলেজের অধ্যক্ষগণ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হবেন। তিনি পরীক্ষা আরম্ভ হবার দিন সকাল ৭টার সময় ঢাকা ট্রেজারিতে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের নিকট হতে সীলমোহরকৃত প্রশ্নপত্রের প্যাকেট গ্রহণ করবেন এবং প্রত্যেকদিন পরীক্ষা শেষে লিখিত উত্তরপত্রসমূহ নিরাপদে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের নিকট পাঠাবার ব্যবস্থা করবেন।

১৪। হল সুপারের দায়িত্ব

ক. কেন্দ্রের প্রতি ভেন্যুর জন্য ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক নিযুক্ত একজন হল সুপার থাকবেন।

খ. হল সুপার তার ভেন্যুর পরীক্ষার্থীদের সংখ্যানুযায়ী মূল অলিখিত উত্তরপত্র, অতিরিক্ত উত্তরপত্র, স্বাক্ষর লিপি ইত্যাদিসহ বোর্ড কর্তৃক সরবরাহকৃত অন্যান্য প্রয়োজনীয় পরীক্ষা সামগ্রী ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট হতে বুঝে নেবেন।

www.pathagar.com

গ. প্রতি পরীক্ষার দিন ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে ও স্থান হতে তিনি প্রয়োজনীয় নিরাপত্তাসহ প্রশ্নপত্র গ্রহণ করবেন এবং নির্দিষ্ট দিনের নির্দিষ্ট বিষয় ও সেটের প্রশ্নপত্র কিনা তা যাচাই করবেন।

ঘ. তিনি কক্ষ পরিদর্শকদের নিকট নির্ধারিত সময়ে মূল অলিখিত উত্তরপত্র, অতিরিক্ত উত্তরপত্র, স্বাক্ষরলিপি ও প্রশ্নপত্র বিতরণ করবেন। পরীক্ষা শেষে কক্ষ পরিদর্শকগণের নিকট হতে লিখিত উত্তরপত্র, স্বাক্ষরলিপি, উত্তরপত্রের কভার পৃষ্ঠার ছেঁড়া প্রথম অংশ গ্রহণ করবেন এবং ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট বুঝিয়ে দেবেন।

ঙ. পরীক্ষা গ্রহণকালীন সময়ে কোনো জটিল অবস্থার সম্মুখীন হলে তিনি সঙ্গে সঙ্গে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে বিষয়টি অবহিত করবেন।

১৫। কক্ষ পরিদর্শকের দায়িত্ব

ক. প্রত্যেক কক্ষ পরিদর্শক ১৬ জন পরীক্ষার্থীর পরিদর্শন কার্যে নিযুক্ত হবেন।

খ. কোনো শিক্ষক তার কলেজের পরীক্ষার্থীর জন্য নির্দিষ্ট কক্ষে পরিদর্শক নিযুক্ত হতে পারবেন না।

গ. কক্ষ পরিদর্শক পরীক্ষার সময় অসদুপায় নিরোধ করবার লক্ষ্যে নিয়মাবলী মেনে চলার প্রতি পরীক্ষার্থীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্য নির্দেশ দান করবেন। নিয়ম লঙ্ঘন বা অনুরূপ প্রচেষ্টাকে প্রতিহত করতে তত্ত্বাবধায়কের নির্দেশের জন্য তৎক্ষণাৎ তার গোচরে আনয়ন করা প্রত্যেক কক্ষ পরিদর্শকের কর্তব্য।

ঘ. প্রত্যেক কক্ষ পরিদর্শক তার তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত পরীক্ষার্থীর প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখবেন। কর্তব্যরত অবস্থায় কক্ষ পরিদর্শকগণ পরিদর্শন কার্যে বিঘ্ন ঘটে এরূপ কোনো কার্যে কখনও লিপ্ত থাকতে পারবেন না।

ঙ. কক্ষ পরিদর্শকগণ কোনো পরীক্ষার্থীর সাথে কথা বলতে পারবেন না। কেবলমাত্র নিয়মানুসারে তাদেরকে নির্দেশ দান করতে পারবেন। কক্ষ

www.pathagar.com

পরিদর্শকের আরও লক্ষ রাখতে হবে যেন পিয়ন বা দপ্তরির মাধ্যমে পরীক্ষার্থীদের মধ্যে অথবা পরীক্ষার্থীদের সাথে বাইরের লোকের অসঙ্গত যোগাযোগ না ঘটে।

চ. ভারপ্রাপ্ত অফিসারের কোনো নির্দেশ না থাকলে পরীক্ষা চলাকালীন অবস্থায় পরীক্ষার্থীর নিকট কোনো টেলিগ্রাম বা কোনো সংবাদ আসলে পরীক্ষা শেষ না হওয়া পর্যন্ত তা পরীক্ষার্থীকে দেয়া যাবে না।

ছ. কর্তব্যরত কক্ষ পরিদর্শকগণ পরীক্ষা আরম্ভ হবার প্রথম দিনেই স্বাক্ষর লিপিতে পরীক্ষার্থীদের স্বাক্ষর নেয়ার সময় বর্ণনামূলক তালিকায় প্রত্যেক পরীক্ষার্থীর নামের পাশে তার পঠিত বিষয়সমূহ পরীক্ষার্থী কর্তৃক সুনিশ্চিত করে নেবেন। মুদ্রিত বিষয়ের সাথে যদি কোনো গরমিল দেখা যায় তাহলে প্রবেশপত্রে উল্লিখিত বিষয় দেখে তা সংশোধন করে নিতে হবে। রোল নম্বরের কোনো গরমিল দেখা গেলে রোল শীটের রোল অনুযায়ী প্রবেশপত্রে রোল শুদ্ধ করতে হবে এবং ভারপ্রাপ্ত অফিসারের মাধ্যমে জরুরি ভিত্তিতে তা পরীক্ষা নিয়ন্ত্রককে অবহিত করতে হবে।

জ. কক্ষ পরিদর্শককে তার ন্যস্ত সব পরীক্ষার্থীর সমস্ত উত্তরপত্র সংগ্রহ করতে হবে।

ঝ. কক্ষ পরিদর্শকগণ লক্ষ রাখবেন, যে-কোনো পরীক্ষার্থী যেন পরীক্ষা কক্ষ ত্যাগ করবার পূর্বে তার উত্তরপত্র ডেস্কের উপর ফেলে রেখে না যায়।

ঞ. প্রত্যহ সকাল ও বিকালের পরীক্ষার সময় পরীক্ষার্থী স্বাক্ষর লিপিতে স্বাক্ষর করবে। কর্তব্যরত কক্ষ পরিদর্শকগণ প্রত্যেক আবশ্যিক বিষয়ে ও পত্রে পরীক্ষার দিনে ও সময়ে এবং নৈর্ব্যাচনিক বিষয়ের প্রত্যেক পত্রের পরীক্ষার দিনে ও সময়ে পরীক্ষার্থীর স্বাক্ষরের পাশে অনুস্বাক্ষর করবেন। স্বাক্ষরপত্রে প্রত্যেক বিষয়ের জন্য রক্ষিত স্থানে যাতে পরীক্ষার্থীর স্বাক্ষর সীমাবদ্ধ থাকে সে দিকে লক্ষ রাখতে হবে।

ট. স্বাক্ষরপত্রের সাথে মিলিয়ে সত্যতা যাচাই করবার পরে কক্ষ তত্ত্বাবধায়ক এ মর্মে সার্টিফিকেট দেবেন যে

www.pathagar.com

উপস্থিত সকল পরীক্ষার্থীর উত্তর সংগৃহীত ও প্রেরিত হয়েছে।

ঠ. পরীক্ষার্থীর নিকট ঠিক পরীক্ষা আরম্ভ হবার পূর্বে যাতে কোনো অলিখিত উত্তরপত্র না থাকে সে দিকে লক্ষ রাখতে হবে।

ড. কক্ষ পরিদর্শক পরীক্ষার্থীদের উভয় পৃষ্ঠায় লিখবার নিয়মাবলী বিশেষভাবে জ্ঞাত করাবেন।

ঢ. কক্ষ পরিদর্শক হল সুপারের নিকট হতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক উত্তরপত্র, অতিরিক্ত উত্তরপত্র, স্বাক্ষর লিপি সংগ্রহ করে পরীক্ষা শুরুর ১৫ মিনিট পূর্বে পরীক্ষার কক্ষে উপস্থিত হবেন।

ণ. পরীক্ষা আরম্ভ হবার ১০ মিনিট পূর্বে কক্ষ পরিদর্শক পরীক্ষার্থীদের মধ্যে উত্তরপত্র বিতরণ করবেন। প্রত্যেক পরীক্ষার্থী তার উত্তরপত্রের কভার পৃষ্ঠায় (ও.এম.আর.) নির্ধারিত স্থানে বোর্ডের নাম, পরীক্ষার নাম, রোল নম্বর, রেজিস্ট্রেশন নম্বর সঠিকভাবে কালো বলপেন দিয়ে ঘর ভরাট করেছে কিনা তা যাচাই করবেন। মূল উত্তরপত্রের কভার পৃষ্ঠার (ও.এম.আর.) পরের প্রথম পৃষ্ঠায় পরীক্ষার্থী যথাস্থানে পরীক্ষার বিষয় (পত্রসহ) বিষয় কোড ও পরীক্ষার তারিখ লিখেছে কিনা তাও কক্ষ পরিদর্শক যাচাই করবেন। পরীক্ষার প্রশ্নপত্র বিতরণের পর প্রশ্নপত্রে উল্লিখিত বিষয় কোড দেখে উত্তরপত্রের কভার পৃষ্ঠার বিষয় কোডের নির্ধারিত ঘর ভরাট করতে হবে, অতঃপর কক্ষ পরিদর্শক উত্তরপত্রের নির্ধারিত স্থানে তার স্বাক্ষর করবেন এবং পরীক্ষার্থীও স্বাক্ষর লিপিতে স্বাক্ষর করবেন।

ত. যদি কোনো পরীক্ষার্থী উত্তরপত্রে কভার পৃষ্ঠায় প্রথম অংশে রোল নং, রেজিঃ নং বিষয় কোড লিখতে ভুল করে তাহলে কক্ষ পরিদর্শক তা একটানে সঠিকটি লিখে দেবেন। বৃত্ত ভরাটে ভুল হলে তা ইরেজার দ্বারা ঘষামাজা না করে বা ব্লেড দ্বারা না মুছে বা সাদা ফ্লুইড না লাগিয়ে সঠিক বৃত্ত ভরাট করতে হবে। এ ক্ষেত্রে একই সারিতে একাধিক বৃত্ত ভরাট থাকতে পারে। ভুলগুলি আলাদাভাবে সাজানো বা প্যাকেট করবার

www.pathagar.com

প্রয়োজন নেই। সঠিকগুলির সঙ্গেই রোল ক্রমানুযায়ী সাজিয়ে দিতে হবে। অসাবধানতাবশত কোনো ও.এম.আর. ছিঁড়ে গেলে তা আঠা দ্বারা জোড়া লাগিয়ে সঠিকগুলির সাথেই রোল ক্রমানুযায়ী সাজিয়ে দিতে হবে।

থ. কোনো পরীক্ষার্থী পরীক্ষার সময় অতিরিক্ত উত্তরপত্র গ্রহণ করলে কক্ষ পরিদর্শক সঙ্গে সঙ্গে পরীক্ষার্থী কর্তৃক মূল উত্তরপত্রের কভার পৃষ্ঠায় (ও.এম.আর.) অতিরিক্ত উত্তরপত্রের নির্ধারিত স্থানে অতিরিক্ত উত্তরপত্রের ক্রমিক নম্বর লিখিয়ে নেবেন এবং বাম পার্শ্বের বৃত্তাকার ঘরও পরীক্ষার্থী পরীক্ষার বিষয় (পত্রসহ) বিষয় কোড, পরীক্ষার তারিখ যথাযথভাবে লেখার পর পরিদর্শক নির্ধারিত স্থানে স্বাক্ষর করবেন।

দ. প্রতি বিষয় ও পত্রের পরীক্ষা শেষ হবার পর কক্ষ পরিদর্শক কক্ষের মধ্যেই প্রতিটি উত্তরপত্রের কভার পৃষ্ঠার (ও.এম.আর.) উপরের অংশ (প্রথম অংশ) ছিঁড়বেন। উত্তরপত্রের কভার পৃষ্ঠার (ও.এম.আর.) উপরের মোট ছেঁড়া অংশ, উত্তরপত্র, স্বাক্ষর লিপি কক্ষ পরিদর্শক হল সুপারের নিকট জমা দেবেন।

ধ. কক্ষ পরিদর্শক ও সংশ্লিষ্ট সকলেই লক্ষ রাখবেন যাতে উত্তরপত্রের কভার পৃষ্ঠা (ও.এম.আর.) কোনো অবস্থাতেই ভাঁজ না পড়ে। এ ব্যাপারে পরীক্ষার্থীদের বারংবার সতর্ক করে দিতে হবে।

ন. কোনো পরীক্ষার্থী কোনো বিষয়ে অথবা পত্রে অনুপস্থিত থাকলে স্বাক্ষর লিপিতে উক্ত বিষয় ও পত্রের নাম স্পষ্টাক্ষরে লিখে পরীক্ষার্থীর স্বাক্ষর ঘরে লাল কালি দ্বারা "অনুপস্থিত" কথাটি লিখে পরিদর্শক তার ঘরে স্বাক্ষর করবেন।

প. কোনো পরীক্ষার্থী বহিষ্কৃত হলে যে বিষয়ে বহিষ্কৃত হয়েছে স্বাক্ষর লিপিতে সে বিষয়ের পাশে কক্ষ পরিদর্শককে লাল কালি দ্বারা "বহিষ্কৃত" শব্দটি লিখে দিতে হবে এবং বহিষ্কৃত পরীক্ষার্থীর উত্তরপত্রের কভার পৃষ্ঠার প্রথম অংশ না ছিঁড়ে সঠিক রিপোর্টসহ পৃথকভাবে হল সুপার/ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট জমা দিতে হবে।

www.pathagar.com

ফ. প্রতিটি বিষয় ও পত্রের পরীক্ষা শেষ হবার পর কক্ষ পরিদর্শকগণ কক্ষের মধ্যেই উত্তরপত্রের কভার পৃষ্ঠার প্রথম অংশ খুব সাবধানতার সাথে সঠিকভাবে ছিঁড়বেন এবং সকল উত্তরপত্রের কভার পৃষ্ঠায় ছেঁড়া প্রথম অংশ রোল নম্বরের ক্রমানুযায়ী সাজিয়ে পরীক্ষার্থীদের স্বাক্ষর লিপিসহ হল সুপারের নিকট জমা দেবেন।

১৬। পরীক্ষা সংক্রান্ত ব্যাপারে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, হল সুপার এবং কক্ষ পরিদর্শকগণের দায়িত্ব পালনের নির্দেশাবলী তাদেরকে অবশ্যই অনুসরণ করতে হবে।

১৭। কেন্দ্রে উপস্থিত বোর্ড কর্মকর্তাগণের দায়িত্ব

চেয়ারম্যান কর্তৃক নির্দেশিত হয়ে বোর্ডের যে কোনো কর্মকর্তা যে কোনো পরীক্ষা কেন্দ্রে গিয়ে কেন্দ্রের সার্বিক ব্যবস্থাপনা তদারকি করতে পারবেন। কেন্দ্রের ব্যবস্থাপনা ও পরিবেশ উন্নয়নের জন্য তাদের প্রদত্ত উপদেশ মতো ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। তারা পরীক্ষা কক্ষের বাইরে এবং ভেতরে যে-কোনো নিয়ম -বহির্ভূত কার্যকলাপ প্রতিহত করবার জন্য কেন্দ্র কর্তৃপক্ষের সাহায্য চাইলে কেন্দ্র কর্তৃপক্ষ সাহায্য করবেন। কোনো কর্মকর্তা পরীক্ষা কক্ষে কোনো পরীক্ষার্থীকে অসদুপায় অবলম্বন করতে দেখলে তিনি তা কক্ষে কার্যরত কক্ষ পরিদর্শকের নজরে আনবেন। কক্ষ পরিদর্শক মহোদয় সে ক্ষেত্রে ঐ পরীক্ষার্থীর বিরুদ্ধে নিয়মমাফিক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

১৮। জেলা প্রশাসক কর্তৃক অথবা সরকার কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত ভিজিল্যান্স টিম কেন্দ্রের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে কেন্দ্রের সার্বিক ব্যবস্থাপনা তদারকি করতে পারবেন। কেন্দ্রে ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের জন্য তাদের উপদেশ মতো ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

১৯। শৃংখলা সম্পর্কীয় নিয়মাবলী

ক. যদি কোনো পরীক্ষার্থী তার উত্তরপত্র দাখিল না করে, তাহলে কক্ষ পরিদর্শক তাৎক্ষণিক ঘটনাটি লিখিতভাবে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার গোচরে আনবেন। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অনতিবিলম্বে তল্লাশি করে স্থানীয় থানায় বিষয়টি সম্পর্কে জিডি করবেন এবং জিডি'র কপিসহ

www.pathagar.com

ঐ দিন পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের নিকট একটি প্রতিবেদন পাঠাবেন।

খ. কোনো পরীক্ষার্থী প্রবেশপত্র ও নিবন্ধনপত্র ব্যতীত কোনো বই, নোট খাতা অথবা অন্য কোনো কাগজপত্র পরীক্ষা কেন্দ্রের অভ্যন্তরে আনতে পারবে না। যদি কোনো পরীক্ষার্থীর নিকট প্রবেশপত্র ও নিবন্ধনপত্র ব্যতীত অন্য কোনো বই, খাতা অথবা অন্য কোনো কাগজপত্র পাওয়া যায় তা হলে সে অসদুপায় অবলম্বন করেছে বলে গণ্য হবে এবং নিয়মানুসারে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। কোনো পরীক্ষার্থীকে কোনো লেখা হতে নকল করতে, কথা বলতে, ইশারা করতে অথবা অন্য কোনো পরীক্ষার্থীর উত্তরপত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করতে দেখলে তাকে বহিষ্কার করা যাবে।

গ. উত্তরপত্রের অভ্যন্তরে কোনো পৃষ্ঠায় অথবা প্রশ্নের কোনো উত্তরে পরীক্ষার্থীর রোল নম্বর, রেজিঃ নম্বর, নাম, পিতার নাম, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম অথবা কোনো অপ্রাসঙ্গিক ও আপত্তিজনক লেখা, কোনো অসঙ্গত মন্তব্য বা অনুরোধ থাকলে বা এরকম "চিহ্ন" থাকলে যাতে উত্তরপত্রটি নির্দিষ্ট কোন পরীক্ষার্থীর বোঝা যায় তবে তার পরীক্ষা বাতিল বলে গণ্য হবে এবং তার বিরুদ্ধে আইনানুগ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

ঘ. পরীক্ষার্থী প্রশ্নপত্র, চুষকাগজ বা প্রবেশপত্রের উপরে কোনো কিছু লিখতে পারবে না।

ঙ. পরীক্ষার্থী কক্ষ ত্যাগ করবার পূর্বে তার উত্তরপত্র কক্ষ পরিদর্শকের নিকট জমা দিয়ে যাবে। কখনই উত্তরপত্র ডেস্কের উপর ফেলে রেখে যাবে না।

চ. কোনো পরীক্ষার্থী পরীক্ষা কক্ষে, কেন্দ্রের প্রাঙ্গণে অথবা কেন্দ্রের ১০০ মিটারের মধ্যে কক্ষ পরিদর্শক অথবা সংশ্লিষ্ট অন্য কোনো কর্মকর্তা/কর্মচারীর সঙ্গে অসদাচরণ করলে তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

ছ. পরীক্ষা পাশ করিয়ে দেবার জন্য কোনো পরীক্ষার্থী পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হবার পূর্বে পরীক্ষক বা পরীক্ষা সংক্রান্ত কাজে জড়িত ব্যক্তিদের প্রভাবান্বিত করলে

www.pathagar.com

তার পরীক্ষা বাতিল করা হবে।

জ. পরীক্ষার্থীদের উত্তরপত্রের শেষ পৃষ্ঠায় এবং প্রবেশপত্রের পশ্চাৎ পৃষ্ঠায় বর্ণিত নিয়মাবলী যথাযথভাবে মেনে চলতে হবে।

২০। অনুচ্ছেদ ১৭ এবং অনুচ্ছেদ ১৯-এ উল্লিখিত যে কোনো কারণে যে কোনো পরীক্ষার্থীকে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা পরীক্ষা হতে বহিষ্কার করতে পারবেন এবং বিষয়টি পরীক্ষা চলাকালীন সময়েই "বিজ্ঞপ্তির" মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করবেন। তাদের উত্তরপত্র পরিদর্শকের রিপোর্টসহ গোপনীয় প্রতিবেদন প্রস্তুত করে আলাদাভাবে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের নিকট পাঠাবেন।

২১। কোনো পরীক্ষার্থীকে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্রকাশ্যে বহিষ্কার করলে যদি আইন শৃঙ্খলার অবনতি হবার আশঙ্কা থাকে অথবা কক্ষ পরিদর্শকসহ পরীক্ষা সংক্রান্ত দায়িত্বে নিয়োজিত কোনো কর্মকর্তা/কর্মচারীর নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবার সম্ভাবনা থাকে, কেবলমাত্র সে ক্ষেত্রেই নীরব বহিষ্কার করা যাবে। তবে বিষয়/পত্রের পরীক্ষা শেষে পরিদর্শকের সুস্পষ্ট বিবরণসহ গোপনীয় প্রতিবেদন প্রস্তুত করে উত্তরপত্র আলাদা প্যাকেটে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের নিকট পাঠাতে হবে।

২২। বোর্ডের কেন্দ্র পরিদর্শনের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, কর্তব্যরত ম্যাজিস্ট্রেট অথবা ভিজিল্যান্স টিমের কোনো সদস্যের নির্দেশক্রমে কোনো পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার করতে হলে সংশ্লিষ্ট কক্ষ পরিদর্শক সুনির্দিষ্ট কারণসহ কেন্দ্রসচিবকে একটি প্রতিবেদন দেবেন এবং কেন্দ্রসচিব সুষ্ঠুভাবে গোপনীয় প্রতিবেদন পূরণ করে উত্তরপত্রসহ পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের নিকট পাঠাবেন।

২৩। বহিষ্কৃত পরীক্ষার্থীদের উত্তরপত্র বোর্ডে প্রেরণের নিয়মাবলী

ক) কোনো পরীক্ষার্থীকে অসদুপায় অবলম্বন অথবা অন্য কোনো কারণে বহিষ্কার অথবা নীরব বহিষ্কার করা হলে তার উত্তরপত্রের কভার পৃষ্ঠায় প্রথম অংশ না ছিঁড়ে পরিদর্শকের প্রতিবেদনসহ গোপনীয় প্রতিবেদন (বোর্ড কর্তৃক সরবারহকৃত) সঠিকভাবে প্রস্তুত করে বিষয় ও পত্রের পরীক্ষা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উক্ত

www.pathagar.com

পরীক্ষার্থীর উত্তরপত্র আলাদাভাবে প্যাকেট করে প্যাকেটের গায়ে লাল কালি দ্বারা "বহিষ্কৃত উত্তরপত্র" কথাটি লিখে অন্যান্য উত্তরপত্রের ট্রাংক/বাক্সে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের নিকট পাঠাতে হবে।

খ) নীরব বহিষ্কারের ক্ষেত্রে নীরব বহিষ্কারের কারণ সুষ্টভাবে পরিদর্শকের প্রতিবেদনে উল্লেখ থাকতে হবে। নীরব বহিষ্কৃত পরীক্ষার্থীদেরকে সংগত কারণেই পরবর্তী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করার অনুমতি দিতে হবে। তবে পরবর্তী বিষয়ের পরীক্ষায় সে অসদুপায় অবলম্বন না করলেও তার পরবর্তী সকল বিষয়ের উত্তরপত্র কভার পৃষ্ঠার ১ম অংশ না ছিঁড়ে প্রত্যেক বিষয় ও পত্রের পরীক্ষা শেষ হবার পরপরই প্রথম দিনে নীরব বহিষ্কারের বিষয়, পত্র ও কারণ উল্লেখসহ একটি প্রতিবেদনসহ আলাদাভাবে প্যাকেট করে অন্যান্য পরীক্ষার্থীদের উত্তরপত্রের ট্রাংকে/বাক্সে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের নিকট পাঠাতে হবে।

২৪। (ক) পরীক্ষার্থী কর্তৃক নিম্নে বর্ণিত অবৈধ কার্যকলাপ অপরাধ বলে গণ্য হবে :

১) পরীক্ষা কক্ষে ধূমপান করা।

২) পরীক্ষা কক্ষে এদিক-ওদিক তাকান এবং একে অন্যের সঙ্গে কথা বলা।

৩) কেন্দ্র কর্তৃক সরবরাহকৃত প্রশ্নপত্র, উত্তরপত্র ইত্যাদি অন্য কোনে প্রকার লিখিত বা মুদ্রিত যে-কোনো প্রকার দোষণীয় কাগজপত্র সঙ্গে রাখা।

৪) ডেস্কে/বেঞ্চে, হাতে, কাপড়ে বা অন্য কোথাও, পেছনের অথবা পার্শ্বের অথবা সামনের দেওয়ালে অথবা স্কেলে কিছু লিখিত থাকা। পরীক্ষা কক্ষে পরীক্ষার্থীর আসনে কিংবা সামনের/পেছনের/পার্শ্বের দেওয়ালে অথবা স্কেলে কোন কিছু লেখা থাকলে তা পরীক্ষার বিষয়বস্তুর সংগে সম্পর্কিত হলে কর্তব্যরত কক্ষ পরিদর্শক তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সুপারিশ করবেন। এরূপ লেখা হতে পরীক্ষার্থী কিছু লিখে থাকলে দোষণীয় কাগজপত্র হতে নকল করেছে বলে ধরতে হবে, অন্যথায় দোষণীয় কাগজপত্র

www.pathagar.com

সঙ্গে রাখার অপরাধে অপরাধী হবে। এ ক্ষেত্রে যে অংশ নকল করেছে উত্তরপত্রের সে অংশ লাল কালি দ্বারা নিম্নরেখ করতে হবে।

৫) লিথোকোড পরিবর্তন করা।

৬) দোষণীয় কাগজপত্র বা অন্য কিছু দেখে নকল করা, অন্যের সাথে কথা বলে লেখা।

৭) অন্যের লিখিত উত্তরপত্র দেখে নকল করা। এক্ষেত্রে ইচ্ছাকৃতভাবে দেখাচ্ছে প্রমাণিত হলে তার বিরুদ্ধেও সমান শাস্তির সুপারিশ করতে হবে। উভয়ের সংশ্লিষ্ট অংশ লাল কালি দ্বারা নিম্নরেখ করতে হবে।

৮) পরীক্ষা কক্ষে অপরাধ করতে সাহায্য করা।

৯) উত্তরপত্রে প্রশ্নপত্রের সাথে সম্পর্ক বিবর্জিত আপত্তিকর কিছু লেখা অথবা অযৌক্তিক মন্তব্য বা অনুরোধ করা।

১০) কক্ষ পরিদর্শক বা সংশ্লিষ্ট অন্য কোন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে গালাগালি বা ভীতি প্রদর্শন করা।

১১) পরীক্ষা কক্ষে বাধা বিঘ্ন সৃষ্টি করা বা গোলযোগ করা।

১২) দোষণীয় কাগজপত্র কক্ষ পরিদর্শককে না দিয়ে তা নাগালের বাইরে ফেলে দেয়া বা গিলে খাওয়া।

১৩) একই উত্তরপত্রে দুই রকম/দুই ব্যক্তির হাতের লেখা।

১৪) প্রশ্নপত্র বা সাদা উত্তরপত্র বাইরে প্রচার করা।

১৫) পরীক্ষা কক্ষে, কেন্দ্রের প্রাঙ্গণে বা কেন্দ্রের ১০০ মিটারের মধ্যে কোনো কক্ষ পরিদর্শককে বা সংশ্লিষ্ট অন্য কোনো কর্মকর্তা/কর্মচারীকে আক্রমণ করা বা আক্রমণের চেষ্টা করা।

১৬) কক্ষ পরিদর্শকের নিকট উত্তরপত্র দাখিল না করে পরীক্ষা কক্ষ ত্যাগ করা।

১৭) রোল নম্বর পরিবর্তন করা, পরস্পর উত্তরপত্র

www.pathagar.com

বিনিময় করা অথবা অন্যায়ভাবে হস্তক্ষেপ করা।

১৮) কেন্দ্র কর্তৃক সরবরাহকৃত মূল উত্তরপত্রের পাতা পরিবর্তন করা।

১৯) পরীক্ষার্থী কর্তৃক পরীক্ষা ভবনের বাইরে অন্যের দ্বারা লিখিত উত্তরপত্র বা লিখিত অতিরিক্ত উত্তরপত্র দাখিল করা।

২০) মিথ্যা পরিচয় দান করা (মিথ্যা পরিচয় দানকারী ব্যক্তির বিরুদ্ধে পাবলিক পরীক্ষা সংক্রান্ত অপরাধ আইন অনুসারে ব্যবস্থা নিতে হবে)।

২১) নিয়মবহির্ভূতভাবে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করা।

খ) শৃঙ্খলা সম্পর্কিত নিয়মাবলী লঙ্ঘনকারী পরীক্ষার্থীর বিরুদ্ধে বোর্ডের শৃঙ্খলা কমিটি নিম্নবর্ণিত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন :

১) নম্বর অপরাধ : শাস্তিমূলক ব্যবস্থা-ক

২) নম্বর অপরাধ : শাস্তিমূলক ব্যবস্থা-খ

৩) নম্বর অপরাধ : শাস্তিমূলক ব্যবস্থা-খ

৪) নম্বর অপরাধ : শাস্তিমূলক ব্যবস্থা-খ

৫) নম্বর অপরাধ : শাস্তিমূলক ব্যবস্থা-খ

৬) নম্বর অপরাধ : শাস্তিমূলক ব্যবস্থা-গ

৭) নম্বর অপরাধ : শাস্তিমূলক ব্যবস্থা-গ

৮) নম্বর অপরাধ : শাস্তিমূলক ব্যবস্থা-গ

৯) নম্বর অপরাধ : শাস্তিমূলক ব্যবস্থা-গ

১০) নম্বর অপরাধ : শাস্তিমূলক ব্যবস্থা-ঘ

১১) নম্বর অপরাধ : শাস্তিমূলক ব্যবস্থা-ঘ

১২) নম্বর অপরাধ : শাস্তিমূলক ব্যবস্থা-ঘ

১৩) নম্বর অপরাধ : শাস্তিমূলক ব্যবস্থা-ঘ

১৪) নম্বর অপরাধ : শাস্তিমূলক ব্যবস্থা-ঙ

১৫) নম্বর অপরাধ : শাস্তিমূলক ব্যবস্থা-ঙ

www.pathagar.com

১৬) নম্বর অপরাধ : শাস্তিমূলক ব্যবস্থা-ঙ

১৭) নম্বর অপরাধ : শাস্তিমূলক ব্যবস্থা-ঙ

১৮) নম্বর অপরাধ : শাস্তিমূলক ব্যবস্থা-ঙ

১৯) নম্বর অপরাধ : শাস্তিমূলক ব্যবস্থা-ঙ

২০) নম্বর অপরাধ : শাস্তিমূলক ব্যবস্থা-ঙ

২১) নম্বর অপরাধ : শাস্তিমূলক ব্যবস্থা-ঙ

গ. শাস্তিমূলক ব্যবস্থার বিবরণ

১. শাস্তিমূলক ব্যবস্থা-ক: সতর্ক করে দেয়া যাতে পরবর্তীতে এরূপ আচরণ না করে। তবে পুনরাবৃত্তি করলে ঐ বছরের পরীক্ষা বাতিল।

২. শাস্তিমূলক ব্যবস্থা-খ: ঐ বৎসরের পরীক্ষা বাতিল।

৩. শাস্তিমূলক ব্যবস্থা-গ:-ঐ বৎসরের পরীক্ষা বাতিল এবং পরবর্তী বছরের জন্য পরীক্ষা দেবার অনুমতি প্রাপ্ত হবে না।

৪. শাস্তিমূলক ব্যবস্থা— ঘ: ঐ বৎসরের পরীক্ষা বাতিল এবং পরবর্তী দুই বৎসরের জন্য পরীক্ষা দেবার অনুমতি প্রাপ্ত হবে না।

৫. শাস্তিমূলক ব্যবস্থা ঙ ঐ বৎসরের পরীক্ষা বাতিল এবং পরবর্তী তিন বৎসরের জন্য পরীক্ষা দেবার অনুমতি প্রাপ্ত হবে না।

২৫। কলেজ হতে কোনো বিশেষ বৎসরের জন্য কোনো পরীক্ষার্থী বোর্ডের পরীক্ষা দেবার অনুমতি প্রাপ্ত হয় নি, অথচ সে যদি অসদুপায় অবলম্বন করে অন্য কোনো কলেজ হতে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে তবে তার পরীক্ষা বাতিল বলে গণ্য হবে।

২৬। পরীক্ষার্থীর কোনো অপরাধ উপরোক্ত কোনো নিয়মের আওতায় না পড়লে বোর্ডের শৃঙ্খলা কমিটির সুপারিশক্রমে এবং অপরাধের প্রকৃতি অনুসারে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

২৭। ক. কোনো পরীক্ষার্থী, ঐ বৎসরের পরীক্ষা বাতিল হয়ে যাবে এরূপ কোনো অপরাধ করলে তাকে বহিষ্কার

www.pathagar.com

করতে হবে এবং পরবর্তী পত্রের পরীক্ষা আরম্ভ হবার পূর্বে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা পরীক্ষার্থীকে এ সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেবেন।

খ. প্রত্যেক পরীক্ষা-অপরাধের ক্ষেত্রে পরীক্ষার্থীর উত্তরপত্র, প্রবেশপত্র ও এতদসংক্রান্ত দোষণীয় কাগজপত্র এবং সম্পূর্ণ ঘটনার সাক্ষ্য প্রমাণসহ একটি গোপনীয় প্রতিবেদন অতিসত্বর একটি পৃথক সীলমোহরকৃত প্যাকেটে অন্যান্য উত্তরপত্র পাঠানোর সময় পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের দপ্তরে পাঠাতে হবে।

গ. ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কক্ষ পরিদর্শকের নিকট হতে এরূপ প্রত্যেক প্রতিবেদনের সাথে অপরাধ সম্পর্কিত স্পষ্ট উক্তিসহ একখানা বিবৃতি গ্রহণ করবেন। প্রতিবেদনে যতোদূর সম্ভব প্রকৃত ঘটনার সাক্ষ্য-প্রমাণ থাকতে হবে। অস্পষ্ট বা অসম্পূর্ণ প্রতিবেদন গ্রহণযোগ্য হবে না।

ঘ. পরীক্ষার্থীর নিকট হতে প্রাপ্ত দোষণীয় কাগজপত্রের যে অংশ হতে উত্তরপত্রের নকল করা হয়েছে তা উত্তরপত্রে নকল করা অংশ লাল কালি বা লাল বল পেন দিয়ে চিহ্নিত করে অপরিবর্তনীয় অবস্থায় অবশ্যই পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের দপ্তরে পাঠাতে হবে।

ঙ. পরীক্ষার্থীর আসনের আশেপাশে কোনো দোষণীয় কাগপত্র পাওয়া গেলে কক্ষ পরিদর্শক পরীক্ষার্থী কর্তৃক উহা ব্যবহার করা সম্বন্ধে নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত কোনো পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার করবেন না।

চ. ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট হতে প্রতিবেদন পাওয়ার পর পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অভিযুক্ত পরীক্ষার্থীর বিরুদ্ধে কেন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না তা ব্যাখ্যা করার জন্য পত্র দেবেন এবং ব্যাখ্যা প্রদানের জন্য পরীক্ষার্থীকে সাত দিন সময় দেয়া হবে।

ছ. সাতদিন অতিবাহিত হবার পর পরীক্ষার্থীর নিকট হতে ব্যাখ্যা পাওয়া যাক বা না যাক, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অভিযুক্ত পরীক্ষার্থীর আনুষঙ্গিক কাগজপত্র শৃঙ্খলা কমিটিতে পেশ করবেন। শৃঙ্খলা কমিটির সুপারিশ চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

www.pathagar.com

২৮। উত্তরপত্র পুনঃনিরীক্ষা

পরীক্ষার ফল প্রকাশের দিন হতে এক মাসের মধ্যে উত্তরপত্র পুনঃনিরীক্ষণের জন্য যথাযথ ফিসহ আবেদন করা যাবে। উত্তরপত্র পুনঃনিরীক্ষা বলতে উত্তরপত্র পুনঃমূল্যায়ন বোঝাবে না। উত্তরপত্র পুনঃনিরীক্ষণের সময় নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ যাচাই করা হবে :

ক. উত্তরপত্রের অভ্যন্তরে কোনো প্রশ্নের উত্তর পরীক্ষক/প্রধান পরীক্ষক নম্বর না দিয়ে থাকলে তাতে নম্বর দেয়া যাবে।

খ. উত্তরপত্রের অভ্যন্তরে প্রদত্ত নম্বর কভার পৃষ্ঠায় ওঠাতে ভুল করলে তা সংশোধন করা যাবে।

গ. কভার পৃষ্ঠায় ওঠানো নম্বরের যোগফলে কোনো ভুল হলে তা সংশোধন করা যাবে।

ঘ. পরীক্ষক/প্রধান পরীক্ষক কর্তৃক প্রদত্ত নম্বর কোনো অবস্থাতেই সংশোধন করা যাবে না।

ঙ. উত্তরপত্র কোনো অবস্থাতেই পরীক্ষার্থী, তার আত্মীয়স্বজন অথবা অন্য কোনো ব্যক্তিকে দেখানো যাবে না।

২৯। রেকর্ডপত্র সংরক্ষণ

ক. পরীক্ষার্থীদের অন্তর্ভুক্তিকরণ ফরম (দাখিলা ফরম), স্বাক্ষর লিপি, মূল উত্তরপত্র, ব্যবহারিক উত্তরপত্র, মার্কশীটের মুড়িপত্র, বহিষ্কৃত পরীক্ষার্থীদের উত্তরপত্র ও পরীক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় নথি পরীক্ষার ফল প্রকাশের পর হতে সর্বোচ্চ (৬) মাস পর্যন্ত সংরক্ষণ করতে হবে।

খ. উত্তরপত্র পুনঃনিরীক্ষণের ফল প্রকাশের পর ৩ (তিন) মাস পর্যন্ত পুনঃনিরীক্ষিত উত্তরপত্র সংরক্ষণ করতে হবে।

গ. টেবুলেশন বই মূল রেকর্ড বই হিসেবে আজীবন সংরক্ষিত থাকবে।[১]

---

১ উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট পরীক্ষা সংক্রান্ত নীতিমালা, ১৯৯৯, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড, ঢাকা। পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক প্রফেসর মোঃ আতাউর রহমান-এর স্বাক্ষরে তা দেশের সকল পরীক্ষাকেন্দ্রে পাঠানো হয়েছিল

www.pathagar.com

পরীক্ষায় দুর্নীতি রোধে ১৯৯৮ সালের ২৩ দফা

বাংলাদেশে পাবলিক পরীক্ষা দুর্নীতি ও নকল প্রতিরোধে ১৯৯৮-৯৯ সালের শিক্ষা বছরে কতকগুলো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় যা দ্রুত কার্যকর ভূমিকা পালন করে। বিশেষ করে প্রতি বছর পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে যাওয়ার ঐতিহ্যে ১৯৯৮ এবং ১৯৯৯ সালে এসে প্রথমবারের মতো ব্যতিক্রম ঘটে। এ দু'বছর প্রশ্নপত্র ফাঁস হয় নি। পরীক্ষা সংক্রান্ত ঘটনাবলীতে এ ব্যবস্থা ছিল যুগান্তকারী। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের গৃহীত ১৯৯৮ সালের পরীক্ষা সংক্রান্ত ২৩ দফা ছিল নিম্নরূপ :

১. পরীক্ষা পদ্ধতিকে কম্পিউটারাইজ করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয় এবং সে অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। ফলে নিরপেক্ষভাবে এবং দ্রুততার সাথে পরীক্ষার ফলাফল প্রদান প্রক্রিয়া চালু হয়।

২. প্রতিটি বোর্ডে পর্যায়ক্রমে নকল প্রতিরোধের উপায় উদ্ভাবন ও জনমত গড়ার উদ্দেশ্যে কর্মশালা করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

৩. ভাল ভাল কলেজে পরীক্ষায় নকল প্রবণতা রোধকল্পে ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠানের বিষয়ে ব্যবস্থা নিতে বোর্ডকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

৪. ভিন্ন ভিন্ন প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে পরীক্ষা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয় এবং সকল বোর্ডের প্রশ্নপত্রের মধ্যে গুণগতমানও বজায় রাখা হয়। বিভিন্ন বোর্ড থেকে শিক্ষক নিয়োজিত করে মোট ৩০ সেট প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করা হয়। পরে প্রশ্নপত্রগুলো মডারেট করার পর দৈবচয়ন পদ্ধতির মাধ্যমে বিভিন্ন বোর্ডের জন্য প্রশ্নপত্র নির্বাচন করা হয়

৫. সকল কলেজ এবং মাদ্রাসায় ভর্তিকৃত ছাত্র-ছাত্রীদের মার্কসীট বোর্ড থেকে মিলিয়ে দেখার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। নির্দেশ অমান্যকারী প্রতিষ্ঠানের বেতনের সরকারী অংশ বন্ধ রাখার বিধান করা হয়। এ পদ্ধতির ফলে অনেক ভুয়া মার্কশীট সনাক্ত করা সম্ভব হয়।

৬. পরীক্ষা কেন্দ্রে গোলমাল সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে আইনানুযায়ী দণ্ড প্রদানের জন্য প্রশাসন ও সংশ্লিষ্ট বোর্ডসমূহকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়।

৭. পরীক্ষায় নকলে সহায়তাদানকারী এবং নকল প্রতিরোধ করতে অপারগতার জন্য শিক্ষকদের বিরুদ্ধে সাথে সাথে

www.pathagar.com

ব্যবস্থা নিতে বলা হয়। শিক্ষকদের বেতন ভাতার সরকারী অংশ প্রদান বন্ধসহ প্রয়োজনবোধে ফৌজদারী মোকদ্দমা দায়ের করে শাস্তির ব্যবস্থা করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। সংশ্লিষ্ট বোর্ডসমূহকেও এ বিষয়ে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করার নির্দেশ দেয়া হয়।

৮. প্রাইভেট কলেজে সীমানা প্রাচীর না থাকলে পরীক্ষা কেন্দ্র বাতিল করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

৯. নকল প্রতিরোধ অথবা গোলমালে বাধা প্রদান অথবা প্রতিরোধের সময় আহত বা ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষক ও ম্যাজিস্ট্রেটদের চিকিৎসা ব্যয় অথবা ক্ষতিপূরণ বা পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য সকল বোর্ডের প্রতি নির্দেশ দেয়া হয়।

১০. প্রচলিত প্রশ্নপত্রের ধারা ও নকল বন্ধ করার নিমিত্ত সৃজনশীল ও বিভিন্ন ধরনের প্রশ্নের মাধ্যমে পরীক্ষা নেওয়ার প্রয়োজনে *Analytical* প্রশ্ন করে ২০০২ সালের মধ্যে পরীক্ষা নেয়ার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়, যাতে বই খুলেও নকল করার সুযোগ না থাকে এবং এ ধরনের নতুন প্রশ্নে ছাত্রদেরকে অভ্যস্ত করে তোলার ব্যবস্থা নিতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নির্দেশ প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। সকল বোর্ড, টেকস্ট বুক বোর্ড এবং মহাপরিচালক (মাউশি) যৌথভাবে এ বিষয়ে ব্যবস্থা নেবে বলে ঘোষণা করা হয়।

১১. পরীক্ষার্থীদের কলেজ বদল করে পরীক্ষা অর্থাৎ এক কলেজের পরীক্ষার্থীকে অন্য কলেজের কেন্দ্রে পরীক্ষা নেয়ার ব্যবস্থা করা হয়। যেখানে একাধিক কেন্দ্র আছে সেখানে পর্যায়ক্রমে সারা দেশে এ ব্যবস্থা কার্যকর করা হবে ঘোষণা করা হয়। সকল বোর্ডসমূহ এ বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করে। মহানগর ও জেলা শহরগুলোতে এ ব্যবস্থা কার্যকর শুরু হয়। পর্যায়ক্রমে সারা দেশে এ ব্যবস্থা কার্যকর করা হবে বলে ঘোষণা করা হয়।

১২. ১৯৯৮ সালে এইচএসসি পরীক্ষার অবস্থা সরেজমিনে প্রত্যক্ষ করা এবং এর বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তুলতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় দৈনিকের সাংবাদিকসহ একটি ভিজিলেন্স টীম গঠন করে কুমিল্লা, ময়মনসিংহ এবং ঢাকায় পরীক্ষা কেন্দ্রগুলোতে পাঠিয়েছিল। পত্র-পত্রিকায় তাঁদের প্রকাশিত রিপোর্ট অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রগুলোর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

www.pathagar.com

১৩. ১৯৯৮ সনে চট্টগ্রামের মিরেশ্বরাই ও সীতাকুণ্ডে এসএসসি পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা ঘটে। উক্ত ঘটনা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হওয়ার সাথে সাথে এ বিষয়ে সরকার কর্তৃক দু'টি কমিটি গঠিত হয়। কমিটির রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে সমস্ত ঘটনা উদ্‌ঘাটিত হয় এবং আসামীগণ গ্রেপ্তার হয়। উক্ত মামলা বিচারাধীন থাকে। ভুয়া প্রশ্নপত্র না ছাপানোর আইন থাকা সত্ত্বেও যেসব পত্রিকায় প্রশ্নপত্র ছাপা হয়েছিল সেসব পত্রিকার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছিল। এ মামলাগুলি বিচারাধীন আছে।

প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার সাথে সাথে সরকার কর্তৃক তথ্য বিবরণীর মাধ্যমে সংবাদদাতাকে ৫ লক্ষ টাকা পুরস্কার প্রদানের ঘোষণা দেয়া হয়। তদন্তে জানা যায় যে, বিজি প্রেসের কতিপয় কর্মচারীর যোগসাজসে এসএসসি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছিল। সে প্রেক্ষিতে বিজি প্রেসের নিরাপত্তা জোরদার করার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়কে ব্যবস্থাদি গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করা হয়।

১৪. বিজিপ্রেসের যে অংশে পরীক্ষার প্রশ্নপত্র মুদ্রণ ও সংরক্ষণ করা হয় সেখানে *Close Circuit T.V. Camera* স্থাপন করে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দ্বারা সার্বক্ষণিক *Monitoring*-এর ব্যবস্থা রু হয়। সে অনুযায়ী যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা হয়।

১৫. প্রশ্নপত্র গণনা ও প্যাকেটজাতকরণের কাজ আধুনিক যন্ত্রের সাহায্যে করানোর ব্যবস্থা শুরু করা হয়। যন্ত্রপাতিও সংগ্রহ করা হয়।

১৬. কম্পিউটার কম্পোজের কাজ সমাপ্ত হওয়ার পর *PC* থেকে *Material* মুছে ফেলার কাজ খুব দ্রুত সমাধা করা এবং *Plate*-গুলো অনির্দিষ্টকালের জন্য স্তূপীকৃত না করে একজন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার উপস্থিতিতে ও তত্ত্বাবধানে সেগুলো যথাশীঘ্রসম্ভব বিনষ্ট করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এই বিনিষ্টকরণের কাজের পূর্ণ বিবরণ তাৎক্ষণকিভাবে একটি রেজিস্টারে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার স্বাক্ষরে লিপিবদ্ধ করার ব্যবস্থা রাখা হয়।

১৭. বিজি প্রেসের যে অংশে বোর্ডসমূহের পরীক্ষার প্রশ্নপত্র রাখা হয় সে অংশগুলোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরো জোরদার করার প্রয়োজনে প্রেসের গোপনীয় শাখায় যেখানে প্রশ্নপত্র মুদ্রণ ও প্যাকেটজাত করা হয় সে এলাকাটি, 'ডবল

www.pathagar.com

প্রটেকটেড' করার জন্য দু'টি দেয়াল থাকা আবশ্যক হওয়ায় এবং ট্রেজারীর ন্যায় 'ডবল লক' সিস্টেম চালু করার প্রস্তাব থাকায় তা বাস্তবায়নাধীন থাকে।

১৮. প্রশ্নপত্র মুদ্রণ ও প্যাকেটজাতকরণের কাজে নিয়োজিত শ্রমিকদের গোপনীয় শাখায় প্রবেশের সময় পকেটবিহীন পোশাক পরিধান করার ব্যবস্থা করা।

১৯. প্রশ্নপত্র মুদ্রণ ও প্যাকেটজাতকরণের কাজে নিয়োজিত শ্রমিক এবং সংশ্লিষ্টদের 'চেকিং'-এর ব্যবস্থা জোরদার করা হয়। বিশেষ করে গোপনীয় শাখায় প্রবেশ ও বহির্গমনের সময় তাদের দেহ তল্লাশী করার ব্যবস্থা করা হয়। প্রবেশ ও বহির্গমন রেজিস্টার সংরক্ষণ করা হয়। কে, কতবার, কি প্রয়োজনে বের হ'ল তার বিবরণ লেখা এবং এ কাজে দায়িত্বপ্রাপ্ত সুপারভাইজারকে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে প্রতিদিন রিপোর্ট করার ব্যবস্থা করা হয়।

২০. প্রশ্নপত্র মুদ্রণ ও প্যাকেটজাতকরণের সময় 'চেকিং-এর কাজটি বিজি প্রেসের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের দ্বারা সম্পন্ন করা হতো যার ফলে সুষ্ঠুভাবে 'চেকিং' কাজটি সমাধা করা হতো না। এ কাজটি পুলিশ, এনএসআই, স্পেশাল ব্রাঞ্চের সদস্যদের উপস্থিতিতে করার জন্য সিদ্ধান্ত মোতাবেক বর্তমানে পুলিশ বাহিনীর সদস্য উপস্থিত থাকে।

২১. প্রশ্নপত্র মুদ্রণ ও প্যাকেটজাতকরণের কাজে নিয়োজিত বিজি প্রেসের সংশ্লিষ্ট কর্মচারীগণ পরীক্ষা শেষ না হওয়া পর্যন্ত কর্মস্থল ত্যাগ করতে পারবেন না এই মর্মে অফিস জারী করা হয়। বিজি প্রেসের কর্মচারীগণ পরীক্ষা শেষ না হওয়া কর্মস্থল বর্তমানে ত্যাগ করতে পারে না। তদানুযায়ী বিজি প্রেস নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করেছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ বোর্ডসমূহে এই প্রেসের কর্মচারীদের বিরতিহীনভাবে সকাল ৭ টা থেকে রাত ১২টা পর্যন্ত কাজের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য সরবরাহের টাকা যোগান দিচ্ছে।

ফলে ১৯৯৯ সালে এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার ঘটনা ঘটে নি।

২২. মন্ত্রণালয়ে গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক পরীক্ষায় নকল প্রবণতা রোধকল্পে জনমত গড়ার লক্ষ্যে ৩ মিনিটের একটি স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণ করে টেলিভিশনে প্রচার করা হয়েছিল। তাছাড়া পরীক্ষার্থী, অভিভাবক, সুশীল সমাজে এবং শিক্ষকদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে পরীক্ষা

www.pathagar.com

চলাকালীন সময়ে সচেতন করার জন্যে শ্লোগান টেলপ আকারে বেতার ও টেলিভিশনে প্রচার করা হয়।

২৩. পাবলিক পরীক্ষা শুরু হওয়ার পূর্বে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাসহ পরীক্ষায় দুর্নীতিতে সহায়তা ও অংশগ্রহণকারীদের বিরুদ্ধে পাবলিক পরীক্ষা আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য সচিব মহোদয়ের তরফ থেকে আধা সরকারী পত্রের মাধ্যমে জেলা প্রশাসক ও বোর্ডসমূহকে অনুরোধ করা সংক্রান্ত চিঠি পরীক্ষার পূর্বে নিয়মিত দেয়া অব্যাহত থাকে।[১]

পরীক্ষা সংক্রান্ত পাঁচটি উপানুষ্ঠানিক পত্র

বাংলাদেশে পাবলিক পরীক্ষা সংক্রান্ত পাঁচটি পত্রের মধ্যে এখানে প্রথম পত্রটি নীতিনির্ধারণী। বোর্ডের চেয়ারম্যানদের উদ্দেশে পত্রটি লিখেছিলেন ১৯৯৫ সালের শিক্ষাসচিব। চিঠিতে নীতিনির্ধারণী যে ভাষ্য রয়েছে তাতে বোঝা যায়, ক্যাডেট কলেজ পরীক্ষাকেন্দ্রে এর পূর্বে বাইরের স্কুল কলেজের শিক্ষকরা দায়িত্ব পালন করতে পারতেন না। ক্যাডেট কলেজের শিক্ষকরাও যেতেন না বাইরের কলেজে। ১৯৯৫ সাল থেকে এ রীতিতে ব্যত্যয় ঘটানো হয়েছে। প্রথম পত্রটি সেই সাক্ষ্যই বহন করছে।

দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পত্রটি একরকম গতানুগতিক ঐতিহাসিক পত্র।

বাংলাদেশে যে-কোনো পাবলিক পরীক্ষা শুরু হলেই জেলা প্রশাসকদের কাছে শিক্ষা সচিবের একটি আনুষ্ঠানিক উপানুষ্ঠানিক পত্র লেখার রীতি রয়েছে। পত্রে গতানুগতিক কথাবার্তাই, যা পূর্ববর্তী বৎসরেও বলা হয়েছে, তা-ই পুনরাবৃত্তি করা হয়ে থাকে। তবু এখানে দু'টি উপানুষ্ঠানিক পত্র যার একটি ১৯৯৫ সালে শিক্ষা সচিব মোঃ ইরশাদুল হক লিখেছিলেন, অন্যটি ১৯৯৮ সালে লিখেছিলেন শিক্ষা সচিব কাজী রকিবউদ্দিন আহমদ।

এ ধরনের পত্র একটি রেওয়াজ হলেও ১৯৯৫ সালের পত্রটির সঙ্গে পার্থক্য রয়েছে ১৯৯৮ সালের পত্রটির। কারণ ১৯৯৮ সালের এস.এস.সি. পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছিল। ফলে তার অল্প কিছুদিন পরে এইচ.এস.সি. পরীক্ষার পটভূমিতে এ বিষয়ে চিহ্নিত অঙ্কিত সতর্কতা অবলম্বন করার কথা রয়েছে। দেখুন দ্বিতীয় এবং তৃতীয় নম্বর পত্র।

চতুর্থ পত্রে রয়েছে প্রশ্নপত্র ছাপানো এবং তার পরবর্তী সতর্কতা অবলম্বন প্রসঙ্গে। এটি সরকারি বিজি প্রেসকে কেন্দ্র করে। ১৯৯৮ সালে এস.এস.সি. পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার বিষয়ে তদন্তে দেখা গিয়েছিল তার পুরোটাই ঘটেছিল বিজি প্রেস থেকে।

---

১ জাতীয় সংসদের শিক্ষা মন্ত্রণালয় বিষয়ক স্থায়ী কমিটিতে উপস্থাপিত, অক্টোবর ১৯৯৮

www.pathagar.com

বাংলাদেশে পাবলিক পরীক্ষার দুর্নীতি কোন পর্যায়ে পৌঁছেছে তার সাক্ষ্য রয়েছে পঞ্চম পত্রটিতে। এবার প্রশ্ন নয়, পরীক্ষার হলের নকলও নয়, পরীক্ষার ভুয়া নম্বরপত্র, এমনকি সনদপত্র পর্যন্ত জাল হয়ে যাওয়ার প্রমাণপত্র চিঠিটি। এই চিঠিতে শিক্ষা সচিব জরুরিভাবে স্বরাষ্ট্র সচিবকে এই বিষয়ে সংঘবদ্ধ দলের বিরুদ্ধে তৎপরতার আহ্বান জানিয়েছেন।

পরীক্ষা সংক্রান্ত ইতিহাসের ধারাবাহিক আলোচনার চিঠি পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ :

পত্র নং- ১

সচিব
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

নং-শাঃ ১০/বিবিধ ১৪-২৩/৯৪/৭০ তারিখ: ২৫/০১/৯৫ইং

প্রিয় চেয়ারম্যান,

আপনি নিশ্চয়ই অবহিত আছেন যে, সরকার দেশের এস.এস.সি. পরীক্ষাসমূহ সুষ্ঠু, দুর্নীতিমুক্ত ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠানের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছেন। এতদুদ্দেশ্যে এক স্কুল/কলেজের পরীক্ষার্থীদের অন্য স্কুল/কলেজে স্থাপিত কেন্দ্রে পরীক্ষা দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যে সব কেন্দ্রে একাধিক স্কুল/কলেজ নেই সে সমস্ত ক্ষেত্রে পরীক্ষার্থীদের নিজস্ব স্কুল/কলেজের শিক্ষকগণ যাতে তাদের নিজস্ব ছাত্র/ছাত্রীদের পরীক্ষার হলে পরিদর্শকের দায়িত্ব পালন না করেন সে ব্যাপারেও নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

এই নিয়মানুসারে দেশের ক্যাডেট কলেজগুলোতে স্থাপিত কেন্দ্রেও বাইরের স্কুল/কলেজের শিক্ষকগণকে পরিদর্শকের দায়িত্ব পালনে নিযুক্ত করতে হবে এবং ক্যাডেট কলেজের শিক্ষকদের ক্যাডেট কলেজগুলোর বাইরের কোনো এস.এস.সি. এবং এইচ.এস.সি. পরীক্ষা কেন্দ্রে পরিদর্শক হিসাবে নিয়োগ করা যেতে পারে, তবে ক্যাডেট কলেজের শিক্ষকগণ ক্লাসে ব্যস্ত থাকার কারণে বাইরে যাওয়া সম্ভব না হলে তাদেরকে অব্যাহতি দেয়া যেতে পারে।

বর্ণিত অবস্থায় দেশের সকল ক্যাডেট কলেজে স্থাপিত এস.এস.সি. এবং এইচ.এস.সি. পরীক্ষা কেন্দ্রে বাইরের

www.pathagar.com

স্কুল/কলেজের পরিদর্শক এবং বাইরের স্কুল/কলেজের এস.এস.সি. এবং এইচ.এস.সি. পরীক্ষা কেন্দ্রে ক্যাডেট কলেজের শিক্ষকদের নিয়োগ করার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

শুভেচ্ছান্তে,

আন্তরিকভাবে আপনার,
(মোঃ ইরশাদুল হক)
সচিব।

চেয়ারম্যান
মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড

www.pathagar.com

পত্র নং- ২

সচিব
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

উপানুষ্ঠানিক পত্র নং শিম/শাঃ১৬/কেন্দ্র-১/-৯৪/৩৬৯-শিক্ষা তাং ২২-৩-৯৫ইং
০৮-১২-০১ বাং

প্রিয় জেলা প্রশাসক,

আপনি অবগত আছেন যে, আগামী ৬-৪-৯৫ ইং তারিখ হইতে সারাদেশব্যাপী বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে দাখিল পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। এই পরীক্ষায় ২৭২টি কেন্দ্রে প্রায় ৭০,০০০ পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করবে। মাদ্রাসা শিক্ষার ছাত্র/ছাত্রীদের শিক্ষা জীবনের প্রথম পাবলিক পরীক্ষা হিসাবে দাখিল পরীক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। সে কারণে দুর্নীতিমুক্ত পরিবেশে এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়া বাঞ্ছনীয় বলে সরকার মনে করেন।

২। জেলা প্রশাসক হিসাবে আপনার এলাকাস্থ পরীক্ষা কেন্দ্রগুলির নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার সার্বিক দায়িত্ব আপনার উপর অর্পণ করা হয়েছে। পরীক্ষা কেন্দ্রগুলির আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ তথা দুর্নীতিমুক্ত পরিবেশে সুশৃঙ্খলভাবে পরীক্ষা অনুষ্ঠান নিশ্চিত করার জন্য আপনাকে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করতে হবে। তাই সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা পরিচালনার জন্য আপনাকে অন্যান্যের মধ্যে নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করছি।

২.১ পরীক্ষা পরিচালনায় কোনো কেন্দ্রে কোনো কারণে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটলে কিংবা ব্যাপক দুর্নীতি সংঘটিত হলে বোর্ডের চেয়ারম্যানের সাথে পরামর্শক্রমে ঐ কেন্দ্রের চলতি পরীক্ষা বাতিল এবং ভবিষ্যতের জন্য ঐ পরীক্ষাকেন্দ্র বাতিল করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

২.২ পরীক্ষা পরিচালনায় কোনো কেন্দ্র সচিব, হল তত্ত্বাবধায়ক

www.pathagar.com

কিংবা পরিদর্শক কোনোরূপ অসদাচরণ কিংবা অবহেলা প্রদর্শন করলে তার বিরুদ্ধে কঠোর বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আপনি তাৎক্ষণিভাবে শিক্ষা বিভাগে সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন পেশ করবেন। উল্লেখ্য যে, কোনো মাদ্রাসার ছাত্র/ছাত্রী পরীক্ষায় দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করলে সেই মাদ্রাসার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে এবং কোনো শিক্ষক/কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করলে কিংবা প্রশ্রয় দিলে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

২.৩ পরীক্ষাকেন্দ্রে পরিদর্শন ব্যবস্থা বস্তুনিষ্ঠভাবে নিরপেক্ষ করার লক্ষ্যে কোনো পরীক্ষাকেন্দ্রের পরীক্ষার্থীদের সংশ্লিষ্ট মাদ্রাসার শিক্ষকরা ঐ কেন্দ্রে পরিদর্শকের দায়িত্ব পালন করতে পারবেন না। এতদ্‌উদ্দেশ্যে কোনো শিক্ষককে যাতে কোনো অবস্থাতে তার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরীক্ষার্থীদের পরিদর্শনের দায়িত্ব পালনে নিয়োজিত না হতে হয় হয় তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পরীক্ষা পরিদর্শন ব্যবস্থা চক্রাকারে বিন্যস্ত করতে হবে। অর্থাৎ "ক" কেন্দ্রের পরীক্ষার্থীদের সংশ্লিষ্ট শিক্ষকগণ, "খ" কেন্দ্রে পরিদর্শক হিসাবে নিয়োজিত হবেন, এবং "খ" কেন্দ্রের পরীক্ষার্থীদের সংশ্লিষ্ট শিক্ষকগণ, "গ" পরীক্ষা কেন্দ্রে পরিদর্শকের দায়িত্ব পালন করবেন। অনুরূপভাবে "গ" কেন্দ্রের পরীক্ষার্থীদের সংশ্লিষ্ট শিক্ষকগণ, "ক" পরীক্ষা কেন্দ্রে পরিদর্শকের দায়িত্ব পালন করবেন। জেলা প্রশাসকগণ নিজ নিজ জেলার কেন্দ্র সচিবদের সাথে আলোচনাক্রমে উপরোক্ত নীতির ভিত্তিতে পরীক্ষা পরিদর্শন ব্যবস্থা বিন্যস্ত করবেন।

২.৪ যেহেতু পরিদর্শকগণ বহিরাগত শিক্ষক হবেন সেহেতু তাদের নিরাপত্তার স্বার্থে পরীক্ষাকেন্দ্রে অসৎ উপায় সম্পর্কে প্রকাশ্যভাবে কোনো পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার কিংবা কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের পরিবর্তে পরীক্ষা চলাকালে অসৎ উপায় অবলম্বনকারী পরীক্ষার্থীর রোল নম্বর টুকে রেখে পরীক্ষা শেষ হওয়ার অব্যহতির পর পরই কেন্দ্র সচিব যেন অসৎ উপায়ের ঘটনা লিখিতভাবে মাদ্রাসা বোর্ডকে জানান তার নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে।

২.৫ পরীক্ষাকেন্দ্রসমূহে নিয়ম শৃঙ্খলা সংরক্ষণ ও

www.pathagar.com

দুর্নীতিমুক্ত পরিবেশ বজায় রাখতে প্রতিটি কেন্দ্রের জন্য একটি করে ভিজিলেন্স টিম গঠন করবেন। এসব টিম কোনো অনিয়ম, অবহেলা কিংবা কোনো ব্যত্যয় অবলোকন করলে তাৎক্ষণিকভাবে তা আপনার গোচরীভূত করবে। আপনি কাল বিলম্ব না করে সেই সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

২.৬ পরীক্ষাকেন্দ্রের ২০০ গজের মধ্যে জনসাধারণের প্রবেশ সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করবেন এবং ফৌজদারি কার্যবিধির ১৪৪ ধারার সঠিক প্রয়োগ নিশ্চিত করবেন।

২.৭ যে সকল কেন্দ্রে নকল প্রবণতা বেশি কিংবা ছাত্র সংখ্যা অত্যধিক সেই সকল কেন্দ্রে পর্যাপ্ত পুলিশ ও প্রয়োজনবোধে আধা সামরিক বাহিনী মোতায়েনের ব্যবস্থা করবেন।

২.৮ হল পরিদর্শকগণ পরীক্ষা পরিচালনার নিয়মাবলী যথাযথভাবে পালন করছে কিনা সেদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখবেন। প্রয়োজনে পরীক্ষা কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গের কর্তব্যে অবহেলার জন্য তাৎক্ষণিক প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

২.৯ প্রশ্নপত্র গ্রহণের পর হতে পরীক্ষা শেষ হওয়া অবধি প্রশ্নপত্র নিরাপদ হেফাজতের জন্য কঠোর নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

৩.০ প্রশ্নপত্রের বিবরণী সংবলিত গোপনীয় খাম কেন্দ্রে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার হস্তগত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে ছক অনুযায়ী প্রশ্নপত্রের সংখ্যা ঠিক আছে কিনা, তা অবশ্যই যাচাই করতে হবে। কেন্দ্রের ছাত্র সংখ্যার সাথে প্রশ্নপত্রের সংখ্যার বা বিবরণীর কোনো তারতম্য বা অসংগতি পরিলক্ষিত হলে অবিলম্বে বোর্ডকে তা অবহিত করবেন।

৩.১ প্রশ্নপত্রের দৈনন্দিন ব্যবহার সংক্রান্ত নির্দেশিকা সঠিকভাবে অনুসরণ করবেন। প্রশ্নপত্র খোলা এবং খোলার পর পুনরায় সীলগালা করার সময় ট্রেজারি অফিসার/থানা নির্বাহী অফিসারগণ যাতে কঠোর নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন তা নিশ্চিত করবেন।

www.pathagar.com

৩। আশা করি আপনার ও আপনার সহকর্মীদের নিবিড় তদারকি ও তত্ত্বাবধানের মাধ্যমে আপনার জেলা ও অধীনস্থ থানাসমূহের পরীক্ষা কেন্দ্রসমূহে সুষ্ঠু ও দুর্নীতিমুক্ত পরিবেশে পরীক্ষা অনুষ্ঠান নিশ্চিত করবেন।

শুভেচ্ছান্তে,

একান্তভাবে আপনার,
(মোঃ ইরশাদুল হক)
সচিব
শিক্ষা মন্ত্রণালয়

জেলা প্রশাসক
সকল জেলা

www.pathagar.com

পত্র নং- ৩

সচিব

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ঢাকা

উপানুষ্ঠানিক পত্র নং-শিম/শাঃ১০/পরীক্ষা (এইচ.এস.সি.) ১/৯৮/২৭৮ (৬৪) তারিখ ১৩.০৫.৯৮ ইং

প্রিয় জেলা প্রশাসক,

আপনি অবহিত আছেন যে, আগামী ২৮ মে/৯৮ খৃঃ থেকে সারা দেশে ৫টি শিক্ষা বোর্ডের আওতায় একযোগে এবং অভিন্ন প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে ১৯৯৮ সনের এইচ.এস.সি. পরীক্ষা এবং মাদ্রাসা বোর্ডের আওতায় আলিম ও ফাযিল পরীক্ষা শুরু হচ্ছে। পাবলিক পরীক্ষা পরিচালনা সংক্রান্ত জেলা কমিটির প্রধান হিসেবে এ ব্যাপারে অন্যান্য বছরের ন্যায় আপনার প্রশাসন ইতোমধ্যেই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে বলে আমি বিশ্বাস করি।

২. আপনি লক্ষ করে থাকবেন, বেশ কয়েকটি জেলায় সংরক্ষিত স্থান থেকে ইতোপূর্বে প্রশ্নপত্র গ্রহণ কালে অসতর্কতাবশত দিনের নির্ধারিত বিষয়ের বদলে ভিন্ন দিনের ভিন্ন বিষয়ের প্রশ্নপত্র পরীক্ষার্থীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে। পাবলিক পরীক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট দায়িত্ব সচেতন কর্মকর্তা ও শিক্ষকদের এরূপ অসতর্ক আচরণ খুবই দুঃখজনক।

৩. আপনি আরও লক্ষ করে থাকবেন, চলতি বছর এস.এস.সি. পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসকে কেন্দ্র করে সারা দেশের লক্ষ লক্ষ পরীক্ষার্থী এবং অভিভাবক এক দারুণ উৎকণ্ঠার মধ্যে সময় অতিবাহিত করেছে। প্রশ্নপত্র ফাঁসের সুযোগ নিয়ে এক শ্রেণীর দুষ্কৃতিকারী ভুয়া প্রশ্নপত্র তৈরি ও বিক্রি করে অবৈধভাবে লাভবান হয়ে কোমলমতি পরীক্ষার্থীদের সাথে প্রতারণা করেছে। সামগ্রিকভাবে বিষয়টি গোটা শিক্ষা প্রশাসনের এবং পাবলিক পরীক্ষা ব্যবস্থার উপর বিরূপ প্রভাব ফেলেছে।

www.pathagar.com

৪. উপরি-উক্ত পরিস্থিতিতে আসন্ন এইচ.এস.সি. ও আলিম/ফাযিল পরীক্ষা অনুষ্ঠানকালে অন্যান্য বিষয়ের সাথে নিম্নোক্ত বিষয় সম্পর্কে সংশ্লিষ্টদের পূর্বাহ্নে বিশেষভাবে সতর্ক করে দেয়ার জন্য আপনাকে অনুরোধ করছি :

(ক) প্রশ্নপত্রের নিরাপত্তা বিষয়ক :

(১) বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত পাবলিক পরীক্ষা পরিচালনা সংক্রান্ত বিধি/নিয়ম সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সকলকে পুরোপুরিভাবে অবহিত হতে হবে এবং প্রতিটি অনুশাসন কঠোরভাবে প্রতিপালন করতে হবে।

(২) সংরক্ষিত স্থান থেকে প্রশ্নপত্র গ্রহণের সময় কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, কেন্দ্র সচিব এবং যাদের কাস্টডিতে (ট্রেজারি/থানা/ব্যাংক) প্রশ্ন থাকে তার প্রধানকে অবশ্যই ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত থেকে প্রশ্নপত্রের দৈনন্দিন ব্যবহার সংক্রান্ত নির্দেশিকা (সেট) যাতে সঠিকভাবে অনুসরণ করা হয় তা নিশ্চিত করতে হবে। তাছাড়া প্রশ্নপত্রের ট্রাঙ্ক খোলা এবং উহা পুনরায় সীলগালা করার সময় ও থানা নির্বাহী অফিসার/ট্রেজারি অফিসার/দায়িত্বপ্রাপ্ত ম্যাজিস্ট্রেটকে কঠোর সতর্কতা ও নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(৩) প্রশ্নপত্রের বিবরণী সংবলিত গোপনীয় খাম কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার হস্তগত হওয়ার পর ছক অনুযায়ী প্রশ্নপত্রের সংখ্যা ঠিক আছে কিনা, তা অবশ্যই যাচাই করতে হবে। কেন্দ্রের ছাত্র সংখ্যার সঙ্গে প্রশ্নপত্রের সংখ্যার বা বিবরণীর কোনো তারতম্য কিংবা অসংগতি পরিলক্ষিত হলে তাৎক্ষণিকভাবে তা সংশ্লিষ্ট বোর্ডকে অবহিত করতে হবে। তবে পরীক্ষার দিনের পূর্বে কোনো অবস্থাতেই প্রশ্নপত্র মিলানোর অজুহাতে প্রশ্নপত্রের ট্রাংক খোলা যাবে না;

(৪) প্রশ্নপত্র গ্রহণ করার পর থেকে পরীক্ষা শেষ হওয়া অবধি প্রশ্নপত্রের নিরাপদ হেফাজতের জন্য কঠোর নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে;

(খ) আইন শৃঙ্খলা বিষয়ক :

(১) পরীক্ষাকেন্দ্রের ২০০ গজের মধ্যে জনসাধারণের প্রবেশ

www.pathagar.com

সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করার জন্য সি, আর,পি, সি-র ১৪৪ ধারার প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে;

(২) যে সমস্ত কেন্দ্রে নকল প্রবণতা বেশি কিংবা ছাত্র সংখ্যা অত্যধিক সেই সকল কেন্দ্রে পর্যাপ্ত পুলিশ ও প্রয়োজনবোধে আধা সামরিক বাহিনী মোতায়েনের ব্যবস্থা করতে হবে।

(৩) পরীক্ষার প্রাক্কালে কোনো শ্রেণীর দুষ্কৃতিকারী যাতে প্রশ্ন ফাঁসের গুজব তুলে ভুয়া প্রশ্নপত্র তৈরি ও বিক্রয়ের মাধ্যমে অবৈধভাবে লাভবান কিংবা পরীক্ষার্থীদের প্রতারণা করতে না পারে সে ব্যাপারে বিশেষ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। অনুরূপ অপরাধকারীর বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিকভাবে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে হবে।

(৪) পরীক্ষা পরিচালনার সময় কোনো কেন্দ্রে কোনো কারণে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটলে কিংবা ব্যাপক দুর্নীতি সংঘটিত হলে বোর্ডের চেয়ারম্যানের সাথে পরামর্শক্রমে উক্ত কেন্দ্রের চলতি পরীক্ষা বাতিল এবং ভবিষ্যতের জন্য উক্ত পরীক্ষাকেন্দ্র বাতিল করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

(৫) পরীক্ষা পরিচালনায় কোনো ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, হল তত্ত্বাবধায়ক কিংবা হল পরিদর্শক কর্তব্য পালনে কোনোরূপ অবহেলা করলে তাঁদের বিরুদ্ধে কঠোর বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আপনি তাৎক্ষণিকভাবে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন প্রেরণ করবেন।

(৬) পরীক্ষাকেন্দ্রে পরিদর্শন ব্যবস্থা বস্তুনিষ্ঠভাবে নিরপেক্ষ করার লক্ষ্যে সাধারণভাবে কোনো কলেজের/কেন্দ্রের পরীক্ষার্থীদের সংশ্লিষ্ট শিক্ষকরা ঐ কলেজ/কেন্দ্রে পরিদর্শকের দায়িত্ব পালন করতে পারবেন না। এতদুদ্দেশ্যে কোনো শিক্ষক যাতে কোনো অবস্থাতেই তাঁর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরীক্ষার্থীদের পরিদর্শকের দায়িত্ব পালনে নিয়োজিত না হন তা নিশ্চিত করতে হবে।

(গ) উত্তরপত্রের নিরাপত্তা বিষয়ক :

(১) নিয়মানুযায়ী প্রতিদিনের পরীক্ষা শেষে উত্তরপত্রসমূহ নিরাপদভাবে প্যাকিং ও সীলগালা করে ঐ দিনই সংশ্লিষ্ট বোর্ডে প্রেরণ করার বিধান রয়েছে। লক্ষ করা

www.pathagar.com

গিয়েছে, এই বিষয়টির প্রতি অনেক কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ খুব বেশি মনোযোগী হন না। ফলে অনেক ক্ষেত্রে এই সকল উত্তরপত্র কোনো কোনো ক্ষেত্রে ৩/৪ দিন পর্যন্তও নিরাপত্তাহীনভাবে স্কুল কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করে রাখেন কিংবা পোস্ট অফিসে বা থানায় পড়ে থাকে। কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে উত্তরপত্র গণনা, প্যাকিং, পোস্ট অফিসে বুকিং এবং পোস্ট অফিস থেকে তা যুক্তিসংগত সময়ে সংশ্লিষ্ট বোর্ডে যথাযথ নিরাপত্তার সাথে প্রেরণ নিশ্চিত করার পরামর্শ দিতে হবে;

(২) কোনো বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে দিনের উত্তরপত্র দিনেই ডাকে কিংবা নিরাপত্তাসহ বাহকের মাধ্যমে প্রেরণ সম্ভবপর না হলে তা অবশ্যই নিকটবর্তী ট্রেজারি অথবা থানার নিরাপদ হেফাজতে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে এবং অতি অবশ্যই পরবর্তী দিনে তা বোর্ডে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে;

(৩) অবৈধভাবে উত্তরপত্র সংরক্ষণের কোনো ঘটনা আপনার নজরে আসা মাত্র বিষয়টির উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করে দায়ী ব্যক্তির বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিকভাবে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন;

(ঘ) দুর্নীতিমুক্ত পরীক্ষা পরিচালনা বিষয়ক :

(১) পরীক্ষার্থীগণকে পরীক্ষার হলে প্রবেশের প্রাক্কালে তাদের দেহ তল্লাশি করে সকল অবৈধ কাগজ/বইপুস্তক নিয়ে নিতে হবে এবং পরীক্ষার হলে কোনো পরীক্ষার্থীর দখলে কোনো অবৈধ কাগজ/বই পুস্তক ইত্যাদি পাওয়া গেলে তাকে বহিষ্কার করতে হবে। এ সকল ব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্য ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা যাতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন তা নিশ্চিত করতে হবে।

(২) পরীক্ষা শুরু হওয়ার ১৫ মিনিটের মধ্যে অবশ্যই কেন্দ্র সচিবের নিজ দায়িত্বে প্রতিটি কক্ষের পরিদর্শকের নিকট থেকে অনুপস্থিত পরীক্ষার্থীদের প্রশ্নপত্র ও উত্তরপত্র সংগ্রহ করে নিরাপদভাবে সংরক্ষণ করে রাখতে হবে। অর্থাৎ পরীক্ষা শুরুর ১৫ মিনিট পরে কোনো কক্ষ পরিদর্শকের নিকট কোনো উদ্বৃত্ত প্রশ্নপত্র বা কোনো উত্তরপত্র থাকবে না;

www.pathagar.com

(৩) হল পরিদর্শকগণ পরীক্ষা পরিচালনার নিয়মাবলী যথাযথভাবে পালন করছেন কিনা সে দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হবে। প্রয়োজনে পরীক্ষা কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গের কর্তব্যে অবহেলার জন্য ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সাথে আলোচনাক্রমে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিক প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

(৪) পরীক্ষাকেন্দ্রে নিয়ম-শৃঙ্খলা সংরক্ষণ ও দুর্নীতিমুক্ত পরিবেশ বজায় রাখার সহায়তা দানের লক্ষ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং সংশ্লিষ্ট বোর্ড পরীক্ষাকেন্দ্রে ভিজিলেন্স টিম প্রেরণ করবে। অনুরূপভাবে জেলা প্রশাসন থেকে আপনিও ম্যাজিস্ট্রেটের নেতৃত্বে তদারকি টিম প্রেরণ করবেন। এ তদারকি টিম সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করে কেন্দ্রের অঙ্গনে আইন শৃঙ্খলা সংরক্ষণ ও পরীক্ষা হলে/কক্ষে দুর্নীতিমুক্ত পরিবেশে পরীক্ষা পরিচালনায় সহায়তা করবে;

৫. আমি দৃঢ়ভাবে আশা করি আপনি ও আপনার সহকর্মীদের নিবিড় ও নিরবচ্ছিন্ন তদারকি এবং সুচারু তত্ত্বাবধানের মাধ্যমে আপনার জেলার সকল পরীক্ষা কেন্দ্রে সুষ্ঠু ও দুর্নীতিমুক্ত পরিবেশে পরীক্ষা অনুষ্ঠান নিশ্চিত হবে।

শুভেচ্ছান্তে,

আন্তরিকভাবে আপনার,
(কাজী রকিবউদ্দিন আহমদ)
সচিব

জেলা প্রশাসক.

.....।

www.pathagar.com

পত্র নং- ৪

জরুরি
গোপনীয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
শাখা-১০

নং শিম/ শাঃ ১০/বিবিধ-৫/৯৮/৩০১ তারিখ- ১৮.০৫.৯৮ ইং

বিষয় : বিজি প্রেসের নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা প্রসঙ্গে।

উপযুক্ত বিষয়ের আলোকে নির্দেশক্রমে জানানো যাচ্ছে যে, বিজি প্রেসের কতিপয় কর্মচারীর যোগসাজশে ১৯৯৮ সনের এস.এস.সি. পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে। সংশ্লিষ্ট মহল মূলত বিজি প্রেসের নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে এজন্য দায়ী করেছে। নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা না হলে ভবিষ্যতেও এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি হতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

২। অতএব, অবিলম্বে বিজি প্রেসের নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করার অনুরোধসহ নিম্নোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করা হলো :

- বিজি প্রেসের যে অংশে পরীক্ষার প্রশ্নপত্র মুদ্রণ ও সংরক্ষণ করা হয় সেখানে Close circuit T.V. Camera স্থাপন করে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দ্বারা সার্বক্ষণিক Monitoring-এর ব্যবস্থা করা;
- প্রশ্নপত্র গণনা ও প্যাকেটজাতকরণের কাজ আধুনিক যন্ত্রের সাহায্যে করানোর ব্যবস্থা করা;
- কম্পিউটার কম্পোজের কাজ সমাপ্ত হওয়ার পর PC থেকে Material মুছে ফেলার কাজ খুব দ্রুত সমাধা করা এবং Plate-গুলো অনির্দিষ্টকালের জন্য স্তূপীকৃত না করে একজন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার উপস্থিতিতে ও তত্ত্বাবধানে সেগুলো যথাশীঘ্র সম্ভব বিনষ্ট করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ। এই বিনষ্টকরণের কাজের পূর্ণ বিবরণ তাৎক্ষণিভাবে একটি রেজিস্টারে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার স্বাক্ষরে লিপিবদ্ধ করা;
- বিজি প্রেসের যে অংশে বোর্ডসমূহের পরীক্ষার প্রশ্নপত্র রাখা হয় সে অংশগুলোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরো জোরদার করা প্রয়োজন। প্রেসের গোপনীয় শাখায় যেখানে প্রশ্নপত্র মুদ্রণ ও প্যাকেটজাত করা হয় সে এলাকাটি 'ডবল প্রটেকটেড' করার জন্য দু'টি দেয়াল থাকা আবশ্যক এবং

www.pathagar.com

ট্রেজারির ন্যায় 'ডবল লক' সিস্টেম চালু করা যায়;

- প্রশ্নপত্র মুদ্রণ ও প্যাকেটজাতকরণের কাজে নিয়োজিত শ্রমিকদের গোপনীয় শাখায় প্রবেশের সময় পকেটবিহীন পোশাক পরিধান করার ব্যবস্থা করা;
- প্রশ্নপত্র মুদ্রণ ও প্যাকেটজাতকরণের কাজে নিয়োজিত শ্রমিক এবং সংশ্লিষ্টদের 'চেকিং'-এর ব্যবস্থা জোরদার করা হবে। বিশেষ করে গোপনীয় শাখায় প্রবেশ ও বহির্গমনের সময় তাদের দেহ তল্লাশী করার ব্যবস্থা করা। প্রবেশ ও বহির্গমনের রেজিস্টার সংরক্ষণ করা প্রয়োজন। কে, কতবার, কী প্রয়োজনে বের হলো তার বিবরণ লেখা থাকবে এবং এ কাজে দায়িত্বপ্রাপ্ত সুপারভাইজারকে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রতিদিন রিপোর্ট করতে হবে;
- প্রশ্নপত্র মুদ্রণ ও প্যাকেটজাতকরণের সময় 'চেকিং'-এর কাজটি বর্তমানে বিজি প্রেসের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের দ্বারা সম্পন্ন করা হয়। যার ফলে সুষ্ঠুভাবে 'চেকিং'-এর কাজটি সমাধা করা হয় না। এ কাজটি পুলিশ/এনএসআই/ স্পেশাল ব্রাঞ্চের সদস্যের উপস্থিতিতে করা যেতে পারে;
- প্রশ্নপত্র মুদ্রণ ও প্যাকেটজাতকরণের কাজে নিয়োজিত বিজি প্রেসের সংশ্লিষ্ট কর্মচারীগণ পরীক্ষা শেষ না হওয়া পর্যন্ত কর্মস্থল ত্যাগ করতে পারবেন না মর্মে অফিস আদেশ জারি করা যায়।

(এস এম এবাদুর রহমান)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন-৮৬২৪৮৩

সচিব,
সংস্থাপন মন্ত্রণালয়,
বাংলাদেশ সচিবালয়,
ঢাকা।

নং-শিম/শাঃ১০/বিবিধ ৫/৯৮/৩০১-শিক্ষা, তারিখ- ১৮.০৫.৯৮ইং

<u>সদয় অবগতির জন্য অনুলিপি :</u>

১। প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।

(এস এম এবাদুর রহমান)
সিনিয়র সহকারী সচিব

www.pathagar.com

পত্র নং-৫

সচিব
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ঢাকা

নং : সচিব /৯৯/৫৫-শিক্ষা
শিম/শাঃ১০/সা:ফা:-১/৯৯/২৯৯ ..... তারিখ- ২০.০৭.১৯৯৯

প্রিয় সচিব,

আসসালামো আলাইকুম।

ইদানীং এসএসসি পরীক্ষায় ভুয়া নম্বরপত্র দিয়ে কলেজে ভর্তির বিষয়ে কিছুদিন পূর্বে আপনাকে টেলিফোনে অবহিত করেছিলাম। আশা করি স্মরণ আছে। বিষয়টি অনুধাবন করে সকল কলেজ ও মাদ্রাসার ভর্তিকৃত ছাত্র/ছাত্রীদের মার্কশীট যাচাই করে রেজিস্টেশন প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট বোর্ডসমূহকে শিক্ষা মন্ত্রণালয় হতে নির্দেশ প্রদান করা হয়। তদনুযায়ী সংশ্লিষ্ট বোর্ড অধীনস্থ কলেজে ভর্তিকৃত ছাত্র/ছাত্রীর নম্বরপত্র মিলিয়ে দেখছে এবং ভুয়া নম্বরধারীদের সনাক্ত করছে। এসব ভুয়া নম্বরপত্র দিয়ে ভতিকৃত ছাত্র/ছাত্রীদের রেজিস্ট্রেশন স্ব-স্ব বোর্ড বাতিল করেছে।

২। ভুয়া নম্বরপত্র দিয়ে ভর্তিকৃত ছাত্র/ছাত্রীদের বিরুদ্ধে পাবলিক পরীক্ষা Act No. XLII of 1980 মোতাবেক ব্যবস্থা নেয়ার বিধান রয়েছে। বর্ণিত Act-এর ছায়ালিপি এতদ্‌সঙ্গে দেয়া গেল (পরিশিষ্ট-ক)। কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ড এ পর্যন্ত ৬৭৪ জন ও ঢাকা শিক্ষা বোর্ড ৮৫ জন ভুয়া নম্বরধারী ছাত্র/ছাত্রীকে সনাক্ত করেছে (কপি সংযুক্ত)। স্ব-স্ব কলেজ ও বোর্ডগুলো এসব ভুয়া নম্বরধারীদের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট থানায় মামলা দায়ের করছে। ভুয়া নম্বরধারী ছাত্র/ছাত্রীদের শুধুমাত্র রেজিস্ট্রেশন বাতিল করে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ হতে বিরত রাখলে এ প্রবণতা হ্রাস পাবে না, বরং তাদের বিরুদ্ধে আইনানুযায়ী দণ্ড প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট থানার পুলিশ কর্মকর্তাগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

৩। ভুয়া নম্বরধারীদের প্রদত্ত নম্বর ফর্দগুলো বেশ উন্নতমানের। এসব নম্বর ফর্দ দৃষ্টে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, একটি সংঘবদ্ধ দল এবং ছাপাখানা নম্বর ফর্দ ও সার্টিফিকেট জাল করার

www.pathagar.com

কাজে জড়িত রয়েছে। এদের সনাক্ত করে তাদের বিরুদ্ধে শাস্তির ব্যবস্থা গ্রহণ অত্যন্ত জরুরি। না হলে ভবিষ্যতে এ ধরনের বেআইনি কার্যকলাপ বন্ধ করা সম্ভব হবে না।

৪। এমতাবস্থায় নম্বর ফর্দ ও সার্টিফিকেট জাল করার কাজে জড়িত সংঘবদ্ধ দল এবং ছাপাখানা সনাক্ত করে তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেয়ার জন্য আপনার ব্যক্তিগত হস্তক্ষেপ কামনা করছি।

শুভেচ্ছান্তে,

আন্তরিকভাবে আপনার.

(কাজী রকিবউদ্দিন আহমেদ)

সচিব
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়,
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

www.pathagar.com

বাংলাদেশে পাবলিক পরীক্ষায় দুর্নীতি

একুশের শতকে মানবসভ্যতার প্রবেশের মুখে সমগ্র বিশ্ব নানামুখী সমস্যা ও সম্ভাবনা এবং আশা ও আকাঙ্ক্ষা নিয়ে প্রস্তুতি গ্রহণ করছে। এক্ষেত্রে প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের সমস্যার ভিন্ন ভিন্ন দিকও রয়েছে, আবার উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশেরও সমস্যার বিভিন্নতা রয়েছে। পাশ্চাত্যের দেশগুলি তাদের যুবসমাজের নেশাগ্রস্ততার ব্যাপকতায় উদ্বিগ্ন, প্রাচ্য তাদের যুবসমাজের বেকারত্বের কঠিনতায় হতাশাগ্রস্ত।

এই সময়কালে বাংলাদেশ যেসব নানাবিধ সমস্যা মোকাবেলা করছে তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে পাবলিক পরীক্ষাসমূহে দুর্নীতির ব্যাপকতা। বাংলাদেশ বর্তমান বিশ্বের এমন একটা দেশ, যে দেশে বেশির ভাগ মানুষ বর্তমানে অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন।[১] শিক্ষার বা সাক্ষরতার হার বাড়লেও একটা বিষয় বোঝা যাচ্ছে, দীর্ঘদিন থেকেই দেশে অশিক্ষা এবং কুশিক্ষার মাত্রাও বেড়ে চলেছে। আর এই মাত্রা বেড়ে যাওয়ার নানা কারণের অন্তরালে রয়েছে পাবলিক পরীক্ষায় নানামুখী দুর্নীতি ও অসৎ উপায়।

বস্তুত বাংলাদেশে পাবলিক পরীক্ষায় দুর্নীতির একটি বড় প্রবণতা রয়েছে নকল করার মধ্যে এবং এটা নতুন কোনো ঘটনাও নয়। বৃটিশ আমলে যখন এ দেশে আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা চালু হয় তখন থেকেই পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনের সংবাদ পাওয়া যায়। ১৮৬৪ সাল থেকে ১৯০১ সাল পর্যন্ত ঢাকা থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্র 'ঢাকা প্রকাশ'-এর বিভিন্ন সংখ্যা পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, এই সময় যেসব সংবাদ ও সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়েছিল তার মধ্যে আদালতে উৎকোচ প্রদান এবং পরীক্ষায় জুয়াচুরি শীর্ষক বিষয়গুলো কম প্রাধান্য পায় নি।[২]

---

১ বাংলাদেশের সাক্ষরতার হার ৫১.০১ ভাগে উন্নীত হয়েছে বলে জানানো হয়েছে। এই সম্পর্কিত পরিসংখ্যান তথ্য গ্রহণ করা হয়েছে, জাতীয় সংসদে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের স্থায়ী কমিটির বৈঠকে উপস্থাপিত প্রতিবেদন থেকে (২২.৭.১৯৯৭)। তবে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের প্রাক্কলিত হিসাব অনযায়ী দেশে (১৯৯৯ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত) সাক্ষরতার হার ৬০%

২ বৃটিশ আমলে ঢাকা থেকে প্রকাশিত 'ঢাকা প্রকাশ' নামক সংবাদপত্রে পরীক্ষা বিষয়ক যেসব সংবাদ, সম্পাদকীয়, উপসম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়েছিল তার কয়েকটি উদাহরণ নিম্নে দেয়া হলো;
১৮৬৪ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর ঢাকা প্রকাশে 'পরীক্ষায় গোলযোগ ও বিদ্যালয়ের ছাত্রদের চরিত্রহীনতা' শীর্ষক সংবাদ প্রকাশিত হয়
১৫ জুলাই (১৮৬৬) সংখ্যা 'বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা সম্বন্ধে লেফটেনেন্ট গভর্নরের অভিপ্রায়' শিরোনামে প্রকাশিত প্রতিবেদনে পরীক্ষা ব্যবস্থায় সততার প্রসঙ্গটি উত্থাপিত হয়
২৮ নভেম্বর (১৮৬৯) সংখ্যায় পরীক্ষার প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা প্রকাশিত হয়
১০ নভেম্বর (১৮৭২) 'পরীক্ষা সম্বন্ধে জুয়াচুরি' শীর্ষক শিরোনাম করে 'ঢাকা প্রকাশ'
৫ ফেব্রুয়ারি (১৮৮২) সংখ্যায় 'ঢাকা প্রকাশে' 'নোট বই' নিয়ে আলোচনা প্রকাশিত হয়েছিল
৬ আগস্ট (১৮৮৯), 'শিক্ষা না অশিক্ষা' শীর্ষক বিতর্কমূলক একটি লেখা প্রকাশিত হয়েছিল
১৭ মার্চ (১৯০১), 'শিক্ষার অবস্থা' সম্পর্কে হতাশা ব্যক্ত করে 'ঢাকা প্রকাশ' উপসম্পাদকীয় প্রকাশ করে

www.pathagar.com

এতে বোঝা যায়, আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার প্রারম্ভেই পাবলিক পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বন শুরু হয়ে গিয়েছিল।

পাবলিক পরীক্ষার নকলপ্রবণতার এই ধারাই বিকশিত হয়ে এখন দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় 'সিন্দাবাদের রাক্ষস'-এর মতো এক অশুভ প্রবণতা ঘাড়ে চেপে বসেছে। জাতির সামনে এর থেকে মুক্তির প্রশ্ন আজ জোরেশোরে উচ্চারিত হচ্ছে।

পরীক্ষায় কারা নকল করে, কেন করে

পরীক্ষায় সকল ছাত্রই নকল করে না। তবে 'কেউ কেউ করে' -কথাটি বলতে পারলে ভালো হতো, বাস্তবে তা সত্য নয়। বলা যায়, পরীক্ষায় সকল ছাত্রই নকল করে, কেউ কেউ করে না।

একদল ছাত্র রয়েছে, যারা পুরো পরীক্ষাটাই নকল করে দেয়ার জন্যে আসে। একদল আধাআধি নকল করে। একটি ক্ষুদ্র দল মাত্র নকল একেবারেই করে না।[১] নকলবাজ ছাত্ররা পরীক্ষার হলে উৎসব মেজাজ থেকে গোলমাল এতোটা বেশি করে যে, একদল ভালো ছাত্রও নিজের মেধা থেকে বানিয়ে অথবা মুখস্থ করা অংশ থেকে লিখতে ব্যর্থ হয়ে শেষ পর্যন্ত নকলেরই আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়।

নকলের ট্রেনিং হয় যার যার প্রতিষ্ঠানেই

পাবলিক পরীক্ষায় নকলবাজ ছাত্রদের সকলেই যার যার স্কুল-কলেজের বার্ষিক পরীক্ষা ছাড়াও বিভিন্ন রকম পরীক্ষায় অংশ নিয়ে থাকে— মূল পরীক্ষার আগে একবার হাত-সাফাইয়ে পারদর্শী হতে। স্কুল-কলেজের শিক্ষকরা এ ব্যাপারে উন্নাসিকতার যে পরিচয় দেন, তার প্রতিফলন ঘটে পাবলিক পরীক্ষা অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রেও। শিক্ষক দেখেও-না দেখার ভান করার কারণে নকলে উৎসাহী ছাত্ররা উল্লাসের সঙ্গে পরীক্ষার পবিত্রতাকে ভঙ্গ করে। শিক্ষকরা যেখানে তার প্রতিষ্ঠানেই নকল ধরছেন না (এ ব্যাপারে সীমিত মাত্রই ব্যতিক্রম আছে) সেখানে পাবলিক পরীক্ষা, যা ছাত্রদের জীবন মরণ সমস্যা বলে বিবেচিত হয়, সেখানে শিক্ষকদের-এর চেয়ে বেশি সক্রিয় হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।

এসব ছাত্রের কাছ থেকে সাধারণভাবে স্কুল-কলেজে পড়া আদায় করা হয় না। টেস্ট পরীক্ষায় খারাপ করার পরেও শুধুমাত্র প্রতিষ্ঠানের আর্থিক লাভালাভের কথা চিন্তা করেই এসব ছাত্রকে পাবলিক পরীক্ষায় পাঠানো হয়। বাড়িতে মা-বাবা এবং অভিভাবকরাও এসব সন্তানের নিয়মিত পড়ালেখার খোঁজ নেন নি। পরীক্ষা দেয়ার মতো প্রস্তুতি আছে কিনা, না দেখেই অভিভাবকরা পরীক্ষা কেন্দ্রে

---

১ এই সম্পর্কে একটি সরেজমিন পরিসংখ্যান দেখুন ৯ জুন (১৯৯৭) তারিখের দৈনিক ইত্তেফাক, মুক্তকণ্ঠ, দৈনিক জনকণ্ঠ, সংবাদ এবং ভোরের কাগজ-এর প্রতিবেদনে। প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ দিয়ে প্রতিবেদকরা নিজেরাই জানাচ্ছেন, ৮ জুন ঢাকার আলিয়া মাদ্রাসার পরীক্ষায় একটি কক্ষের ২৪ জনের মধ্যে ২১ জন নকল করছিল, একটি কক্ষের ৫১ জনের মধ্যে মাত্র ৫ জন তাদের কাছে নকল নেই বলে জানিয়েছিল। অন্য একটি কক্ষের ৫৮ জনের মধ্যে ৫৫ জন নকল করছিল

www.pathagar.com

সন্তানকে পাঠানোর কারণে নকলের উৎসব দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে।

একদল ছাত্রনেতা (এরা সারাদেশেই রয়েছে হাফ-নেতা, পাতি-নেতা হিসেবে) ও তাদের অনুসারীরা সারা বছর ক্লাসের বাইরে থাকে এবং লেখাপড়ার সঙ্গে তাদের সম্পর্ক থাকে খুবই অল্প। তারা 'অধিকার-বোধ' নিয়ে পরীক্ষায় নকল করতে চায়। শিক্ষকরা দুই কারণে তাদের নকলে সমর্থন জানান : ১. বিপদের ভয়ে, ২. এদের 'আপদ' ভাবা হয় (যদি ফেল করে তাহলে 'আপদ' ঘাড়ে চেপে বসে থাকবে, এর চেয়ে কোনোরকমে পার হয়ে যাক- এই মনোভাব থেকেও শিক্ষকরা তাদের নকলে বাধা দেন না)।

'কোনোরকমে পার হয়ে যাক' তার সন্তান এমন ধারণা পোষণ করে একদল অভিভাবকও। তাঁরা মনে করেন, পরীক্ষাটি কোনোভাবে উৎরাতে পারলে সন্তানের জন্যে একটা কিছুর ব্যবস্থা করা যাবে। এই মনোভাবের বশবর্তী হয়ে পিতা-মাতাও অনেক সময় নকল 'সাপ্লাই' করতে পরীক্ষাকেন্দ্রে হাজির হন।

স্কুল-কলেজের সাধারণ নিরীহ অথচ সুযোগসন্ধানী অপর একদল কনিষ্ঠ ছাত্র, এসব 'বিশেষ সুযোগপ্রাপ্ত' ব্যবস্থা পূর্ব থেকেই (বছরের পর বছর) প্রত্যক্ষ করে। তারাও তখন দাবি করে, 'ওরা নকল করতে পারলে আমরা পারব না কেন'-এর থেকে নকল 'গণটোকাটুকি'তে পরিণত হয়।

বাংলাদেশে আন্দোলন-সংগ্রামে ছাত্রদের গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা থাকলেও এ পর্যন্ত এমন ইতিহাস নেই যে, পরীক্ষায় নকলের বিরুদ্ধে ছাত্র সংগঠনগুলো যৌথ বিবৃতি দিয়েছে। নকলের বিরুদ্ধে বিবৃতি দিলে ছাত্র সংগঠনগুলোর জনপ্রিয়তা কমে যেতে পারে এই ভাবনা থেকেই তারা এই বিষয়ে বিবৃতি থেকে বিরত থাকে।

কারা নকল সরবরাহ করে

নকল সরবরাহকারী একটি বড় অংশই থাকে অভিভাবক। পরীক্ষার্থীর আপন মা তার সন্তানের জন্যে বোরখা-মুড়ি দিয়ে নকল সরবরাহ করতে এসেছেন এমন প্রমাণ দুর্লভ নয়।[১] তারা হয়তো বুঝতেও পারেন না, তারা সন্তানের কী

---

১ এই বিষয়ে ১৯৯৭ সালের উচ্চ মাধ্যমিক ৩০ মে তারিখের পরীক্ষার একজন প্রত্যক্ষদর্শী প্রতিবেদকের বিবরণ দেখুন। প্রতিবেদক রেজানুর রহমান তার নিজ চোখে দেখা বিবরণ দিয়ে লিখেছেন :

এসএসসি পরীক্ষা উপলক্ষে বিভিন্ন পরীক্ষাকেন্দ্রে ফ্রি স্টাইলে গণটোকাটুকি চলিতেছে। কোথাও কোথাও স্বয়ং পিতা-মাতা ও দুলাভাই অথবা শহরবাসী কোনো আত্মীয়-স্বজন দক্ষ নকল সরবরাহকারী ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছেন। ...

কেন্দ্র হইতে বাহির হইয়া দেখা গেল, পার্শ্ববর্তী মাদ্রাসার কক্ষে মাতা তাহার সন্তানের জন্য নকলের কপি করিতেছে। তাহাকে বোঝান হইতেছিল তাড়াতাড়ি লেখেন

(দৈনিক ইত্তেফাক ৩১ মে ১৯৯৮)

www.pathagar.com

সাংঘাতিক ক্ষতি করে চলেছেন! এই ঘটনাকে আত্মঘাতীও বলা হলে না, এটা আত্মবিনাশী একটি তৎপরতাও, বাংলা প্রবাদের 'নিজের পায়ে নিজে কুড়াল মারা'র এর চেয়ে বড় প্রমাণ আর হতে পারে না। আপন বড় ভাই, চাচা, খালু, ছোট ভাই, এমনকি কিশোর বালক হয়তো প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র, তাকেও নকল সরবরাহে নামানো হয়ে থাকে।

পরীক্ষার হলে ডিউটিরত পিয়ন, দপ্তরিও নকলের প্রধান সরবরাহকারী। তারা পরীক্ষার্থীকে পানি খাওয়ানোর ছলে বাইরে থেকে নকল এনে পরীক্ষার্থীর কাছে অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে নকল পৌঁছে দিয়ে থাকেন।[১]

পাবলিক পরীক্ষাগুলোতে কেন্দ্রে ডিউটিরত পুলিশ-কনস্টেবল পরীক্ষায় নকল সরবরাহকারী অন্যতম সহযোগী। একজন কনস্টেবল হয়তো নিজে বুঝতেও পারেন না, সামান্য একটি পাঁচ টাকা বা দশ টাকার নোটের বদৌলতে তিনি নকল সরবরাহে যে সহায়তা দান করছেন, তা একটি জাতির মেরুদণ্ডকে কেমন দুমড়ে-মুচড়ে দিচ্ছে।

সীমিতভাবে পরীক্ষায় নকল সরবরাহের অভিযোগ রয়েছে শিক্ষকদের বিরুদ্ধে। প্রাইভেট-টিউশনি করার কারণে ছাত্রকে পাস করিয়ে আনার দায়িত্ব থাকে সে শিক্ষকেরই— এটা যেন তার 'নৈতিক দায়িত্বই' হয়ে পড়ে। কারণ ছাত্র ভালো ফল বা পাস না করলে অভিভাবকের কাছে তাকে জবাবদিহি করতে হয়। এটা অনেকটা ঘুষের টাকার মতো, কাজ আদায় না হলে যেমন করে ঘুষদাতা ঘুষগ্রহণকারীকে জবাবদিহিতার বাঁধনে আবদ্ধ করে থাকেন, এ অনেকটা তেমনই। ফলে পরীক্ষায় ডিউটিরত শিক্ষক অনেকক্ষেত্রেই ভাব সম্প্রসারণ অথবা অনুবাদটি কিংবা রচনাটি ছাত্রকে এগিয়ে দিয়ে নিষ্কৃতি লাভ করার চেষ্টা করেন।

---

১ এই সম্পর্কে দেখুন ২ জুন (১৯৯৮) তারিখের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার কয়েকটি প্রত্যক্ষদর্শীর প্রতিবেদন :

হাফেজ জিয়াউর রহমান ডিগ্রি কলেজ কেন্দ্রে ঢুকতেই দেখা গেল কলেজের আয়া শাড়ির আঁচলে এক হাত ঢেকে দ্রুত পরীক্ষার হলে ঢুকছে। ... অনেক চেষ্টার পর সে নকল সরবরাহের কথা স্বীকার করল। টাকার বিনিময়ে সে নকল বাইরে থেকে এনে পরীক্ষার্থীদের হাতে তুলে দেয়। (দৈনিক জনকণ্ঠ, ৩ জুন ১৯৯৮)।

পরিদর্শক দল কলেজ চত্বরে প্রবেশের সাথে সাথে দেখা গেল কলেজের আছিয়া নামে এক আয়া নকল সরবরাহ করতে গিয়ে ম্যাজিস্ট্রেটের হাতে ধরা পড়েছে। (সংবাদ, ৩ জুন ১৯৯৮)।

সাংবাদিকদের দলটি কলেজের ভেতর পৌঁছার পরই শিক্ষক, পুলিশ, ম্যাজিস্ট্রেট সকলে সতর্ক হয়ে যান। ... কলেজেরই একজন মহিলা পিওন আছিয়া এ সময় বাইরে থেকে পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রবেশ করে। সে বাইরে থেকে নকল ... বহন করে আনছিল পরীক্ষার্থীদের জন্য। (মুক্তকণ্ঠ, ৩ জুন ১৯৯৮)।

www.pathagar.com

পরীক্ষা পেছানোর আন্দোলন

প্রায় প্রতি বছরই দেখা যায় যৌক্তিক কারণ ছাড়াই ছাত্ররা পরীক্ষা পেছানোর জন্যে আন্দোলন করে। কারণে-অকারণে পরীক্ষা পেছানোর দাবি নীতিসম্মত নয়। শিক্ষা বোর্ডগুলি একটা পরিকল্পনা করেই পরীক্ষার তারিখ নির্ধারণ করে থাকেন। যদি এই তারিখ পিছিয়ে হেরফের করা হয় তাহলে সংশ্লিষ্ট অনেক কিছুতেই জট বেঁধে যায়। মজার ব্যাপার যে লেখাপড়ার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছাত্ররা সাধারণভাবে পরীক্ষা পেছানোর জন্যে আন্দোলন করে না। যে সমস্ত ছাত্র ক্লাস ফাঁকি দেয় এবং লেখাপড়ার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয়, তারাই সবসময় এসব ব্যাপারে সোচ্চার থাকে।

এখানে সংবাদপত্রের একটি ব্যাপার আছে। ১৯৯৮ সালে বিশ্বকাপ ফুটবল খেলা দেখার সুযোগের অপেক্ষায় এইচএসসি পরীক্ষা পেছানোর দাবিতে ঢাকা শহরে একদল ছাত্র গাড়ি ভাঙচুর করে। সংবাদপত্রগুলি পরদিন শিরোনাম করে 'বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা', প্রকৃতপক্ষে লেখা উচিত ছিল 'উচ্ছৃঙ্খল 'ছাত্ররা'। কারণ 'বিক্ষুব্ধ' একটি ইতিবাচক শব্দ, ক্ষোভ প্রকাশ একটা অধিকার, কিন্তু উচ্ছৃঙ্খলতা দুর্নীতি।

পাবলিক পরীক্ষায় অন্যান্য দুর্নীতি

প্রশ্নপত্র ফাঁস অথবা ফাঁস সম্পর্কিত গুজব

বাংলাদেশে পাবলিক পরীক্ষায় দুর্নীতির আরেকটি বড় উপাদান হয়ে উঠেছে পরীক্ষার পূর্বেই প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে যাওয়ার ঘটনাটি। এটা বর্তমানে এমন এক পর্যায়ে উঠে এসেছে যে, এটা সমগ্র জাতি-বিধ্বংসী মারণাস্ত্রে পরিণত হয়েছে। পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার বিষয়টি সম্পূর্ণ নৈতিকতার স্খলন। পরীক্ষার একটি প্রশ্নপত্র তিনটি প্রধান ধাপে প্রক্রিয়াজাত হয়ে থাকে :

১. শিক্ষবোর্ড কর্তৃপক্ষ অধ্যায় :

- প্রশ্নপত্র রচনা
- বিভিন্ন প্রশ্নের মিলিত মডারেশন

এই পর্বে প্রশ্নপত্র ফাঁস হলে এটাকে আমরা বলতে পারি নৈতিকতা বিরোধী কাজ। কারণ এই পর্বে থাকেন শুধুমাত্র শিক্ষকরা।

২. ছাপানো প্রক্রিয়ার অধ্যায় :

- মূল প্রশ্নের কম্পোজিং
- প্রুফ রিডিং
- প্রিন্টিং
- প্যাকেজিং

www.pathagar.com

এই পর্ব থেকে প্রশ্নপত্র ফাঁস হলে তাকে প্রশাসনিক দুর্বলতাই বলব। এখানে যে কতোগুল কঠোর প্রশাসনিক বাধ্যবাধকতা আছে তার শিথিলতার জন্যেই এই কাজে দুষ্কৃতিকারীরা সফল হতে পারে। এখানেও সংবাদপত্র সম্পর্কে একটি মন্তব্য করার বিষয় রয়েছে। যদি বিজি প্রেস থেকে প্রশ্নপত্র ফাঁস হয় তাহলে সেটি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ব্যাপার নয়। কিন্তু সংবাদপত্র এ বিষয়েও বরাবর শিক্ষা মন্ত্রণালয়কেই দায়ী করে খবর ছাপতে থাকে।

৩. পরীক্ষা কেন্দ্র এলাকায় প্রশাসনিক সংরক্ষণ অধ্যায় :

- পরিবহন পর্যায়
- ট্রেজারি ও ব্যাংকে সংরক্ষিত অবস্থায়
- প্যাকেট মিলিয়ে দেখার সময়টুকু।

এই পর্বেও প্রশ্ন ফাঁস হওয়ার আশঙ্কা থাকে। তবে এখানেও থাকেন প্রশাসনের অধিকর্তারা। এই পর্যায়ে প্রশ্নপত্র ফাঁস হলেও আমরা একে নৈতিকতা-বিরোধী কাজ বলব যা জাতির ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে ধ্বংস করে দিতে পারে।

ফাঁস হয়ে যাওয়া প্রশ্নপত্রের জন্যে ছুটোছুটিও একটি দুর্নীতি

তবে প্রশ্নপত্র ফাঁস হলে অথবা ফাঁসের গুজব উঠলে পরীক্ষার্থী এবং অভিভাবকরা যেভাবে ছুটোছুটি করতে থাকেন তাও কম নৈতিকতা বিরোধী নয়। অনেকে এই 'ছুটোছুটি'কে যৌক্তিক বলতে পারেন, কিন্তু তা কিছুতেই যৌক্তিক নয়, কারণ দেশে অনেক প্রকার দুর্নীতিই হয়। যে কোনো দুর্নীতির সঙ্গে সম্পর্কিত হলে নেতিবাচকভাবেই তা মূল্যায়ন করার মুল্যবোধ দেশে এখনো হারিয়ে যায় নি। উদাহরণ হিসেবে আমরা একটি বিষয় উত্থাপন করতে পারি, কোনো একটি শপিং সেন্টারে আগুন লাগলে দোকানগুলোতে গণহারে চুরি ও লুটপাটের জন্যে 'ছুটোছুটি' শুরু হতে পারে, আমরা নিশ্চয়ই তাকে নৈতিকভাবে অনুচিত বলব। পরীক্ষার প্রশ্নপত্র 'আউট' হয়েছে এমন সংবাদ শুনে তা পাওয়ার প্রত্যাশায় ব্যগ্রতাও তাই অনৈতিক।

পাবলিক পরীক্ষায় দুর্নীতি ও সংবাদপত্র

এই প্রসঙ্গে আসে ফাঁস হয়ে যাওয়া প্রশ্নপত্র অথবা গুজবী প্রশ্নপত্র সংবাদপত্রে ছাপানোর বিষয়টি। ১৯৯৮ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষার সময় ফাঁস হয়ে যাওয়া প্রশ্নপত্র ছাপানোর বিরুদ্ধে শিক্ষা বোর্ডসমূহের তিনটি মামলা সমগ্র দেশে আলোড়ন তুলেছিল। শিক্ষা বোর্ডগুলি চট্টগ্রাম, কুমিল্লা এবং ঢাকা থেকে প্রকাশিত মোট তিনটি সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে যে মামলা করেছিল সেই মামলা সম্পর্কেও সাধারণের মধ্যে রয়েছে বিভ্রান্তি। শুধু সাধারণ মানুষ কেন, দেশের সচেতন বুদ্ধিজীবীদের মধ্যেও এই সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা ছিল বলে মনে হয়

www.pathagar.com

নি। প্রায় সকলেই ধরে নিয়েছেন, 'প্রশ্নপত্র ফাঁস করার অপরাধে অথবা প্রশ্ন ফাঁস হয়েছে এমন খবর ছাপার কারণে সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে সরকার মামলা করেছে'।[১]

প্রকৃতপক্ষে প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগ সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে মামলা হয় নি, সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছিল ফাঁস হয়ে যাওয়া প্রশ্নপত্র প্রকাশ করার কারণেই। কারণ প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে এমন খবর ছাপতে কোনো বাধা নেই, কিন্তু পরীক্ষার পূর্বে আসল নকল, সত্য বা গুজবের যে কোনো প্রশ্নপত্র ছাপা, বিলি, প্রচার ইত্যাদি আইনত দণ্ডনীয়।[২] মুক্তচিন্তার লোকজন সকলেই এই ব্যাপারে বিভ্রান্ত ছিলেন এমন নয়, কেউ কেউ তাদের যথার্থ দায়িত্ব সেদিন পালন করেছিলেন বলে মনে করছি।

একজন কলামিস্ট এই সময় বিষয়ে লিখেছিলেন :

> এসএসসি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস নিয়ে বিতর্ক এখন তুঙ্গে।... বিভিন্ন মহলে প্রতিবাদ হচ্ছে। বলা হচ্ছে প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়া ঠেকাতে না পেরে এখন উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে[৩] চাপাবার চেষ্টা হচ্ছে। তবে সরকার পক্ষেরও একটি বক্তব্য আছে। তারা আইনের প্রশ্ন তুলেছেন। আইনের বিধান অনুযায়ী কাজ করছেন। আইনের বিধানে বলা হয়েছে, প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার খবর ছাপা যাবে। কিন্তু পরীক্ষার পূর্বে আসল বা নকল কোনো প্রশ্নপত্রই পত্রিকায় ছাপা যাবে না। এ কাজ দণ্ডযোগ্য অপরাধ। দণ্ডযোগ্য অপরাধ বলেই যারা এ ধরনের প্রশ্নপত্র পত্রিকায় ছাপিয়েছে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। সরকারের এ বক্তব্য মানতে

---

১ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল শিক্ষক-বুদ্ধিজীবী সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে মামলার নিন্দা করে বিবৃতি দিয়েছিলেন

তবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের প্রফেসর সৈয়দ মঞ্জুরুল ইসলাম ৩০ এপ্রিল (১৯৯৮) তারিখে 'মুক্তকণ্ঠ' পত্রিকায় এমন ভুল ধারণা থেকে লেখেন :

'... কিন্তু আমার চোখ কপালে উঠল যখন দেখলাম, প্রশ্নপত্র ফাঁসের জন্য চট্টগ্রামের কর্ণফুলী পত্রিকার সম্পাদক, প্রতিবেদক এবং অন্য একটি কাগজের প্রতিবেদক অথবা সম্পাদকের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে, তাদের আটক করাও হয়েছে। একদিন পরে দেখলাম মুক্তকণ্ঠ পত্রিকার বিরুদ্ধেও মামলা হয়েছে, প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগে'

২ পাবলিক পরীক্ষাসমূহ (অপরাধ) আইন ১৯৮০ (১৯৯২) সালে সংশোধিত)-এর সংশ্লিষ্ট ধারায় বলা হয়েছে :

'পাবলিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হইবার পূর্বে এইরূপ পরীক্ষার জন্য প্রণীত কোনো প্রশ্ন সংবলিত কাগজ অথবা এইরূপ পরীক্ষার জন্য প্রণীত হইয়াছে বলিয়া মিথ্যা ধারণাদায়ক কোনো প্রশ্ন সংবলিত কাগজ কিংবা এইরূপ পরীক্ষার জন্য প্রণীত প্রশ্নের সহিত হুবহু মিল রয়েছে বলে বিবেচিত হইবার অভিপ্রায়ে লিখিত কোনো প্রশ্ন সংবলিত কাগজ যে কোনো উপায়ে ফাঁস, প্রকাশ বা বিতরণ করা হইলে ন্যূনতম ৩ বছর এবং সর্বোচ্চ ১০ বছর পর্যন্ত করাদণ্ড এবং অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে'

৩ 'উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে' এরকম একটি শিরোনাম করেছিলো ঢাকা থেকে প্রকাশিত 'মুক্তকণ্ঠ' নামক একটি দৈনিক, ২১ এপ্রিল ১৯৯৮ তারিখে

www.pathagar.com

গেলে বলার কিছু থাকে না। আর এ আইন প্রণীত হয়েছিল দীর্ঘদিন আগে, সে সুবাদে বলা যায়-সাংবাদিকরা এ ব্যাপারে অবহিত।[১]

অর্থাৎ প্রশ্নপত্র ফাঁসের খবর ছাপানো এবং ফাঁস হয়ে যাওয়া প্রশ্নপত্র ছাপানো এক কথা নয়। একটি ফাঁস হয়ে যাওয়া প্রশ্ন কেউ যদি ফটোস্টেট করে বিলি করতে থাকে তাহলে নিশ্চয়ই তাকে গ্রেপ্তার করলে কেউ আপত্তি করবেন না, সংবাদপত্রে এই ঘটনাটাই ঘটে থাকে। ফাঁস হওয়া প্রশ্ন ছাপা হলে তা ঐ ফটোস্টেটের মতোই প্রকাশিত হয় ব্যাপকভাবে এবং প্রচারিত হয় দ্বারে দ্বারে। এতে অর্থেরও যোগান ঘটে, সংবাদপত্রেরও বিক্রি বাড়ে, ব্যবসা হয়।

সংবাদপত্র বা কোনো বুদ্ধিজীবী বা কোনো শিক্ষক কিংবা কোনো গোষ্ঠীকে অভিযুক্ত করতে এই প্রসঙ্গে অবতারণা করা হয় নি। দুঃখের সঙ্গে বলতে হয়, বাংলাদেশে এমন প্রথম শ্রেণীর জাতীয় সংবাদপত্রও রয়েছে, যারা নিজেরাই ১৯৯৭ সালের এইচএসসি পরীক্ষার সময় তাদের কম্পিউটারে একটি কাল্পনিক প্রশ্নপত্র তৈরি করে পরদিন তা প্রকাশ করে শিরোনাম করেছিলেন '*ইংরেজি প্রথম পত্রের প্রশ্ন ফাঁস হয়ে গেছে*'। মজার ব্যাপার হল, তাদের কোড নম্বর তো মিলেই নি, বরং *যে-কোনো পাঁটি প্রশ্নের উত্তর দাও* লিখে তারা সর্বমোট মাত্র পাঁচটি প্রশ্নই করেছিল। ফলে সাধারণ পরীক্ষার্থীর কাছেও এটা ধরা পড়েছিল যে একটা একটা বানানো প্রশ্ন -ফাঁস হওয়া প্রশ্ন নয়। কিন্তু এর মধ্য দিয়ে আতঙ্ক ছড়ানোর কাজটি সফল হয়েছিল।

আইনের প্রশ্ন ছাড়াও ফাঁস হয়ে যাওয়া প্রশ্নপত্র সংবাদপত্রে ছাপানোর বিষয়টি আরো কতকগুলি দিক থেকেও বাঞ্ছনীয় নয় :

১. এর একটি নৈতিক দিকও রয়েছে। একজন লোক একটি গুজবী প্রশ্ন ফাঁস হয়ে যাওয়া প্রশ্নপত্র ফটোস্টেট প্রক্রিয়ায় বিক্রি বা বিলি করলে যে রকম অনৈতিক কাজ হতে পারে, তেমনই সংবাদপত্রে ছাপা হলেও সে একই অনৈতিকতা হবে না কেন!

২. প্রশ্নপত্রটি আসল না নকল, সংবাদপত্র তা আগাম না-জেনেই ছেপে দিচ্ছে। কারণ পরীক্ষা অনুষ্ঠানের তারিখে পর্যন্ত মূল প্রশ্নপত্র না দেখা পর্যন্ত তা চিহ্নিত করা সম্ভব হচ্ছে না। সেক্ষেত্রে যদি প্রশ্নটি নকল হয় তাহলে সংবাদপত্র একটি মিথ্যা প্রশ্নপত্র ছেপে দিয়ে কোমলমতি ছাত্রকে বিভ্রান্ত করতে পারে।

৩. অনেক সময় সীমিত পরিসরেও প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়। ১৯৯৮ সালের এসএসসি পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র শুধুমাত্র সীতাকুণ্ড, মীরেরশরাই ও ফেনীর

---

১ নির্মল সেন : 'প্রশ্নপত্র ফাঁস-এর সমস্যা সমাধান সহজ নয়, আজকের কাগজ, ২৭ এপ্রিল ১৯৯৯৮

www.pathagar.com

কয়েকটি জায়গায় ফাঁস হয়েছিল। কিন্তু চট্টগ্রামে একটি দৈনিক তা পরপর দুই দিন ছেপে দিয়ে পুরো চট্টগ্রাম বিভাগেই ছড়িয়ে দিয়েছিল। চারদিকে দাবানলের মতো ফাঁস হওয়া প্রশ্নটি ছড়িয়ে দিতে কি সংবাদপত্রটি সাহায্য করল না ? যদি সংবাদপত্রে ফাঁস হয়ে যাওয়া প্রশ্নপত্রটি ছাপা না হতো তাহলে শিক্ষাবোর্ড কর্তৃপক্ষ শুধুমাত্র এই তিন জায়গাতে পুনঃপরীক্ষা নিলেই বিষয়টার সমাধান হতো। কিন্তু যেহেতু সংবাদপত্রে ছাপা হয়েছিল এবং পুরো চট্টগ্রাম বিভাগেই তা ছড়িয়ে পড়েছিল তাই পুরো চট্টগ্রাম বিভাগেই শিক্ষাবোর্ড কর্তৃপক্ষ পুনঃপরীক্ষার ঘোষণা দেন।

এখানেও সমস্যা হলো। পরীক্ষার্থীরা আন্দোলন শুরু করলেন, সংবাদপত্রে তা ফলাও করে ছাপা হলো। বলা হলো প্রশ্ন ফাঁস হয়েছে তাতে ছাত্রদের কী দোষ! পরিস্থিতির কারণে সরকার সিদ্ধান্ত পাল্টালো। এবার সংবাদপত্র বলল, প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে যাওয়া এলাকাসমূহে পুনঃপরীক্ষা গ্রহণ না করলে নৈতিকতা থাকে কোথায়!

আমাদের অনেক সাংবাদিক বন্ধু বলেছেন, ফাঁস হওয়া প্রশ্ন না ছেপে দিলে সরকার ফাঁসের বিষয়টি অস্বীকার করতে পারে। অভিযোগটি মিথ্যে নয়। অতীতে এমন ঘটে নি তা নয়। সামরিক শাসন আমলে নদী ভাঙনের কথাও স্বীকার করা হতো না। কিন্তু গণতান্ত্রিক আমলে সম্ভবত এ বিষয়ে আস্থা রাখা শুরু করতে হবে। ১৯৯৭ সালে এসএসসি পরীক্ষায় একটি প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে গিয়েছিল, প্রশ্নপত্রটি 'ভোরের কাগজ' কর্তৃপক্ষের হাতে আসে। 'ভোরের কাগজ' ইচ্ছে করলে প্রশ্নটি ছাপতে পারত, কিন্তু তারা প্রশ্নটি না ছেপে তা ফ্যাক্স-যোগে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পাঠিয়ে দেয়। মন্ত্রণালয় সঙ্গে সঙ্গে ঐ বিষয়টি নিরীক্ষা করে প্রশ্নপত্রটি বদলে দেয়।

বস্তুত এই প্রেক্ষাপটেই পরীক্ষায় নীতিবাদিতার প্রশ্নটি উঠেছে। ১৯৯৮ সালে এসএসসি পরীক্ষার যে প্রশ্নটি ছাপার কারণে সরকার 'মুক্তকণ্ঠ' পত্রিকার বিরুদ্ধে মামলা করেছিল সে প্রশ্নটি ছিল একটি ভুয়া প্রশ্নপত্র। এই ভুয়া প্রশ্ন ছাপা হওয়ার কারণে সারাদেশে কোমলমতি পরীক্ষার্থীদের মনে কী ভয়ানক প্রতিক্রিয়া হয়েছিল ভেবে দেখলে সকলেই মৌলিক সমস্যাটি আঁচ করতে পারবেন। সুতরাং আইনগত দিক ছাড়াও পাবলিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র সংবাদপত্রে ছাপানো একটি অনৈতিক কাজ ছাড়া অন্য কিছু ভাবা যায় না। পাবলিক পরীক্ষায় দুর্নীতি প্রসঙ্গে এই বিষয়টিও সামনে থাকা উচিত।

এছাড়াও সংবাদপত্রের আরো বেশি 'পজিটিভ' ভূমিকা প্রয়োজন। প্রশ্নপত্র ফাঁস হলেই সংবাদপত্র বিষয়টি যে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপর চাপিয়ে দেয় তা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। এতে মূল ফাঁসের স্থানগুলো থেকে মানুষের দৃষ্টি অন্যত্র সরে যায়। বিজি প্রেস থেকে প্রশ্নপত্র ফাঁস হলে তা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের

www.pathagar.com

প্রশাসনিক দুর্বলতা নয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সেখানে হাত নেই। কিন্তু সংবাদপত্র শিক্ষা মন্ত্রণালয়কেই দায়ী করে বসে থাকে; কেন অপরাধীদের ধরা হচ্ছে না। কিন্তু শিক্ষা মন্ত্রণালয় কখনো অপরাধীদের ধরতে পারে না। এটা একটা ট্রাজেডি ছাড়া অন্য কিছু নয়।

শিক্ষকদের দায়ভাগ

পাবলিক পরীক্ষায় দুর্নীতি প্রসঙ্গে শিক্ষকদের দায়ভাগের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। বস্তুত পরীক্ষায় ছাত্রদের পরেই শিক্ষকদের দায়-দায়িত্বের বিষয়টি চলে আসে। এক সময় ছিল যখন শিক্ষকতা এক মহান পেশা ছিল। কিন্তু বর্তমানে শিক্ষকতা একটি অসহায়ত্বের পেশা। শিক্ষকতার পেশায় এখন এমন বহু মানুষ প্রবেশ করেছেন, যারা আর কোনো চাকরিতে যোগদান করতে না পেরে শিক্ষকতার পেশা গ্রহণ করেছেন। অনেক বেসরকারি স্কুল-কলেজের শিক্ষকদের মধ্যে একটি পরিসংখ্যান করলে এর সত্যতা উপলব্ধি করা সম্ভব হবে। ফলে এসব শিক্ষকদের মধ্যে পরীক্ষার পবিত্রতা রক্ষায় তার নিজের যে দায়িত্ব সে সম্পর্কে আগ্রহ ও সচেতনতা কিছুই খুঁজে পাওয়া যায় না।

বাংলাদেশে এরই মধ্যে শিক্ষকদের কোচিং ব্যবস্থা খুব বেশি প্রসারতা লাভ করায় শ্রেণীকক্ষে পড়ানোর গুরুত্ব হ্রাস পেয়েছে। প্রাইভেট-টিউশনি করানোর রীতি বাংলাদেশে নতুন না হলেও গত দশ বছর থেকে তা একটা ব্যাপকভিত্তিক জনপ্রিয় ব্যবসা হিসেবে বর্তমানে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। এতে শিক্ষকরা নিজ নিজ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্রদের পড়ানোর আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছেন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি বর্তমানে কার্যত 'কোচিং সেন্টারের রিক্রুটিং সেন্টার' হিসেবে পরিণত হয়েছে। এর ফলে বর্তমান বাংলাদেশে এক সময়ে 'অবহেলিত' শিক্ষকরা আর্থিকভাবে লাভবান হয়ে সমাজে প্রতিপত্তি লাভ করছেন, এটা ভাবতে ভালো লাগলেও ঠিক সমপরিমাণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়ছে প্রাতিষ্ঠানিক লেখাপড়ার মানও।

সকল ছাত্রই কোচিং-এ অংশ নিতে পারে না। এর বড় কারণ অর্থনৈতিক অসচ্ছলতা। এদের বড় অংশই তাই পরীক্ষায় অসৎ পথ অবলম্বন করতে বাধ্য হয়। আর যেহেতু শিক্ষক শ্রেণীকক্ষে তার পড়ানোর দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেন নি, ফলে ঐ ছাত্রের নকল ধরার ক্ষেত্রে তিনি নৈতিক শক্তি হারিয়ে ফেলেন।

পাবলিক পরীক্ষা দুর্নীতিতে পরীক্ষাকেন্দ্রের ভূমিকা

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরা পরীক্ষায় নকলে সহায়তায় করা অথবা নকল ধরার ক্ষেত্রে নীরবতা পালন করে থাকেন অন্য একটি বিশেষ কারণে। তা হলো নিজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রদের ভর্তি হতে আকৃষ্ট করা। 'অধিক ছাত্র-অধিক আয়' এই ফর্মুলায় কর্তৃপক্ষের নীরব সম্মতি লাভ করে ছাত্রদের নকলবাজি।

www.pathagar.com

পরীক্ষাকেন্দ্র থাকলে এই বাণিজ্য-সুবিধা নিশ্চয়তা লাভ করে। এ বিষয়ে দেখুন একটি সরেজমিন প্রতিবেদন ফুটনোটে।[১]

এভাবে পরীক্ষাকেন্দ্রের নামে এক ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঢালাওভাবে বাণিজ্য করে থাকে। নকলবাজির কারণে পরীক্ষাকেন্দ্র বাতিল হলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ শিক্ষক এবং ছাত্ররা একযোগে প্রতিবাদ করে। ছাত্ররা পরীক্ষাকেন্দ্র ফিরে পাবার আশায় সড়ক অবরোধ করে দেয় এবং গাড়ি ভাঙচুর করে— এতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষেরও সরব সমর্থন থাকে। স্থানীয় সকল রাজনৈতিক নেতারা শুধুমাত্র ভোট নিরাপত্তার যুক্তি থেকে 'বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত পরীক্ষাকেন্দ্র'টিকে থাকাকে সমর্থন করে থাকেন। এভাবে সমগ্র জাতির এবং নিজ এলাকার সন্তানরা কীভাবে বিনাশ হতে যাচ্ছে তা তারা একটু ভেবেও দেখেন না।

শিক্ষকদের সামাজিক নিরাপত্তা ও নকল

শিক্ষকরা নকল ধরার ক্ষেত্রে তার নিরাপত্তার অভাবের যুক্তি তুলে ধরেন। বস্তুত একটা খোঁড়া যক্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। পাল্টা যুক্তি তোলা যায়— তাহলে অন্য সকল ক্ষেত্রে শিক্ষকদের সামাজিক নিরাপত্তা আছে কি! নিশ্চয়ই তা নেই। শিক্ষকরা সমাজের বিচ্ছিন্ন কোনো গোষ্ঠী নন। কিন্তু ঠিকাদারি পেশার সঙ্গে তার পেশার যে মৌলিক আদর্শগত পার্থক্য রয়েছে তার কারণেই পরীক্ষার পবিত্রতা রক্ষায় তার চ্যালিঞ্জিং ভূমিকা নেয়ার শপথ রয়েছে। এতে ঝুঁকি থাকলেও শিক্ষককে তা গ্রহণ করতে হবে। আর এখানেই রয়েছে শিক্ষকতার পেশার মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব।

১৯৯৮ সালের ২৬ মে ঢাকায় বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের আয়োজিত 'পাবলিক পরীক্ষায় অসদুপায় প্রতিরোধে শিক্ষকদের দায়িত্ব' শীর্ষক সেমিনারে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী এএসএইচ কে সাদেক বলেছিলেন :

> শিক্ষকরা চাইলে পরীক্ষায় ৯৯ ভাগ নকল বন্ধ হবে। তখন পরীক্ষাকেন্দ্রে ম্যাজিস্ট্রেট-পুলিশের প্রয়োজন পড়বে না।[২]

বস্তুত পাবলিক পরীক্ষায় শিক্ষকদের ভূমিকার এটি ছিল একটি ইতিবাচক মূল্যায়ন। কিন্তু দু-একটি প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক সংগঠন এর সঙ্গে একমত হতে পারেন নি। ২৯ মে (১৯৯৮) জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক জসীমউদ্দিন আহমেদ ও সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক শেখ মঞ্জুরুল হক সংবাদপত্রে এক বিবৃতিতে শিক্ষামন্ত্রী উপরিউক্ত মন্তব্যের

---

১ পরীক্ষা শুরু হওয়ার ১৫ মিনিটের মধ্যে যেন নকল করার এক উৎসব শুরু হয়ে যায়। মহান পেশায় নিয়োজিত শিক্ষকদের এই উৎসবে কোনো বাধা দিতে দেখা যায় নি।... পরিদর্শক টিম কেন্দ্রের ভেতরে প্রবেশ করা মাত্রই শিক্ষকরা হলে হলে পরীক্ষার্থীদের সতর্ক করে দেন এই বলে, 'বাবারা বোর্ডের লোক এসেছে তোমরা নকলগুলো লুকিয়ে রাখো'। (দৈনিক ইত্তেফাক, ৩ জুন ১৯৯৮)

২ বাংলাদেশ অবজারভার, ডেইলি স্টার, দৈনিক ইত্তেফাক, ২৭ মে ১৯৯৮

www.pathagar.com

সমালোচনা করে বলেছেন :

> শিক্ষামন্ত্রী নকল বন্ধ করার প্রায় সকল দায়ভাগ শিক্ষকদের স্কন্ধে একতরফাভাবে চাপিয়ে দিয়েছেন।[১]

বলতে দ্বিধা নেই, এই বিবৃতি ছিল প্রকৃত সত্যকে এড়িয়ে যাওয়া মাত্র, বরং তারা পরীক্ষায় শিক্ষকদের ভূমিকার মূল দায়িত্বের বিষয়টিই এর মাধ্যমে অস্বীকার করতে চেয়েছেন। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির বক্তব্যের অসারতা উপলব্ধি করা সম্ভব হবে যদি ২৯ মে (১৯৯৯) তারিখে বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় কমিটির সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা করা যায়। শিক্ষক ফেডারেশনের সভায় জীবনের ঝুঁকি নিয়ে নিষ্ঠার সাথে এইচএসসি পরীক্ষার দায়িত্ব পালনের জন্য শিক্ষকদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছিল।[২]

পরীক্ষার খাতা দেখার দুর্নীতি

পাবলিক পরীক্ষায় দুর্নীতিতে শিক্ষকদের ভূমিকায় আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক রয়েছে পরীক্ষার খাতা দেখার ব্যাপারে। সকল শিক্ষক না হলেও এক বিরাট সংখ্যক শিক্ষকের বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে যে তারা পরীক্ষার খাতা মনোযোগ দিয়ে দেখেন না। ফলে পরীক্ষার খাতায় নম্বর প্রদানে তারতম্য ঘটে। এতে অনেক সময় পরীক্ষার্থী ভালো নম্বর পায়, আবার ভালো পরীক্ষার্থী কম নম্বর পেয়ে থাকে। এই অবস্থাকে 'ইনজাস্ট্রিস' না বলে 'অরাজকতা' বলাই শ্রেয়।

জীবনের ঝুঁকি নেয়া শিক্ষকদের কথা

এ কথা অবশ্যই গৌরবের সঙ্গে উল্লেখ করতে দ্বিধা নেই যে, পাবলিক পরীক্ষার শিক্ষকসমাজের এই দুর্বলতার বাইরেও ব্যতিক্রম অনেক ঘটনা দুর্লভ নয়। পরীক্ষাকেন্দ্রে যথাযথ দায়িত্ব পালন করতে যেয়ে গ্রাম-গ্রামান্তরে অনেক শিক্ষকই নিগৃহীত হয়েছেন, হচ্ছেন। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে হলেও অনেক শিক্ষক দায়িত্ব পালনে পিছপা হন না। আর এ কারণেই আমাদের শিক্ষাজীবনের অনেক কিছুই এখনো টিকে আছে। সৎ ও নিষ্ঠাবান শিক্ষক এখনো দুর্লভ নয়।

পাবলিক পরীক্ষার দুর্নীতিতে অন্যান্য সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা

বাংলাদেশে পাবলিক পরীক্ষায় দুর্নীতিতে জড়িয়ে আছে প্রশাসন সার্ভিস ও পুলিশ সার্ভিসের জনবলও। অনেক ক্ষেত্রেই এটা প্রমাণিত হয়েছে ডিউটিপ্রাপ্ত ম্যাজিস্ট্রেট অনুপস্থিত। পরীক্ষা হলে ম্যাজেস্ট্রেটের কার্যত ভূমিকা না থাকলেও তার উপস্থিতি

---

১ মুক্তকণ্ঠ, ২৯ মে ১৯৯৮

২ অধ্যাপক কাজী ফারুক আহমদের সভাপতিত্বে বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় কমিটির সভার এই কার্যবিবরণী প্রকাশিত হয় দৈনিক জনকণ্ঠ পত্রিকার ৩০ মে ১৯৯৮ সংখ্যায়

www.pathagar.com

পরীক্ষার্থীর মনে অসদুপায়ে ভীতি এবং শিক্ষকের মনে কর্তব্য পালনের সচেতনতা জাগায়। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা হচ্ছে কিনা তা সরেজমিনে প্রত্যক্ষ করা এবং নিশ্চিত করা তার দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। বস্তুত যথাযথ পরিবেশের অভাবও পাবলিক পরীক্ষায় অবাধ দুর্নীতির জন্ম দিয়ে থাকে। প্রশাসনের একজন ম্যাজিস্ট্রেট সেই দায়িত্ব পালন না করলে পরীক্ষায় বিপর্যয় ঘটে।

অন্যদিকে পুলিশ অফিসাররা পরীক্ষায় ডিউটি দেয়ার জন্য কনস্টেবলদের পাঠিয়েই দায়িত্ব শেষ করেন। কিছু সংখ্যক পুলিশ আছে যাদের উপস্থিতি নকলবাজদের উৎসাহিতই করে।

অনেক সময় দেখা যায়, সাধারণ একজন কনস্টেবল মাত্র কয়েকটি টাকার বিনিময়ে নকল সরবরাহ করতে সহায়তা করে সমগ্র পরীক্ষার্থীর জীবনে অভিশাপ ডেকে আনতে সহায়তা করে। পরীক্ষার হলে কিছু কিছু পুলিশের ভূমিকা নকল সরবরাহকারীদের মধ্যে ভীতির পরিবর্তে উৎসাহই জোগায়। কোথাও কোথাও পুলিশ থাকলেই নকল সরবরাহকারী নিরাপদ বোধ করে। দেখুন এই সম্পর্কে সরেজমিন কয়েকটি প্রতিবেদন।[১]

---

১ ১৯৯৮ সালের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় কয়েকটি দৈনিকের বিশেষ প্রতিনিধির ফেনী ও কুমিল্লা ঘুরে এসে প্রতিবেদন :

স্বচক্ষে দেখিয়াও বিশ্বাস হইতেছিল না। ইহা কি বোর্ডের পরীক্ষা ? নাকি নকলের মহোৎসব। ... পুলিশ, শিক্ষক, কর্মকর্তা, স্থানীয় প্রশাসন নির্বিকার।... কলেজের ভারপ্রাপ্ত প্রিন্সিপাল... জবাব দিলেন, আমার করার কিছুই নাই। পুলিশ প্রশাসনকে জানাইয়াছি। তাহারা সর্বাত্মক সহযোগিতা করে নাই। *(রেজানুর রহমানের প্রতিবেদন, দৈনিক ইত্তেফাক, ৩১ মে ১৯৯৮)*

গতকাল শনিবার কুমিল্লা বোর্ডের ৮/৯টি পরীক্ষাকেন্দ্রে সরেজমিনে পরিদর্শন করে এক ভয়াবহ চিত্র দেখা গেছে।... আইন-শৃঙ্খলার দায়িত্বে নিয়োজিত পুলিশকে নকল আনা নেয়ার দায়িত্ব পালন করতে দেখা গেছে ১০/১২ টাকার বিনিময়ে। ... পরিদর্শক টিম কেন্দ্রে প্রবেশ করা মাত্র শিক্ষকরা সামান্য কড়াকড়ি আরোপ করেন পরীক্ষার্থীদের উপর। সেই কারণে কেন্দ্রের বাইরে এক বহিরাগত ঝগড়া বাধিয়ে দেয় এক শিক্ষকের সাথে। তার কথা : ফরম ফিল-আপ করতে ৪ হাজার টাকা দিয়েছি, পরীক্ষার সুযোগ দেয়া হবে না কেন ?... শিক্ষক তাকে বারবার বোঝানোর চেষ্টা করেন : বোর্ড থেকে লোক এসেছে পরিদর্শক নিয়ে, একটু দেরি করতে হবে। বহিরাগত যুবককে তখন বলতে শোনা যায়, 'কেন বোর্ডের লোকদের টাকা দেন নি ?' শিক্ষক তাকে আবার বোঝান : সবাইকে তো টাকা দেয়া যায় না। ম্যাজিস্ট্রেট তো তোমাকে কোনো ডিস্ট্রার্ব করেন নি। *(রাশেদ আহমেদের প্রতিবেদন, সংবাদ, ৩১ মে ১৯৯৮)*

ডেটলাইন কুমিল্লার চৌদ্দগ্রাম সরকারি কলেজ। শনিবার দুপুর বারোটা। এইচএসসি ইংরেজি দ্বিতীয় পত্রের পরীক্ষা চলছে।... শিক্ষকের উপস্থিতিতে পরীক্ষার্থীরা নকল করছে। পুলিশের উপস্থিতিতে ফ্রী স্টাইলে নকল সরবরাহ করছে আত্মীয়-স্বজনরা।... এ দৃশ্য দেখার পর সাংবাদিকরা প্রশ্ন করলেন পুলিশ ও শিক্ষকদের। পুলিশ অফিসার মুজিব জানালেন, 'আমাদের কিছু করার নেই। কিছু করলে রাস্তায় ব্যারিকেড দেয়া হবে।' *(দৈনিক জনকণ্ঠ, ৩০ মে ১৯৯৮)*

...ময়মনসিংহে জেলার বিভিন্ন পরীক্ষাকেন্দ্র ঘুরিয়া দেখা গিয়াছে, চরম অব্যবস্থা। অধিকাংশ কেন্দ্রের বাহিরে সুন্দর পরিবেশ। পুলিশের সতর্ক প্রহরা। দেখিয়া বোঝার উপায় নাই, এই পরিবেশও নকল হয়। *(দৈনিক ইত্তেফাক, ৩ জুন ১৯৯৮)*

খোদ রাজধানী ঢাকা শহরের মাদ্রাসা পরীক্ষাকেন্দ্রগুলো নকলের স্বর্গরাজ্য। ... পৌনে ১২ টার দিকে আলীয়া মাদ্রাসা পরিদর্শন করে বের হয়ে আসার সময় পর্যন্ত ম্যাজিস্ট্রেট যান নি সেখানে। *(জুলফিকার আলী মানিকের প্রতিবেদন, মুক্তকণ্ঠ, ৯ জুন, ১৯৯৮)*

www.pathagar.com

নোট বইয়ের ভূমিকা

পরীক্ষায় নকল করার প্রধান সরঞ্জাম হচ্ছে নোটবই। যুগের পরিবর্তনে নোট বইয়ের 'সৃজনশীল বিকাশ' ঘটেছে। পূর্বের মতো বড় আকারে নোটবইয়ের পরিবর্তে বর্তমানে পকেট সাইজের নোট বই বাজারে একদল অসাধু ব্যবসায়ী কর্তৃক ছাড়া হয়েছে। এছাড়া ফটোস্টেট করেও বর্তমানে মূল সাইজের নোটবইকে ক্ষুদ্র করা সম্ভব। যাই হোক, ছোট আকার বা বড় আকারের নোটবই কোনো কথা নয়, যে কোনো আকারের নোটবই দ্বারাই নকল পুরোদমে করা সম্ভব।

নোটবই বা গাইডবইয়ের প্রচলন হয়েছে প্রধানত অসদুপায় অবলম্বনের উপকরণ হিসেবেই। তবে আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দীর্ঘদিন ধরে শ্রেণীকক্ষে লেখাপড়া কমে এসেছে বলে নোট বই বা গাইডবই নির্ভরতা বেড়ে গেছে। আর এর ফলে নকলপ্রবণতা রোধে প্রধান এই উপকরণেকে নিষিদ্ধ করতে না পারলে শিক্ষাজীবন এই করাল ব্যাধি থেকে মুক্তি পেতে পারে না।

পরীক্ষায় দুর্নীতির বিরুদ্ধে কী করা যায়

বাংলাদেশের পাবলিক পরীক্ষায় বর্তমানে যে দুর্নীতি চলছে তা দেশের সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার সঙ্গে একটা সাযুজ্য রয়েছে। মূল্যবোধ এবং বিবেকের বিপর্যয় ঘটেছে এদেশে অন্তত পাবলিক পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে। এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, গোষ্ঠীগুলোর মানসিক অধঃপতনের দিকে তাকালে তাই মনে হয়। কারণ মানুষ এখন আর পরীক্ষায় নকল করাকে ঘৃণা করে না, ঘৃণা থাকলে অন্তত মা-বাবা নকল সরবরাহে যেতেন না। সামাজিকভাবে পরীক্ষায় নকল একটা উৎসবের মেজাজ নিয়ে আসে। আর একদিনেই এটা ঘটে নি।

প্রশাসনিক প্রতিকারের প্রয়োজন রয়েছে, তবে সামাজিকভাবে প্রতিরোধ গড়ে তোলা না গেলে এই সেক্টরে ভয়াবহ পতনকে অনিবার্য করে তুলবে। নকল করে যে ভালো ফল করা যায় না, এমনকি পাসও করা যায় না, ফাঁস হয়ে যাওয়া প্রশ্নপত্র পাওয়া গেলেও পূর্বে থেকে পড়া না থাকলে যে কাজে লাগে না, তা পরীক্ষার পাশের হার দেখলেও প্রমাণিত হয়। ১৯৯৮ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষায় চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডের পাশের হার ছিল ৩৩.২৩%। অথচ এই বোর্ডের অধীনস্থ কেন্দ্রসমূহে এ বছর কিছু কিছু কেন্দ্রে নকল হয়েছিল, প্রশ্নও ফাঁস হয়েছিল এই বোর্ডের আওতাধীন একটি এলাকাতে।

তাই দেখা যাচ্ছে নকলের সুবিধা ভোগ করেও প্রতি বছর অর্ধেকেরও বেশি পরীক্ষার্থী অনুত্তীর্ণ থেকে যাচ্ছে। ১৯৯৮ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষায় বোর্ডের

www.pathagar.com

সম্মিলিত পাশের হার ছিল ৪৬.৯৬ শতাংশ। সারাদেশে পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিল ৭ লাখ ২২ হাজার ৩ শত পরীক্ষার্থী, পাস করেছে এদের মধ্যে মাত্র ৩ লাখ ৪৬ হাজার ৪ শত ৩৫ জন। এ বছর মাধ্যমিকের কুমিল্লা শিক্ষাবোর্ডের পাশের হার ছিল ৫২.৮৩%, ঢাকা বোর্ডের ৫১.১৭%, রাজশাহী বোর্ডের ৪৮.৩২%, যশোর বোর্ডের ৪৪.৬৩ ভাগ। অর্থাৎ শতকরা অর্ধেকেরও বেশি ছাত্র পাশ করতে পারছে না।

- তাই অবিলম্বে এর বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলার লক্ষ্যে সরকারের পক্ষ থেকে একটি উদ্যোগের প্রয়োজন রয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে রেডিও, টেলিভিশন এবং সিনেমা হলে বিভিন্ন স্লোগান সংবলিত টেলপ তৈরি করে নিয়মিত প্রচার করা এবং জনমত সংগঠিত করা। (শিক্ষা মন্ত্রণালয় এই বিষয়ে ইতোমধ্যেই একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে)।
- পরীক্ষা পদ্ধতি বদলানো প্রয়োজন। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি টাস্কফোর্সের এই বিষয়ে যে একটি প্রতিবেদন রয়েছে তা দ্রুত বাস্তবায়নের জন্যে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ দরকার। টাস্কফোর্সের এই প্রতিবেদনে ছাত্রদের একাধিক বিষয়ে অকৃতার্য হওয়ার ফলে পুনরায় সকল বিষয়ে পরীক্ষা না দেয়ার যে সুপারিশ রয়েছে তা বাস্তবায়িত হলে ছাত্রদের এক বছরে যেনতেন প্রকারে পাসের চেষ্টা কমবে।
- নকলবাজদের দৌরাত্ম্যপূর্ণ পরীক্ষাকেন্দ্র দু'বছরের জন্যে বাতিল করা এবং শক্ত রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের মাধ্যমে এ বিষয়ে অটল থাকা, যাতে রাজনৈতিক চাপে আবার কেন্দ্র ফিরিয়ে দিতে না হয়। তবে অনির্দিষ্টকালের জন্য পরীক্ষাকেন্দ্র বাতিল না করে দু'বছর বা তিন বছর উল্লেখ করে কেন্দ্র বাতিল যথাযথ হবে। অনির্দিষ্টকাল লেখা থাকলে কেন্দ্র পুনরায় চালুর জন্যে রাজনৈতিক চাপ বাড়তে থাকে।
- প্রতিটি থানায় 'পরীক্ষা কেন্দ্র' নামে আলাদা ভবন নির্মাণ করা। এই প্রকল্প বাস্তবায়নের পূর্ব পর্যন্ত এক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরীক্ষা অন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চালুর নীতি প্রবর্তন করা। বর্তমানে এক প্রতিষ্ঠান থেকে অন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকদের ডিউটিতে পাঠানো হয়। আসলে পাঠাতে হবে পরীক্ষার্থীদের। শিক্ষকরা অন্য প্রতিষ্ঠানে গিয়ে স্বাভাবিকভাবেই নিজ প্রতিষ্ঠানের মতো শক্তিশালী থাকতে পারেন না।
- বাংলাদেশের সাক্ষরতার হার ৮০ থেকে ৮৫ ভাগ হওয়ার পর প্রথমে মাধ্যমিক পর্যায়ে এবং পরের ধাপে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে পাবলিক পরীক্ষা তুলে দেয়া (থাইল্যান্ডে মাধ্যমিক পর্যায়ে এবং মালয়েশিয়ায় উচ্চ মাধ্যমিক

www.pathagar.com

পর্যায় পর্যন্ত পাবলিক পরীক্ষা নেই)।

- প্রতি বছর পাবলিক পরীক্ষায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, সচিবালয়ের বিভিন্ন কর্মকর্তা, বিভিন্ন গণমাধ্যমের প্রতিনিধি, সংসদ সদস্যদের সমন্বয়ে ভিন্ন ভিন্ন বেশকিছু আকস্মিক পরিদর্শক (সারা দেশের জন্য) তৈরি করা এবং তাদের প্রতিবেদনের ভিত্তিতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা (সংসদ সদস্যগণ যে বিভাগের, সে বিভাগের পরিবর্তে অন্য বিভাগের জন্য তারা মনোনীত হবেন)। এই আকস্মিক পরিদর্শন টীমের জন্যে প্রথম দু-এক বছর কিছু অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় হলেও এর থেকে জাতির জন্যে একটি ইতিবাচক ফল আসবে, যা সমাজের জন্যে ভালো ফল বয়ে আনবে।
- শিক্ষকরা যাতে পরীক্ষার পূর্বে ছাত্রদের পড়ালোখার বিষয়টি শ্রেণীকক্ষেই ফয়সালা করেন, তার জন্যে কেন্দ্রীয় মনিটরিং-এর ব্যবস্থা রাখা প্রয়োজন।
- কোনো ছাত্র 'টেস্ট পরীক্ষা'য় উপযুক্ত নম্বর না পেলে তাকে পরীক্ষা দেয়া থেকে বিরত রাখা। ভর্তির পর উধাও হয়ে যাওয়া এবং দু'বছর পর হঠাৎ আবির্ভূত হয়ে পরীক্ষা দিতে চেষ্টা করার প্রবণতা বন্ধ করতে হবে।
- ১৯৯৭-৯৮ শিক্ষাবর্ষে শিক্ষা মন্ত্রণালয় বিভিন্ন কলেজে বেআইনি ভর্তির সাথে জড়িত অধ্যক্ষ ও অন্যান্যদের বিরুদ্ধে যে ব্যবস্থা নিয়েছিল তা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইতিবাচক ফল বয়ে আনবে। স্কুল পর্যায়েও এই ব্যবস্থা গ্রহণ করলে তা সর্বমহলে বেআইনি পরীক্ষা দান, বেআইনি রেজিস্ট্রেশন আরো ভীতির সঞ্চার করবে। এর ফলে বেআইনি পরীক্ষার্থীদের ফল আটকানো বিষয়টিও যথাযথ হয়েছে বলে মনে করা যায়। আশা করা যায়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এই উদ্যোগের ফলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অর্থের বিনিময়ে বেআইনি কার্যকলাপ কমে আসবে।
- বার্ষিক পরীক্ষা ও টেস্ট পরীক্ষাতেই যাতে ছাত্ররা অসৎ পথ অবলম্বন না করতে পারে, শিক্ষকদের সেদিকে প্রথম থেকেই নজর রাখা। এ ব্যাপারে শিক্ষকদের ভূমিকাই প্রধান। এই পেশায় যেমন সম্মান আছে (ইদানিং অর্থ সামর্থ্যও সৃষ্টি হয়েছে), তেমনি ঝুঁকিও আছে। আর ঝুঁকি আছে জেনেই শিক্ষকরা এই পেশায় এসেছেন। সুতরাং নকলের বিরুদ্ধে তার ভূমিকা থাকবে আপোসহীন।
- আজকের দিনে 'গুড গভারনেস', 'গুড ডক্টরিন' কথাগুলো শুরু হয়েছে, এর সাথে 'গুড টিচিং'-কেও প্রচারণায় নিয়ে আসা প্রয়োজন এ ব্যাপারে শুধু শিক্ষকদের এবং একমাত্র শিক্ষকদের ভূমিকা ও ইতিবাচক মানসিকতাই

www.pathagar.com

প্রধান শর্ত।

- প্রশাসনের কর্মকর্তা এবং পুলিশ সার্ভিসের সদস্যগণ যাতে তাদের নিজ নিজ দায়িত্বটুকু যথাযথভাবে পালন করেন, তার জন্যে তাঁদের ডিউটিতে দেয়ার পূর্বে পর্যাপ্তভাবে ব্রীফ করা। এই ব্যাপারে তাঁদের জন্যে প্রতিবছর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি নির্দেশমালা ছাপিয়ে পাঠালে ভালো হয় যা তাঁরা সঙ্গে রাখবেন।
- পরীক্ষায় সুদায়িত্ব পালনকালে যদি কোনো শিক্ষক অন্যায়ভাবে শারীরিক ক্ষতিগ্রস্ত হন, সেক্ষেত্রে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিশ্রুতি রয়েছে। কিন্তু শিক্ষাবোর্ডগুলি শিক্ষকদের দ্বারা পরিচালিত হলেও এসব ক্ষেত্রে হাত বাড়িয়ে শিক্ষকদের পাশে দাঁড়ানোর বিষয়ে তাদের ততোটা উদার মনে হয় না। শিক্ষাবোর্ডগুলিকে জোরেশোরে প্রচার চালিয়ে শিক্ষকদের জানাতে হবে, 'ঝুঁকি নেবেন, আমরা পাশে থাকব।'
- প্রশ্নপত্র ফাঁস করার সাথে জড়িত দুষ্কৃতকারীদের ধরার ব্যাপারে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে ও শিক্ষাবোর্ডেগুলির যে প্রতিশ্রুতি রয়েছে তা যথাযথভাবে পালনের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দেখা দিয়েছে। ১৯৯৮ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁস করার ব্যাপারে অভিযুক্তদের শনাক্ত এবং গ্রেপ্তার হওয়ার পর আজো ৫ লাখ টাকার পুরস্কার দেয়ার প্রতিশ্রুতি পূরণ হয় নি। পুরস্কারের দাবিদার একাধিক ব্যক্তি ও সংস্থা থাকলেও শিক্ষা বোর্ডগুলিকে এই ব্যাপারে যে কোনো একটি সিদ্ধান্ত দ্রুতই নেয়া প্রয়োজন ছিল। তা না হলে ভবিষ্যতে এ ধরনের সংকট হলে বিভিন্ন সংস্থা ও ব্যক্তির কাছ থেকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতার অভাব ঘটতে পারে।
- শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে একাদশ, অনার্স ও ডিগ্রি পাস কোর্সে ভর্তির ক্ষেত্রে শিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রবর্তিত নতুন নীতিমালা[১] পাবলিক পরীক্ষায় ঢালাও অসদুপায় বন্ধে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। কারণ কখনো যদি এমন হয় যে, খোলাখুলি নকল করার সুযোগ পেয়ে একজন ভালো ফল করছে, তাহলে সে অন্তত পরবর্তী ধাপে ভর্তির ক্ষেত্রে আটকে যাবে এবং পড়াশুনা না করা থাকলে তার উচ্চশিক্ষার আকাঙ্ক্ষা মিটবে না।

  শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক ভর্তির এই নীতিমালা এখন পর্যন্ত সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্যে প্রযোজ্য রয়েছে, এটা বেরসকারি স্কুল-কলেজের জন্যে

---

১ একাদশ, স্নাতক এবং অনার্স কোর্সে ভর্তির ক্ষেত্রে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নতুন নীতিমালা হচ্ছে : একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি : ১০০ নম্বরের ভর্তি পরীক্ষার ফলাফল + এসএসসিতে প্রাপ্ত নম্বরের ১০% (৪র্থ পত্র বাদে)

স্নাতক বা অনার্স কোর্স : ১০০ নম্বরের ভর্তি পরীক্ষার নম্বর + এইচএসসিতে প্রাপ্ত নম্বরের ১০%

www.pathagar.com

কীভাবে প্রযোজ্য করে তোলা যায় তার চিন্তা-ভাবনা করা প্রয়োজন।

- শিক্ষকরা, জেলা বা থানা প্রশাসনের প্রতিনিধিগণ, পুলিশের কর্মকর্তা ও সাধারণ সিপাহীরা পরীক্ষা কেন্দ্রে যথাযথ দায়িত্ব পালন না করলে নকলবাজ পরীক্ষার্থী বহিষ্কারের ন্যায় তাদের বহিষ্কারের, সাময়িকভাবে বরখাস্তের ব্যবস্থা আরো বাড়ানো দরকার।

  আবার যে সকল শিক্ষক, প্রশাসন প্রতিনিধি, পুলিশ প্রতিনিধি সাহসী ভূমিকা পালন করবে অথবা দায়িত্ব পালনকালে যদি লাঞ্ছিত হয় সেক্ষেত্রে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও শিক্ষাবোর্ড থেকে তাদের জন্যে যথেষ্ট পরিমাণে সহানুভূতি ও বৈষয়িক সুবিধা থাকা প্রয়োজন।

  ১৯৯৭ সালে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক ঘোষিত পরীক্ষায় যথাযথ দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে কোনো শিক্ষক আহত হলে তার চিকিৎসা-সুবিধা প্রদান অথবা আর্থিক সহায়তা দানের বিষয়টি বর্তমানে কার্যকর রয়েছে।

www.pathagar.com

বাংলাদেশের শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান

প্রাথমিক শিক্ষা

প্রতিষ্ঠান

মোট	সরকারি	বেসরকারি
৭৪,৮৩৫	৩৭,৭১০	৩৭,১২৫

শিক্ষক

মোট	সরকারি	বেসরকারি
৩,০৪,৭৪১	১,৫৮,০৫৫	১,৪৬,৬৮৬
(৭৩,৬৬৪)	(৪৪,৪০২)	(২৯,২৬২)

শিক্ষার্থী

মোট	সরকারি	বেসরকারি
১৭,৭৮,৮,১৫৬ (৮,৫৬,২,৭৯৬)	১,১৮,০৮,৩৪৫ (৫,৭৩,৬,০১৩)	৫,৯৭,৯,৮১১ (২,৮২,৬,৭৮৩)

বি: দ্র: বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে বেসরকারি স্বীকৃতিপ্রাপ্ত ও স্বীকৃতিবিহীন প্রাথমিক বিদ্যালয়, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সাথে সংযুক্ত প্রাইমারি স্কুল, স্যাটেলাইট স্কুল, কমিউনিটি স্কুল, কিন্ডার গার্টেন, এক্সপেরিমেন্টাল স্কুল ও এবতেদায়ী মাদ্রাসার সংখ্যা সংযুক্ত। বন্ধনীর ভিতরে শিক্ষিকা ও ছাত্রী সংখ্যা দেখানো হলো।

মাধ্যমিক শিক্ষা

নিম্ন মাধ্যমিক

প্রতিষ্ঠান

মোট	সরকারি	বেসরকারি
৩,৫১৭	-	৩,৫১৭

www.pathagar.com

শিক্ষক

মোট	পুরুষ	মহিলা
২১,৮৮৪	১৯,৪৯৭	২,৩৮৭

শিক্ষার্থী

মোট	ছাত্র	ছাত্রী
৭,৪০,৬৬৮	৩,৪১,১৯০	৩,৯৯,৪৭৮

মাধ্যমিক

প্রতিষ্ঠান

মোট	সরকারি	বেসরকারি
১০,৬০১	৩১৭	১০,২৮৪

শিক্ষক

ধরন	মোট	মহিলা
সরকারি	৭,৪৭০	২,৯১৪
বেসরকারি	১,৩০,২৯৮	১৭,৩১৪
মোট	১,৩৭,৭৬৮	২০,২২৮

শিক্ষার্থী

ধরন	মোট	ছাত্রী
সরকারি	২,৪৬,০৫৬	১,১৩,৭৬৫
বেসরকারি	৫২,৪৬,০৫৮	২,৪৬৬,৮১৩
মোট	৫৪,৯২,১১৪	২৫,৮০,৫৭৮

ক্যাডেট কলেজ

প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	শিক্ষকের সংখ্যা		শিক্ষার্থীর সংখ্যা	
	মোট	মহিলা	মোট	ছাত্রী
১০	২৭২	৩৭	৩,০০৫	৩২০

বি: দ্র: মেয়েদের জন্য শুধুমাত্র একটি ক্যাডেট কলেজ বিদ্যমান। অন্যগুলো শুধুমাত্র ছেলেদের।

www.pathagar.com

কলেজ শিক্ষা (সাধারণ)

উচ্চ মাধ্যমিক

প্রতিষ্ঠান

মোট	সরকারি	বেসরকারি
১,১৩০	৮	১,১২২

শিক্ষক

ধরন	মোট	মহিলা
সরকারি	১১৮	১৬
বেসরকারি	১৯,৮৪৫	৪,০৫২
মোট	১৯,৯৬৩	৪,০৬৮

শিক্ষার্থী

ধরন	মোট	ছাত্রী
সরকারি	৬,৪৫৪	১,৮০৮
বেসরকারি	২,৪৯,৩৬৩	১,০৭,৯৩২
মোট	২,৫৫,৮১৭	১,০৯,৭৪০

স্নাতক

প্রতিষ্ঠান

মোট	সরকারি	বেসরকারি
৭৬৮	২২৫	৫৪৩

শিক্ষক

ধরন	মোট	মহিলা
সরকারি	৯,৫৭১	১,৯৭০
বেসরকারি	১৭,৯৪০	২,৮১৭
মোট	২৭,৫১১	৪,৭৮৭

www.pathagar.com

শিক্ষার্থী

ধরন	মোট	মহিলা
সরকারি	৫,২৬,৩১৬	১,৩৬,০৭৬
বেসরকারি	৫,৮৬,৮৩৩	১,৮৯,৬০৫
মোট	১১,১৩,১৪৯	৩,২৫,৬৮১

মাদ্‌রাসা শিক্ষা

প্রতিষ্ঠান

ধরন	সরকারি	বেসরকারি	মোট
দাখিল	-	৪,৭৯৪	৪,৭৯৪
আলিম	-	৯৮৩	৯৮৩
ফাজিল	-	৯৫৫	৯৫৫
কামিল	০৩	১১৫	১১৮

শিক্ষক

ধরন	মোট	মহিলা
দাখিল	৫৮,৩৬০	১,২৫৭
আলিম	১৭,৪৭৮	২৭৬
ফাজিল	১৭,৮৮৫	১৩৪
কামিল	২,৮৯০(৮৯)	২৪
মোট	৯৬,৬১৩(৮৯)	১,৬৯১

শিক্ষার্থী

ধরন	মোট	ছাত্রী
দাখিল	১৩,৫৮,৫৭৭	৪,৮৫,৯৮৪
আলিম	৩,৩২,৩৬৮	৮৭,০৮৮
ফাজিল	৩,৫৮,২৬২	৬৫,৪৬১
কামিল	৬০,৫৫৪(২,৩১৭)	৪,৯৪৬
মোট	২১,০৯,৭৬১(২,৩১৭)	৬,৪৩,৪৭৯

বি: দ্র: বন্ধনীর ভেতরে সরকারি প্রতিষ্ঠানের মহিলা শিক্ষক ও ছাত্রীর সংখ্যা দেখানো হলো।

www.pathagar.com

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা

বিশ্ববিদ্যালয়	পাবলিক প্রাইভেট	১১ ১৬
শিক্ষক*	মোট	৪,০১৫
	মহিলা	৬১৫
শিক্ষার্থী*	মোট	৬৭,৮০৭
	ছাত্রী	১৬,৪১৯

** উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ব্যতীত*

কারিগরি ও পেশাভিত্তিক শিক্ষা

ধরন	প্রতিষ্ঠান	শিক্ষক	শিক্ষার্থী
ভিটিআই	৫১	৫৫২	৫,৮২৫
পিটিআই	৫৪	৭৪৮	৬,৪৭২
গভঃ কমার্শিয়াল ইনস্টিটিউট	১৬	১০৮	৪,১৬২
পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট	২০	৮৯১	১৭,০৩৯
শিক্ষক প্রশিক্ষক কলেজ	১২	২২৮	৬,৮৬৩
কারিগরি শিক্ষক প্রশিক্ষক কলেজ	০১	১৯	৮৫
ভিটিটিআই	০১	২০	৩৮
কলেজ অব লেদার টেকনোলজি	০১	২২	৩৫৯
বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব টেকনোলজি	০৪	২৩২	৩,২৪৬
কৃষি কলেজ	০৪	১৯৬	১,৫০৬
মেডিকেল কলেজ	২২	১৪৭৫	১১,০৪৬
ডেন্টাল কলেজ	০২	৮৬	৫২৫
হোমিওপ্যাথিক কলেজ	২১	৩১১	১২,২৪৯
নার্সিং কলেজ	০১	১৪	১১৩
নার্সিং ট্রেনিং ইনস্টিটিউট	৪৪	২৫৯	৩,৭৯৩
বঙ্গবন্ধু মেডিকেল ইউনির্ভাসিটি	০১	১৩৯	১৩০
কলেজ অব টেক্সটাইল টেকনোলজি	০১	২৩	৪০৪
ইউনানী কলেজ	০৯	৭৫	৫৩২
আয়ুর্বেদিক কলেজ	০৫	৪৩	৩২৭
সরকারি ইউনানী/ আয়ুর্বেদিক কলেজ	০২	২৩	২৮৫

www.pathagar.com

ধরন	প্রতিষ্ঠান	শিক্ষক	শিক্ষার্থী
সরকারি হোমিও কলেজ	০১	২৩	৪৮৭
আই ডি সি এইচ	০১	১৬	৩৩
আর আই এইচ ডি	০১	২৭	১৫
ইনস্টিটিউট অব হেলথ্ টেকনোলজি	০২	২৫	৭৮
আইন মহাবিদ্যালয়	৩৯	৪০৮	৩২,২৫০
শিক্ষা কলেজ	০৩	৪৩	৪৮৫
ক্যাডেট কলেজ	১০	৩০৮	৩,০২৯
সংস্কৃত পালি এন্ড টোল	২৬০	৯২২	১,৭৩০
নট্রামস	০১	৩১	৪,৯০০

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল-১৯৯৮

পরীক্ষা	অংশগ্রহণকারী		উত্তীর্ণ		পাশের হার
	মোট	ছাত্রী	মোট	মহিলা	
এসএসসি	৭,২২,৩০০	৩,০৭,৮৬০	৩,৪৬,৪৩৫	১,৩৯,১০৭	৪৭.৯৬
এইচএসসি	৪,৭৯,০২৮	১,৭৭,৯৪৯	২,২০,৭৪৮	৮৩,৬৪০	৪৬.০৮

দাখিল থেকে কামিল পরীক্ষার ফলাফল-১৯৯৮

পরীক্ষা	অংশগ্রহণকারী		উত্তীর্ণ		পাশের হার
	মোট	ছাত্রী	মোট	ছাত্রী	
দাখিল	১,৩৪,৮৫৬	৩৯,০৫৪	৮৭,৪৯৯	২৬,৩৫৩	৪৬.৮৮
আলিম	৫৪,৭৮৪	৮,৫৭৭	২৯,০০০	৪,৫৯৪	৫২.৯৪
ফাজিল	২১,৩৮৮	২০২১	১৬,৮০৩	১,৫৫৫	৭৮.৫৬
কামিল	১০,২৫০	২৯৩	৮,৭৯৩	২১৮	৮৫.৭৯

উচ্চ শিক্ষার ফলাফল-১৯৯৭

পরীক্ষা	মোট অংশগ্রহণকারী	মোট উত্তীর্ণ	পাশের হার
স্নাতক (পাস)	২,২৮,৪১৮	৭৮,৮৩৪	৩৪.৫১
স্নাতক সম্মান	১০,৮২০	৯,৫৯১	৮৮.৬৪
স্নাতক (কারিগরি)	৩,৮০১	২,৪৪৫	৬৪.৩২
স্নাতকোত্তর (সাধারণ)	১৬,৪৪২	১৪,৬৪৯	৮৯.০৯
স্নাতকোত্তর (কারিগরি)	৩৯১	৩৮৬	৯৮.৭২
পিএইচপি/এমফিল	৭৬	৭৬	১০০.০০
সার্টিফিকেট/ ডিপ্লোমা	৮৮১	৭২৬	৮২.৪১

www.pathagar.com

বিভিন্ন প্রকল্প থেকে বৃত্তি গ্রহণকারী মাধ্যমিক পর্যায়ের ছাত্রী সংখ্যা (স্কুল ও মাদ্রাসা)-১৯৯৭

প্রকল্পের নাম	প্রকল্পাধীন থানার সংখ্যা	প্রকল্পাধীন প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	বৃত্তি গ্রহণকারী ছাত্রী সংখ্যা	অর্থায়নে
এফএসএসএপি	১১৮	৪,৫১৩	৬,৫৫,৮১১	আইডিএ এবং বাংলাদেশ সরকার
এফএসএসপি	২৮২	১১,৪৭০	১৭,৭২,৩১৩	বাংলাদেশ সরকার
এসইডিপি	৫৩	১,৮৭৪	২,৮৫,৪১১	এডিবি এবং বাঃ সরকার
এফইএসপি	০৭	২২৩	*৫৯০০০	নোরাড
মোট প্রকল্প	৪৬০	১৮,০৮০	২৭,৭২,৫৩৫	

** প্রাক্কলিত*

শিক্ষা খাতে বরাদ্দ ও ব্যয়

শিক্ষা খাতে খাতওয়ারী সরকারি ব্যয় বরাদ্দ (রাজস্ব) ১৯৯৭-৯৮

(মিলিয়ন টাকায়)

উপখাত	ব্যয় বরাদ্দ	%
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা	১০,২৮৮.৬০	৪৩.৯২
মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক	১০,১২৯.৮৮	৪৩.২৪
কারিগরি	৪৪৬.৯২	১.৯১
বিশ্ববিদ্যালয়	১,৮৩৭.০০	৭.৮৪
অন্যান্য শিক্ষা সহায়ক দপ্তর	৫১৯.০০	২.২২
মঞ্জুরী ও অনুদান	৫৬.৯০	০.২৪
ক্যাডেট কলেজ	১৫০.০০	০.৬৪
মোট	২৩,৪২৮.২৮	১০০.০০

জাতীয় রাজস্ব বাজেটে শিক্ষা খাতে ব্যয় বরাদ্দের হার ১৪.৬৪%

www.pathagar.com

শিক্ষার মুখ্য খাতসমূহে সরকারি উন্নয়ন ব্যয় ১৯৯৭-৯৮

(মিলিয়ন টাকায়)

উপখাত	ব্যয় বরাদ্দ	%
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা	৮,৮৫৮.৩১	৫৩.৬৭
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা	৫,৮২৩.৯০	৩৫.২৯
কারিগরি ও বৃত্তিমূলক	৬৩৫.২০	৩.৮৫
বিশ্ববিদ্যালয়	১,০৩৬.৬০	৬.২৮
মন্ত্রণালয়ের নিজস্ব প্রকল্প	১৫০.৯০	০.৯১
মোট	১৬,৫০৪.৯০	১০০.০০

বি: দ্র: জাতীয় উন্নয়ন বাজেটের সাপেক্ষে শিক্ষার উন্নয়ন বাজেটের হার ১২.৮%

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বেতন ভাতাদি প্রদানে সরকারি ব্যয়

(মিলিয়ন টাকায়)

প্রতিষ্ঠানের ধরন (বেসরকারি)	১৯৯৫-৯৬	১৯৯৬-৯৭	১৯৯৭-৯৮
বিদ্যালয় (নিম্নমাধ্যমিক, মাধ্যমিক)	৪,০৯২.২২	৪,১০২.০৬	*৫২৭০.৮৮
মাদ্‌রাসা (দাখিল, আলিম, ফাজিল ও কামিল)	২,০৪৪.৮০	২,০৬২.৮০	২,৬৮৫.৮০
মহাবিদ্যালয় (উচ্চ মাধ্যমিক, স্নাতক)	১,১০৩.২৪	১,২০০.৪৩	**১,৬৯৮.৪০
মোট	৭,২৪০.২৬	৭,৩৬৪.২৯	৯,৬৫৫.০৮

** এসএসসি (ভোকেশনাল) সংযুক্ত*

*** এইচএসসি (ব্যবসায় ম্যানেজমেন্ট) সংযুক্ত*

সারকারি বেতন ভাতাদি প্রাপ্ত বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা

(মিলিয়ন টাকায়)

প্রতিষ্ঠানের ধরন	১৯৯৫-৯৬	১৯৯৬-৯৭	১৯৯৭-৯৮
বিদ্যালয়	১১,৩৭০	১১,৮০৫	১২,৩০৯
মাদ্‌রাসা	৫,৭৮৫	৫,৮৪১	৫,৯৭২
মহাবিদ্যালয়	৯৯৬	১,১০৮	১,৩২৭
এসএসসি (ভোকেশনাল) ও এইচএসসি (বিজনেস মেনেজমেন্ট)	*৯৮	**১৮৭	২৩১
মোট	১৮,২৪৯	১৮,৯৪১	১৯,৮৩৯

** বেশির ভাগ প্রতিষ্ঠান স্কুলের সাথে সংযুক্ত*

*** বেশির ভাগ প্রতিষ্ঠান কলেজের সাথে সংযুক্ত*

www.pathagar.com

প্রতিষ্ঠানের ধরন অনুযায়ী মাথাপিছু পৌনঃপুনিক ব্যয়-১৯৯৭

ক্রমিক সংখ্যা	প্রতিষ্ঠানের ধরন	শিক্ষার্থীর মাথাপিছু ব্যয় (টাকা)
১	সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়	২,৮৪১.০০
২	বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়	৬৯৮.০০
৩	সরকারি মাদ্‌রাসা	৬,৯০০.০০
৪	বেসরকারি মাদ্‌রাসা	৯৭৯.০০
৫	সরকারি মহাবিদ্যালয়	৩,৭৮৫.০০
৬	বেসরকারি মহাবিদ্যালয়	১,৪২৬.০০
৭	ক্যাডেট কলেজ	৪৭,৫২৫.০০
৮	শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়	৫,৪৮৬.০০
৯	বিশ্ববিদ্যালয়	২৭,০২২.০০

জনসংখ্যা ও শিক্ষার হার

জনসংখ্যা ১৯৮১-৯৭

(জনসংখ্যা মিলিয়ন)

বছর	পুরুষ-মহিলা	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ-মহিলার অনুপাত
১৯৮১	৮৯.৯	৪৬.৩	৪৩.৩	১০৬.৪
১৯৯১	১১১.৫	৫৭.৩	৫৪.২	১০৬.১
১৯৯৪	১১৭.৭	৬০.৫	৫৭.২	১০৫.৯
১৯৯৫	১১৯.৯	৬১.৬	৫৮.৩	১০৫.৮
১৯৯৬	১২২.১	৬২.৭	৫৯.৪	১০৫.৯
১৯৯৭	১২৪.৩	৬৩.৯	৬০.৪	১০৫.৮

উৎস : আদমশুমারী '৯১ এবং এসভিআর, বিবিএস জানুয়ারি (১৯৯৪-৯৭)*

শিক্ষার হার (৭+) : ১৯৮১-৯৭

বছর	১৯৮১	১৯৯১	১৯৯৫	১৯৯৬	১৯৯৭
পুরুষ-মহিলা	২৬.০	৩২.৪	৪৪.৩	৪৪.৮	৪৭.৩
পুরুষ	৩৩.৮	৩৮.৯	৫০.৪	৫১.৩	৫০.৬
মহিলা	১৭.৫	২৫.৫	২৮.৫	৩১.৪	৪১.৫

উৎস : আদমশুমারী '৯১ এবং এসভিআর, বিবিএস

www.pathagar.com

বয়স্ক শিক্ষার হার (১৫+), ১৯৮১-৯৬

বছর	১৯৮১	১৯৯১	১৯৯৫	১৯৯৬
পুরুষ-মহিলা	২৩.৮	৩৫.৩	৪৭.৩	৪৭.৩
পুরুষ	৩১.০	৪৪.৩	৫৫.৬	৫৫.৬
মহিলা	১৬.০	২৫.৮	৩৮.১	৩৮.১

উৎস : আদমশুমারী '৯১ এবং এসভিআর, বিবিএস

এলাকাভিত্তিক বয়স্ক শিক্ষার হার (বয়স ১৫+)-১৯৯৬

এলাকা	গ্রাম-শহর	গ্রাম	শহর
পুরুষ-মহিলা	৪৭.৩	৪৩.৮	৬৪.৪
পুরুষ	৫৫.৬	৫২.৬	৭২.০
মহিলা	৩১.১	৩৪.৬	৫৬.৮

উৎস : এসভিআর, বিবিএস

সর্বশেষ শিক্ষার হার

১৯৯৯ সালের জুন মাসে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের প্রাক্কলিত হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশের সর্বশেষ শিক্ষার হার ৫৬%।

এলাকাভিত্তিক বিদ্যালয়ে উপস্থিতির হার

(বয়স : ৫-২৪), ১৯৮১-১৯৯৫

এলাকা	বছর	১৯৯১	১৯৯৪	১৯৯৫
গ্রাম-শহর	পুরুষ-মহিলা	৪২.৯	৪৬.৬	৪৮.৮
	পুরুষ	৪৫.৩	৪৯.২	৫৩.১
	মহিলা	৩৬.২	৪১.৭	৪৪.৮
গ্রাম	পুরুষ-মহিলা	৪০.৩	৪৫.৫	৪৮.৪
	পুরুষ	৪৩.৪	৪৮.৩	৫২.১
	মহিলা	৩৪.২	৩৯.৬	৪২.৫
শহর	পুরুষ-মহিলা	৫০.৪	৫৫.৬	৫৬.৭
	পুরুষ	৫৩.৫	৫৮.১	৬০.৩
	মহিলা	৪৭.৪	৫১.৪	৫৩.৬

উৎস : আদমশুমারী '৯১ এবং এসভিআর, বিবিএস

www.pathagar.com

বিভাগওয়ারী জনসংখ্যা ও শিক্ষার হার (৭+)

(জনসংখ্যা মিলিয়ন)

বিভাগ	জনসংখ্যা (হাজারে)		শিক্ষার হার (%)	
	১৯৯১	১৯৯৬	১৯৯১	১৯৯৬
খুলনা	১৩,২৪৩	১৪,৫১৯	৩৩.১	৪৫.১
চট্টগ্রাম	২১,৮৬৫	২৩,৮৯৩	৩৩.৮	৪৭.৪
ঢাকা	৩৩৯৪১	৩৭,৭৬৭	৩৩.৫	৪৯.২
রাজশাহী	২৭,৫০০	৩০,১২২	২৭.১	৪১.০
বরিশাল	৭,৭৫৭	৮,৪৪২	৩৯.৬	৪৮.৯
সিলেট	৭,১৫০	৭,৮১৯	২৮.১	৪০.৭
বাংলাদেশ	১,১১,৪৫৬	১,২২,৫৬৪	৩২.৪	৪৪.৮

উৎস : আদমশুমারী ১৯৯১ এবং এসভিআর, বিবিএস

প্রতিষ্ঠানের ধরন অনুযায়ী শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত-১৯৯৭

ধরন	শিক্ষকের সংখ্যা	শিক্ষার্থীর সংখ্যা	শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত
সরকারি নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়	-	-	-
সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়	৭,৪৭০	২,৪৬,০৫৬	১ঃ৩৩
বেসরকারি নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়	১৯,৩০৯	৬,৩২,২১১	১ঃ৩৩
বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়	১,৩০,২৯৮	৫২,৪৬,০৫৮	১ঃ৪০
সরকারি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়	১১৮	৬,৪৫৪	১ঃ৫৭
বেসরকারি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়	১৯,৮৪৫	২,৪৯,৩৬৩	১ঃ১৩
সরকারি স্নাতক মহাবিদ্যালয়	৯,৫৭১	৫,২৬,৩১৬	১ঃ৫৫
বেসরকারি স্নাতক মহাবিদ্যালয়	১৭,৯৪০	৫,৮৬,৮৩৩	১ঃ৩৩
সরকারি মাদ্রাসা	৮৯	২,৩১৭	১ঃ২৬
বেসরকারি মাদ্রাসা	৯৬,৪৩৫	২১,০৫,১২৭	১ঃ২২
ক্যাডেট কলেজ	২০৫	৩,০০৫	১ঃ১৫

তথ্য সংগ্রহকাল : ১৯৯৭, ১৯৯৮

তথ্যের উৎস : প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর এবং ব্যানবেইস।

www.pathagar.com

www.pathagar.com